ইঞ্জিল শরিফ

ইঞ্জিল শরিফের পাঁচটি সূরা

(বাংলা অনুবাদ)

গ্রীণ পাবলিকেশনস

ইঞ্জিল শরিফ

ইঞ্জিল শরিফের পাঁচটি সূরা

(বাংলা অনুবাদ)

📖
গ্রীণ পাবলিকেশনস

ইঞ্জিশ শরিফ
ইঞ্জিল শরিফের পাঁচটি সূরা
(বাংলা অনুবাদ)

প্রথম প্রকাশ : মে ২০১২
দ্বিতীয় সংস্করণ : জুলাই ২০২৪

প্রকাশক : গ্রীণ পাবলিকেশনস
গাউছুল আজম সুপার মার্কেট
নীলক্ষেত, ঢাকা। মোবাইল ০১৭১৩-৪৫৯০৭৪

বর্ণবিন্যাস : টিপিডি
বনবীথি, মৌলভীবাজার।

মুদ্রণ : ব্ল্যাকব্যারী প্রিন্টার্স
মিরপুর ১, ঢাকা।

স্বত্ব : গ্রীণ পাবলিকেশনস

মূল্য : ৩০০ টাকা; ইউএস ডলার ১০

আইএসবিএন : ৯৭৮-৯৮৪-৩৩-৫৩০১-৬

Ingil Sharif : Five chapter of Ingil Sharif, (ইঞ্জিল শরিফ : ইঞ্জিল শরিফের পাঁচটি সূরা), Published by Green Publications, Nilkhet, Dhaka, secound edition July 2024, Mobile 01713459074,
Price Tk. 300
(বিতরণ সীমিত)

ভূমিকা

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম

সমস্ত প্রসংশা একমাত্র আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের, যিনি মানব জাতিকে পথ দেখাতে, হেদায়েত করতে, যুগে যুগে অসংখ্য নবি-রাসুলের মাধ্যমে তাঁর কালাম পাঠিয়েছেন। আল্লাহর সেই কালাম আসমানি কিতার নামে পরিচিত। প্রধান প্রধান আসমানি কিতাবের মধ্যে ইঞ্জিল শরিফ একটি।

যদিও ইঞ্জিল শরিফের কয়েকটি অনুবাদ বাজারে প্রচলিত আছে, তবুও এদেশের, এঅঞ্চলের, মানুষের প্রাত্যহিক জীবনের ব্যবহারিক ভাষায় একটি অনুবাদের অভাব সব সময় অনুভুত হয়েছে। সেই অভাব পূরণে এই প্রচেষ্টা।

ইঞ্জিল শরিফ নাযিল হয় প্রায় দু'হাজার বছর আগে। সেই থেকে গোটা দুনিয়ার অসংখ্য মানুষের অন্তরে আল্লাহর এই কালাম গুনাহ থেকে নাজাত, আশা ও উৎসাহ বয়ে এনেছে। তাই আমাদের প্রত্যেকের উচিত ইমানের সাথে এই কিতাব পাঠ করা।

প্রথমে যে ভাষায় ইঞ্জিল শরিফ লিখিত হয়েছিলো তাতে কঠিন শব্দের ব্যবহার ছিলো না, তা মানুষের প্রাত্যহিক জীবনের ব্যবহারিক ভাষায় লেখা হয়েছিলো। সেজন্য এই অনুবাদে চেষ্টা করা হয়েছে কিতাবের অর্থ ঠিক রেখে সহজ সরল বাংলা শব্দ ব্যবহার করতে। যাতে কিতাবটি সকল স্তরের মানুষ পড়তে ও বুঝতে পারেন। অনুবাদের ক্ষেত্রে আক্ষরিক অনুবাদ না করে মূল বক্তব্যকে তুলে আনার চেষ্টা করা হয়েছে। মূল কিতাবে এমন কিছু শব্দ রয়েছে যা একাধিক অর্থ প্রকাশ করে। এসব ক্ষেত্রে ঘটনা, অবস্থা ও বিষয় বিবেচনায় রেখে অনুবাদ করা হয়েছে।

২০১২ সালে এই অনুবাদ প্রথম প্রকাশের পর অনেক পাঠক ও আগ্রহী ব্যক্তিদের নিকট থেকে কিছু গুরুত্বপূর্ণ মতামত ও পরামর্শ পেয়েছি। বর্তমান সংস্করণে তা বিবেচনা করা হয়েছে।

এই কিতাব অনুবাদ, অনুবাদ যাচাই, সংশোধন ও প্রকাশনার কাজে অনেকে নানাভাবে সহযোগিতা করেছেন। তাদের প্রত্যেকের নিকট আমরা কৃতজ্ঞ। আল্লাহ পাক প্রত্যেককে অশেষ রহমত দান করে সিরাতুল মুস্তাকিমে পরিচালিত করুন।

আমিন।

অনুবাদকবৃন্দ

সূচিপত্র

আল-মসিহ	০৬
মামলুকাতুল্লাহ	২৯
ইবনুল-ইনসান	৬৬
হাওয়ারিনামা	১০৫
কালিমাতুল্লাহ	১৪৬

আল-মসিহ

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম

রুকু ১

১হযরত ইসা মসিহের ইঞ্জিলের শুরু। ইনি আল্লাহর একান্ত প্রিয় মনোনীতজন।

২হযরত ইসাইয়া নবির কিতাবে লেখা আছে– “দেখো, তোমার আগে আমি আমার নবিকে পাঠাচ্ছি; সে তোমার পথ
প্রস্তুত করবে। ৩মরুপ্রান্তরে একজনের কণ্ঠস্বর ঘোষণা করছে, ‘তোমরা মালিকের পথ প্রস্তুত করো, তাঁর রাস্তা সোজা
করো’।”

৪হযরত ইয়াহিয়া আ. মরুপ্রান্তরে আবির্ভূত হয়ে বায়াত দিতে এবং গুনাহর ক্ষমা পাবার জন্য তওবার বায়াত প্রচার করতে
লাগলেন। ৫সমগ্র ইহুদিয়া প্রদেশ ও জেরুসালেমের সকলে তার কাছে এসে গুনাহ স্বীকার করলো এবং তিনি তাদের জর্দান
নদীতে বায়াত দিলেন। ৬হযরত ইয়াহিয়া আ. উটের লোমের কাপড় পরতেন। তার কোমরে থাকতো চামড়ার কোমরবন্ধ।
৭তিনি ফড়িং এবং বনমধু খেতেন। তিনি এই বলে প্রচার করতেন, “আমার পরে একজন আসছেন, তিনি আমার চেয়ে
মহান। নত হয়ে তাঁর জুতার ফিতা খোলার যোগ্যও আমি নই। ৮আমি তোমাদের পানিতে বায়াত দিচ্ছি কিন্তু তিনি তোমাদের
আল্লাহর রুহে বায়াত দেবেন।”

৯সেই সময়ে হযরত ইসা আ. গালিলের নাসরত থেকে এলেন এবং হযরত ইয়াহিয়া আ. তাঁকে জর্দান নদীতে বায়াত
দিলেন। ১০পানি থেকে উঠে আসার সাথে সাথেই তিনি দেখলেন, আসমান খুলে গেছে এবং পাকরুহ কবুতরের মতো হয়ে
তাঁর ওপর নেমে আসছেন। ১১আর বেহেস্ত থেকে এই কণ্ঠস্বর শোনা গেলো, “তুমিই আমার একান্ত প্রিয় মনোনীতজন,
তোমার ওপর আমি খুবই সন্তুষ্ট।”

১২তখনই আল্লাহর রুহের পরিচালনায় তাঁকে মরুপ্রান্তরে যেতে হলো ১৩এবং চল্লিশ দিন ধরে শয়তান তাঁকে লোভ দেখিয়ে
পরীক্ষা করলো। সেখানে তিনি অনেক বন্য জন্তুর মধ্যে ছিলেন আর ফেরেস্তারা তাঁর সেবাযত্ন করতেন।

১৪হযরত ইয়াহিয়া আ. জেলখানায় বন্দি হওয়ার পর হযরত ইসা আ. গালিলে এলেন এবং ১৫এই বলে আল্লাহর দেয়া
ইঞ্জিল প্রচার করতে লাগলেন, “সময় পূর্ণ হয়েছে এবং আল্লাহর রাজ্য কাছে এসেছে, তওবা করো এবং ইঞ্জিলের ওপর ইমান
আনো।”

১৬হযরত ইসা আ. গালিল লেকের পাড় দিয়ে যাবার সময় দেখতে পেলেন, হযরত সাফওয়ান রা. ও তার ভাই হযরত
আন্দ্রিয়ান রা. লেকে জাল ফেলছেন, কারণ তারা ছিলেন জেলে। ১৭হযরত ইসা আ. তাদের বললেন, “আমাকে অনুসরণ
করো, আমি তোমাদের মানুষ ধরা জেলে করবো।” ১৮আর তখনই তারা জাল ফেলে রেখে তাঁকে অনুসরণ করলেন। ১৯সেই
জায়গা থেকে কিছু দূর গেলে পর তিনি হযরত ইয়াকুব ইবনে জাবিদি ও তার ভাই হযরত ইউহোন্না রা.-কে দেখতে পেলেন।
তারা তাদের নৌকায় বসে জাল মেরামত করছিলেন। ২০তখনই তিনি তাদের ডাক দিলেন আর তারা তাদের পিতা জাবিদিকে
মজুরদের সাথে নৌকায় রেখে তাঁকে অনুসরণ করলেন।

২১অতঃপর হযরত ইসা আ. ও তাঁর উম্মতেরা কফরনাহুম শহরে গেলেন এবং সাব্বাতে সিনাগোগে গিয়ে তিনি শিক্ষা দিতে
লাগলেন। ২২লোকেরা তাঁর শিক্ষায় আশ্চর্য হয়ে গেলো, কারণ তিনি আলিমদের মতো শিক্ষা না দিয়ে বরং অধিকার আছে
এমন একজনের মতো শিক্ষা দিচ্ছিলেন।

২৩তখন তাদের সিনাগোগে ভূতে পাওয়া এক লোক ছিলো। ২৪সে চিৎকার করে বললো, “হে নাসরতের ইসা, আমাদের
সাথে আপনার কী? আপনি কি আমাদের ধ্বংস করতে এসেছেন? আমি জানি আপনি কে– আপনিই তো আল্লাহর সেই
পবিত্রজন!” ২৫হযরত ইসা আ. তাকে ধমক দিয়ে বললেন, “চুপ করো, এর ভেতর থেকে বেরিয়ে এসো!” ২৬সেই ভূত তখন
তাকে মুচড়ে ধরলো এবং চিৎকার করে তার ভেতর থেকে বেরিয়ে এলো। ২৭এতে প্রত্যেকে এমন আশ্চর্য হলো যে, তারা
নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতে লাগলো, “এসব কী হচ্ছে! কেমন ক্ষমতাপূর্ণ নতুন শিক্ষা! ভূতদেরও তিনি হুকুম দেন আর
তারা তাঁর বাধ্য হয়!” ২৮তখনই গালিল প্রদেশের সব জায়গায় তাঁর কথা ছড়িয়ে পড়লো।

২৯তারা সিনাগোগ থেকে বেরিয়ে তখনই হযরত সাফওয়ান রা. ও হযরত আন্দ্রিয়ান রা.-র বাড়িতে গেলেন। হযরত ইয়াকুব রা. এবং হযরত ইউহোন্না রা.ও তাদের সাথে ছিলেন। ৩০হযরত সাফওয়ান রা.-র শাশুড়ির জ্বর হয়েছিলো বলে তিনি শুয়ে ছিলেন।

তখনই তারা তার কথা হযরত ইসা আ.কে জানালেন। ৩১তিনি এলেন এবং তাকে হাত ধরে তুললেন। এতে জ্বর তাকে ছেড়ে গেলো এবং তিনি তাদের মেহমানদারি করতে লাগলেন।

৩২সেদিন সূর্য ডুবে গেলে সন্ধ্যাবেলায় লোকেরা সেই এলাকার সমস্ত রোগী ও ভূতে পাওয়া লোকদেরকে তাঁর কাছে নিয়ে এলো ৩৩এবং শহরের সমস্ত লোক দরজার কাছে জড়ো হলো।

৩৪তিনি নানা রোগে আক্রান্ত অনেক রোগীকে সুস্থ করলেন এবং অনেক ভূত ছাড়ালেন; তিনি ভূতদের কথা বলতে দিলেন না, কারণ তারা তাঁকে চিনতো।

৩৫ফজরে অন্ধকার থাকতেই তিনি উঠলেন এবং ঘর ছেড়ে একটি নির্জন জায়গায় গিয়ে মোনাজাত করতে লাগলেন। ৩৬এদিকে হযরত সাফওয়ান রা. ও তাঁর সঙ্গীরা তাঁকে খুঁজছিলেন। ৩৭অতঃপর তারা তাঁকে পেয়ে বললেন, "সকলে আপনাকে খুঁজছে।" ৩৮তিনি তাদের বললেন, "চলো, আমরা আশেপাশের গ্রামগুলোতে যাই, যেনো আমি সেখানেও প্রচার করতে পারি; কারণ সেজন্যই আমি বের হয়ে এসেছি।" ৩৯পরে তিনি গালিলের সমস্ত জায়গায় গিয়ে তাদের সিনাগোগগুলোতে প্রচার করতে এবং ভূত ছাড়াতে লাগলেন।

৪০একজন কুষ্ঠরোগী তাঁর কাছে এসে হাঁটু গেড়ে কাকুতি-মিনতি করে বললো, "আপনি ইচ্ছা করলেই আমাকে পাকসাফ করতে পারেন।"

৪১লোকটির ওপর হযরত ইসা আ.-র খুব মমতা হলো। তিনি হাত বাড়িয়ে তাকে ছুঁয়ে বললেন, "আমি তা-ই চাই, তুমি পাকসাফ হও।" ৪২তখনই কুষ্ঠরোগ তাকে ছেড়ে গেলো এবং সে পাকসাফ হলো। ৪৩তিনি তাকে কঠোর-ভাবে সতর্ক করে তখনই বিদায় করলেন ৪৪এবং বললেন, "দেখো, কাউকে কিছুই বলো না। তুমি বরং ইমামের কাছে গিয়ে নিজেকে দেখাও আর তাদের কাছে সাক্ষ্য দেবার জন্য ও পাকসাফ হবার জন্য হযরত মুসা আ. যে-কোরবানির হুকুম দিয়েছেন তা আদায় করো।" ৪৫কিন্তু লোকটি বাইরে গিয়ে সব জায়গায় অনেক কিছু বলতে এবং এই খবর ছড়াতে লাগলো। ফলে হযরত ইসা আ. খোলাখুলি-ভাবে আর কোনো শহরে যেতে পারলেন না, তাঁকে বাইরে নির্জন জায়গায় থাকতে হলো; আর লোকেরা চারদিক থেকে তাঁর কাছে আসতে লাগলো।

রুকু ২

১কিছুদিন পর তিনি আবার কফরনাহুমে এলেন। শোনা গেলো যে, তিনি ঘরে আছেন। ২তখন এতো লোক সেখানে জড়ো হলো যে, ঘর তো দূরের কথা, দরজার বাইরেও কোনো জায়গা রইলো না।

আর তিনি তাদের কাছে কালাম প্রচার করতে লাগলেন। ৩এমন সময় কিছু লোক চার ব্যক্তিকে দিয়ে এক অবশরোগীকে তাঁর কাছে নিয়ে আসছিলো। ৪কিন্তু ভিড়ের কারণে তারা যখন তাকে হযরত ইসা আ.-র কাছে নিয়ে যেতে পারলো না, তখন তিনি যেখানে ছিলেন, ঠিক তার ওপরের ছাদের কিছু অংশ তারা সরিয়ে ফেললো। অতঃপর সেই খোলা জায়গা দিয়ে বিছানাসহ সেই অবশরোগীকে নিচে নামিয়ে দিলো।

৫হযরত ইসা আ. তাদের ইমান দেখে সেই অবশরোগীকে বললেন, "বাছা, তোমার গুনাহ মাফ করা হলো।" ৬সেখানে কয়েকজন আলিম বসে ছিলেন। তারা মনে মনে ভাবছিলেন, ৭"লোকটি এরকম কথা বলছে কেনো? সে তো কুফরি করছে! এক আল্লাহ ছাড়া আর কে গুনাহ মাফ করতে পারে?"

৮তারা যে এসব কথা ভাবছেন তা হযরত ইসা আ. নিজের অন্তরে তখনই বুঝতে পারলেন এবং তাদের বললেন, "কেনো তোমরা মনে মনে ওসব কথা ভাবছো? ৯এই অবশরোগীকে কোনটি বলা সহজ, 'তোমার গুনাহ মাফ করা হলো,' নাকি 'ওঠো, তোমার বিছানা তুলে নিয়ে হেঁটে বেড়াও'? ১০কিন্তু তোমরা যেনো জানতে পারো যে, দুনিয়াতে গুনাহ মাফ করার ক্ষমতা ইবনুল-ইনসানের আছে।"– এই পর্যন্ত বলে তিনি সেই অবশরোগীকে বললেন, ১১"আমি তোমাকে বলছি, ওঠো, তোমার বিছানা তুলে নিয়ে বাড়ি চলে যাও।" ১২সে উঠলো এবং তখনই তার বিছানা তুলে নিয়ে সকলের সামনে দিয়ে বাইরে চলে গেলো। এতে সকলে অবাক হয়ে বললো, ''সুবহান আল্লাহ, আমরা কখনো এরকম দেখিনি!"

১৩অতঃপর হযরত ইসা আ. আবার লেকের পাড়ে গেলেন। তখন অনেক লোক তাঁর কাছে এলো আর তিনি তাদের শিক্ষা দিলেন। ১৪তিনি যেতে যেতে দেখলেন, হযরত লেবি ইবনে আলফিয়াস কর আদায় করার ঘরে বসে আছেন। তিনি তাকে বললেন, "আমাকে অনুসরণ করো।" এতে তিনি উঠে তাঁকে অনুসরণ করলেন।

১৫তারপর তিনি যখন হযরত লেবি র.-র বাড়িতে খেতে বসলেন, তখন অনেক কর-আদায়কারী এবং গুনাহগারও হযরত ইসা আ. ও তাঁর উম্মতদের সাথে বসলেন, কারণ তারা ছিলেন অনেক এবং তারা তাঁর পেছনে পেছনে যাচ্ছিলেন। ১৬ফরিসিদের আলিমরা যখন দেখলেন, তিনি কর-আদায়কারী ও গুনাহগারদের সাথে খাচ্ছেন, তখন তারা তাঁর উম্মতদেরকে বললেন, "উনি কর-আদায়কারী ও গুনাহগারদের সাথে খাওয়া-দাওয়া করেন কেনো?"

১৭একথা শুনে হযরত ইসা আ. তাদের বললেন, "সুস্থদের জন্য ডাক্তারের দরকার নেই কিন্তু অসুস্থদের জন্য দরকার আছে; আমি দীনদারদের নয় কিন্তু গুনাহগারদের ডাকতে এসেছি।"

১৮হযরত ইয়াহিয় আ.-র সাহাবি ও ফরিসিরা রোজা রেখেছিলেন। লোকেরা তাঁর কাছে এসে বললো, "হযরত ইয়াহিয় আ.-র সাহাবি ও ফরিসিদের অনুসারীরা রোজা রাখেন কিন্তু আপনার উম্মতেরা রাখেন না কেনো?" ১৯হযরত ইসা আ. তাদের বললেন, "বর সাথে থাকতে বিয়েতে আমন্ত্রিত লোকেরা রোজা রাখতে পারে কি? যতোদিন বর সাথে থাকে ততোদিন তারা রোজা রাখতে পারে না। ২০কিন্তু সময় আসছে, যখন তাদের কাছ থেকে বরকে নিয়ে যাওয়া হবে আর তখন তারা রোজা রাখবে।

২১কেউ পুরোনো কাপড়ে নতুন কাপড়ের তালি দেয় না; যদি দেয় তাহলে সেই পুরোনো কাপড় থেকে নতুন তালিটি ছিঁড়ে আসে, তাতে সেই ছেঁড়া আরো বড়ো হয়। ২২পুরোনো চামড়ার থলিতে কেউ টাটকা আঙুররস রাখে না; যদি রাখে, তাহলে টাটকা রসের দরুন থলি ফেটে গিয়ে রস ও থলি দুটোই নষ্ট হয় কিন্তু টাটকা রস নতুন থলিতেই রাখা হয়।"

২৩এক সাব্বাতে তিনি ফসলের মাঠ দিয়ে যাচ্ছিলেন। যেতে যেতে তাঁর উম্মতেরা শিষ ছিঁড়তে লাগলেন। ২৪এতে ফরিসিরা তাঁকে বললেন, "দেখুন, সাব্বাতে যা করা উচিত নয়, ওরা তা করছে কেনো?" ২৫তিনি তাদের বললেন, "যখন হযরত দাউদ আ. ও তার সঙ্গীরা ক্ষুধার্ত ছিলেন এবং তাদের খাবারের প্রয়োজন ছিলো, তখন হযরত দাউদ আ. যা করেছিলেন তা কি তোমরা কখনো পড়োনি? ২৬প্রধান ইমাম হযরত অবিয়াথরের সময়ে তিনি আল্লাহর ঘরে প্রবেশ করে আল্লাহর উদ্দেশে দান করা রুটি, যা ইমামদের ছাড়া অন্য কারো জন্য খাওয়া ঠিক নয়, তা খেয়েছিলেন এবং সঙ্গীদেরও দিয়েছিলেন।"
২৭তিনি তাদের আরো বললেন, "মানুষের জন্যই সাব্বাতের সৃষ্টি হয়েছে কিন্তু সাব্বাতের জন্য মানুষের সৃষ্টি হয়নি। ২৮সুতরাং ইবনুল-ইনসান সাব্বাতেরও মালিক।"

রুকু ৩

১তিনি আবার সিনাগোগে গেলেন। সেখানে এক লোক ছিলো, যার একটি হাত শুকিয়ে গিয়েছিলো।
২সাব্বাতে তিনি লোকটিকে সুস্থ করেন কিনা তা দেখার জন্য ফরিসিরা তাঁর ওপর ভালো করে নজর রাখতে লাগলেন, যেনো তারা তাঁকে দোষ দিতে পারেন। ৩তখন তিনি যার হাত শুকিয়ে গিয়েছিলো, সেই লোকটিকে বললেন, "সামনে এসো।"

৪অতঃপর তিনি তাদের বললেন, "শরিয়ত অনুসারে সাব্বাতে ভালো কাজ না খারাপ কাজ করা উচিত? প্রাণ রক্ষা করা না নষ্ট করা উচিত?" ৫কিন্তু তারা চুপ করে থাকলেন। তখন তাদের অন্তরের কঠিনতার জন্য তিনি গভীরভাবে দুঃখিত হলেন এবং রাগের সাথে তাদের দিকে তাকিয়ে দেখলেন ও সেই লোকটিকে বললেন, "তোমার হাত বাড়িয়ে দাও।" ৬সে হাত বাড়িয়ে দিলো এবং তার হাত সম্পূর্ণ ভালো হয়ে গেলো। ফরিসিরা বেরিয়ে গেলেন এবং কীভাবে তাঁকে ধ্বংস করা যায়, সে-বিষয়ে তখনই হেরোদের লোকদের সাথে পরামর্শ করতে লাগলেন।

৭হযরত ইসা আ. তাদের ছেড়ে সাহাবিদেরকে সাথে নিয়ে লেকের পাড়ে চলে গেলেন। গালিলের বিরাট একদল লোক তাঁর পেছনে পেছনে চললো। ৮তিনি যা-কিছু করছিলেন তার সবকিছু শুনে ইহুদিয়া, জেরুসালেম, ইদোম, জর্দানের ওপার এবং টায়ার ও সিডন শহরের চারদিক থেকে অনেক লোক তাঁর কাছে এলো। ৯তিনি সাহাবিদেরকে তাঁর জন্য একটি নৌকা প্রস্তুত রাখতে বললেন, যেনো ভিড়ের জন্য লোকেরা চাপাচাপি করে তাঁর ওপর না পড়ে। ১০তিনি অনেক লোককে সুস্থ করেছিলেন বলে রোগীরা তাঁকে ছোঁয়ার জন্য ঠেলাঠেলি করে তাঁর গায়ের ওপর পড়ছিলো। ১১ভূতেরা যখনই তাঁকে দেখতো,

তখনই তাঁর সামনে মাটিতে পড়ে চিৎকার করে বলতো, "আপনিই আল্লাহর একান্ত প্রিয় মনোনীতজন।" ১২কিন্তু তিনি খুব
কড়াভাবে তাদের হুকুম দিতেন, যেনো তারা তাঁর পরিচয় না দেয়।

১৩তিনি পাহাড়ের ওপর উঠলেন এবং নিজের ইচ্ছামতো কিছু লোককে তাঁর কাছে ডাকলেন। এতে তারা তাঁর কাছে
এলেন। ১৪অতঃপর তিনি বারোজনকে হাওয়ারি পদে নিযুক্ত করলেন, যেনো তারা তাঁর সাথে সাথে থাকেন ও ১৫ভূত
ছাড়ানোর ক্ষমতা পান এবং তিনি তাদের প্রচার করতে পাঠাতে পারেন। ১৬যে-বারোজনকে তিনি নিযুক্ত করেছিলেন, তারা
হলেন– হযরত সাফওয়ান রা., যার নাম তিনি দিলেন পিতর;
১৭হযরত ইয়াকুব ইবনে জাবিদি রা. ও তার ভাই হযরত ইউহোন্না রা.– এদের নাম তিনি দিলেন বোয়ানের্গেস অর্থাৎ বাজের
শব্দের পুত্রেরা– ১৮হযরত আন্দ্রিয়ান রা., হযরত ফিলিপ রা., হযরত বর্থলময় রা., হযরত মথি রা., হযরত থোমা রা., হযরত
ইয়াকুব ইবনে আলফিয়াস রা., হযরত থদ্দেয় রা., দেশপ্রেমিক হযরত সিমোন রা. এবং ১৯হযরত ইহুদা ইস্কারিয়োত রা.–
যিনি হযরত ইসা আ.-র সাথে বেইমানি করেছিলেন।

২০পরে হযরত ইসা আ. একটি ঘরে গেলে আবার এতো লোক একত্রিত হলো যে, তারা কিছু খেতেও পারলেন না।
২১যখন তাঁর পরিবারের লোকেরা এ-খবর শুনলেন, তখন তারা তাঁকে নিয়ে যেতে এলেন; কারণ তারা বললেন, "ওর মাথা
খারাপ হয়ে গেছে।" ২২আর জেরুসালেম থেকে যে-আলিমরা এসেছিলেন, তারা বললেন, "ওকে বেলসবুলে পেয়েছে, আর
ভূতদের রাজার সাহায্যেই ও ভূত ছাড়ায়।"

২৩তিনি সেই আলিমদের নিজের কাছে ডাকলেন এবং দৃষ্টান্তের মাধ্যমে তাদের বললেন, "শয়তান কেমন করে শয়তানকে
তাড়াতে পারে? ২৪কোনো রাজ্য যদি নিজের বিরুদ্ধে ভাগ হয়ে যায়, তাহলে তা আর টিকে থাকতে পারে না; ২৫এবং কোনো
পরিবার যদি নিজের বিরুদ্ধে ভাগ হয়ে যায়, তাহলে সেই পরিবারও টিকতে পারে না। ২৬একইভাবে শয়তানও যদি নিজের
বিরুদ্ধে দাঁড়ায় ও ভাগ হয়ে যায়, তাহলে সেও টিকতে পারে না এবং সেখানেই তার শেষ হয়। ২৭একজন বলবানকে প্রথমে
বেঁধে না রেখে কেউই তার ঘরে ঢুকে জিনিসপত্র লুট করতে পারে না; তাকে বাঁধার পর সে তার ঘর লুট করতে পারবে।

২৮আমি তোমাদের সত্যিই বলছি, মানুষের সব গুনা এবং কুফরি ক্ষমা করা হবে ২৯কিন্তু আল্লাহর রুহের বিরুদ্ধে কুফরি
কখনোই ক্ষমা করা হবে না; নিশ্চয়ই সে জাহান্নামিদের অন্তর্ভুক্ত।" ৩০কারণ তারা বলেছিলেন, "ওকে ভূতে পেয়েছে।"

৩১তাঁর মা ও ভাইয়েরা সেখানে এলেন এবং বাইরে দাঁড়িয়ে থেকে তাঁকে ডেকে পাঠালেন। ৩২তাঁর চারপাশে তখন অনেক
লোক বসে ছিলো। তারা তাঁকে বললো, "আপনার মা, ভাইয়েরা এবং বোনেরা বাইরে আপনার জন্য অপেক্ষা করছেন।"
৩৩তিনি তাদের বললেন, "কে আমার মা আর কারা আমার ভাই?" ৩৪যারা তাঁকে ঘিরে বসে ছিলো, তিনি তাদের দিকে
তাকিয়ে বললেন, "এই তো আমার মা ও ভাইয়েরা! ৩৫যারা আল্লাহর ইচ্ছা পালন করে তারাই আমার ভাই, বোন ও মা।"

রুকু ৪

১তিনি আবার গালিল লেকের ধারে লোকদের শিক্ষা দিতে লাগলেন। তাঁর চারদিকে অনেক লোকের ভিড় হলো। সেজন্য
তিনি লেকে ভাসমান একটি নৌকায় উঠে বসলেন আর লোকেরা পাড়ে দাঁড়িয়ে রইলো।

২তিনি দৃষ্টান্তের মধ্যদিয়ে অনেক বিষয়ে তাদের শিক্ষা দিতে লাগলেন। তিনি তাঁর শিক্ষায় বললেন, ৩"কোনো এক চাষী
বীজ বুনতে গেলো। ৪বীজ বোনার সময় কতকগুলো বীজ পথের পাশে পড়লো আর পাখিরা এসে তা খেয়ে ফেললো।
৫কতকগুলো বীজ পাথুরে জমিতে পড়লো। সেখানে বেশি মাটি ছিলো না। মাটি গভীর ছিলো না বলে তাড়াতাড়ি চারা গজিয়ে
উঠলো। ৬সূর্য ওঠার পর সেগুলো পুড়ে গেলো এবং শেকড় ভালো করে বসেনি বলে শুকিয়ে গেলো। ৭কতকগুলো বীজ
কাঁটাবনের মধ্যে পড়লো। কাঁটাগাছ বেড়ে উঠে চারাগুলো চেপে রাখলো। সেজন্য তাতে ফল ধরলো না। ৮অন্যগুলো ভালো
জমিতে পড়লো এবং চারা গজিয়ে বেড়ে উঠলো ও ফল দিলো– কোনোটিতে তিরিশ গুণ, কোনোটিতে ষাট গুণ আবার
কোনোটিতে একশো গুণ।" ৯অতঃপর তিনি বললেন, "যার শোনার কান আছে, সে শুনুক।"

১০যখন তিনি একা ছিলেন, তখন সেই বারোজনের সাথে তাঁর চারপাশের লোকেরা তাঁর কাছে এই দৃষ্টান্ত সম্পর্কে জানতে
চাইলেন। ১১তিনি তাদের বললেন, "আল্লাহর রাজ্যের গোপন সত্য তোমাদেরই জানতে দেয়া হয়েছে কিন্তু বাইরের লোকদের
কাছে দৃষ্টান্তের মধ্যদিয়ে সমস্ত কথা বলা হয়;

১২এজন্য যে, 'যেনো তারা তাকিয়েও দেখতে না পায় এবং শুনেও বুঝতে না পারে; তা না হলে হয়তো তারা আল্লাহর দিকে
ফিরবে এবং ক্ষমা পাবে।'"
১৩তিনি তাদের আরো বললেন, "তোমরা কি এই দৃষ্টান্তের মানে বুঝলে না? তাহলে কেমন করে অন্য সমস্ত দৃষ্টান্তের মানে
বুঝবে? ১৪চাষী কালাম বোনে। ১৫পথের পাশে পড়া বীজের মধ্যদিয়ে তাদের সম্বন্ধেই বলা হয়েছে, যারা সেই কালাম শোনে
কিন্তু শয়তান তখনই এসে তাদের অন্তরে যে-কালাম বোনা হয়েছিলো তা নিয়ে যায়। ১৬পাথুরে জমিতে পড়া বীজের মধ্যদিয়ে
তাদের সম্বন্ধেই বলা হয়েছে, যারা সেই কালাম শুনে তখনই আনন্দের সাথে গ্রহণ করে। ১৭কিন্তু তাদের মধ্যে শেকড় ভালো
করে বসে না বলে অল্পদিনের জন্য তারা স্থির থাকে। পরে কালামের জন্য যখন কষ্ট এবং অত্যাচার আসে, তখনই তারা
পিছিয়ে যায়। ১৮কাঁটাবনের মধ্যে পড়া বীজের মধ্যদিয়ে তাদের সম্বন্ধেই বলা হয়েছে, যারা সেই কালাম শোনে ১৯কিন্তু
সংসারের চিন্তা-ভাবনা, ধন-সম্পত্তির মায়া এবং অন্যান্য জিনিসের লোভ এসে সেই কালামকে চেপে রাখে, সেজন্য তাতে
কোনো ফল ধরে না। ২০আর ভালো জমিতে বোনা বীজের মধ্যদিয়ে তাদের সম্বন্ধে বলা হয়েছে, যারা সেই কালাম শোনে ও
গ্রহণ করে এবং ফল দেয়– কোনোটি দেয় তিরিশ গুণ, কোনোটি দেয় ষাট গুণ আবার কোনোটি দেয় একশো গুণ।"
২১তিনি তাদের বললেন, "কেউ কি বাতি নিয়ে ঝুড়ি বা খাটের নিচে রাখে? সে কি তা বাতিদানির ওপর রাখে না?
২২কোনো জিনিস যদি লুকোনো থাকে, তাহলে তা প্রকাশিত হবার জন্যই; আবার কোনো জিনিস যদি ঢাকা থাকে, তাহলে তা
খোলার জন্যই। ২৩যার শোনার কান আছে, সে শুনুক।" ২৪তিনি তাদের আরো বললেন, "তোমরা যা শুনছো, সে-বিষয়ে
মনোযোগ দাও। তোমরা যেভাবে মেপে দাও, তোমাদের জন্য সেভাবেই মাপা হবে; এমনকি বেশি করেই মাপা হবে। ২৫যার
আছে, তাকে আরো দেয়া হবে; কিন্তু যার নেই, তার যা আছে, তাও তার কাছ থেকে নিয়ে নেয়া হবে।"
২৬তিনি আরো বললেন, "আল্লাহর রাজ্য এরকম– এক লোক জমিতে বীজ বুনলো। ২৭পরে সে রাতদিন ঘুমোলো ও
জাগলো। এর মধ্যে সেই বীজ থেকে চারা গজিয়ে বড়ো হলো। কীভাবে হলো তা সে জানলো না।
২৮জমি নিজে নিজেই ফল জন্মালো– প্রথমে চারা, পরে শিষ এবং শিষের মাথায় পরিপূর্ণ দানা। ২৯কিন্তু ফসল পাকলেই সে
কাস্তে লাগালো, কারণ ফসল কাটার সময় হয়েছে।"
৩০তিনি আরো বললেন, "কীসের সাথে আমরা আল্লাহর রাজ্যের তুলনা করবো? বা কোন দৃষ্টান্তের মধ্যদিয়ে তা
বোঝাবো? ৩১এটি একটি সরিষার মতো; জমিতে বোনার সময় দেখা যায় যে, তা পৃথিবীর সমস্ত বীজের মধ্যে সবচেয়ে
ছোটো। ৩২কিন্তু বোনার পরে যখন গজায় ও বেড়ে ওঠে, তখন সমস্ত শাক-সবজির মধ্যে ওটা সবচেয়ে বড়ো হয়। আর এমন
বড়ো বড়ো ডাল বের হয় যে, পাখিরাও তার ছায়ায় বাসা বাঁধে।"
৩৩তাদের শোনার শক্তি অনুসারে এরকম আরো অনেক দৃষ্টান্তের মধ্যদিয়ে তিনি তাদের কাছে কালাম বলতেন। ৩৪দৃষ্টান্ত
ছাড়া তিনি তাদের সাথে কথা বলতেন না কিন্তু হাওয়ারিরা যখন তাঁর সাথে একা থাকতেন, তখন তিনি সবকিছু তাদের
বুঝিয়ে দিতেন।
৩৫ওই দিন সন্ধ্যাবেলায় তিনি তাদের বললেন, "চলো, আমরা লেকের ওপারে যাই।" ৩৬এবং তারা লোকদের ছেড়ে, তিনি
যে-নৌকায় ছিলেন, সেই নৌকায় করে, তাঁকে নিয়ে চললেন। ৩৭অবশ্য তাদের সাথে আরো নৌকা ছিলো। তখন একটি
ভীষণ ঝড় উঠলো এবং ঢেউগুলো নৌকার ওপর এমনভাবে আছড়ে পড়লো যে, নৌকা পানিতে ভরে উঠতে লাগলো। ৩৮কিন্তু
তিনি নৌকার পেছন দিকে একটি বালিশের ওপর মাথা রেখে ঘুমোচ্ছিলেন। তারা তাঁকে জাগিয়ে বললেন, "হুজুর, আমরা যে
মারা পড়ছি, সেদিকে কি আপনার খেয়াল নেই?" ৩৯তিনি উঠে বাতাসকে ধমক দিলেন এবং লেকের পানিকে বললেন,
"থামো, শান্ত হও!" তাতে বাতাস থেমে গেলো ও সবকিছু খুব শান্ত হয়ে গেলো। ৪০তিনি তাদের বললেন, "তোমরা কেনো
ভয় পাও? এখনো কি তোমাদের ইমান নেই?" ৪১এতে তারা ভীষণ ভয় পেলেন এবং নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতে
লাগলেন, "ইনি কে যে, বাতাস এবং লেকও তাঁর কথা মানে?"

রুকু ৫

১তারা লেক পার হয়ে গেরাসেনিদের এলাকায় গেলেন। ২তিনি নৌকা থেকে নামার সাথে সাথেই ভূতে পাওয়া এক লোক
গোরস্থান থেকে বের হয়ে তাঁর সামনে এলো। ৩লোকটি গোরস্থানেই থাকতো এবং কেউ তাকে শেকল দিয়েও বেঁধে রাখতে
পারতো না। ৪তাকে প্রায়ই শেকল ও বেড়ি দিয়ে বাঁধা হতো কিন্তু সে শেকল ছিঁড়ে ফেলতো এবং বেড়ি ভেঙে ফেলতো।

তাকে সামলানোর ক্ষমতা কারো ছিলো না। ৫সে রাতদিন কবরে কবরে ও পাহাড়ে পাহাড়ে চিৎকার করে বেড়াতো এবং
পাথর দিয়ে নিজেই নিজেকে আঘাত করতো।

৬হযরত ইসা আ.-কে দূর থেকে দেখে সে দৌড়ে এসে তাঁর পায়ের ওপর উবুড় হয়ে পড়লো আর চিৎকার করে বললো,
৭"হে ইসা, সর্বশক্তিমান আল্লাহর একান্ত প্রিয় মনোনীতজন! আমার সাথে আপনার কী? আমি আপনাকে আল্লাহর কসম দিয়ে
বলছি, আপনি আমাকে কষ্ট দেবেন না।"

৮সে একথা বললো, কারণ তিনি তাকে বলেছিলেন, "ভূত, এই লোকটির ভেতর থেকে বেরিয়ে যাও!" ৯অতঃপর হযরত
ইসা আ. তাকে জিজ্ঞেস করলেন, "তোমার নাম কী?" ১০সে বললো, "আমার নাম 'বাহিনী', কারণ আমরা অনেকে আছি।"
এরপর সে তাঁকে বারবার কাকুতি-মিনতি করে বললো, যেনো তিনি ওই এলাকা থেকে তাদের তাড়িয়ে না দেন।

১১ওই সময় সেই জায়গায় পাহাড়ের গায়ে খুব বড়ো একপাল শূকর চরছিলো। ১২ভূতেরা তাঁকে কাকুতি-মিনতি করে
বললো, "ওই শূকরপালের মধ্যে আমাদের পাঠিয়ে দিন, যেনো আমরা ওদের ভেতর ঢুকতে পারি।" ১৩সুতরাং তিনি তাদের
অনুমতি দিলেন এবং ভূতেরা বের হয়ে শূকরগুলোর মধ্যে ঢুকে গেলো। এতে সমস্ত শূকর ঢালু পাড় দিয়ে জোরে দৌড়ে গিয়ে
লেকে পড়ে ডুবে মরলো। সেই পালে প্রায় দু'হাজার শূকর ছিলো।

১৪যারা শূকর চরাচ্ছিলো, তারা তখন দৌড়ে গিয়ে গ্রামে এবং খামারগুলোয় এ-খবর দিলো। তখন লোকেরা কী হয়েছে তা
দেখতে এলো। ১৫তারা হযরত ইসা আ.-র কাছে এসে দেখলো, যে-লোকটিকে অনেকগুলো ভূতে পেয়েছিলো, সে কাপড়-
চোপড় পরে সুস্থ মনে বসে আছে। এটি দেখে তারা ভয় পেলো।

১৬এ-ঘটনা যারা দেখেছিলো, তারা সেই ভূতে পাওয়া লোকটির ও সেই শূকরগুলোর বিষয়ে লোকদের জানালো।
১৭অতঃপর তারা হযরত ইসা আ.-কে অনুরোধ করতে লাগলো, যেনো তিনি তাদের এলাকা ছেড়ে চলে যান।

১৮তিনি যখন নৌকায় উঠছিলেন, যাকে ভূতে পেয়েছিলো, সেই লোকটি তখন তাঁর সাথে যাবার জন্য কাকুতি-মিনতি
করতে লাগলো। ১৯কিন্তু হযরত ইসা আ. তাকে একথা বলে বিদায় করলেন, "তুমি তোমার বাড়িতে আপনজনদের কাছে
ফিরে যাও এবং আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তোমার জন্য যে-মহৎ কাজ ও তোমার প্রতি যে-রহমত করেছেন তা তাদের
জানাও।" ২০সে তখন চলে গেলো এবং হযরত ইসা আ. তার জন্য যা-কিছু করেছেন তা দিকাপলি এলাকায় বলে বেড়াতে
লাগলো। এতে সকলে আশ্চর্য হলো।

২১হযরত ইসা আ. যখন নৌকায় করে আবার লেকের অন্য পাড়ে গেলেন, তখন অনেক লোক এসে তাঁর চারপাশে ভিড়
করলো। তিনি তখনো লেকের পাড়ে ছিলেন। ২২সেই সময় জায়ির নামে সিনাগোগের এক নেতা সেখানে এলেন। তাঁকে
দেখে তিনি তাঁর পায়ের ওপর উবুড় হয়ে পড়লেন এবং ২৩অনেক কাকুতি-মিনতি করে বললেন, "আমার মেয়েটি মারা যাবার
মতো হয়েছে। আপনি এসে তার ওপর আপনার হাত রাখুন, তাহলে সে সুস্থ হয়ে উঠবে এবং বাঁচবে।"

২৪সুতরাং তিনি তার সাথে চললেন। অনেক লোক তাঁর সাথে সাথে যাচ্ছিলো এবং তাঁর চারপাশে ঠেলাঠেলি করছিলো।
২৫সেই ভিড়ের মধ্যে এক মহিলা ছিলো, যে বারো বছর ধরে রক্তস্রাবে ভুগছিলো। ২৬অনেক ডাক্তারের হাতে সে অনেক কষ্ট
পেয়েছিলো আর তার যা-কিছু ছিলো, সবই সে খরচ করেছিলো; কিন্তু ভালো হওয়ার বদলে দিন দিন তার অবস্থা আরো
খারাপ হচ্ছিলো।

২৭হযরত ইসা আ.-র বিষয়ে শুনে সে ভিড়ের মধ্যেই তাঁর ঠিক পেছনে এসে তাঁর চাদরটি ছুঁলো। ২৮কারণ সে বলছিলো,
"যদি আমি তাঁর চাদরও ছুঁতে পারি, তাহলেই আমি সুস্থ হয়ে যাবো।"

২৯সাথে সাথেই তার রক্তস্রাব বন্ধ হলো এবং সে তার নিজের শরীরের মধ্যেই বুঝতে পারলো যে, তার অসুখ ভালো হয়ে
গেছে।

৩০হযরত ইসা আ. তখনই বুঝলেন যে, তাঁর ভেতর থেকে শক্তি বের হয়েছে। সুতরাং তিনি ভিড়ের চারদিকে তাকিয়ে
জিজ্ঞেস করলেন, "কে আমার চাদর ছুঁলো?"

৩১তাঁর হাওয়ারিরা তাঁকে বললেন, "আপনি তো দেখছেন, লোকেরা আপনার চারপাশে ঠেলাঠেলি করছে, তবুও আপনি
বলছেন, 'কে আমাকে ছুঁলো'?" ৩২একাজ কে করেছে তা দেখার জন্য তবুও তিনি চারদিকে তাকাতে লাগলেন। ৩৩সেই

মহিলা তার যা হয়েছে তা বুঝতে পেরে কাঁপতে কাঁপতে এসে তাঁর পায়ে পড়লো এবং সমস্ত সত্য ঘটনা জানালো। ৩৪তিনি
তাকে বললেন, "শোনো মা, তোমার ইমান তোমাকে সুস্থ করেছে, শান্তিতে চলে যাও এবং এই রোগ থেকে মুক্ত থাকো।"

৩৫তখনো তিনি কথা বলছেন, এমন সময় সেই নেতার বাড়ি থেকে লোকেরা এসে বললো, "আপনার মেয়েটি মারা গেছে।
হুজুরকে আর কেনো কষ্ট দিচ্ছেন?" ৩৬তাদের কথা শুনে হযরত ইসা আ. সিনাগোগের নেতাকে বললেন, "ভয় করো না,
কেবল বিশ্বাস করো।" ৩৭তিনি কেবল হযরত পিতর রা., হযরত ইয়াকুব রা. ও হযরত ইয়াকুব রা.-র ভাই হযরত ইউহোন্না
রা.কে তাঁর সাথে নিলেন। অতঃপর সিনাগোগের নেতার বাড়িতে এসে তিনি দেখলেন, খুব কোলাহল হচ্ছে। ৩৮লোকেরা
জোরে জোরে কান্নাকাটি ও মাতম করছে।

৩৯ভেতরে গিয়ে তিনি তাদের বললেন, "তোমরা কেনো কোলাহল ও কান্নাকাটি করছো? মেয়েটি মরেনি, ঘুমাচ্ছে।"
৪০একথা শুনে তারা হাসাহাসি করতে লাগলো। তিনি তাদের সবাইকে বের করে দিলেন এবং মেয়েটির বাবা-মা ও তাঁর
সঙ্গীদের নিয়ে মেয়েটির ঘরে ঢুকলেন। ৪১তিনি তার হাত ধরে বললেন, "টালিথা কুম!" অর্থাৎ "খুকি, ওঠো!" ৪২আর তখনই
মেয়েটি উঠে হেঁটে বেড়াতে লাগলো। এতে সবাই খুবই আশ্চর্য হলো। মেয়েটির বয়স ছিলো বারো বছর। ৪৩তিনি তাদের
কড়া হুকুম দিলেন, কেউ যেনো এটি না জানে এবং মেয়েটিকে কিছু খেতে দিতে বললেন।

রুকু ৬

১তিনি সেই জায়গা ছেড়ে নিজের গ্রামে গেলেন এবং তাঁর সাহাবিরাও তাঁর সাথে গেলেন। ২সাব্বাতে তিনি সিনাগোগে
গিয়ে শিক্ষা দিতে লাগলেন।
অনেক লোক তাঁর কথা শুনে আশ্চর্য হয়ে বলতে লাগলো, "এই লোক কোথা থেকে এসব শিক্ষা পেলো? এই যে-জ্ঞান তাকে
দেয়া হয়েছে তা-ই বা কী? সে মোজেজাও দেখাচ্ছে! ৩এ কি সেই কাঠমিস্ত্রি, মরিয়মের ছেলে, নয়? হযরত ইয়াকুব রা.,
হযরত জোসি র., হযরত ইহুদা র. ও হযরত সিমোন র.-র ভাই নয়? তার বোনেরা কি এখানে আমাদের মধ্যে নেই?"
এভাবেই তাঁকে নিয়ে লোকেরা বাধা পেলো।

৪তখন হযরত ইসা আ. তাদের বললেন, "নিজের গ্রাম, নিজের আত্মীয়-স্বজন ও নিজের বাড়ি ছাড়া আর সব জায়গাতেই
নবিরা সম্মান পান।" ৫তিনি সেখানে কয়েকজন অসুস্থের ওপর হাত রেখে তাদের সুস্থ করা ছাড়া আর কোনো মোজেজা
দেখাতে পারলেন না। ৬লোকেরা তাঁর ওপর ইমান আনলো না দেখে তিনি খুব আশ্চর্য হলেন এবং গ্রামে গ্রামে গিয়ে শিক্ষা
দিতে লাগলেন।

৭অতঃপর তিনি সেই বারোজনকে নিজের কাছে ডাকলেন এবং প্রচার করার জন্য দু'জন দু'জন করে পাঠিয়ে দিলেন।
তিনি তাদের ক্ষমতা দিলেন ভূতদের ওপর। ৮তিনি তাদের এই হুকুম দিলেন, তারা যেনো যাত্রাপথের জন্য একটি লাঠি ছাড়া
আর কিছুই না নেন; এমনকি রুটি, থলি, টাকা-পয়সাও না। ৯তিনি তাদের জুতা পরতে বললেন বটে কিন্তু একটির বেশি
দুটো জামা পরতে নিষেধ করলেন। ১০তিনি তাদের বললেন, "তোমরা যেখানে যে-বাড়িতে ঢুকবে, সেই জায়গা ছেড়ে না
যাওয়া পর্যন্ত সেই বাড়িতেই থেকো। ১১কোনো জায়গায় লোকেরা যদি তোমাদের গ্রহণ না করে এবং তোমাদের কথা না
শোনে, তবে সেই জায়গা ছেড়ে চলে যাবার সময় তোমাদের পায়ের ধুলো ঝেড়ে ফেলো, যেনো সেটিই তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষী
হয়।"

১২সুতরাং তারা গিয়ে প্রচার করতে লাগলেন যেনো লোকেরা তওবা করে। ১৩তারা অনেক ভূত ছাড়ালেন এবং অনেক
অসুস্থ লোকের মাথায় তেল দিয়ে সুস্থ করলেন।

১৪হযরত ইসা আ.-র সুনাম চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছিলো বলে বাদশা হেরোদও তাঁর কথা শুনতে পেলেন। কোনো কোনো
লোক বলছিলো, "উনিই সেই নবি হযরত ইয়াহিয়া আ.।
তিনি মৃত থেকে জীবিত হয়ে উঠেছেন বলেই এসব মোজেজা দেখাচ্ছেন।" ১৫কিন্তু অন্যরা বলছিলো, "উনি হযরত ইলিয়াস
আ." এবং কেউ কেউ বলছিলো, "অনেকদিন আগেকার নবিদের মতো উনিও একজন নবি।"

১৬এসব কথা শুনে হেরোদ বললেন, "আমি যে-ইয়াহিয়ার মাথা কেটে ফেলেছিলাম, তিনি আবার বেঁচে উঠেছেন।"
১৭হেরোদ লোক পাঠিয়ে হযরত ইয়াহিয়া আ.কে বন্দি করেছিলেন এবং তাকে বেঁধে জেলে রেখেছিলেন। ১৮তিনি তার ভাই
ফিলিপের স্ত্রী হেরোদিয়ার জন্যই এটি করেছিলেন, কারণ তিনি হেরোদিয়াকে বিয়ে করেছিলেন। হযরত ইয়াহিয়া আ.

হেরোদকে বলতেন, "আপনার ভাইয়ের স্ত্রীকে বিয়ে করা শরিয়ত-সম্মত হয়নি।" ১৯এজন্য হযরত ইয়াহিয়া আ.-র ওপর হেরোদিয়ার খুব রাগ ছিলো। তিনি তাকে মেরে ফেলতে চেয়েছিলেন কিন্তু পারছিলেন না। ২০হযরত ইয়াহিয়া আ. যে একজন দীনদার ও পবিত্র-লোক, হেরোদ তা জানতেন বলে তাকে ভয় করতেন এবং তাকে বিপদের হাত থেকে রক্ষা করতেন। হযরত ইয়াহিয়া আ.-র কথা শোনার সময় মনে খুব অস্বস্তি বোধ করলেও হেরোদ তার কথা শুনতে ভালোবাসতেন।

২১অবশেষে সেই সুযোগ এলো। হেরোদ নিজের জন্মদিনে তার বড়ো বড়ো রাজকর্মচারী, সেনাপতি ও গালিলের প্রধান প্রধান লোকদের জন্য ভোজের আয়োজন করলেন। ২২হেরোদিয়ার মেয়ে সেই ভোজসভায় এসে নাচ দেখিয়ে হেরোদ ও তার মেহমানদের সন্তুষ্ট করলো। তখন বাদশা মেয়েটিকে বললেন, "তুমি যা চাবে, আমি তোমাকে তা-ই দেবো।" ২৩তিনি তাকে শপথ করে বললেন, "তুমি আমার কাছে যা-কিছু চাবে, আমি তোমাকে তা-ই দেবো; এমনকি আমার রাজ্যের অর্ধেক পর্যন্ত হলেও দেবো!"

২৪সে বাইরে গিয়ে তার মাকে বললো, "আমি কী চাবো?" তিনি বললেন, "ইয়াহিয়ার মাথা।" ২৫সে তখনই গিয়ে বাদশাকে বললো, "আমার ইচ্ছা এই যে, আপনি এখনই একটি থালায় করে আমাকে ইয়াহিয়ার মাথা এনে দিন।" ২৬বাদশা খুব দুঃখিত হলেন কিন্তু ভোজে যারা অংশ নিয়েছিলেন, তাদের সামনে কসম খেয়েছিলেন বলে মেয়েটিকে ফিরিয়ে দিতে চাইলেন না। ২৭বাদশা তখনই ইয়াহিয়ার মাথা কেটে আনার জন্য একজন জল্লাদকে হুকুম দিলেন।
২৮সে জেলখানায় গিয়ে তার মাথা কেটে ফেললো এবং থালায় করে এনে মেয়েটিকে দিলো; ২৯আর মেয়েটি তা নিয়ে গিয়ে তার মাকে দিলো। এই খবর পেয়ে তার সাহাবিরা এসে তার দেহমোবারক নিয়ে গিয়ে দাফন করলেন।

৩০হাওয়ারিরা হযরত ইসা আ.-র কাছে ফিরে এলেন এবং তারা যা যা করেছেন ও শিক্ষা দিয়েছেন, তার সবই তাঁকে জানালেন। ৩১সেই সময় অনেক লোক সেখানে আসা-যাওয়া করছিলো বলে তারা কিছু খাবার সুযোগ পেলেন না। সেজন্য তিনি তাদের বললেন, "তোমরা কোনো একটি নির্জন জায়গায় এসে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করো।"

৩২তখন তারা নৌকায় করে একটি নির্জন জায়গার উদ্দেশে রওনা দিলেন। ৩৩তাদের যেতে দেখে অনেকেই তাদের চিনতে পারলো; এবং আশেপাশের গ্রামগুলো থেকে দৌড়ে গিয়ে তাদের আগেই সেখানে উপস্থিত হলো। ৩৪তিনি নৌকা থেকে নেমে অনেক লোক দেখতে পেলেন। তাদের জন্য তাঁর খুব মমতা হলো, কারণ তাদের অবস্থা রাখালহীন ভেড়ার মতো ছিলো। তিনি তাদের অনেক বিষয়ে শিক্ষা দিতে লাগলেন।

৩৫দিনের শেষে হাওয়ারিরা এসে তাঁকে বললেন, "জায়গাটি নির্জন, বেলাও প্রায় ডুবে গেছে; ৩৬এদের বিদায় দিন, যেনো এরা আশেপাশের পাড়া ও গ্রামগুলোতে গিয়ে নিজেদের জন্য কিছু খাবার কিনতে পারে।" ৩৭কিন্তু তিনি তাদের উত্তর দিলেন, "তোমরাই ওদের কিছু খেতে দাও।" তারা তাঁকে বললেন, "আমরা কি দু'শ দিনারের রুটি কিনে এনে এদের খাওয়াবো?" ৩৮তিনি তাদের বললেন, "তোমাদের কাছে ক'টি রুটি আছে? গিয়ে দেখো।" তারা দেখে এসে বললেন, "পাঁচটি এবং দুটো মাছ।"

৩৯তখন প্রত্যেককে সবুজ ঘাসের ওপর সারি সারি বসিয়ে দেবার জন্য তিনি তাদের হুকুম দিলেন। ৪০সুতরাং লোকেরা একশো একশো ও পঞ্চাশ পঞ্চাশজন করে সারি সারি বসে গেলো। ৪১তিনি সেই পাঁচটি রুটি আর দুটো মাছ নিয়ে আসমানের দিকে তাকিয়ে শুকরিয়া জানালেন আর লোকদের দেবার জন্য রুটি ভেঙে হাওয়ারিদের হাতে দিলেন। ৪২তিনি সকলকে মাছ দুটোও ভাগ করে দিলেন। সকলে খেলো এবং সন্তুষ্ট হলো। ৪৩তারা বাকি রুটি ও মাছের টুকরোগুলো কুড়িয়ে নিয়ে বারোটি ঝুড়ি ভর্তি করলেন। ৪৪যারা রুটি খেয়েছিলো, তাদের মধ্যে পুরুষের সংখ্যা ছিলো পাঁচ হাজার।

৪৫তখনই তিনি হাওয়ারিদেরকে তাগাদা দিলেন, যেনো তারা নৌকায় উঠে তাঁর আগে লেকের ওপারে বেতসাইদা গ্রামে যান। ৪৬এদিকে তিনি লোকদের বিদায় করে মোনাজাত করার জন্য পাহাড়ে উঠে গেলেন।

৪৭সন্ধ্যায় হাওয়ারিদের নৌকাটি ছিলো লেকের মাঝখানে এবং তিনি একাই ডাঙায় ছিলেন। ৪৮তিনি দেখলেন, হাওয়ারিরা খুব কষ্ট করে দাঁড় বাচ্ছেন, কারণ বাতাস তাদের উল্টো দিকে ছিলো। প্রায় শেষরাতের দিকে তিনি লেকের ওপর দিয়ে হেঁটে তাদের কাছে এলেন এবং তাদের ফেলে এগিয়ে যেতে চাইলেন। ৪৯কিন্তু তারা তাঁকে পানির ওপর দিয়ে হাঁটতে দেখে ভূত মনে করে চিৎকার করে উঠলেন, ৫০কারণ তাঁকে দেখে সকলেই ভয় পেয়েছিলেন। তখনই তিনি তাদের সাথে কথা বললেন।

তিনি বললেন, "সাহস করো, এ তো আমি; ভয় করো না।" ৫১তিনি তাদের নৌকায় ওঠার পর বাতাস থেমে গেলো। এতে তারা খুব আশ্চর্য হলেন; ৫২কারণ রুটির ব্যাপারটি তারা বুঝতে পারেননি; তাদের মন কঠিন হয়ে ছিলো।

৫৩অতঃপর তারা লেক পার হয়ে গিনেসরত এলাকায় এসে নৌকা বাঁধলেন। ৫৪নৌকা থেকে নামতেই লোকেরা তাঁকে চিনতে পারলো ৫৫এবং এলাকার সমস্ত জায়গায় দৌড়াদৌড়ি করতে লাগলো। তারপর তিনি কোথায় আছেন তা জেনে নিয়ে বিছানায় করে তাদের রোগীদের তাঁর কাছে বয়ে নিয়ে আসতে লাগলো।

৫৬মাঠে-ময়দানে, গ্রামে বা নগরে, যেখানেই তিনি গেলেন, সেখানকার লোকেরা রোগীদের এনে বাজারের মধ্যে জড়ো করলো। তারা তাঁকে কাকুতি-মিনতি করলো, যেনো তারা কেবল তাঁর চাদরের ঝালরটি ছুঁতে পারে। আর যারা ছুঁলো তারা সুস্থ হলো।

রুকু ৭

১কয়েকজন ফরিসি ও আলিম জেরুসালেম থেকে এসে তাঁর চারপাশে জড়ো হলেন। ২তারা দেখলেন, কয়েকজন উম্মত হাত না ধুয়ে নাপাক অবস্থায় খেতে বসেছেন। ৩ফরিসি ও ইহুদিরা বুজুর্গদের দেয়া যে-নিয়ম চলে আসছে, সেই নিয়ম অনুসারে হাত না ধুয়ে কিছুই খান না। ৪বাজার থেকে এসে তারা গোসল না করে খান না। এবং তারা আরো অনেক নিয়ম পালন করে থাকেন, যেমন– থালাবাটি, হাঁড়িপাতিল, কড়াই, কলস, জগ, গ্লাস ইত্যাদি ধোয়া।

৫সেজন্য ফরিসি এবং আলিমরা তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, "বুজুর্গদের দেয়া যে-নিয়ম চলে আসছে, আপনার উম্মতেরা তা মেনে চলে না কেনো? তারা তো হাত না ধুয়েই খায়।" ৬তিনি তাদের বললেন, "ভণ্ডের দল! আপনাদের বিষয়ে নবি ইসাইয়া ঠিক কথাই বলেছেন, যেমন লেখা আছে– 'এই লোকেরা মুখেই আমাকে সম্মান করে কিন্তু তাদের হৃদয় আমার কাছ থেকে দূরে থাকে। ৭তারা মিথ্যাই আমার এবাদত করে। তাদের দেয়া শিক্ষা মানুষের তৈরি কতকগুলো নিয়ম মাত্র।' ৮আপনারা তো আল্লাহর দেয়া হুকুমগুলো বাদ দিয়ে মানুষের তৈরি নিয়ম পালন করছেন।"

৯অতঃপর তিনি তাদের বললেন, "আল্লাহর হুকুম বাদ দিয়ে নিজেদের চলতি নিয়ম পালন করার জন্য খুব ভালো উপায়ই আপনাদের জানা আছে! ১০যেমন ধরুন, হযরত মুসা আ. বলেছেন, 'বাবা-মাকে সম্মান করো' এবং 'যে বাবা-মাকে অভিশাপ দেয় তাকে হত্যা করা হোক'। ১১কিন্তু আপনারা বলে থাকেন, যদি কেউ তার মা কিংবা বাবাকে বলে, 'আমার যে-জিনিস দিয়ে তোমার সাহায্য হতে পারতো তা কোরবান' অর্থাৎ আল্লাহর উদ্দেশে কোরবানি করা হয়েছে, ১২তাহলে তোমরা তাকে বাবা-মার জন্য আর কিছু করতে দাও না। ১৩আপনারা আপনাদের তৈরি চলতি নিয়ম দিয়ে আল্লাহর কালাম বাতিল করছেন। এছাড়া আপনারা এরকম আরো অনেক কাজ করে থাকেন।"

১৪আবার তিনি লোকদের তাঁর কাছে ডেকে বললেন, "আপনারা সকলে আমার কথা শুনুন ও বুঝুন– ১৫বাইরে থেকে যা মানুষের ভেতরে যায় তা মানুষকে নাপাক করতে পারে না, ১৬বরং মানুষের ভেতর থেকে যা বেরিয়ে আসে তা-ই মানুষকে নাপাক করে।"

১৭তিনি যখন লোকদের ছেড়ে ঘরে ঢুকলেন, তখন হাওয়ারিরা এই দৃষ্টান্ত সম্পর্কে জানতে চাইলেন। ১৮তিনি তাদের বললেন, "তোমরাও কি এতোটা অবুঝ? তোমরা কি বোঝো না যে, বাইরে থেকে মানুষের ভেতরে যা ঢোকে তা তাকে নাপাক করতে পারে না? ১৯কারণ তা তো তার হৃদয়ে ঢোকে না কিন্তু পেটে ঢোকে এবং পরে দেহ থেকে বেরিয়ে যায়।" এভাবে তিনি বুঝিয়ে দিলেন যে, সব খাবারই হালাল।

২০তিনি বললেন, "মানুষের ভেতর থেকে যা বেরিয়ে আসে তা-ই মানুষকে নাপাক করে।
২১কারণ মানুষের ভেতর অর্থাৎ হৃদয় থেকেই কুচিন্তা, বেশ্যাবৃত্তি, চুরি, খুন, ২২জিনা, লোভ, দুষ্টামি, ছলনা, লম্পটতা, কুদৃষ্টি, নিন্দা, অহঙ্কার এবং মূর্খতা বেরিয়ে আসে। ২৩এসব খারাপি মানুষের ভেতর থেকেই বেরিয়ে আসে এবং মানুষকে নাপাক করে।"

২৪অতঃপর তিনি সেই জায়গা ছেড়ে টায়ার এলাকায় গেলেন। তিনি একটি ঘরে ঢুকলেন। তিনি চেয়েছিলেন কেউ যেনো না জানে কিন্তু তিনি গোপন থাকতে পারলেন না।

২৫এক মহিলার মেয়েকে ভূতে পেয়েছিলো। সে তাঁর বিষয়ে শুনতে পেয়ে তখনই এসে তাঁর পায়ে পড়লো। মহিলাটি ছিলো গ্রিক এবং জন্মসূত্রে সুরফৈনিকি। ২৬সে তাঁর কাছে কাকুতি-মিনতি করতে লাগলো, যেনো তিনি তার মেয়েটির ভূত ছাড়িয়ে দেন।

২৭তিনি তাকে বললেন, "আগে ছেলে-মেয়েরা পেট ভরে খাক; কেননা ছেলে-মেয়েদের খাবার নিয়ে কুকুরের সামনে ফেলা ভালো নয়।" ২৮কিন্তু সেই মহিলা উত্তর দিলো, "হুজুর, ছেলে-মেয়েদের খাবারের যেসব টুকরো টেবিলের নিচে পড়ে তা তো কুকুরেই খায়।" ২৯তিনি তাকে বললেন, "একথার জন্য, এখন যাও; ভূত তোমার মেয়েকে ছেড়ে গেছে।" ৩০সে বাড়িতে ফিরে গিয়ে দেখলো যে, তার মেয়েটি বিছানায় শুয়ে আছে এবং ভূত তাকে ছেড়ে গেছে।

৩১অতঃপর তিনি টায়ার এলাকা ছেড়ে সিডনের মধ্য দিয়ে দিকাপলির গালিল লেকের কাছে এলেন। ৩২লোকেরা এক কালা ও বোবা লোককে তাঁর কাছে নিয়ে এলো এবং কাকুতি-মিনতি করতে লাগলো, যেনো তিনি সেই লোকটির ওপর হাত রাখেন। ৩৩তিনি ভিড়ের মধ্য থেকে তাকে একপাশে নিয়ে গিয়ে তার দুই কানের মধ্যে তাঁর আঙুল দিলেন এবং থুথু ফেলে তার জিহ্বা ছুঁলেন। ৩৪অতঃপর আসমানের দিকে তাকিয়ে তিনি দীর্ঘশ্বাস ফেলে তাকে বললেন, "ইপ্‌ফাথা" অর্থাৎ খুলে যাক। ৩৫তখনই তার কান খুলে গেলো ও জিহ্বার জড়তা কেটে গেলো এবং সে স্পষ্টভাবে কথা বলতে লাগলো।

৩৬তখন হযরত ইসা আ. তাদের আদেশ দিলেন, যেনো তারা এ-বিষয়ে কাউকেই না বলে; কিন্তু তিনি যতোই তাদের নিষেধ করলেন, ততোই তারা অধিক উৎসাহের সাথে এ-বিষয়ে প্রচার করতে লাগলো।

৩৭লোকেরা খুবই আশ্চর্য হয়ে বললো, "ইনি সমস্ত কাজ কতো নিখুঁতভাবে করেন; এমনকি ইনি কালাদের শোনার ও বোবাদের কথা বলার শক্তি দেন।"

রুকু ৮

১ওই দিনগুলোতে আবার অনেক লোকের ভিড় হলো। এই লোকদের কাছে কোনো খাবার ছিলো না বলে তিনি তাঁর হাওয়ারিদেরকে ডেকে বললেন– ২"এই লোকদের জন্য আমার মমতা হচ্ছে, কারণ আজ তিন দিন এরা আমার সাথে সাথে আছে আর এদের কাছে কোনো খাবার নেই। ৩যদি আমি ক্ষুধার্ত অবস্থায় এদের বাড়ি পাঠিয়ে দেই, তাহলে এরা পথেই অজ্ঞান হয়ে পড়বে; এদের মধ্যে অনেকেই অনেক দূর থেকে এসেছে।"

৪হাওয়ারিরা তাঁকে বললেন, "এই নির্জন জায়গায় কে কোথা থেকে এতো রুটি দিয়ে এই লোকদের খাওয়াবে?" ৫তিনি তাদের জিজ্ঞেস করলেন, "তোমাদের কাছে ক'টি রুটি আছে?" তারা বললেন, "সাতটি।" ৬তখন তিনি লোকদের মাটির ওপর বসতে হুকুম দিলেন। তারপর সেই সাতটি রুটি নিয়ে শুকরিয়া জানিয়ে ভাংলেন এবং লোকদের দেবার জন্য তাঁর উম্মতদের হাতে দিলেন আর তারা তা লোকদের ভাগ করে দিলেন।

৭তাদের কাছে কয়েকটি ছোটো মাছও ছিলো। তিনি আল্লাহকে শুকরিয়া জানিয়ে তা লোকদের মাঝে ভাগ করে দিতে বললেন। ৮তারা খেয়ে তৃপ্ত হলো। তারা পড়ে থাকা ভাঙা টুকরোগুলো দিয়ে সাতটি ঝুড়ি পূর্ণ করলেন। ৯সেখানে প্রায় চার হাজার লোক ছিলো। তিনি তাদের বিদায় দিলেন এবং ১০তখনই হাওয়ারিদের সাথে একটি নৌকায় উঠে দল্‌মনুথা এলাকায় গেলেন।

১১ফরিসিরা বেরিয়ে এসে তাঁর সাথে তর্ক করতে লাগলেন এবং তাঁকে পরীক্ষা করার জন্য তাঁর কাছে বেহেস্ত থেকে একটি মোজেজা দেখতে চাইলেন। ১২তিনি আত্মায় গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, "এ-কালের লোকেরা কেনো চিহ্ন হিসেবে মোজেজার খোঁজ করে? আমি আপনাদের সত্যিই বলছি, কোনো চিহ্ন বা মোজেজাই এদের দেখানো হবে না।"

১৩তিনি তাদের ছেড়ে আবার নৌকায় উঠে লেকের অন্য পাড়ে গেলেন। ১৪আর তারা সাথে করে রুটি নিতে ভুলে গিয়েছিলেন। নৌকার মধ্যে তাদের কাছে মাত্র একটি রুটি ছিলো।

১৫তিনি একথা বলে তাদের আদেশ করলেন, "তোমরা সতর্ক থাকো– হেরোদ ও ফরিসিদের খামি থেকে সাবধান হও।" ১৬এতে তারা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতে লাগলেন, "আমাদের কাছে রুটি নেই বলে উনি একথা বলছেন।"

১৭কিন্তু হযরত ইসা আ. বিষয়টি বুঝতে পেরে তাদের বললেন, "তোমরা কেনো বলছো যে, তোমাদের কাছে রুটি নেই? তোমরা কি এখনো অনুভব করতে কিংবা বুঝতে পারোনি? তোমাদের হৃদয় কি কঠিন হয়ে গেছে? চোখ থাকতেও কি তোমরা দেখতে পাও না? ১৮কান থাকতেও কি শুনতে পাও না?

১৯তোমাদের কি মনে নেই? যখন আমি পাঁচ হাজার লোকের জন্য পাঁচটি রুটি ভেঙেছিলাম, তখন ভাঙা রুটির টুকরো
দিয়ে তোমরা কতোটি ঝুড়ি পূর্ণ করেছিলে?" উত্তরে তারা বললেন, "বারোটি"। ২০"এবং যখন চার হাজার লোকের জন্য
সাতটি রুটি ভেঙেছিলাম, তখন ভাঙা রুটির টুকরো দিয়ে তোমরা কতোটি ঝুড়ি পূর্ণ করেছিলে?" তারা তাঁকে বললেন,
"সাতটি"। ২১তারপর তিনি তাদের বললেন, "তাহলে তোমরা কি এখনো বুঝতে পারোনি?"

২২অতঃপর তারা বেতসাইদা গ্রামে গেলেন। লোকেরা একজন অন্ধকে তাঁর কাছে নিয়ে এসে কাকুতি-মিনতি করতে
লাগলো, যেনো তিনি তাকে স্পর্শ করেন। ২৩তিনি সেই অন্ধের হাত ধরে গ্রামের বাইরে নিয়ে গেলেন, তার চোখে থুথু দিলেন
এবং তার গায়ে হাত রেখে জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি কি কিছু দেখতে পাচ্ছো?" ২৪তাকিয়ে দেখে সে বললো, "আমি মানুষ
দেখতে পাচ্ছি; তারা দেখতে গাছের মতো কিন্তু হেঁটে বেড়াচ্ছে।" ২৫তখন হযরত ইসা আ. আবার লোকটির চোখের ওপর
হাত রাখলেন। এতে তার চোখ খুলে গেলো এবং সে দেখার শক্তি ফিরে পেলো। সে পরিষ্কারভাবে সবকিছু দেখতে লাগলো।
২৬পরে তিনি তাকে তার বাড়িতে পাঠিয়ে দেবার সময় বললেন, "এই গ্রামে যেয়ো না।"

২৭হযরত ইসা আ. ও তাঁর হাওয়ারিরা কৈসরিয়া-ফিলিপি শহরের আশেপাশের গ্রামগুলোতে গেলেন। যাবার পথে তিনি
তাঁর হাওয়ারিদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, "আমি কে, এ-ব্যাপারে লোকে কী বলে?" ২৮তারা তাঁকে উত্তর দিলেন, "কেউ কেউ
বলে, আপনি হযরত ইয়াহিয়া নবি;

কেউ কেউ বলে, হযরত ইলিয়াস নবি; আবার কেউ কেউ বলে, আপনি নবিদের মধ্যে একজন।" ২৯তিনি তাদের জিজ্ঞেস
করলেন, "কিন্তু তোমরা কী বলো, আমি কে?" হযরত সাফওয়ান রা. উত্তর দিলেন, "আপনিই সেই মসিহ।" ৩০তিনি তাদের
সাবধান করে দিলেন, যেনো তারা তাঁর সম্বন্ধে কাউকে কিছু না বলেন।

৩১অতঃপর তিনি তাদের শিক্ষা দিতে লাগলেন যে, ইবনুল-ইনসানকে অবশ্যই অনেক দুঃখভোগ করতে হবে। বুজুর্গরা,
প্রধান ইমামেরা এবং আলিমরা তাঁকে প্রত্যাখ্যান করবেন। তাঁকে মেরে ফেলা হবে এবং তিন দিন পর তাঁকে মৃত থেকে
আবার জীবিত হয়ে উঠতে হবে। এসবকিছু তিনি স্পষ্টভাবেই বললেন। ৩২তখন হযরত সাফওয়ান রা. তাঁকে একপাশে নিয়ে
গিয়ে অনুযোগ করতে লাগলেন। ৩৩কিন্তু তিনি মুখ ফিরিয়ে হাওয়ারিদের দিকে তাকালেন এবং সাফওয়ানকে ধমক দিয়ে
বললেন, "আমার কাছ থেকে দূর হও শয়তান! আল্লাহর যা তা তুমি ভাবছো না কিন্তু মানুষের যা তা-ই তুমি ভাবছো।"

৩৪অতঃপর তিনি হাওয়ারিদেরসহ অন্য লোকদেরকে নিজের কাছে ডেকে বললেন, "যদি কেউ আমার অনুসারী হতে চায়,
তাহলে সে নিজেকে অস্বীকার করুক এবং নিজের সলিব বহন করে আমাকে অনুসরণ করুক। ৩৫কারণ যে-ব্যক্তি তার নিজের
জীবন রক্ষা করতে চায়, সে তা হারাবে কিন্তু যে আমার জন্য এবং ইঞ্জিলের জন্য নিজের জীবন কোরবানি দেয়, তার জীবন
রক্ষা পাবে। ৩৬কেউ যদি গোটা দুনিয়া লাভ করেও তার জীবন হারায়, তাহলে তার কী লাভ হলো? ৩৭আসলে, জীবন ফিরে
পাবার জন্য মানুষ কী দিতে পারে?

৩৮এ-কালের জিনাকারী ও গুনাহগারদের মধ্যে কেউ যদি আমাকে ও আমার শিক্ষা নিয়ে লজ্জাবোধ করে, তাহলে ইবনুল-
ইনসান যখন পবিত্র ফেরেশতাদের সাথে নিয়ে তাঁর প্রতিপালকের মহিমায় আসবেন, তখন তিনিও সেই লোকের সম্বন্ধে
লজ্জাবোধ করবেন।"

রুকু ৯

১তিনি তাদের বললেন, "আমি তোমাদের সত্যিই বলছি, এখানে এমন কয়েকজন আছে, যাদের কাছে আল্লাহর রাজ্য
মহাশক্তিতে দেখা না দেয়া পর্যন্ত তারা মরবে না।"

২ছ'দিন পর হযরত ইসা আ. কেবল হযরত সাফওয়ান রা., হযরত ইয়াকুব রা. ও হযরত ইউহোন্না রা.কে সাথে নিয়ে
একটি উঁচু পাহাড়ে গেলেন ৩এবং তাদের সামনে রূপান্তরিত হলেন। তাঁর কাপড়-চোপড় এমন চোখ ঝলসানো সাদা হলো

যে, দুনিয়ার কোনো মানুষের পক্ষে তেমন করে কাপড় ধুয়ে উজ্জল করা সম্ভব নয়। [৪]সেখানে তাদের সামনে হযরত ইলিয়াস
আ. ও হযরত মুসা আ. আবির্ভূত হলেন। তারা হযরত ইসা আ.-র সাথে কথা বলছিলেন।

[৫]তখন সাফওয়ান ইসাকে বললেন, "হুজুর, ভালোই হয়েছে যে, আমরা এখানে আছি। আমরা এখানে তিনটি কুঁড়েঘর
তৈরি করি– একটি আপনার, একটি মুসার ও একটি ইলিয়াসের জন্য।" [৬]তারা খুব ভয় পেয়েছিলেন, সেজন্য কি যে বলা
উচিত, তিনি তা বুঝলেন না।

[৭]এ-সময় একখণ্ড সাদা মেঘ এসে তাদের ঢেকে ফেললো; আর সেই মেঘ থেকে একথা শোনা গেলো, "এ-ই আমার
একান্ত প্রিয় মনোনীতজন, তোমরা তার কথা শোনো।" [৮]তখনই তারা চারদিকে তাকালেন কিন্তু হযরত ইসা আ. ছাড়া আর
কাউকেই তাদের সাথে দেখতে পেলেন না।

[৯]তিনি পাহাড় থেকে নেমে আসার সময় তাদের হুকুম দিলেন, ইবনুল-ইনসান মৃত থেকে জীবিত হয়ে না ওঠা পর্যন্ত তারা
যা দেখেছেন তা যেনো কাউকেই না বলেন। [১০]সুতরাং তারা বিষয়টি নিজেদের মধ্যে রাখলেন; আর মৃত থেকে জীবিত হয়ে
ওঠার অর্থ কী, তা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করতে লাগলেন।

[১১]অতঃপর তারা তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, "আলিমরা কেনো বলেন, প্রথমেই হযরত ইলিয়াস আ. আসবেন?" [১২]তিনি
তাদের বললেন, "প্রথমে হযরত ইলিয়াস আ. এসে সবকিছু আগের অবস্থায় ফিরিয়ে আনবেন। তবে ইবনুল-ইনসানের বিষয়ে
কেমন করেই-বা লেখা আছে যে, তাঁকে খুব কষ্টভোগ করতে হবে এবং লোকে তাঁকে অগ্রাহ্য করবে?
[১৩]কিন্তু আমি তোমাদের বলছি, হযরত ইলিয়াস আ.-র বিষয়ে যেভাবে লেখা আছে, সেভাবেই তিনি এসেছিলেন এবং তারা
তার প্রতি যা ইচ্ছা তাই করেছে।"

[১৪]অতঃপর তারা অন্য হাওয়ারিদের কাছে ফিরে এসে দেখলেন, তাদের চারপাশে অনেক লোক জড়ো হয়েছে এবং
কয়েকজন আলিম তাদের সাথে তর্ক করছেন। [১৫]সমগ্র জনতা তাঁকে দেখার সাথে সাথে সশ্রদ্ধ ভয়ে ভীত হলো এবং তারা
দৌড়ে গিয়ে তাঁকে সালাম জানালো। [১৬]তিনি তাদের জিজ্ঞেস করলেন, "তোমরা ওদের সাথে কী নিয়ে তর্ক করছো?"

[১৭]ভিড়ের মধ্য থেকে একজন উত্তর দিলো, "হুজুর, আমার ছেলেকে আপনার কাছে এনেছিলাম। তাকে ভূতে পেয়েছে।
সে তাকে কথা বলতে দেয় না। [১৮]এবং সে যখনই তাকে ধরে, তখনই আছাড় দিয়ে মাটিতে ফেলে দেয়। তার মুখ থেকে
ফেনা বের হয় আর সে দাঁতে দাঁত ঘষে এবং শক্ত হয়ে যায়। আমি আপনার হাওয়ারিদেরকে বললাম তাকে ছাড়িয়ে দিতে
কিন্তু তারা যথেষ্ট ক্ষমতা সম্পন্ন নন।"

[১৯]জবাবে তিনি তাদের বললেন, "অবিশ্বাসীর দল! আর কতোদিন আমি তোমাদের সাথে থাকবো? আর কতোদিন
তোমাদের সহ্য করবো? তাকে আমার কাছে আনো।" [২০]তারা ছেলেটিকে তাঁর কাছে আনলেন। তাঁকে দেখেই সেই ভূত
ছেলেটিকে খুব জোরে মুচড়ে ধরলো। ছেলেটি মুখ থেকে ফেনা বের করতে করতে মাটিতে গড়াগড়ি দিতে লাগলো।

[২১] হযরত ইসা আ. তার পিতাকে জিজ্ঞেস করলেন, "কতোদিন হলো এর এরকম হয়েছে?" [২২]সে বললো, "ছোটোবেলা
থেকেই। এই ভূত তাকে ধ্বংস করার জন্য প্রায়ই আগুন আর পানিতে ফেলে দেয়। তবে আপনি যদি কোনো কিছু করতে
পারেন, তাহলে দয়া করে আমাদের উপকার করুন।" [২৩]হযরত ইসা আ. তাকে বললেন, "'যদি করতে পারেন!' যে বিশ্বাস
করে তার জন্য সবকিছুই করা সম্ভব।" [২৪]তখনই ছেলেটির পিতা চিৎকার করে কেঁদে উঠে বললো, "আমি ইমান এনেছি;
আমার অবিশ্বাস দূর করুন।"

[২৫]অনেক লোক দৌড়ে আসছে দেখে হযরত ইসা আ. নোংরা-ভূতকে ধমক দিয়ে বললেন, "কালা ও বোবা-ভূত, আমি
তোমাকে হুকুম দিচ্ছি, এর ভেতর থেকে বেরিয়ে যাও এবং আর কখনো এর মধ্যে ঢুকবে না।"

[২৬]তখন সেই ভূত চিৎকার করে ছেলেটিকে জোরে মুচড়ে ধরলো এবং তার ভেতর থেকে বেরিয়ে গেলো। তাতে ছেলেটি
মরার মতো পড়ে রইলো দেখে অনেকে বললো, "সে মারা গেছে।" [২৭]কিন্তু হযরত ইসা আ. তাকে হাত ধরে তুললেন আর
তাতে সে উঠে দাঁড়ালো।

[২৮]যখন তিনি একটি ঘরের ভেতরে গেলেন, তখন তাঁর হাওয়ারিরা গোপনে তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, "আমরা ভূতকে
ছাড়াতে পারলাম না কেনো?" [২৯]তিনি তাদের বললেন, "মোনাজাত ছাড়া আর কোনোভাবেই এরকম ভূত ছাড়ানো যায় না।"

৩০তারা সেই জায়গা ছেড়ে গালিলের মধ্য দিয়ে চলে গেলেন। তিনি চেয়েছিলেন যেনো কেউ তা জানতে না পারে।
৩১কারণ তিনি তাঁর হাওয়ারিদেরকে শিক্ষা দিচ্ছিলেন। তিনি তাদের বলছিলেন, "ইবনুল-ইনসানকে মানুষের হাতে তুলে দেয়া
হবে। তারা তাঁকে মেরে ফেলবে এবং তিন দিন পর তিনি আবার জীবিত হয়ে উঠবেন।" ৩২কিন্তু তারা একথার অর্থ বুঝতে
পারলেন না এবং তাঁকে জিজ্ঞেস করতেও ভয় পেলেন।

৩৩অতঃপর তারা কফরনাহুমে এলেন। তিনি ঘরের ভেতর গিয়ে তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, "তোমরা পথে কী নিয়ে তর্ক
করছিলে?" ৩৪তারা চুপ করে রইলেন; কারণ কে সবচেয়ে বড়ো তা নিয়ে তারা পথে তর্ক করছিলেন। ৩৫তিনি বসলেন এবং
সেই বারোজনকে ডেকে বললেন, "কেউ যদি প্রথম হতে চায়, তাহলে তাকে অবশ্যই সকলের শেষে থাকতে হবে এবং
সকলের সেবাকারী হতে হবে।"

৩৬তিনি একটি শিশুকে নিয়ে তাদের মধ্যে দাঁড় করালেন। তারপর তাকে কোলে নিয়ে তাদের বললেন, ৩৭"যে কেউ
আমার নামে এর মতো কোনো শিশুকে গ্রহণ করে, সে আমাকেই গ্রহণ করে; আর যে আমাকে গ্রহণ করে, সে কেবল
আমাকে গ্রহণ করে না কিন্তু যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন, তাঁকেই গ্রহণ করে।"

৩৮ হযরত ইউহোন্না রা. তাঁকে বললেন, "হুজুর, আমরা একজনকে আপনার নামে ভূত ছাড়াতে দেখে তাকে নিষেধ
করেছি, কারণ সে আমাদের অনুসরণ করছিলো না।" ৩৯কিন্তু হযরত ইসা আ. বললেন, "তাকে নিষেধ করো না।
কারণ আমার নামে আশ্চর্য কাজ করার পরে কেউ ফিরে আমার নিন্দা করতে পারে না। ৪০যে আমাদের বিপক্ষে থাকে না, সে
তো আমাদের পক্ষে। ৪১তোমরা মসিহের লোক বলে যে কেউ তোমাদের এক গ্লাস পানি পান করতে দেয়, আমি তোমাদের
সত্যিই বলছি, সে কোনো মতে তার পুরস্কার হারাবে না। ৪২কেউ যদি আমার ওপর বিশ্বাসী এই ছোটোদের মধ্যে কারো পথে
বাধা সৃষ্টি করে, তাহলে নিজের গলায় নিজে পাথর বেঁধে সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত হওয়াই বরং তার জন্য ভালো।

৪৩,৪৪তোমার হাত যদি তোমার বাধার কারণ হয়, তাহলে তা কেটে ফেলে দাও। দু'হাত নিয়ে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হওয়ার
চেয়ে বরং নুলা হয়ে বেহেস্তে ঢোকা তোমার পক্ষে উত্তম। সেই জাহান্নামের আগুন কখনো নেভে না। ৪৫,৪৬তোমার পা যদি
তোমার বাধার কারণ হয়, তাহলে তা কেটে ফেলে দাও। দু'পা নিয়ে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হওয়ার চেয়ে বরং খোঁড়া হয়ে
বেহেস্তে ঢোকা তোমার পক্ষে উত্তম।

৪৭তোমার চোখ যদি তোমার বাধার কারণ হয়, তাহলে তা তুলে ফেলো। দু'চোখ নিয়ে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হওয়ার চেয়ে
বরং এক চোখ নিয়ে আল্লাহর রাজ্যে ঢোকা তোমার পক্ষে উত্তম। ৪৮সেই জাহান্নামের পোকা কখনো মরে না আর সেখানকার
আগুন কখনো নেভে না। ৪৯লবণ দেবার মতো প্রত্যেকের ওপর আগুন দেয়া হবে।

৫০লবণ ভালো জিনিস কিন্তু যদি লবণের স্বাদ নষ্ট হয়ে যায়, তাহলে তা কেমন করে আবার নোনতা করবে? তোমাদের
হৃদয়ের মাঝে লবণ রাখো এবং তোমরা একজন অন্যজনের সাথে শান্তিতে থাকো।"

রুকু ১০

১সেই জায়গা ছেড়ে তিনি ইহুদিয়া ও জর্দান নদীর অন্য পারে গেলেন এবং অনেক লোক তাঁর কাছে এসে জড়ো হলো।
তখন তিনি তাঁর নিয়ম অনুসারে তাদের শিক্ষা দিতে লাগলেন।

২কয়েকজন ফরিসি এসে তাঁকে পরীক্ষা করার জন্য জিজ্ঞেস করলেন, "স্ত্রীকে তালাক দেয়া কি শরিয়ত-সম্মত?" ৩তিনি
তাদের উত্তর দিলেন, "হযরত মুসা আ. আপনাদের কী আদেশ দিয়েছেন?"
৪তারা বললেন, " হযরত মুসা আ. তালাকনামা লিখে স্ত্রীকে তালাক দেবার অনুমতি দিয়েছেন।" ৫কিন্তু হযরত ইসা আ.
তাদের বললেন, "আপনাদের হৃদয় কঠিন বলেই তিনি আপনাদের জন্য এ-আদেশ লিখেছিলেন। ৬কিন্তু সৃষ্টির শুরুতে
'আল্লাহ তাদের স্ত্রী ও পুরুষ করে সৃষ্টি করেছেন। ৭এজন্যই মানুষ তার পিতা-মাতাকে ছেড়ে নিজের স্ত্রীর সাথে যুক্ত হবে আর
তারা দু'জন একদেহ হবে।' ৮তাই তারা আর দুই নয় কিন্তু একদেহ। ৯সুতরাং আল্লাহ যা যুক্ত করেছেন, মানুষ তা আলাদা না
করুক।" ১০অতঃপর হাওয়ারিরা ঘরের ভেতরে তাঁকে আবার এ-বিষয়ে জিজ্ঞেস করতে লাগলেন। ১১তিনি তাদের বললেন,
"যে কেউ নিজের স্ত্রীকে তালাক দিয়ে অন্যকে বিয়ে করে, সে তার সাথে জিনা করে। ১২আবার স্ত্রী যদি স্বামীকে তালাক দিয়ে
অন্যকে বিয়ে করে, তাহলে সেও জিনা করে।"

১৩লোকেরা কয়েকটি শিশুকে তাঁর কাছে নিয়ে এলো, যেনো তিনি তাদের স্পর্শ করেন; কিন্তু হাওয়ারিরা তাদের তিরস্কার
করতে লাগলেন। ১৪হযরত ইসা আ. তা দেখে অসন্তুষ্ট হলেন এবং তাদের বললেন, "শিশুদেরকে আমার কাছে আসতে দাও,
বাধা দিয়ো না; কারণ আল্লাহর রাজ্য এদের মতো লোকদেরই। ১৫আমি তোমাদের সত্যি বলছি, শিশুদের মতো আল্লাহর
রাজ্য গ্রহণ না করলে কেউ কোনোভাবেই তাতে ঢুকতে পারবে না।" ১৬তিনি সেই শিশুদেরকে কোলে নিলেন ও তাদের
মাথায় হাত রেখে দোয়া করলেন।

১৭তিনি আবার যখন পথে বের হলেন, তখন এক লোক দৌড়ে এসে তাঁর সামনে নতজানু হয়ে বললো, "হে মহান ওস্তাদ,
আল্লাহর দিদার পেতে হলে আমাকে কী করতে হবে?" ১৮হযরত ইসা আ. তাকে বললেন, "আমাকে কেনো তুমি মহান
বলছো? এক আল্লাহ ছাড়া আর কেউই মহান নয়। ১৯তুমি তো হুকুমগুলো জানো, 'খুন করো না, জিনা করো না, চুরি করো
না, মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়ো না, অন্যকে ঠকিয়ো না, বাবা-মাকে সম্মান করো।'" ২০লোকটি তাঁকে বললো, "হুজুর, তরুণ বয়স
থেকে আমি এসব পালন করে আসছি।"

২১হযরত ইসা আ. তার দিকে তাকালেন এবং মমতায় পূর্ণ হয়ে বললেন, "একটি জিনিস তোমার বাকি আছে। যাও,
তোমার যা-কিছু আছে তা বিক্রি করে গরিবদের দান করে দাও। তাতে তুমি বেহেস্তে ধন পাবে। তারপর এসে আমাকে
অনুসরণ কারো।" ২২একথা শুনে লোকটির মুখ কালো হয়ে গেলো। তার অনেক ধন-সম্পত্তি ছিলো বলে সে দুঃখিত হয়ে
চলে গেলো। ২৩তখন হযরত ইসা আ. চারদিকে তাকিয়ে তাঁর হাওয়ারিদের বললেন, "ধনীদের পক্ষে আল্লাহর রাজ্যে ঢোকা
কতোই-না কঠিন!" ২৪তাঁর কথা শুনে হাওয়ারিরা আশ্চর্য হলেন। হযরত ইসা আ. আবার তাদের বললেন, "সন্তানেরা,
আল্লাহর রাজ্যে ঢোকা কতোই-না কঠিন! ২৫কোনো ধনীর পক্ষে আল্লাহর রাজ্যে ঢোকার চেয়ে সুচের ছিদ্র দিয়ে উটের চলে
যাওয়া সহজ।" ২৬তারা আরো অবাক হয়ে নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতে লাগলেন, "তাহলে কে নাজাত পাবে?" ২৭তাদের
দিকে তাকিয়ে হযরত ইসা আ. বললেন, "মানুষের পক্ষে এটি অসম্ভব হলেও আল্লাহর কাছে অসম্ভব নয়– তাঁর পক্ষে সবই
সম্ভব।"

২৮হযরত সাফওয়ান রা. তাঁকে বললেন, "দেখুন, আমরা তো সবকিছু ছেড়ে দিয়ে আপনার পেছনে এসেছি।" ২৯হযরত
ইসা আ. বললেন, "আমি তোমাদের সত্যিই বলছি, যে কেউ আমার ও ইঞ্জিলের জন্য বাড়িঘর, ভাইবোন, বাবা-মা, ছেলে-
মেয়ে ও জায়গা জমি ছেড়ে দিয়েছে, ৩০সে এ-যুগেই তার একশো গুণ বেশি বাড়িঘর, ভাইবোন, বাবা-মা, ছেলে-মেয়ে ও
জায়গা-জমি পাবে এবং সাথে সাথে অত্যাচারও ভোগ করবে আর পরকালে আল্লাহর দিদার লাভ করবে। ৩১কিন্তু যারা প্রথমে
আছে, তাদের মধ্যে অনেকে শেষে পড়বে আর যারা শেষে আছে, তারা প্রথম হবে।"

৩২অতঃপর তারা জেরুসালেমের পথে রওনা দিলেন। হযরত ইসা আ. তাদের আগে আগে যাচ্ছিলেন। তারা অবাক হলেন
এবং যে-লোকেরা পেছনে পেছনে আসছিলো, তারা ভয় পেলো। তিনি আবার সেই বারোজনকে কাছে ডেকে নিজের ওপর
কী হতে যাচ্ছে তা বলতে লাগলেন। বললেন, "দেখো, আমরা জেরুসালেমে যাচ্ছি। ৩৩সেখানে ইবনুল-ইনসানকে প্রধান
ইমামদের ও আলিমদের হাতে তুলে দেয়া হবে। তারা তাঁকে মৃত্যুর উপযুক্ত বলে দোষী করবে, তারপর তাঁকে অইহুদিদের
হাতে তুলে দেবে। ৩৪তারা তাঁকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করবে, তাঁর মুখে থুথু দেবে, তাঁকে চাবুক মারবে এবং হত্যা করবে। আর তিন
দিন পর তিনি আবার জীবিত হয়ে উঠবেন।"

৩৫হযরত ইয়াকুব রা. ও হযরত ইউহোন্না ইবনে জাবিদি তাঁর কাছে এসে বললেন, "হুজুর, আমাদের ইচ্ছা এই যে, আমরা
যা চাবো, আপনি আমাদের জন্য তাই করবেন।" ৩৬তিনি তাদের বললেন, "তোমরা কী চাও?
আমি তোমাদের জন্য কী করবো?" ৩৭তারা তাঁকে বললেন, "আমাদের এই বর দিন, আপনি মহিমাপ্রাপ্ত হলে আমরা যেনো
একজন আপনার ডান পাশে ও অন্যজন বাঁ পাশে বসতে পারি।"

৩৮কিন্তু হযরত ইসা আ. তাদের বললেন, "তোমরা যা চাচ্ছো তা তোমরা জানো না। যে-গ্লাসে আমি পান করতে যাচ্ছি
তাতে কি তোমরা পান করতে পারো? কিংবা যে-তরিকা আমি গ্রহণ করতে যাচ্ছি তা কি তোমরা গ্রহণ করতে পারো?"
৩৯তারা তাঁকে বললেন, "হ্যাঁ, আমরা পারি।" তখন হযরত ইসা আ. তাদের বললেন, "যে-গ্লাসে আমি পান করবো, তোমরা
অবশ্যই তাতে পান করবে; আর যে-তরিকা আমি গ্রহণ করবো তা তোমরাও গ্রহণ করবে; ৪০কিন্তু যাদের জন্য স্থান প্রস্তুত
করা হয়েছে, তাদের ছাড়া অন্য কাউকেই আমার ডান কিংবা বাঁ পাশে বসতে দেবার অধিকার আমার নেই।"

৪১বাকি দশজন এসব কথা শুনে হযরত ইয়াকুব রা. ও হযরত ইউহোন্না রা.র ওপর বিরক্ত হলেন। ৪২তখন হযরত ইসা
আ. তাদেরকে কাছে ডেকে বললেন, "তোমরা জানো যে, অইহুদিদের শাসনকর্তারা তাদের ওপর প্রভু হয় এবং তাদের
নেতারা তাদের ওপর হুকুম চালায়। ৪৩তোমাদের সে রকম হওয়া উচিত নয়। তোমাদের মধ্যে যে বড়ো হতে চায়, তাকে
অবশ্যই তোমাদের সেবাকারী হতে হবে ৪৪আর তোমাদের মধ্যে যে মহান হতে চায়, তাকে অবশ্যই সকলের গোলাম হতে
হবে। ৪৫বস্তুত ইবনুল-ইনসান সেবা পেতে আসেননি বরং সেবা করতে এবং অনেক লোকের গুনাহের নাজাতের মূল্য হিসেবে
নিজের প্রাণ দিতে এসেছেন।"

৪৬পরে তারা জিরিহোতে এলেন। যখন তিনি হাওয়ারিদের ও অনেক লোকের সাথে জিরিহো থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিলেন,
তখন বরতিময় নামে এক অন্ধ ভিখারি পথের পাশে বসে ছিলো। ৪৭"নাসরত গ্রামের হযরত ইসা আ. আসছেন"– একথা
শুনে সে চিৎকার করে বলতে লাগলো, "দাউদের বংশধর ইসা, আমার প্রতি রহম করুন।" ৪৮এতে অনেকে তাকে ধমক
দিলো, যেনো সে চুপ করে কিন্তু সে আরো চিৎকার করে বললো, "দাউদের বংশধর, আমার প্রতি রহম করুন।"

৪৯হযরত ইসা আ. থেমে বললেন, "ওকে ডাকো।" তারা অন্ধ লোকটিকে ডেকে বললো, "সাহস করো, ওঠো; উনি
তোমাকে ডাকছেন।"

৫০তখন সে তার গায়ের চাদরটি ফেলে লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ালো এবং হযরত ইসা আ.-র কাছে গেলো। ৫১হযরত ইসা আ.
তাকে বললেন, "তুমি কী চাও? আমি তোমার জন্য কী করবো?" অন্ধ লোকটি তাঁকে বললো, "হুজুর, আমি যেনো আবার
দেখতে পাই।" ৫২হযরত ইসা আ. তাকে বললেন, "যাও, তোমার ইমান তোমাকে সুস্থ করেছে।" তাতে তখনই লোকটি
আবার দেখতে পেলো এবং পথ দিয়ে তাঁর পেছনে পেছনে চলতে লাগলো।

রুকু ১১

১তারা জেরুসালেম যাবার পথে জৈতুন পাহাড়ের গায়ের বৈতফগি ও বেথানিয়া গ্রামের কাছে এলেন। সেখানে পৌঁছে তিনি
তাঁর দু'জন হাওয়ারিকে এই বলে পাঠিয়ে দিলেন, "তোমরা সামনের গ্রামে যাও। ২সেখানে ঢোকার সাথে সাথে তোমরা
একটি বাচ্চা-গাধা বাঁধা অবস্থায় দেখতে পাবে। তার ওপর কখনো কোনো মানুষ বসেনি। ওটা খুলে নিয়ে এসো। ৩যদি কেউ
তোমাদের বলে, 'কেনো তোমরা এটি খুলছো?' তবে শুধু বলো, 'হুজুরের এটি দরকার আছে এবং তাড়াতাড়ি এটি ফিরিয়ে
দেবেন'।"

৪তারা গিয়ে দেখলেন, বাচ্চা-গাধাটি দরজার কাছে রাস্তার পাশে বাঁধা আছে। ৫তারা যখন ওটার বাঁধন খুলছিলেন, তখন
যারা সেখানে দাঁড়িয়ে ছিলো, তাদের মধ্যে কেউ কেউ তাদের বললো, তোমরা কী করছো? ওটাকে খুলছো কেনো?" ৬হযরত
ইসা আ. তাদের যা বলতে বলেছিলেন, তারা তাদের তাই বললেন। তাতে তারা গাধাটি নিয়ে যেতে দিলো।

৭তারা সেটিকে হযরত ইসা আ.-র কাছে আনলেন এবং তাদের গায়ের চাদর তার ওপর পেতে দিলেন। অতঃপর তিনি
তার ওপর বসলেন। ৮অনেকে তাদের গায়ের চাদর রাস্তার ওপর বিছিয়ে দিলো; অন্যেরা মাঠের গাছপালা থেকে পাতাসহ
ডাল কেটে এনে পথের ওপর বিছিয়ে দিলো।

৯যারা সামনে ও পেছনে যাচ্ছিলো, তারা চিৎকার করে বলতে লাগলো– "হোশান্না! আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের নামে যিনি
আসছেন, তাঁর প্রশংসা হোক! ১০আমাদের পিতা দাউদের যে-রাজ্য আসছে, তার প্রশংসা হোক! বেহেস্তেও হোশান্না!"

১১অতঃপর তিনি জেরুসালেমে গিয়ে বায়তুল-মোকাদ্দসে ঢুকলেন এবং চারদিকের সবকিছু লক্ষ্য করলেন কিন্তু বেলা পড়ে
যাওয়ায় সেই বারোজনকে নিয়ে বেথানিয়াতে চলে গেলেন।

১২পরদিন তারা যখন বেথানিয়া ছেড়ে যাচ্ছিলেন, তখন তাঁর খিদে পেলো। ১৩তিনি দূর থেকে পাতায় ঢাকা একটি
ডুমুরগাছ দেখতে পেলেন এবং তাতে কোনোকিছু পাওয়া যায় কিনা তা দেখার জন্য কাছে গেলেন। কিন্তু কাছে গিয়ে তাতে
পাতা ছাড়া আর কিছুই দেখতে পেলেন না; কারণ তখন ডুমুরের মৌসুম ছিলো না। ১৪তিনি গাছটিকে বললেন, "আর কখনো
কেউ যেনো তোমার ফল না খায়।" হাওয়ারিরা একথা শুনতে পেলেন।

১৫অতঃপর তারা জেরুসালেমে পৌঁছলে তিনি বায়তুল-মোকাদ্দসে ঢুকলেন এবং সেখানে যারা কেনাবেচা করছিলো,
তাদের তাড়িয়ে দিলেন। তিনি টাকা বদল করে দেবার লোকদের টেবিল ও যারা কবুতর বিক্রি করছিলো, তাদের টেবিল
উল্টে ফেললেন। ১৬বায়তুল-মোকাদ্দসের ভেতর দিয়ে তিনি কাউকে কিছুই নিয়ে যেতে দিলেন না।

১৭শিক্ষা দেবার সময় তিনি বললেন, "একথা কি লেখা নেই যে, 'আমার ঘরকে দুনিয়ার সব জাতির এবাদতখানা বলা
হবে'? কিন্তু তোমরা এটিকে ডাকাতের আড্ডাখানা করে তুলেছো!"
১৮প্রধান ইমামেরা ও আলিমরা একথা শুনে তাঁকে মেরে ফেলার উপায় খুঁজতে লাগলেন; কেননা তারা তাঁকে ভয় করতেন,
কারণ লোকেরা তাঁর শিক্ষায় আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিলো। ১৯সন্ধ্যার পর হযরত ইসা আ. এবং তাঁর হাওয়ারিরা শহরের বাইরে
চলে গেলেন।
২০সকালে সে-পথ দিয়ে যাবার সময় তারা দেখলেন, ডুমুর গাছটি শিকড়সহ শুকিয়ে গেছে। ২১তখন ওই কথা স্মরণ করে
পিতর তাঁকে বললেন, "হুজুর, দেখুন, যে ডুমুর গাছটিকে আপনি অভিশাপ দিয়েছিলেন তা শুকিয়ে গেছে!" ২২উত্তরে হযরত
ইসা আ. তাদের বললেন, "আল্লাহর ওপর ইমান রাখো। ২৩আমি তোমাদের সত্যিই বলছি, যদি কেউ অন্তরে কোনো সন্দেহ
না রেখে এই পাহাড়টিকে বলে, 'উঠে সাগরে গিয়ে পড়ো' আর বিশ্বাস করে যে, সে যা বললো তাই হবে, তাহলে তার জন্য
তা-ই করা হবে।
২৪সেজন্য আমি তোমাদের বলছি, মোনাজাতে তোমরা যা-কিছু চাও, বিশ্বাস করো যে, তোমরা তা পেয়েছো, তাহলে
তোমাদের জন্য তা-ই করা হবে। ২৫,২৬তোমরা যখন এবাদত করো, তখন কারো বিরুদ্ধে যদি তোমাদের কোনো অভিযোগ
থাকে, তাহলে তাকে ক্ষমা করো, যেনো তোমাদের প্রতিপালক– যিনি বেহেস্তে থাকেন– তোমাদের গুনাহ মাফ করেন।"
২৭অতঃপর তারা জেরুসালেমে পৌঁছলেন। তিনি বায়তুল-মোকাদ্দসে হেঁটে বেড়াচ্ছেন, এমন সময় প্রধান ইমামেরা,
আলিমরা ও বুজুর্গরা তাঁর কাছে এসে ২৮জিজ্ঞেস করলেন, "কোন অধিকারে তুমি এসব করছো? কে তোমাকে এ-অধিকার
দিয়েছে?"
২৯উত্তরে হযরত ইসা আ. তাদের বললেন, "আমি তোমাদের একটি প্রশ্ন করবো। আমাকে উত্তর দাও, তাহলে আমিও
তোমাদের বলবো, আমি কোন অধিকারে এসব করছি। ৩০বলোতো, হযরত ইয়াহিয়া আ. তরিকা দেবার অধিকার
পেয়েছিলেন আল্লাহ নাকি মানুষের কাছ থেকে?" ৩১তারা নিজেদের মধ্যে এই আলোচনা করলেন, "যদি আমরা বলি,
'আল্লাহর কাছ থেকে,' তাহলে সে বলবে, 'তবে আপনারা তার ওপর ইমান আনেননি কেনো?' ৩২আবার যদি বলি, 'মানুষের
কাছ থেকে', তাহলে?" তারা লোকদের ভয় করতেন, কারণ সকলে হযরত ইয়াহিয়া আ.কে একজন সত্যিকারের নবি বলেই
মানতো। ৩৩সুতরাং তারা হযরত ইসা আ.কে উত্তর দিলেন, "আমরা জানি না।" তখন হযরত ইসা আ. তাদের বললেন,
"তাহলে আমিও আপনাদের বলবো না, কোন অধিকারে আমি এসব করছি।"

রুকু ১২

১অতঃপর তিনি দৃষ্টান্তের মধ্য দিয়ে তাদের সাথে কথা বলতে লাগলেন– "এক লোক একটি আঙুরক্ষেত করে তার
চারদিকে বেড়া দিলো। আঙুর থেকে রস সংগ্রহ করার জন্য একটি গর্ত খুঁড়লো এবং একটি উঁচু পাহারাঘর তৈরি করলো।
তারপর চাষীদের কাছে ক্ষেতটি বর্গা দিয়ে বিদেশে চলে গেলো।
২ফসল তোলার মৌসুমে সে আঙুরের ভাগ নিয়ে আসার জন্য একজন গোলামকে সেই চাষীদের কাছে পাঠিয়ে দিলো;
৩কিন্তু তারা তাকে ধরে মারলো এবং খালি হাতে ফেরত পাঠালো।
৪তারপর সে আরেকজন গোলামকে পাঠালো; কিন্তু তারা তার মাথায় আঘাত করলো এবং তাকে অপমান করলো। ৫তারপর
সে আরেকজনকে পাঠালো। তারা তাকে হত্যা করলো। পরে সে আরো অনেককে পাঠালো কিন্তু তারা তাদের মধ্যে
কয়েকজনকে মারধর করলো আর অন্যদের হত্যা করলো।
৬সেখানে পাঠাতে তার আর মাত্র একজন বাকি ছিলো– সে ছিলো তার প্রিয় পুত্র। শেষে সে তাকেই তাদের কাছে পাঠিয়ে
দিলো। ভাবলো, 'তারা অন্তত আমার ছেলেকে সম্মান করবে।' ৭কিন্তু সেই চাষীরা এই বলে পরামর্শ করতে লাগলো, 'এ-ই
তো উত্তরাধিকারী। চলো, আমরা ওকে হত্যা করি, তাহলে আমরাই সম্পত্তির মালিক হবো।' ৮সুতরাং তারা তাকে ধরে হত্যা
করলো এবং আঙুরক্ষেতের বাইরে ফেলে দিলো।
৯তাহলে আঙুরক্ষেতের মালিক কী করবে? সে আসবে ও বর্গা চাষীদের ধ্বংস করবে এবং আঙুরক্ষেতটি অন্যদের হাতে
দেবে। ১০তোমরা কি পাককিতাবে পড়োনি: 'রাজমিস্ত্রিরা যে-পাথরটি বাতিল করে দিয়েছিলো, সেটিই কোণের প্রধান পাথর
হয়ে উঠলো; ১১এটি ছিলো আল্লাহর কাজ আর তা আমাদের চোখে খুব আশ্চর্য লাগে?" ১২যখন তারা বুঝতে পারলেন যে,

তিনি তাদেরই বিরুদ্ধে এই দৃষ্টান্ত দিয়েছেন, তখন তারা তাঁকে ধরতে চাইলেন; কিন্তু তারা জনতার ভয়ে ভীত ছিলেন। সুতরাং তারা তাঁকে ছেড়ে চলে গেলেন।

১৩পরে তারা তাঁকে তাঁর কথার ফাঁদে ফেলার জন্য কয়েকজন ফরিসি ও হেরোদীয়কে পাঠিয়ে দিলেন। ১৪তারা তাঁর কাছে এসে বললেন, "হুজুর, আমরা জানি, আপনি একজন সৎলোক। লোকে কি মনে করবে বা না করবে, তাতে আপনার কিছু যায় আসে না; কারণ আপনি কারো মুখ চেয়ে কিছু করেন না। আপনি সত্যভাবে আল্লাহর পথের বিষয়ে শিক্ষা দিয়ে থাকেন। আমাদের বলুন, কাইসারকে কর দেয়া কি ঠিক? ১৫আমরা তাকে কর দেবো নাকি দেবো না?" কিন্তু তিনি তাদের ভণ্ডামি বুঝতে পেরে বললেন, "তোমরা কেনো আমাকে পরীক্ষা করছো? আমাকে একটি দিনার এনে দেখাও।" ১৬তারা একটি দিনার আনলে পর তিনি তাদের জিজ্ঞেস করলেন, "এর ওপর এই ছবি ও নাম কার?" তারা বললেন, "কাইসারের।"
১৭হযরত ইসা আ. তাদের বললেন, "যা কাইসারের তা কাইসারকে দাও আর যা আল্লাহর তা আল্লাহকে দাও।" এতে তারা তাঁর বিষয়ে খুবই আশ্চর্য হলেন।

১৮সদ্দুকিরা– যারা বলেন, পুনরুত্থান বলে কিছু নেই– তাঁর কাছে এলেন ১৯এবং তাঁকে প্রশ্ন করে বললেন, "হুজুর, হযরত মুসা আ. আমাদের জন্য একথা লিখে গেছেন, 'যদি কারো ভাই সন্তানহীন অবস্থায় স্ত্রী রেখে মারা যায়, তাহলে তার ভাই তার স্ত্রীকে বিয়ে করবে এবং সে ভাইয়ের হয়ে তার বংশ রক্ষা করবে।' ২০তারা ছিলো সাত ভাই। প্রথমজন বিয়ে করে সন্তানহীন অবস্থায় মারা গেলো। ২১দ্বিতীয়জন তাকে বিয়ে করলো কিন্তু সেও সন্তানহীন অবস্থায় মারা গেলো। ২২তৃতীয়জনের অবস্থাও তা-ই হলো। এভাবে সাতজনের কারোরই ছেলে-মেয়ে হলো না। শেষে সেই মহিলাও মারা গেলো। ২৩কেয়ামতের দিন যখন তারা জীবিত হয়ে উঠবে, তখন সে কার স্ত্রী হবে? কারণ সাতজনের প্রত্যেকেই তো তাকে বিয়ে করেছিলো।"

২৪হযরত ইসা আ. তাদের বললেন, "একারণেই কি তোমরা ভুল করছো না? কারণ তোমরা পাক-কিতাবও জানো না এবং আল্লাহর ক্ষমতা সম্পর্কেও জানো না। ২৫মৃতেরা যখন জীবিত হয়ে উঠবে, তখন তারা বিয়েও করবে না এবং তাদের বিয়ে দেয়াও হবে না; তখন তারা হবে বেহেস্তের ফেরেস্তাদের মতো।

২৬মৃতদের জীবিত হয়ে ওঠার বিষয়ে হযরত মুসা আ.-র কিতাবে লেখা জ্বলন্ত ঝোপের কথা কি তোমরা পড়োনি? আল্লাহ কীভাবে তাকে বলেছিলেন, 'আমি হযরত ইব্রাহিম আ.-র আল্লাহ, হযরত ইসহাক আ.-র আল্লাহ ও হযরত ইয়াকুব আ.-র আল্লাহ?' ২৭তিনি তো মৃতদের আল্লাহ নন, তিনি জীবিতদেরই আল্লাহ। তোমরা ভীষণ ভুল করছো।"

২৮একজন আলিম কাছে এসে তাদের তর্কাতর্কি শুনলেন। তিনি যে তাদের উপযুক্ত জবাব দিয়েছেন তা লক্ষ্য করে তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন, "হুকুমগুলোর মধ্যে কোনটি প্রথম?"

২৯হযরত ইসা আ. উত্তর দিলেন, "প্রথমটি এই– 'হে ইস্রাইল, শোনো, যিনি আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ, তিনি একজনই; ৩০আর তুমি তোমার সম্পূর্ণ হৃদয়, মন, প্রাণ এবং সামর্থ্য দিয়ে তোমার প্রতিপালক আল্লাহকে মহব্বত করবে'। ৩১এবং দ্বিতীয়টি এই– 'তুমি তোমার প্রতিবেশীকে নিজের মতো মহব্বত করবে'। এই দুটোর চেয়ে উত্তম আর কোনো হুকুম নেই।"

৩২তখন সেই আলিম তাঁকে বললেন, "হুজুর, খুব ভালো কথা। আপনি সত্য কথাই বলেছেন যে, তিনি এক এবং অদ্বিতীয়, তাঁর শরিক নেই। ৩৩আর সম্পূর্ণ হৃদয়, বুদ্ধি ও সামর্থ্য দিয়ে তাঁকে মহব্বত করা এবং প্রতিবেশীকে নিজের মতো মহব্বত করা সবরকমের দান ও কোরবানির চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ।" ৩৪হযরত ইসা আ. যখন দেখলেন যে, তিনি বুদ্ধিমানের মতো উত্তর দিয়েছেন, তখন তাকে বললেন, "আল্লাহর রাজ্য থেকে তুমি বেশি দূরে নও।" এরপর থেকে তাঁকে আর কোনো প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতে কারো সাহস হলো না।

৩৫বায়তুল-মোকাদ্দসে শিক্ষা দেবার সময় হযরত ইসা আ. জিজ্ঞেস করলেন, "আলিমরা কেমন করে বলে যে, মসিহ হযরত দাউদ আ.-র সন্তান? ৩৬হযরত দাউদ আ. নিজেই তো আল্লাহর রুহের পরিচালনায় বলেছেন– 'আল্লাহ আমার মনিবকে বললেন, যতোক্ষণ না আমি তোমার শত্রুদের তোমার পায়ের তলায় রাখি, ততোক্ষণ তুমি আমার ডান দিকে বসো।' ৩৭হযরত দাউদ আ. নিজেই যখন তাঁকে মনিব বলেছেন, তখন কেমন করে মসিহ তার সন্তান হতে পারেন?" অনেক লোক আনন্দের সাথে তাঁর কথা শুনছিলো।

৩৮তাঁর শিক্ষার ভেতর তিনি বললেন, "আলিমদের সম্বন্ধে সাবধান হও। তারা লম্বা লম্বা জুব্বা পরে বেড়াতে, হাটবাজারে
সালাম পেতে ৩৯এবং সিনাগোগের প্রধান আসনে ও ভোজসভায় সম্মানের জায়গায় বসতে চায়। ৪০একদিকে তারা বিধবাদের
ঘরবাড়ি দখল করে, অন্যদিকে দেখাবার জন্য লম্বা লম্বা মোনাজাত করে। নিশ্চয়ই এরা কঠিন শাস্তির অন্তর্ভুক্ত।"

৪১তিনি দানবাক্সের কাছে বসে লোকদের টাকাপয়সা দান করা লক্ষ্য করছিলেন। ৪২অনেক ধনীলোক প্রচুর টাকা দান
করলো। এক গরিব বিধবা এসে মাত্র দুটো তামার মুদ্রা রাখলো– যার মূল্য দু'আনার মতো। ৪৩তখন তিনি হাওয়ারিদেরকে
ডেকে বললেন, "আমি তোমাদের সত্যিই বলছি, এই গরিব বিধবা অন্য সকলের চেয়ে অনেক বেশি দান করেছে। ৪৪কেননা
খরচ করার পরে যা বাকি ছিলো লোকেরা তা থেকে দান করেছে; কিন্তু এই মহিলার অভাব থাকা সত্ত্বেও বেঁচে থাকার জন্য
তার যা ছিলো, সবই দান করেছে।"

রুকু ১৩

১বায়তুল-মোকাদ্দস থেকে বেরিয়ে যাবার সময় হাওয়ারিদের মধ্যে একজন তাঁকে বললেন, "হুজুর, দেখুন, কেমন বাছাই
করা পাথর আর কি অপূর্ব সুন্দর দালানগুলো!" ২হযরত ইসা আ. তাকে বললেন, "তুমি কি এই মস্ত বড় দালানগুলো
দেখছো? কিন্তু এর একটি পাথরও আরেকটি পাথরের ওপর থাকবে না; সবই ভেঙে ফেলা হবে।"

৩অতঃপর তিনি বায়তুল-মোকাদ্দসের বিপরীত দিকের জৈতুন পাহাড়ের ওপর বসলে হযরত সাফওয়ান রা., হযরত
ইয়াকুব রা., হযরত ইউহোন্না রা. ও হযরত আন্দ্রিয়ান রা. তাঁকে গোপনে জিজ্ঞেস করলেন– ৪"আমাদের বলুন, কখন এসব
ঘটবে? এসব সম্পন্ন হওয়ার চিহ্নই-বা কী হবে?"

৫তখন হযরত ইসা আ. তাদের বলতে লাগলেন, "সাবধান, কেউ যেনো তোমাদের না ঠকায়। ৬অনেকেই আমার নাম
নিয়ে এসে বলবে, 'আমিই তিনি' এবং তারা অনেককে বিপথে নিয়ে যাবে। ৭যখন তোমরা যুদ্ধের আওয়াজ ও যুদ্ধের গুজব
শুনবে, তখন ভয় পেয়ো না। এসব ঘটবেই কিন্তু তখনই শেষ নয়। ৮জাতির বিরুদ্ধে জাতি, রাজ্যের বিরুদ্ধে রাজ্য দাঁড়াবে।
জায়গায় জায়গায় ভূমিকম্প ও দুর্ভিক্ষ হবে। এসব কেবল প্রসব-বেদনার আরম্ভ।

৯তোমরা নিজেদের বিষয়ে সতর্ক থেকো, কারণ তারা তোমাদেরকে আদালতে সমর্পণ এবং সিনাগোগের ভেতর মারধর
করবে। আমার জন্য দেশের শাসনকর্তা ও রাজাদের সামনে তোমাদের দাঁড়াতে হবে। তাদের সামনে আমার বিষয়ে
তোমাদের সাক্ষ্য দিতে হবে। ১০এবং সমস্ত জাতির কাছে প্রথমে অবশ্যই ইঞ্জিল প্রচার করতে হবে।

১১যখন তারা তোমাদের ধরে বিচারের জন্য নিয়ে যাবে, তখন যা বলতে হবে তা আগে থেকে চিন্তা কোরো না। সেই
সময়ে যেকথা তোমাদের বলে দেয়া হবে, তোমরা তাই বলবে; কারণ তোমরাই যে বলবে তা নয়, বরং আল্লাহর রুহেই কথা
বলবেন।

১২ভাই ভাইকে, পিতা সন্তানকে মেরে ফেলার জন্য ধরিয়ে দেবে। সন্তানেরা বাবা-মায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে তাদের হত্যা
করাবে। ১৩আমার নামের জন্য তোমরা সকলের কাছে ঘৃণিত হবে কিন্তু যে শেষ পর্যন্ত স্থির থাকবে সে নাজাত পাবে।

১৪সর্বনাশা ঘৃণার জিনিস যেখানে থাকা উচিত নয় তোমরা যখন তা সেখানে থাকতে দেখবে– যে পড়ে সে বুঝুক– তখন
যারা ইহুদিয়াতে থাকবে তারা পাহাড়ি এলাকায় পালিয়ে যাক। ১৫যে ছাদের ওপর থাকবে সে নিচে না নামুক কিংবা কিছু
নেবার জন্য তার ঘরের ভেতরে না যাক। ১৬যে ক্ষেতের মধ্যে থাকবে সে তার গায়ের চাদর নেবার জন্য না ফিরুক। ১৭যারা
গর্ভবতী এবং যারা সন্তানকে বুকের দুধ খাওয়ায় তাদের জন্য সেই দিনগুলো কতোই-না বেদনার!

১৮মোনাজাত করো এসব যেনো শীতকালে না হয়। ১৯কারণ সেই সময় এমন কষ্ট হবে, যা আল্লাহ পাকের সৃষ্টির শুরু
থেকে আজ পর্যন্ত হয়নি এবং আগামীতেও হবে না। ২০আল্লাহ যদি সেই দিনগুলো কমিয়ে না দেন তাহলে কেউই রক্ষা পাবে
না; কিন্তু তাঁর মনোনীতদের জন্য সেই দিনগুলো তিনি কমিয়ে দেবেন।

২১সেই সময় কেউ যদি তোমাদের বলে, 'দেখো, মসিহ এখানে!' বা 'দেখো, মসিহ ওখানে!' তাদের বিশ্বাস কোরো না।
২২ভণ্ড-মসিহেরা ও ভণ্ড-নবিরা আসবে এবং অনেক আশ্চর্য কাজ ও চিহ্ন দেখাবে, যেনো সম্ভব হলে মনোনীত লোকদেরকে
বিভ্রান্ত করতে পারে। ২৩কিন্তু তোমরা সতর্ক থেকো। আমি তোমাদের আগেই সবকিছু বলে রাখলাম।

২৪সেই সময়ের কষ্টের ঠিক পরেই সূর্য অন্ধকার হয়ে যাবে, চাঁদ আর আলো দেবে না; ২৫তারাগুলো আসমান থেকে খসে
পড়বে এবং সৌরজগত দুলতে থাকবে। ২৬সেই সময় তারা ইবনুল-ইনসানকে মহাশক্তি ও মহিমার সাথে মেঘে চড়ে আসতে
দেখবে। ২৭অতঃপর তিনি ফেরেস্তাদের পাঠিয়ে আসমান-জমিনের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত চারদিক থেকে তাঁর
মনোনীতদের একত্র করবেন।

২৮ডুমুর গাছ দেখে শিক্ষা নাও। যখন তার ডালপালা নরম হয়ে তাতে পাতা গজায়, তখন তোমরা জানতে পারো যে,
গরমকাল এসেছে। ২৯সেভাবে যখন তোমরা দেখবে এসব ঘটছে, তখন বুঝতে পারবে যে, তিনি কাছে এসেছেন, এমনকি
দরজায় উপস্থিত। ৩০আমি তোমাদের সত্যিই বলছি, যতোক্ষণ এসব না ঘটবে ততোক্ষণ এ-কালের লোকেরা টিকে থাকবে।
৩১আসমান ও জমিন শেষ হয়ে যাবে কিন্তু আমার কথা চিরদিন থাকবে। ৩২সেই দিন ও সেই সময়ের কথা কেউই জানে
না– বেহেস্তের ফেরেস্তারাও না, আল্লাহর একান্ত প্রিয় মনোনীতজনও না, কেবল প্রতিপালক আল্লাহই জানেন।

৩৩সাবধান হও, জেগে থাকো, কারণ সেই সময় কখন আসবে তা তোমরা জানো না। ৩৪যেমন ধরো, এক লোক, যে
ভ্রমণে যাচ্ছে, বাড়ি ছেড়ে যাবার আগে সে তার গোলামদের হাতে দায়িত্ব বুঝিয়ে দিলো। সে প্রত্যেক গোলামকে তার কাজ
দিলো এবং দারোয়ানকে জেগে থাকতে বললো।

৩৫কাজেই তোমরা জেগে থাকো, কারণ বাড়ির মালিক সন্ধ্যায়, কি মাঝরাতে, কি মোরগ ডাকার সময়, কি সূর্য ওঠার সময়
আসবে তা তোমরা জানো না। ৩৬হঠাৎ এসে সে যেনো না দেখে যে, তোমরা ঘুমিয়ে রয়েছো। ৩৭তোমাদের যা বলছি তা
সবাইকে বলি, জেগে থাকো।”

রুকু ১৪

১ইদুল-ফেসাখ ও ইদুল-মাত্ছের তখন মাত্র দু'দিন বাকি। এই সময় প্রধান ইমামেরা ও আলিমরা গোপনে ইসাকে ধরে
মেরে ফেলার উপায় খুঁজছিলেন। ২কিন্তু তারা বললেন, “ইদের সময়ে নয়, তাতে লোকদের মধ্যে গোলমাল হতে পারে।”
৩অতঃপর তিনি বেথানিয়ার কুষ্ঠী সিমোনের বাড়িতে পৌঁছলেন। তিনি খেতে বসার পর এক মহিলা একটি সাদা পাথরের
পাত্রে করে খুব দামি ও খাঁটি সুগন্ধি তেল নিয়ে এলো এবং পাত্রটি ভেঙে তা তাঁর মাথায় ঢেলে দিলো। ৪কিন্তু উপস্থিত
লোকদের মধ্যে কেউ কেউ বিরক্ত হয়ে একে অন্যকে বলতে লাগলেন, “এভাবে কেনো এই সুগন্ধি তেল অপচয় করা হলো?
এটি বিক্রি করলে তো তিনশ দিনারেরও বেশি হতো এবং তা গরিবদের দেয়া যেতো।” তারা তাকে দোষারোপ করতে
লাগলেন।

৬কিন্তু হযরত ইসা আ. বললেন, “থামো, কেনো তোমরা তাকে দুঃখ দিচ্ছো? সে তো আমার জন্য উত্তম কাজই করেছে।
৭গরিবরা সব সময়ই তোমাদের মধ্যে আছে আর যখন ইচ্ছা তখনই তোমরা তাদের দয়া দেখাতে পারো; কিন্তু আমাকে
তোমরা সব সময় পাবে না।
৮তার যা করণীয় ছিলো সে তা-ই করেছে; সময়ের আগেই সে আমার শরীরকে অভিষিক্ত করে দাফনের জন্য প্রস্তুত করেছে।
৯আমি তোমাদের সত্যিই বলছি, দুনিয়ার যে-জায়গায় ইঞ্জিল প্রচার করা হবে, সেখানে এই মহিলার কথা মনে করিয়ে দেবার
জন্য তার এই কাজের কথাও বলা হবে।”

১০এর পরে হযরত ইহুদা ইস্কারিয়োত রা.– সেই বারোজনের মধ্যে একজন– প্রধান ইমামদের কাছে গেলেন, যেনো তাঁকে
তাদের হাতে তুলে দিতে পারেন। ১১তারা তার কথা শুনে আনন্দিত হলেন এবং তাকে টাকা দেবেন বলে ওয়াদা করলেন।
সুতরাং তিনি তাঁকে তুলে দেবার জন্য সুযোগ খুঁজতে লাগলেন।

১২ইদুল-মাত্ছের প্রথম দিনে ইদুল-ফেসাখের ভোজের জন্য বাচ্চা-ভেড়া কোরবানি করা হতো। তাঁর হাওয়ারিরা তাঁকে
জিজ্ঞেস করলেন, “আপনার জন্য আমরা কোথায় গিয়ে ইদুল-ফেসাখের খাওয়া-দাওয়ার আয়োজন করবো, যেনো আপনি
গিয়ে খেতে পারেন?”

১৩তখন তিনি তাঁর দু'জন সাহাবিকে এই বলে পাঠিয়ে দিলেন, “তোমরা শহরে যাও। সেখানে এমন এক লোকের দেখা
পাবে, যে একটি কলসে করে পানি নিয়ে যাচ্ছে। তার পেছনে পেছনে যেয়ো। ১৪সে যে-বাড়িতে ঢুকবে, সেই বাড়ির
মালিককে বলো, ‘হুজুর বলছেন, আমার হাওয়ারিদের নিয়ে ইদুল-ফেসাখের খাওয়া-দাওয়া করার জন্য আমার সেই
মেহমানখানা কোথায়?’

১৫সে তোমাদের ওপরতলার একটি সাজানো বড়ো রুম দেখিয়ে দেবে। সেখানেই আমাদের জন্য সবকিছু প্রস্তুত করো।"
১৬সুতরাং হাওয়ারিরা গিয়ে শহরে ঢুকলেন; আর তিনি যেমন বলেছিলেন, তারা সবকিছু তেমনই দেখতে পেলেন এবং তারা
ইদুল-ফেসাখের আয়োজন করলেন।

১৭সন্ধ্যায় তিনি সেই বারোজনকে নিয়ে সেখানে উপস্থিত হলেন। ১৮তারা যখন বসে খাচ্ছিলেন, তখন হযরত ইসা আ.
বললেন, "আমি তোমাদের সত্যিই বলছি, তোমাদের মধ্যে একজন আমার সাথে বেইমানি করবে, আর সে আমার সাথে
খাচ্ছে।" ১৯তারা দুঃখিত হলেন এবং একজনের পর একজন বলতে লাগলেন, "নিশ্চয়ই আমি না?" ২০তিনি তাদের বললেন,
"সে এই বারোজনের মধ্যে একজন, যে আমার সাথে বাটির মধ্যে রুটি ডোবাচ্ছে।

২১ইবনুল-ইনসানের বিষয়ে যেভাবে লেখা আছে, তিনি সেভাবেই যাচ্ছেন কিন্তু আফসোস সেই লোকের জন্য, যে তাঁকে
তুলে দেবে! তার জন্ম না হলেই বরং তার জন্য ভালো হতো।"

২২খাওয়া-দাওয়া চলছে, এমন সময় তিনি রুটি নিয়ে শুকরিয়া জানালেন এবং তা ভেঙে হাওয়ারিদের হাতে দিয়ে বললেন,
"নাও, এটি আমার শরীর।" ২৩তারপর তিনি গ্লাস নিয়ে শুকরিয়া জানালেন এবং তাদের দিলেন। তারা সকলে সেই গ্লাস
থেকে পান করলেন।

২৪তিনি তাদের বললেন, "এ আমার চুক্তির রক্ত, যা অনেকের জন্যই দেয়া হবে। ২৫আমি তোমাদের সত্যিই বলছি,
আল্লাহর রাজ্যে নতুনভাবে আঙুররস পানের আগে আর কখনোই আমি তা পান করবো না।"

২৬অতঃপর তারা একটি হামদ গেয়ে জৈতুন পাহাড়ে গেলেন। ২৭হযরত ইসা আ. তাদের বললেন, "তোমরা প্রত্যেকে বাধা
পাবে; কারণ লেখা আছে, 'আমি রাখালকে আঘাত করবো এবং ভেড়াগুলো ছড়িয়ে পড়বে।' ২৮কিন্তু মৃত থেকে জীবিত
হওয়ার পর আমি তোমাদের আগেই গালিলে যাবো।"

২৯হযরত সাফওয়ান রা. তাঁকে বললেন, "সবাই আপনাকে ছেড়ে গেলেও আমি যাবো না।" ৩০হযরত ইসা আ. তাকে
বললেন, "আমি তোমাকে সত্যিই বলছি, আজ রাতে মোরগ দু'বার ডাকার আগেই তুমি আমাকে তিনবার অস্বীকার করবে।
৩১কিন্তু তিনি আরো নিশ্চয়তার সাথে বললেন, "যদি আমাকে আপনার সাথে মরতেও হয়, তবুও আমি আপনাকে অস্বীকার
করবো না!" এবং তারা সকলে একই কথা বললেন।

৩২অতঃপর তারা গেতসিমানি নামে একটি জায়গায় এলেন এবং তিনি তাঁর হাওয়ারিদেরকে বললেন, "আমি যতোক্ষণ
মোনাজাত করি, ততোক্ষণ তোমরা এখানে বসে থাকো।" ৩৩তিনি হযরত সাফওয়ান রা., হযরত ইয়াকুব রা. ও হযরত
ইউহোন্না রা.-কে নিজের সাথে নিলেন এবং মনে গভীর দুঃখ ও অশান্তিবোধ করতে লাগলেন। ৩৪তিনি তাদের বললেন,
"দুঃখে যেনো আমার প্রাণ বেরিয়ে যাচ্ছে। তোমরা এখানে থাকো এবং জেগে থাকো।"

৩৫অতঃপর তিনি কিছুটা দূরে গিয়ে মাটিতে সেজদায় পড়ে মোনাজাত করলেন যে, সম্ভব হলে এই সময়টি যেনো তার
কাছ থেকে সরে যায়।
৩৬তিনি বললেন, "হে আমার আল্লাহ্, আমার প্রতিপালক, তোমার পক্ষে সবই সম্ভব; এই গ্লাস আমার কাছ থেকে সরিয়ে
নাও; তবু আমার ইচ্ছামতো না হোক কিন্তু তোমার ইচ্ছামতোই হোক।"

৩৭তিনি ফিরে এসে দেখলেন তারা ঘুমোচ্ছেন। তিনি হযরত সাফওয়ান রা.-কে বললেন, "হযরত সাফওয়ান রা., তুমি কি
ঘুমাচ্ছো? তুমি কি এক ঘন্টাও জেগে থাকতে পারলে না? ৩৮জেগে থাকো ও মোনাজাত করো, যেনো পরীক্ষায় না পড়ো।
রুহে ইচ্ছা আছে বটে কিন্তু দেহ দুর্বল।"

৩৯আবার তিনি ফিরে গিয়ে সেই একই মোনাজাত করলেন ৪০এবং ফিরে এসে দেখলেন তারা ঘুমাচ্ছেন, কারণ তাদের
চোখ ভারি হয়ে এসেছিলো; আর তারা বুঝতে পারলেন না যে, তাঁকে তারা কী উত্তর দেবেন।

৪১তৃতীয়বার ফিরে এসে তিনি তাদের বললেন, "এখনো তোমরা ঘুমাচ্ছো আর বিশ্রাম করছো? যথেষ্ট হয়েছে। সময় এসে
পড়েছে। দেখো, ইবনুল-ইনসানকে গুনাহগারদের হাতে তুলে দেয়া হচ্ছে। ৪২ওঠো, চলো, আমরা যাই। যে আমাকে শত্রুদের
হাতে তুলে দেবে, সে এসে পড়েছে।"

৪৩তিনি যখন কথা বলছেন, তখনই ইহুদা– সেই বারোজনের একজন– সেখানে এলেন। তার সাথে অনেক লোক তরবারি
ও লাঠি নিয়ে এলো। প্রধান ইমামেরা, আলিমরা ও বুজুর্গরা এই লোকদের পাঠিয়েছিলেন। ৪৪যিনি তাঁকে তুলে দিয়েছিলেন,

তিনি ওই লোকদের সাথে একটি চিহ্ন ঠিক করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, "যাঁকে আমি চুমু দেবো, তিনিই সেই লোক। তোমরা তাঁকে ধরে পাহারা দিয়ে নিয়ে যেয়ো।" ৪৫ইহুদা তখনই তাঁর কাছে গিয়ে বললেন, "হুজুর!" এবং তাঁকে চুমু দিলেন।

৪৬অতঃপর তাঁর ওপর হাত বাড়িয়ে তারা তাঁকে ধরলো। ৪৭কিন্তু যারা হযরত ইসা আ.-র কাছে দাঁড়িয়ে ছিলেন, তাদের একজন তার তরবারি বের করলেন এবং মহাইমামের গোলামকে আঘাত করে তার একটি কান কেটে ফেললেন।

৪৮তখন হযরত ইসা আ. তাদের বললেন, "চোর ধরার মতো করে তোমরা কি তরবারি ও লাঠি নিয়ে আমাকে ধরতে এসেছো? ৪৯আমি প্রত্যেক দিনই বায়তুল-মোকাদ্দসে তোমাদের মাঝে শিক্ষা দিয়েছি কিন্তু তোমরা আমাকে ধরোনি। অবশ্য পাককিতাবের কথা পূর্ণ হতে হবে। ৫০তারা সবাই তাঁকে ছেড়ে পালিয়ে গেলেন।

৫১কোনো এক যুবক গায়ে শুধু লিনেন কাপড়ের চাদর জড়িয়ে তাঁর পেছনে পেছনে যাচ্ছিলো। ৫২তারা তাকে ধরলো কিন্তু সে চাদরটি ফেলে দিয়ে উলঙ্গ অবস্থায় পালিয়ে গেলো।

৫৩তারা হযরত ইসা আ.কে মহাইমামের কাছে নিয়ে গেলো। সেখানে বুজুর্গরা, আলিমরা ও প্রধান ইমামেরা একত্রিত হলেন। ৫৪হযরত সাফওয়ান রা. দূরে দূরে থেকে তাঁর পেছনে পেছনে মহা-ইমামের উঠোনে গিয়ে ঢুকলেন এবং পাহারাদারদের সাথে বসে আগুন পোহাতে লাগলেন।

৫৫প্রধান ইমামেরা এবং মহাসভার সবাই হযরত ইসা আ.কে মেরে ফেলার জন্য তাঁর বিরুদ্ধে সাক্ষীর খোঁজ করছিলেন; কিন্তু তারা কাউকেই পেলেন না। ৫৬অনেকেই তাঁর বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষ্য দিলো কিন্তু তাদের সাক্ষ্য মিললো না।

৫৭তখন কয়েকজন উঠে তাঁর বিরুদ্ধে এই মিথ্যা সাক্ষ্য দিলো– ৫৮"আমরা ওকে একথা বলতে শুনেছি, 'আমি মানুষের তৈরি এই বায়তুল-মোকাদ্দস ভেঙে ফেলবো এবং তিন দিনের মধ্যে আমি আরেকটি গড়বো, যা মানুষের তৈরি নয়'।" ৫৯তবুও তাদের সাক্ষ্য মিললো না।

৬০তখন মহাইমাম মাঝখানে দাঁড়িয়ে হযরত ইসা আ.কে জিজ্ঞেস করলেন, "এসব লোক তোমার বিরুদ্ধে যেসব সাক্ষ্য দিচ্ছে, তুমি কি তার কোনো উত্তরই দেবে না?" ৬১কিন্তু তিনি কোনো উত্তর না দিয়ে চুপ করেই রইলেন। মহাইমাম আবার তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি কি মসিহ, সর্বশক্তিমান আল্লাহর একান্ত প্রিয় মনোনীতজন?"

৬২হযরত ইসা আ. বললেন, "আমিই তিনি। আপনারা ইবনুল-ইনসানকে সর্বশক্তিমানের ডান দিকে বসে থাকতে এবং আসমানের মেঘের সাথে আসতে দেখবেন।" ৬৩মহাইমাম তার কাপড় ছিঁড়ে বললেন, "আমাদের আর সাক্ষীর কী দরকার? ৬৪আপনারা তো শুনলেন যে, সে কুফরি করলো! আপনাদের সিদ্ধান্ত কী?" ৬৫তারা সকলে তাঁকে মৃত্যুর উপযুক্ত বলে স্থির করলেন। কয়েকজন তাঁর গায়ে থুথু দিলো এবং কাপড় দিয়ে তাঁর চোখ বেঁধে ঘুষি মেরে বললো, "ভবিষ্যদ্বাণী বলো দেখি!" পাহারাদাররাও তাঁকে মারতে মারতে নিজেদের জিম্মায় নিলো।

৬৬হযরত সাফওয়ান রা. যখন আদালতের উঠোনের নিচের দিকে ছিলেন, তখন মহা-ইমামের এক চাকরানী সেখানে এলো।

৬৭সে হযরত সাফওয়ান আ.কে আগুন পোহাতে দেখলো এবং একদৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে থেকে বললো, "আপনিও তো ওই নাসরতের হযরত ইসা আ.র সাথে ছিলেন।" ৬৮কিন্তু তিনি অস্বীকার করে বললেন, "তুমি যা বলছো তা আমি জানিও না, বুঝিও না।" অতঃপর তিনি বাইরের দরজার কাছে গেলেন আর একটি মোরগ ডেকে উঠলো। ৬৯চাকরানী তাকে আবার দেখতে পেলো এবং যারা সেখানে দাঁড়িয়ে ছিলো তাদের বলতে লাগলো, "এই লোকটি ওদেরই একজন।" ৭০কিন্তু তিনি আবার অস্বীকার করলেন। যারা কাছে দাঁড়িয়ে ছিলো, তারাও কিছুক্ষণ পর হযরত পিতর রা.কে বললো, "নিশ্চয়ই তুমি ওদের একজন, কারণ তুমি তো গালিলের লোক।" ৭১কিন্তু তিনি নিজেকে অভিশাপ দিলেন এবং কসম খেয়ে বললেন, "তোমরা যাঁর কথা বলছো, আমি তাঁকে চিনি না!" ৭২আর তখনই দ্বিতীয়বার মোরগ ডেকে উঠলো। হযরত ইসা আ. যে বলেছিলেন, "মোরগ দু'বার ডাকার আগেই তুমি আমাকে তিনবার অস্বীকার করবে,"– সেকথা তখন হযরত সাফওয়া রা.র মনে পড়লো এবং তাতে তিনি কান্নায় ভেঙে পড়লেন।

রুকু ১৫

১ফজরের পরেই প্রধান ইমামেরা বুজুর্গ, আলেম ও মহাসভার সমস্ত লোকের সাথে পরামর্শ করলেন। তারা হযরত ইসা
আ.কে বেঁধে নিয়ে পিলাতের হাতে দিলেন। ২পিলাত তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি কি ইহুদিদের বাদশা?" তিনি তাকে
উত্তর দিলেন, "আপনিই বললেন।"

৩তখন প্রধান ইমামেরা তাঁকে অনেক দোষ দিলেন। ৪পিলাত আবার তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি কি কোনো উত্তর
দেবে না? দেখো, তারা তোমাকে কতো দোষ দিচ্ছেন।" ৫কিন্তু হযরত ইসা আ. আর কোনো উত্তর দিলেন না। এতে পিলাত
আশ্চর্য হলেন।

৬ইদের সময় লোকেরা যে-কয়েদিকে চাইতো, তিনি তাকে ছেড়ে দিতেন। ৭সেই সময় বারাব্বা নামে এক লোক
বিদ্রোহীদের সাথে জেলখানায় বন্দি ছিলো। বিদ্রোহের সময় সে হত্যা করেছিলো। ৮সুতরাং লোকেরা পিলাতের কাছে এসে
সাধারণত তিনি যা করে থাকেন, তাদের জন্য তাই করতে বললো।

৯অতঃপর তিনি তাদের বললেন, "তোমরা কি চাও যে, আমি ইহুদিদের বাদশাকে তোমাদের জন্য ছেড়ে দেই?" ১০প্রধান
ইমামেরা যে হিংসা করেই তাঁকে তার হাতে দিয়েছেন, তিনি তা বুঝতে পেরেছিলেন। ১১কিন্তু প্রধান ইমামেরা লোকদের
উসকে দিলেন, যেনো তাঁর পরিবর্তে বারাব্বাকে তিনি তাদের কাছে মুক্তি দেন।

১২পিলাত আবার তাদের জিজ্ঞেস করলেন, "তাহলে তোমরা যাকে ইহুদিদের বাদশা বলো, তাকে আমি কী করবো?"
১৩তারা আবার চেঁচিয়ে বললো, "ওকে সলিবে দিন!" ১৪পিলাত তাদের বললেন, "কেনো, সে কী দোষ করেছে?" কিন্তু তারা
আরো জোরে চেঁচিয়ে বলতে লাগলো, "ওকে সলিবে দিন!"

১৫সুতরাং পিলাত জনতাকে সন্তুষ্ট করার জন্য তখন বারাব্বাকে তাদের কাছে ছেড়ে দিলেন আর হযরত ইসা আ.কে চাবুক
মেরে সলিবে দেবার জন্য দিয়ে দিলেন। ১৬তারপর সৈন্যরা তাঁকে প্রাসাদের উঠোনে– যা ছিলো প্রধান শাসনকর্তার কার্যালয়–
নিয়ে গেলো। সেখানে তারা অন্যসব সৈন্যকে একত্রিত করলো। ১৭তারা তাঁকে বেগুনি রঙের কাপড় পরালো আর কাঁটার
মুকুট গেঁথে তাঁর মাথায় পরিয়ে দিলো ১৮এবং তাঁকে স্বাগত জানিয়ে বলতে লাগলো, "খোশ আমদেদ, ইহুদিরাজ!"

১৯তারা একটি লাঠি দিয়ে তাঁর মাথায় বারবার আঘাত করতে লাগলো এবং তাঁর গায়ে থুথু দিলো আর হাঁটু গেড়ে তাঁকে
সম্মান দেখাবার ভান করলো। ২০এভাবে তাঁকে ঠাট্টা-তামাসা করার পর তারা ওই বেগুনি রঙের কাপড় খুলে তাঁকে তাঁর
নিজের কাপড় পরিয়ে দিলো এবং সলিবে দিয়ে হত্যা করার জন্য নিয়ে চললো।

২১সিমোন নামে কুরিনীয় এক লোক গ্রামের দিক থেকে এসে সেই পথ দিয়ে যাচ্ছিলো। সে ছিলো আলেকজান্ডার ও
রুফের বাবা। তাকেই তারা হযরত ইসা আ.র সলিব বহন করতে বাধ্য করলো। ২২তারা হযরত ইসা আ.কে 'গল্‌গথা' অর্থাৎ
'মাথার খুলির স্থান' নামে একটি জায়গায় নিয়ে গেলো ২৩এবং তাঁকে গন্ধরস মেশানো আঙুররস খেতে দিলো কিন্তু তিনি তা
খেলেন না।

২৪অতঃপর তারা তাঁকে সলিবে দিলো। তাঁর কাপড়-চোপড় ভাগ করে নিলো এবং কার ভাগে কী পড়ে তা ঠিক করার জন্য
ভাগ্য পরীক্ষা করলো।
২৫সকাল ন'টায় তারা তাঁকে সলিবে দিলো। ২৬তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগনামায় লেখা হলো, "এ ইহুদিদের মনোনীত বাদশা"।
২৭,২৮তারা দু'জন ডাকাতকেও তাঁর সাথে সলিবে দিলো– একজনকে ডান দিকে ও অন্যজনকে বাঁ দিকে।

২৯যারা সে-পথ দিয়ে যাচ্ছিলো, তারা মাথা নেড়ে তাঁকে ঠাট্টা করে বললো, "এই যে, তুমি না বায়তুল-মোকাদ্দস ভেঙে
আবার তিন দিনের ভেতর তা তৈরি করতে পারো! ৩০এখন সলিব থেকে নেমে এসে নিজেকে রক্ষা করো।" ৩১একইভাবে
প্রধান ইমামেরা ও আলিমরা তাঁকে ঠাট্টা করার উদ্দেশ্যে নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতে লাগলেন, "সে অন্যদের রক্ষা
করতো কিন্তু নিজেকে রক্ষা করতে পারে না! ৩২ওই যে মসিহ, ইস্রাইলের বাদশা! সলিব থেকে সে নেমে আসুক, যেনো
আমরা দেখে ইমান আনতে পারি।" তাঁর সাথে যাদের সলিবে দেয়া হয়েছিলো, তারাও তাঁকে বিদ্রূপ করলো।

৩৩দুপুর বারোটা থেকে বেলা তিনটে পর্যন্ত গোটা দেশ অন্ধকার হয়ে রইলো। ৩৪বেলা তিনটের সময় ইসা চিৎকার করে
বললেন, "এলোই, এলোই, লেমা সাবাক্তানি?" অর্থাৎ "আল্লাহ আমার, আল্লাহ আমার, কেনো তুমি আমাকে ত্যাগ
করেছো?" ৩৫যারা কাছে দাঁড়িয়ে ছিলো, তাদের কয়েকজন একথা শুনে বললো, "শোনো, শোনো, ও হযরত ইলিয়াসকে

ডাকছে।” ৩৬এক লোক দৌড়ে গিয়ে একটি স্পঞ্জ তেতো আঙুররসে ভেজালো এবং তা একটি লাঠির মাথায় লাগিয়ে তাঁকে
পান করতে দিলো। বললো, “থাক, দেখি, ইলিয়াস ওকে নামিয়ে নিতে আসেন কিনা।”
৩৭অতঃপর হযরত ইসা আ. চিৎকার করে ইন্তেকাল করলেন। ৩৮তখন বায়তুল-মোকাদ্দসের পর্দাটি ওপর থেকে নিচ পর্যন্ত
চিরে দু’ভাগ হয়ে গেলো। ৩৯যে লেফটেন্যান্ট তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে ছিলেন, তিনি তাঁকে এভাবে ইন্তেকাল করতে দেখে
বললেন, “নিশ্চয়ই ইনি আল্লাহর একান্ত প্রিয় মনোনীতজন ছিলেন।”
৪০সেখানে কয়েকজন মহিলা দূরে দাঁড়িয়ে এসব দেখছিলেন। তাদের মধ্যে ছিলেন মগ্দলিনি মরিয়ম, ছোটো-ইয়াকুব ও
জোসির মা মরিয়ম আর সালোমি। ৪১তিনি যখন গালিলে ছিলেন, তখন এরা তাঁর সাথে সব জায়গায় যেতেন এবং তাঁর সেবা
করতেন। আরো অনেক মহিলা সেখানে ছিলেন, এরা তাঁর সাথে সাথে জেরুসালেমে এসেছিলেন।
৪২এটি ছিলো প্রস্তুতির দিন অর্থাৎ সাব্বাতের আগের দিন। ৪৩সন্ধ্যার দিকে অরিমাথিয়া গ্রামের হযরত ইউসুফ র.– যিনি
মহাসভার একজন সম্মানিত সদস্য ছিলেন এবং আল্লাহর রাজ্যের জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিলেন– সাহসের সাথে
পিলাতের কাছে গিয়ে হযরত ইসা আ.র দেহমোবারক চাইলেন।
৪৪তিনি যে এতো তাড়াতাড়ি ইন্তেকাল করেছেন, এতে পিলাত আশ্চর্য হলেন। সত্যি সত্যি তিনি ইন্তেকাল করেছেন কিনা
তা লেফটেন্যান্টকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন। ৪৫তার কাছ থেকে নিশ্চিত হয়ে তিনি দেহমোবারক হযরত ইউসুফ র.-কে
দিলেন। ৪৬হযরত ইউসুফ র. গিয়ে লিনেন কাপড় কিনে আনলেন এবং দেহমোবারক নামিয়ে সেই কাফনে জড়ালেন আর
পাহাড় কেটে তৈরি করা একটি কবরে সেই দেহমোবারক দাফন করলেন। অতঃপর তিনি কবরের মুখে একটি পাথর গড়িয়ে
দিলেন। ৪৭দেহমোবারক কোথায় দাফন করা হলো তা মগ্দলিনি মরিয়ম ও জোসির মা মরিয়ম দেখলেন।

রুকু ১৬

১সাব্বাত পার হয়ে গেলে মগ্দলিনি মরিয়ম, হযরত ইয়াকুব আ.র মা মরিয়ম এবং সালোমি হযরত ইসা আ.-র
দেহমোবারককে মাখানোর জন্য সুগন্ধিদ্রব্য কিনে আনলেন; ২এবং সপ্তাহের প্রথম দিনের ফজরে সূর্য ওঠার সাথে সাথে কবরের
কাছে এলেন। ৩তারা একে অন্যকে জিজ্ঞেস করছিলেন, “আমাদের হয়ে কবরের মুখ থেকে কে ওই পাথরটি সরিয়ে দেবে?”
৪এমন সময় তারা চেয়ে দেখলেন যে, পাথরটি সরানো হয়েছে– এটি ছিলো খুবই বড়ো। ৫কবরের ভেতরে ঢুকে তারা
দেখলেন, সাদা কাপড় পরা এক যুবক ডান দিকে বসে আছেন। এতে তারা খুব আশ্চর্য হলেন। ৬তিনি তাদের বললেন,
“আশ্চর্য হয়ো না; তোমরা তো খুঁজছো নাসরতের হযরত ইসা আ.কে, যাঁকে সলিবে দেয়া হয়েছিলো। তিনি জীবিত হয়ে
উঠেছেন; তিনি এখানে নেই। দেখো, এখানেই তারা তাঁকে দাফন করেছিলো। ৭কিন্তু তোমরা গিয়ে তাঁর হাওয়ারিদেরকে ও
হযরত সাফওয়ান রা.কে একথা বলো যে, তিনি তোমাদের আগে গালিলে যাচ্ছেন; তিনি যেমন বলেছিলেন, তেমনই তোমরা
তাঁকে সেখানে দেখতে পাবে।”
৮তখন তারা কবর থেকে বেরিয়ে দ্রুত পালিয়ে গেলেন, কারণ তারা ভয়ে-বিস্ময়ে কাঁপছিলেন। তারা এতো ভয় পেয়েছিলেন
যে, কাউকেই কিছু বললেন না।

মামলুকাতুল্লাহ

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

রুকু ১

১হযরত ইসা মসিহের বংশতালিকা– হযরত ইসা মসিহ হযরত দাউদ আ.র বংশধর এবং হযরত দাউদ আ. হযরত ইব্রাহিম আ.র বংশধর। ২হযরত ইব্রাহিম আ.র ছেলে হযরত ইসহাক আ.; হযরত ইসহাক আ.র ছেলে হযরত ইয়াকুবআ.; হযরত ইয়াকুব আ.র ছেলে হযরত ইহুদা আ. ও তার ভাইয়েরা; ৩ইহুদার ছেলে ফারিস ও জেরহ– তাদের মা ছিলেন তামর; ফারিসের ছেলে হিস্রোন; হিস্রোনের ছেলে অরাম; ৪অরামের ছেলে আমিনাদব; আমিনাদবের ছেলে নহসোন; নহসোনের ছেলে সালমুন; ৫সালমুনের ছেলে বোয়াঝ– তার মা ছিলেন রাহাব; বোয়াঝের ছেলে ওবেদ– তার মা ছিলেন রুত; ওবেদের ছেলে ইয়াচ্ছা; ৬ইয়াচ্ছার ছেলে বাদশা দাউদ। ৭ হযরত দাউদ আ.র ছেলে হযরত সোলায়মান আ.– তার মা ছিলেন উরিয়ের বিধবা স্ত্রী; সোলায়মানের ছেলে রহাব্‌য়াম; রহাব্‌য়ামের ছেলে আবিয়া; আবিয়ার ছেলে আসা; ৮আসার ছেলে ইয়াহুসাফাত; ইয়াহুসাফাতের ছেলে ইউরম; ইউরমের ছেলে উজ্বিয়া; ৯উজ্বিয়ার ছেলে ইউতাম; ইউতামের ছেলে আহাঝ; আহাঝের ছেলে হিযকিয়া; ১০হিযকিয়ার ছেলে মানাচ্ছা; মানাচ্ছার ছেলে আমুন; আমুনের ছেলে ইউসিয়া; ১১ইউসিয়ার ছেলে ইয়াকুনিয়া ও তার ভাইরা– ব্যাবিলনে নির্বাসনের সময়।

১২ব্যবিলনে নির্বাসনের পর– ইয়াকুনিয়ার ছেলে সালতিয়েল; সালতিয়েলের ছেলে ঝারুব্বাবিল; ১৩ঝারুব্বাবিলের ছেলে আবিহুদ; আবিহুদের ছেলে আলি ইয়াকিম; আলি ইয়াকিমের ছেলে আঝুর; ১৪আঝুরের ছেলে সাদুক; সাদুকের ছেলে আখিম; আখিমের ছেলে আলিয়ুদ; ১৫আলিয়ুদের ছেলে আলি আঝার; আলি আঝারের ছেলে মাতিন; মাতিনের ছেলে ইয়াকুব; ১৬ইয়াকুবের ছেলে ইউসুফ– মরিয়মের স্বামী; এই মরিয়মের গর্ভেই জন্মেছিলেন হযরত ইসা আ., যাঁকে মসিহ বলা হয়।

১৭এভাবে হযরত ইব্রাহিম আ. থেকে হযরত দাউদ আ. পর্যন্ত সব মিলিয়ে চৌদ্দ পুরুষ, হযরত দাউদ আ. থেকে ব্যবিলনে নির্বাসন পর্যন্ত চৌদ্দ পুরুষ এবং ব্যাবিলনে নির্বাসন থেকে মসিহ পর্যন্ত চৌদ্দ পুরুষ।

১৮হযরত ইসা মসিহের জন্ম এভাবে হয়েছিলো– হযরত ইউসুফ র.র সাথে তাঁর মা বিবি মরিয়ম রা.র বিয়ে ঠিক হয়েছিলো কিন্তু তাদের বিয়ের আগেই জানা গেলো যে, তিনি আল্লাহর রুহের মাধ্যমে গর্ভবতী হয়েছেন।

১৯তার স্বামী হযরত ইউসুফ র. আল্লাহর হুকুমের বাধ্য ছিলেন। তিনি মানুষের সামনে তাকে লজ্জায় ফেলতে চাইলেন না। এজন্য তিনি গোপনে বিয়ে ভেঙে দেবার পরিকল্পনা করলেন। ২০কিন্তু তিনি যখন এসব ভাবছিলেন, তখন আল্লাহর এক ফেরেস্তা স্বপ্নে দেখা দিয়ে তাকে বললেন, "দাউদের বংশধর ইউসুফ! মরিয়মকে তোমার স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করতে ভয় করো না। কারণ আল্লাহর রুহের মাধ্যমেই তার গর্ভে সন্তান এসেছে। তার একটি ছেলে হবে। ২১তুমি তার নাম রাখবে ইসা। কারণ সে তার লোকদের তাদের গুনাহ থেকে নাজাত করবে।" ২২এসব হয়েছিলো যেনো নবির মাধ্যমে আল্লাহ যেকথা বলেছিলেন তা পূর্ণ হয়– ২৩"দেখো, একজন কুমারী গর্ভবতী হয়ে এক পুত্রের জন্ম দেবে এবং তারা তার নাম রাখবে ইম্মানুয়েল।" এর অর্থ হলো– "আল্লাহ আমাদের সাথে আছেন।"

২৪হযরত ইউসুফ র. ঘুম থেকে উঠে আল্লাহর ফেরেস্তার হুকুম অনুসারেই কাজ করলেন। ২৫তিনি তাকে স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করলেন কিন্তু ছেলের জন্ম না হওয়া পর্যন্ত তার সাথে মিলিত হলেন না এবং তিনি তাঁর নাম রাখলেন ইসা।

রুকু ২

১বাদশা হেরোদের শাসনামলে ইহুদিয়ার বৈতলেহেমে ইসার জন্ম হওয়ার পর, পূর্বদিক থেকে কয়েকজন পণ্ডিত জেরুসালেমে ২এসে জিজ্ঞেস করলেন, "ইহুদিদের যে-বাদশা জন্মেছেন, তিনি কোথায়? কারণ পূর্ব-আকাশে আমরা তাঁর তারা দেখে তাঁকে সম্মান জানাতে এসেছি।" ৩একথা শুনে বাদশা হেরোদ ভয়ে অস্থির হয়ে উঠলেন এবং তার সাথে সমগ্র জেরুসালেমও ভয়ে অস্থির হয়ে উঠলো। ৪তিনি ইহুদিদের সমস্ত প্রধান ইমাম ও আলিমদেরকে একত্রে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, মসিহের জন্ম কোথায় হওয়ার কথা আছে? ৫তারা তাকে বললেন, "ইহুদিয়ার বৈতলেহেমে। কারণ নবি একথা লিখে গেছেন–

৬হে ইহুদিয়ার বৈতলেহেম, ইহুদিয়ার শাসনকর্তাদের মধ্যে তুমি কোনোমতেই ছোটো নও; কারণ তোমার মধ্য থেকেই একজন শাসনকর্তা আসবেন, যিনি আমার লোক ইস্রাইলকে লালন-পালন করবেন।'"

৭তখন হেরোদ পণ্ডিতদের গোপনে ডাকলেন এবং ঠিক কোন সময়ে তারাটি দেখা দিয়েছিলো তা তাদের কাছ থেকে জেনে নিলেন। ৮অতঃপর তিনি তাদের এই বলে বৈতলেহেমে পাঠিয়ে দিলেন, "আপনারা যান এবং ভালো করে শিশুটির খোঁজ নিন। তাঁকে খুঁজে পেলে আমাকে জানাবেন, যেনো আমিও গিয়ে তাঁকে সম্মান দেখাতে পারি।" ৯বাদশার কথা শুনে তারা রওনা হলেন এবং শিশুটি যেখানে ছিলেন, সেই জায়গার ওপরে এসে না থামা পর্যন্ত তারা পূর্ব-আকাশে যে-তারাটি দেখেছিলেন তা তাদের আগে আগে চলতে থাকলো। ১০যখন তারা দেখলেন যে, তারাটি থেমে গেছে, তখন তারা আনন্দে অভিভূত হলেন। ১১ঘরে ঢুকে তারা শিশুটিকে তাঁর মা হযরত মরিয়ম রা.-র কাছে দেখতে পেলেন। অতঃপর তারা তাঁর সামনে নতজানু হয়ে তাঁকে সম্মান জানালেন এবং তাদের ঝুলি খুলে তাঁকে সোনা, লোবান ও গন্ধরস উপহার দিলেন। ১২তারা যেনো হেরোদের কাছে ফিরে না যান– স্বপ্নে এই আদেশ পেয়ে তারা অন্য পথে নিজেদের দেশে ফিরে গেলেন।

১৩তারা চলে যাবার পর আল্লাহর এক ফেরেস্তা হযরত ইউসুফ র.কে স্বপ্নে দেখা দিয়ে বললেন, "ওঠো, শিশুটি ও তাঁর মাকে নিয়ে মিসরে পালিয়ে যাও আর আমি যতোদিন না বলি, ততোদিন সেখানেই থাকো। কারণ শিশুটিকে হত্যা করার জন্য হেরোদ তাঁর খোঁজ করবে।" ১৪তখন ইউসুফ উঠে শিশুটি ও তাঁর মাকে নিয়ে সেই রাতেই মিসরের উদ্দেশে রওনা হলেন এবং মিসরে চলে গেলেন; ১৫আর হেরোদের মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত সেখানেই থাকলেন। এটি ঘটলো যাতে নবির মধ্য দিয়ে আল্লাহ যেকথা বলেছিলেন তা পূর্ণ হয়– "আমি মিসর থেকে আমার একান্ত প্রিয় মনোনীতজনকে ডেকে আনলাম।"

১৬হেরোদ যখন দেখলেন যে, পণ্ডিতেরা তাকে ঠকিয়েছেন, তখন তিনি রেগে আগুন হয়ে গেলেন। এবং সেই পণ্ডিতদের কাছ থেকে যে-সময়ের কথা তিনি জেনে নিয়েছিলেন, সে-অনুসারে বৈতলেহেম ও তার চারপাশের সব জায়গায় দু'বছর ও তার কম বয়সের যতো ছেলে ছিলো, সৈন্য পাঠিয়ে তাদের সকলকে হত্যা করালেন।

১৭তাতে নবি ইয়ারমিয়ার মধ্য দিয়ে যেকথা বলা হয়েছিলো তা পূর্ণ হলো– ১৮"রামায় কান্নার স্বর শোনা গেলো– দুঃখে ভরা উচ্চস্বরে বিলাপ। রাহেল তার সন্তানদের জন্য কাঁদছে, সান্ত্বনা মানছে না; কারণ তারা আর নেই।"

১৯হেরোদের মৃত্যুর পর আল্লাহর এক ফেরেস্তা মিসরে স্বপ্নে দেখা দিয়ে ইউসুফকে বললেন, ২০"ওঠো, শিশুটি ও তাঁর মাকে নিয়ে ইস্রাইল দেশে চলে যাও; কারণ শিশুটিকে যারা হত্যা করতে চেয়েছিলো, তারা মারা গেছে।" ২১তখন হযরত ইউসুফ র. উঠে শিশুটি ও তাঁর মাকে নিয়ে ইস্রাইল দেশে চলে গেলেন। ২২কিন্তু তিনি যখন শুনলেন যে, আর্খিলাউস তার পিতা হেরোদের সিংহাসনে বসে ইহুদিয়া শাসন করছেন, তখন তিনি সেখানে যেতে ভয় পেলেন; আর স্বপ্নে আদেশ পাবার পর গালিল প্রদেশে চলে গেলেন। ২৩সেখানে তিনি নাসরত নামে একটি গ্রামে ঘর বাঁধলেন, যেনো নবির মাধ্যমে যেকথা বলা হয়েছিলো তা পূর্ণ হয়– "তাঁকে নাসরতীয় বলে ডাকা হবে।"

রুকু ৩

১ওই সময়ে হযরত ইয়াহিয়া আ. ইহুদিয়ার মরুপ্রান্তরে এসে একথা প্রচার করতে লাগলেন– ২"তওবা করো, কারণ বেহেস্তি রাজ্য কাছে এসে গেছে।" ৩ইনি সেই লোক, যাঁর সম্পর্কে নবি হযরত ইসাইয়া বলেছেন– "মরুপ্রান্তরে একজনের কণ্ঠস্বর ঘোষণা করছে– 'তোমরা মালিকের পথ প্রস্তুত করো, তাঁর রাস্তা সোজা করো।'"

৪হযরত ইয়াহিয়া আ. উটের লোমের কাপড় পরতেন। তার কোমরে থাকতো চামড়ার কোমরবন্ধ। তিনি ফড়িং এবং বনমধু খেতেন। ৫তখন জেরুসালেম, সমগ্র ইহুদিয়া এবং জর্দান নদীর আশেপাশের সমস্ত লোক তার কাছে যেতে লাগলো এবং ৬গুনাহ স্বীকার করে জর্দান নদীতে তার কাছে বায়াত নিতে লাগলো।

৭কিন্তু তিনি যখন দেখলেন যে, অনেক ফরিসি ও সদ্দুকি বায়াত নেবার জন্য আসছেন, তখন তিনি তাদের বললেন, "সাপের বংশধরেরা! যে-গজব আসছে তা থেকে পালাবার জন্য কে তোমাদের সতর্ক করলো? ৮তওবার উপযুক্ত ফল দেখাও।

৯মনে মনে একথা বলতে পারার কথা চিন্তাও করো না যে, ' হযরত ইব্রাহিম আ. আমাদের পূর্বপুরুষ'; কেননা আমি তোমাদের বলছি, আল্লাহ এই পাথরগুলো থেকেও হযরত ইব্রাহিমের বংশধর সৃষ্টি করতে পারেন। ১০গাছের গোড়াতে কুড়াল লাগানোই আছে; যে-গাছে ভালো ফল ধরে না তা কেটে আগুনে ফেলে দেয়া হবে। ১১তওবা করেছো বলে আমি তোমাদের

পানিতে বায়াত দিচ্ছি কিন্তু আমার পরে যিনি আসছেন, তিনি আমার চেয়ে মহান। আমি তাঁর জুতা বইবারও যোগ্য নই।
তিনি আল্লাহর রুহ ও আগুনে তোমাদের বায়াত দেবেন। ১২তাঁর কুলা তাঁর হাতেই আছে এবং তাঁর ফসল মাড়ানোর জায়গা
তিনি সাফ করবেন। তিনি তাঁর গম গোলায় জমা করবেন এবং যে-আগুন কখনো নেভে না, সেই আগুনে তুষ পুড়িয়ে
ফেলবেন।"

১৩অতঃপর হযরত ইসা আ. হযরত ইয়াহিয়া আ.র কাছে বায়াত নেবার জন্য গালিল থেকে জর্দানে এলেন। ১৪ হযরত
ইয়াহিয়া আ. তাঁকে বিরত রাখতে চেষ্টা করলেন; বললেন, "আমারই বরং আপনার কাছে বায়াত নেয়া দরকার অথচ আপনি
কিনা এসেছেন আমার কাছে?" ১৫কিন্তু হযরত ইসা আ. তাকে বললেন, "এবার এরকমই হোক; কারণ আমাদের পক্ষে
এভাবেই দীনের সমস্ত দাবি পূরণ করা উচিত।" তখন তিনি রাজি হলেন। ১৬বায়াত নেবার পর হযরত ইসা আ. পানি থেকে
উঠে আসার সাথে সাথেই তাঁর সামনে আসমান খুলে গেলো আর তিনি দেখলেন, আল্লাহর রুহ কবুতরের মতো নেমে এসে
তাঁর ওপরে বসছেন। ১৭এবং বেহেস্ত থেকে একটি কণ্ঠস্বর বললেন, "এ-ই আমার একান্ত প্রিয় মনোনীতজন, তার ওপর
আমি খুবই সন্তুষ্ট।"

রুকু ৪

১অতঃপর ইবলিসের দ্বারা পরীক্ষিত হওয়ার জন্য হযরত ইসা আ.কে আল্লাহর রুহের পরিচালনায় মরুপ্রান্তরে যেতে
হলো। ২চল্লিশ দিন ও চল্লিশ রাত রোজা রাখার পর তাঁর খিদে পেলো। ৩তখন ইবলিস এসে তাঁকে বললো, "তুমি যদি
আল্লাহর একান্ত প্রিয় মনোনীতজন হও, তাহলে এই পাথরগুলোকে রুটি হয়ে যেতে বলো।" ৪কিন্তু উত্তরে তিনি বললেন,
একথা লেখা আছে– 'মানুষ শুধু রুটিতেই বাঁচে না কিন্তু আল্লাহর মুখের প্রত্যেকটি কালামের দ্বারাই বাঁচে।'"

৫তখন ইবলিস তাঁকে পবিত্র শহরে নিয়ে গেলো এবং বায়তুল-মোকাদ্দসের চূড়ার ওপর দাঁড় করিয়ে তাঁকে বললো, ৬"তুমি
যদি আল্লাহর একান্ত প্রিয় মনোনীতজন হও, তাহলে লাফ দিয়ে নিচে পড়ো। কারণ লেখা আছে– 'তিনি তাঁর ফেরেস্তাদের
তোমার বিষয়ে হুকুম দেবেন,' এবং 'তারা তাদের হাতে করে তোমাকে তুলে ধরবেন, যাতে তোমার পায়ে পাথরের আঘাত
না লাগে।'" ৭ হযরত ইসা আ. তাকে বললেন, "আবার একথাও লেখা আছে– 'তোমার আল্লাহ মালিককে পরীক্ষা করবে
না।'"

৮ইবলিস আবার তাঁকে খুব উঁচু একটি পাহাড়ে নিয়ে গেলো, দুনিয়ার সব রাজ্য ও তার জাঁকজমক দেখালো এবং তাঁকে
বললো, ৯"তুমি যদি নতজানু হয়ে আমাকে সেজদা করো, তাহলে এই সবই আমি তোমাকে দেবো।" ১০হযরত ইসা আ.
তাকে বললেন, "দূর হ শয়তান! কারণ একথা লেখা আছে– 'তুমি তোমার মালিক আল্লাহকেই সেজদা করবে এবং একমাত্র
তাঁরই এবাদত করবে।'"

১১অতঃপর ইবলিস তাঁকে ছেড়ে চলে গেলো। আর তখনই ফেরেস্তারা এসে তাঁর সেবাযত্ন করতে লাগলেন।

১২তারপর হযরত ইসা আ. যখন শুনলেন যে, হযরত ইয়াহিয়া আ.কে জেলখানায় বন্দি করা হয়েছে, তখন তিনি গালিলে
চলে গেলেন। ১৩তিনি নাসরত ছেড়ে লেকের পাড়ে জাবুলুন ও নাপ্তালি এলাকায় অবস্থিত কফরনাহুমে গিয়ে বাস করতে
লাগলেন। ১৪এতে নবি হযরত ইসাইয়ার মাধ্যমে যেকথা বলা হয়েছিলো তা পূর্ণ হলো– ১৫"জাবুলুন দেশ ও নাপ্তালি দেশ,
সমুদ্র-পথ, জর্দানের ওপার, অইহুদিদের গালিল, ১৬যে-জাতি অন্ধকারে ছিলো, তারা মহা-আলো দেখতে পেলো; এবং যারা
মৃত্যুর দেশে ও ছায়ায় ছিলো, তাদের কাছে আলো দেখা দিলো।"

১৭সেই সময় থেকে হযরত ইসা আ. এই বলে প্রচার করতে শুরু করলেন, "তওবা করো, কারণ আল্লাহর রাজ্য কাছে
এসে গেছে।"

১৮তিনি গালিল লেকের পাড় দিয়ে যাবার সময় দুই ভাইকে অর্থাৎ সাফওয়ান, যাকে পিতর বলা হয় এবং তার ভাই
আন্দ্রিয়ানকে দেখতে পেলেন; তারা লেকে জাল ফেলছিলেন, কারণ তারা ছিলেন জেলে।
১৯তিনি তাদের বললেন, "আমাকে অনুসরণ করো, আমি তোমাদের মানুষ-ধরা জেলে করবো।" ২০তখনই তারা তাদের জাল
ফেলে রেখে তাঁকে অনুসরণ করলেন।

২১সেই জায়গা থেকে কিছু দূর গেলে পর তিনি অন্য দুই ভাইকে অর্থাৎ হযরত ইয়াকুব ইবনে জাবিদি ও তার ভাই হযরত
ইউহোন্না রা.কে দেখতে পেলেন। তারা তাদের পিতা জাবিদির সাথে নৌকায় বসে জাল মেরামত করছিলেন। তিনি তাদের
ডাক দিলেন। ২২তারা তখনই তাদের পিতাকে ও নৌকা ছেড়ে তাঁকে অনুসরণ করলেন।

২৩হযরত ইসা আ. গালিলের সব জায়গায় ঘুরে ঘুরে তাদের বিভিন্ন সিনাগোগে গিয়ে শিক্ষা দিতে লাগলেন। আল্লাহর
রাজ্যের সুখবর প্রচার এবং লোকদের সবরকম রোগ ও অসুস্থতা থেকে সুস্থ করতে লাগলেন। ২৪এর ফলে গোটা সিরিয়ায়
তাঁর সুনাম ছড়িয়ে পড়লো। তারা সব রোগীদের– যারা নানা রকম রোগে ও ভীষণ যন্ত্রণায় কষ্ট পাচ্ছিলো, যাদের ভূতে
ধরেছিলো এবং যারা মৃগী ও অবশরোগে ভুগছিলো– তাঁর কাছে নিয়ে এলো এবং তিনি তাদের সুস্থ করলেন। ২৫গালিল,
দিকাপলি, জেরুসালেম, ইহুদিয়া এবং জর্দানের অন্য পাড়ের অনেক মানুষ তাঁর পেছনে পেছনে যেতে লাগলো।

রুকু ৫

১জনতার ঢল দেখে হযরত ইসা আ. পাহাড়ের ওপর উঠলেন। তিনি বসার পর তাঁর হাওয়ারিরা তাঁর কাছে এলেন।
২অতঃপর তিনি তাদের এই বলে শিক্ষা দিতে লাগলেন–

৩"রহমতপ্রাপ্ত তারা, রুহে যারা গরিব; কারণ বেহেস্তি রাজ্য তাদেরই। ৪রহমতপ্রাপ্ত তারা, যারা দুঃখশোকে কাতর; কারণ
তারা সান্ত্বনা পাবে। ৫রহমতপ্রাপ্ত তারা, যারা নম্র ও ভদ্র; কারণ দুনিয়া তাদেরই হবে। ৬রহমতপ্রাপ্ত তারা, যারা আল্লাহর ইচ্ছা
মতো চলার জন্য ক্ষুধার্ত ও তৃষ্ণার্ত; কারণ তারা তৃপ্ত হবে। ৭রহমতপ্রাপ্ত তারা, যারা দয়ালু; কারণ তারা দয়া পাবে।
৮রহমতপ্রাপ্ত তারা, যাদের অন্তর খাঁটি; কারণ তারা আল্লাহর দিদার পাবে।

৯রহমতপ্রাপ্ত তারা, যারা শান্তি স্থাপন করে; কারণ তাদেরকে আল্লাহর সান্নিধ্যপ্রাপ্ত বলে ডাকা হবে।
১০রহমতপ্রাপ্ত তারা, যারা আল্লাহর পথে চলার জন্য অত্যাচারিত, নির্যাতিত; কারণ বেহেস্তি রাজ্য তাদেরই। ১১রহমতপ্রাপ্ত
তোমরা, যখন লোকে আমার জন্য তোমাদেরকে অপমান ও অত্যাচার করে এবং তোমাদের নামে নানা রকম মিথ্যা অপবাদ
দেয়। ১২তখন আনন্দ করো ও খুশি হয়ো; কারণ বেহেস্তে তোমাদের জন্য মহাপুরস্কার রয়েছে। তোমাদের আগে যে-নবিরা
ছিলেন, তাদের ওপরও তারা একইভাবে অত্যাচার করেছে।

১৩তোমরা দুনিয়ার লবণ। কিন্তু যদি লবণের স্বাদ নষ্ট হয়ে যায়, তাহলে তা কেমন করে আবার নোনতা করা যাবে? তা
আর কোনো কাজে লাগে না; কেবল বাইরে ফেলে দেবার ও অবহেলায় পায়ের তলায় মাড়ানোর উপযুক্ত হয়। ১৪তোমরা
দুনিয়ার আলো। পাহাড়ের ওপর বানানো কোনো শহর লুকানো থাকতে পারে না। ১৫কেউ বাতি জ্বালিয়ে লুকিয়ে রাখে না
কিন্তু বাতিদানির ওপরেই রাখে। এবং তা ঘরের সকলকেই আলো দেয়। ১৬একইভাবে তোমাদের আলো অন্যদের সামনে
উজ্জ্বল হয়ে জ্বলুক, যেনো তারা তোমাদের ভালো কাজ দেখে তোমাদের প্রতিপালকের প্রশংসা করে।

১৭একথা মনে করো না যে, আমি শরিয়ত বা সহিফাগুলো বাতিল করতে এসেছি। আমি বাতিল করতে নয় বরং পূর্ণ
করতে এসেছি। ১৮আমি তোমাদের সত্যিই বলছি, যতোক্ষণ পর্যন্ত আসমান ও জমিন বিলুপ্ত না হচ্ছে, ততোক্ষণ পর্যন্ত
শরিয়তের একটি নুক্তা বা একটি বিন্দুও বিলুপ্ত হবে না– সবই পূর্ণ হবে। ১৯সুতরাং এই হুকুমগুলোর মধ্যে ছোট্ট একটি
হুকুমও যদি কেউ অমান্য করে এবং অন্যকে অমান্য করতে শেখায়, তাহলে সে বেহেস্তি রাজ্যে ছোটো বলে গণ্য হবে। কিন্তু
যদি কেউ হুকুমগুলো পালন করে ও অন্যকে পালন করতে শেখায়, তাহলে সে বেহেস্তি রাজ্যে মহান বলে গণ্য হবে।

২০আমি তোমাদের বলছি, আলিম ও ফরিসিদের চেয়ে আল্লাহর হুকুমের প্রতি তোমাদের বাধ্যতা যদি বেশি না হয়, তাহলে
তোমরা কখনোই বেহেস্তি রাজ্যে ঢুকতে পারবে না।

২১তোমরা শুনেছো, আগেকার লোকদের কাছে বলা হয়েছে, 'খুন করো না'; এবং 'যে খুন করে, তাকে বিচারের সামনে
দাঁড়াতে হবে।' ২২কিন্তু আমি তোমাদের বলছি, তোমরা যদি কোনো ভাই বা বোনের ওপর রাগ করো, তাহলে তোমাদেরকে
বিচারের সামনে দাঁড়াতে হবে।
যদি তোমরা কোনো ভাই বা বোনকে অপমান করো, তাহলে তোমাদেরকে মহাসভার সামনে জবাবদিহি করতে হবে। এবং
যদি তোমরা বলো, 'তুমি অকাজের, একটি বোকা,' তাহলে তোমরা জাহান্নামের আগুনে পড়ার যোগ্য বলে গণ্য হবে।

২৩সেজন্য যখন তোমরা এবাদতখানায় এবাদত বা দান করার জন্য দাঁড়াবে, তখন যদি মনে পড়ে যে, তোমার বিরুদ্ধে
তোমার ভাই বা বোনের কিছু বলার আছে, ২৪তাহলে তোমার দান সেখানে রেখে ফিরে যাও। আগে তোমার ভাই বা বোনের
সাথে বিবাদ মিটিয়ে ফেলো এবং পরে এসে এবাদত করো বা তোমার দান করো।

২৫কেউ যদি তোমার বিরুদ্ধে মামলা করতে যায়, তাহলে তুমি আর দেরি না করে তোমাদের দু'জনের আদালতে পৌঁছার
আগেই সমস্ত বিরোধ মিটিয়ে ফেলো। তা না হলে ফরিয়াদি তোমাকে বিচারকের হাতে তুলে দিতে পারে আর বিচারক
তোমাকে পুলিশে দেবে আর পুলিশ তোমাকে জেলে দেবে। ২৬আমি তোমাকে সত্যি বলছি, শেষ পয়সাটা শোধ না করা পর্যন্ত
তুমি সেখান থেকে কিছুতেই বেরিয়ে আসতে পারবে না।

২৭তোমরা শুনেছো, একথা বলা হয়েছে, 'জিনা করো না।' ২৮কিন্তু আমি তোমাদের বলছি, যে কেউ কোনো মহিলার দিকে
কামনার চোখে তাকায়, সে তখনই মনে মনে তার সাথে জিনা করে। ২৯তোমার ডান চোখ যদি তোমার গুনাহর কারণ হয়,
তাহলে তা উপড়ে ফেলে দাও। তোমার গোটা শরীর নিয়ে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হওয়ার চেয়ে বরং তার একটি অঙ্গ হারানো
তোমার পক্ষে উত্তম। ৩০তোমার ডান হাত যদি তোমার গুনাহর কারণ হয়, তাহলে তা কেটে ফেলে দাও। তোমার গোটা
শরীর নিয়ে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হওয়ার চেয়ে বরং তার একটি অঙ্গ হারানো তোমার পক্ষে উত্তম।

৩১এটাও বলা হয়েছে, 'যে কেউ তার স্ত্রীকে তালাক দেয়, সে তাকে তালাকনামা দিক।' ৩২কিন্তু আমি তোমাদের বলছি,
যে কেউ জিনা করার অপরাধ ছাড়া অন্য কোনো কারণে স্ত্রীকে তালাক দেয়, সে তাকে জিনাকারিনী করে তোলে। এবং
তালাক পাওয়া স্ত্রীকে যে বিয়ে করে, সেও জিনা করে।

৩৩আবার তোমরা শুনেছো, আগেকার লোকদের কাছে বলা হয়েছে, 'তোমরা মিথ্যা কসম খেয়ো না, বরং আল্লাহর উদ্দেশে
তোমাদের সব কসম পালন করো।' ৩৪কিন্তু আমি তোমাদের বলছি, একেবারেই কসম খেয়ো না– এমনকি বেহেস্তের নামেও
না, কারণ তা আল্লাহর সিংহাসন। ৩৫দুনিয়ার নামেও না, কারণ তা তাঁর পা রাখার জায়গা। কিংবা জেরুসালেমের নামেও না,
কারণ তা মহান বাদশার শহর। ৩৬তোমাদের মাথার নামে কসম খেয়ো না, কারণ তোমরা তার একটি চুলও সাদা কিংবা
কালো করতে পারো না। ৩৭তোমাদের কথার 'হ্যাঁ' যেনো 'হ্যাঁ' এবং 'না' যেনো 'না' হয়; এর বেশি যা-কিছু তা শয়তানের
কাছ থেকেই আসে।

৩৮তোমরা শুনেছো, বলা হয়েছে, 'চোখের বদলে চোখ এবং দাঁতের বদলে দাঁত।' ৩৯কিন্তু আমি তোমাদের বলছি,
অন্যায়কারীকে প্রতিরোধ কোরো না; বরং কেউ তোমার ডান গালে চড় মারলে তাকে অন্য গালটিও পেতে দিয়ো। ৪০কেউ
যদি মামলা করে তোমার জামাটি নিতে চায়, তাহলে তাকে তোমার চাদরটিও নিতে দিয়ো। ৪১কেউ যদি তোমাকে এক মাইল
যেতে বাধ্য করে, তাহলে তার সাথে দু'মাইল যেয়ো। ৪২যে তোমার কাছে কিছু চায় তাকে দিয়ো। আর যে তোমার কাছে ধার
চায় তাকে তা দিতে অস্বীকার করো না।

৪৩তোমরা শুনেছো, বলা হয়েছে, 'তোমার প্রতিবেশীকে মহব্বত কোরো এবং শত্রুকে ঘৃণা করো।' ৪৪কিন্তু আমি
তোমাদের বলছি, তোমাদের শত্রুদেরও মহব্বত করো ৪৫এবং যারা তোমাদের ওপর অত্যাচার করে, তাদের জন্য মোনাজাত
করো, যেনো তোমরা আল্লাহর সান্নিধ্যপ্রাপ্ত হতে পারো। তিনি তো ভালোমন্দ সকলের ওপর তাঁর সূর্য ওঠান এবং আল্লাহর
হুকুমের বাধ্য ও অবাধ্য সকলের ওপর বৃষ্টি দান করেন।

৪৬যারা তোমাদের মহব্বত করে, তোমরা যদি কেবল তাদেরই মহব্বত করো, তাহলে তোমরা কী পুরস্কার পাবে? কর-
আদায়কারীরাও কি তা-ই করে না? ৪৭আর তোমরা যদি কেবল তোমাদের ভাইবোনদেরই সালাম জানাও, তাহলে অন্যদের
চেয়ে বেশি আর কী করছো? বিধর্মীরাও কি তাই করে না? ৪৮সুতরাং তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের মতো খাঁটি হও।

রুকু ৬

১সাবধান, লোক দেখানো ধর্মকর্ম করো না; যদি করো, তাহলে তোমাদের প্রতিপালকের কাছ থেকে কোনো পুরস্কারই
পাবে না। ২এজন্য তোমরা যখন দান-খয়রাত করো, তখন ঢাকঢোল পিটিয়ে তা ঘোষণা করো না। কারণ অন্যদের কাছ

থেকে প্রশংসা পাওয়ার জন্য ভণ্ডরা সিনাগোগে ও পথে পথে এমনটি করে থাকে। আমি তোমাদের সত্যিই বলছি, তারা
তাদের পুরস্কার পেয়ে গেছে। ৩কিন্তু তুমি যখন দান-খয়রাত করো, তখন তোমার ডান হাত যা করছে তা তোমার বাম
হাতকে জানতে দিয়ো না, যেনো তোমার দান-খয়রাত গোপনে হয়। ৪তাহলে তোমার প্রতিপালক, যিনি গোপন সবকিছু
দেখেন, তিনিই তোমাকে পুরস্কার দেবেন।

৫তোমরা যখন মোনাজাত করো, তখন ভণ্ডদের মতো করো না; কারণ তারা সিনাগোগে ও রাস্তার মোড়ে মোড়ে দাঁড়িয়ে
লোক দেখানো মোনাজাত করতে ভালোবাসে। আমি তোমাদের সত্যিই বলছি, তারা তাদের পুরস্কার পেয়ে গেছে। ৬কিন্তু
তুমি যখন মোনাজাত করো, তখন তোমার ঘরের ভেতরে গিয়ে দরজা বন্ধ করো এবং তোমার প্রতিপালক, যিনি গোপনে
উপস্থিত, তাঁর কাছে মোনাজাত করো। তোমার প্রতিপালক, যিনি গোপন সবকিছু দেখেন, তিনিই তোমাকে পুরস্কার দেবেন।

৭মোনাজাতের সময় তোমরা বিধর্মীদের মতো অর্থহীন কথার পাহাড় গড়ো না; কারণ তারা মনে করে, বেশি কথা বললেই
আল্লাহ তাদের মোনাজাত কবুল করবেন। ৮তাদের মতো হয়ো না; কারণ তোমাদের প্রতিপালকের কাছে চাওয়ার আগেই
তিনি তোমাদের দরকারের বিষয় জানেন। ৯সুতরাং তোমরা এভাবে মোনাজাত করো–

'হে আমাদের প্রতিপালক, সমস্ত প্রশংসা ও গুণগান তোমারই।

১০তোমার রাজ্য আসুক। বেহেস্তের মতো দুনিয়াতেও তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হোক।

১১আজকের খাবার আজ আমাদের দাও।

১২আমরা যেভাবে আমাদের নিজ নিজ অপরাধীদের মাফ করেছি, তেমনি তুমিও আমাদের অপরাধ মাফ করো।

১৩আমাদেরকে পরীক্ষার সামনে এনো না, বরং শয়তানের হাত থেকে রক্ষা করো।

১৪তোমরা যদি অন্যদের অপরাধ মাফ করো, তাহলে তোমাদের প্রতিপালকও তোমাদের অপরাধ মাফ করবেন।

১৫তোমরা যদি অন্যদের অপরাধ মাফ না করো, তাহলে তোমাদের প্রতিপালকও তোমাদের অপরাধ মাফ করবেন না।

১৬তোমরা যখন রোজা রাখো, তখন ভণ্ডদের মতো মুখ কালো করে রেখো না। তারা যে রোজা রাখছে তা লোকদের
দেখানোর জন্যই তারা মুখ শুকনো করে রাখে। আমি তোমাদের সত্যিই বলছি, তারা তাদের পুরস্কার পেয়ে গেছে। ১৭কিন্তু
তুমি যখন রোজা রাখো, তখন মাথায় তেল দিয়ো ও মুখ ধুয়ো, ১৮যেন অন্যেরা জানতে না পারে যে, তুমি রোজা রাখছো।
তাহলে তোমার প্রতিপালক, যিনি গোপনে উপস্থিত আছেন, কেবল তিনিই তা দেখবেন এবং তোমার প্রতিপালক, যিনি
গোপন সবকিছু দেখেন, তিনিই তোমাকে পুরস্কার দেবেন।

১৯তোমরা নিজেদের জন্য এই দুনিয়াতে ধন-সম্পদ জমা করো না; কারণ এখানে মরচে ধরে ও পোকায় সবকিছু নষ্ট করে
এবং চোর সিঁধ কেটে চুরি করে। ২০তোমরা বরং বেহেস্তে নিজেদের জন্য ধন-সম্পদ জমা করো; কারণ সেখানে মরচে ধরে
না বা পোকায় নষ্ট করে না এবং চোর সিঁধ কেটে চুরিও করে না। ২১যেখানে তোমার ধন-সম্পদ থাকবে, তোমার মন তো
সেখানেই থাকবে।

২২চোখ শরীরের বাতি। সুতরাং তোমার চোখ যদি সুস্থ থাকে, তাহলে তোমার গোটা শরীরই আলোয় পূর্ণ হবে। ২৩কিন্তু
তোমার চোখ যদি অসুস্থ হয়, তাহলে তো তোমার সম্পূর্ণ শরীরই অন্ধকারে পূর্ণ হবে। সুতরাং তোমার মাঝে যে-আলো আছে
তা যদি অন্ধকার হয়, তাহলে সে-অন্ধকার কতোই-না ভয়াবহ!

২৪কেউই দুই মনিবের সেবা করতে পারে না; কারণ হয় সে একজনকে ঘৃণা করবে ও অন্যজনকে ভালোবাসবে, না হয় সে
একজনের খুবই বাধ্য হবে ও অন্যজনকে অবহেলা করবে। তোমরা আল্লাহ ও ধন-সম্পত্তি, এই দু'য়ের সেবা করতে পারো
না।

২৫এজন্য আমি তোমাদের বলছি, কী খাবে বা কী পান করবে বলে জীবনের বিষয়ে কিংবা কী পরবে বলে শরীরের বিষয়ে
চিন্তা করো না। খাবারের চেয়ে জীবন এবং জামা-কাপড়ের চেয়ে শরীর কি বেশি মূল্যবান নয়।

২৬পাখিদের দিকে তাকিয়ে দেখো; তারা বীজ বোনে না, ফসল কাটে না, গোলায় জমাও করে না; তবুও তোমাদের
প্রতিপালক তাদের খাইয়ে থাকেন। তোমরা কি তাদের থেকে মূল্যবান নও? ২৭তোমাদের মধ্যে কেউ কি চিন্তা-ভাবনা করে
নিজের জীবন এক ঘন্টাও বাড়াতে পারে? ২৮কেনো তোমরা জামা-কাপড়ের বিষয়ে ভাবছো? মাঠের ফুলের কথা চিন্তা করে
দেখো, তারা কেমন বেড়ে ওঠে! তারা তো পরিশ্রম করে না, সুতোও কাটে না। ২৯আমি তোমাদের বলছি, বাদশা সোলায়মান

এতোটা জাঁকজমকের মধ্যে থেকেও এগুলোর একটির মতোও নিজেকে সাজাতে পারেননি। ৩০মাঠের যে-ঘাস আজ আছে
আর আগামীকাল চুলোয় ফেলে দেয়া হবে তা যখন আল্লাহ এমনভাবে সাজান, তখন হে দুর্বল বিশ্বাসীর দল, তিনি কি
তোমাদের আরো সুন্দর করে সাজাবেন না?

৩১অতএব, চিন্তা করো না। বলো না, 'আমরা কী খাবো' অথবা 'আমরা কী পান করবো' কিংবা 'আমরা কী পরবো?'
৩২বিধর্মীরাই তো এসবের পেছনে ছুটে মরে। তোমাদের প্রতিপালক তো জানেন যে, এসব জিনিস তোমাদের প্রয়োজন
আছে। ৩৩কিন্তু তোমরা প্রথমে আল্লাহর রাজ্য ও তাঁর হুকুমের বাধ্য হয়ে চলো, তাহলে এসব জিনিসও তোমাদের দেয়া হবে।
৩৪সুতরাং আগামীকালের বিষয়ে চিন্তা করো না; আগামীকাল তার নিজের ভাবনা নিজেই ভাববে; আজকের কষ্ট আজকের
জন্য যথেষ্ট।

রুকু ৭

১বিচার করো না, তাহলে তোমরাও বিচারের মুখোমুখি হবে না। কারণ যেভাবে তোমরা বিচার করো, সেভাবেই তোমাদের
বিচার করা হবে; ২আর যেভাবে তোমরা মেপে দাও, সেভাবে তোমাদের জন্যও মাপা হবে।

৩অন্যের চোখে যে-ধূলিকণা আছে তা কেনো দেখছো অথচ তোমার নিজের চোখের মধ্যে যে কাঠের টুকরো আছে তা
লক্ষ্য করছো না কেনো?

অথবা ৪যখন তোমার নিজের চোখেই কাঠের টুকরা রয়েছে, তখন কেমন করে অন্যকে বলছো, 'এসো, তোমার চোখ থেকে
কণাটি বের করে দেই'? ৫তুমি ভণ্ড! প্রথমে তোমার নিজের চোখ থেকে কাঠের টুকরাটি বের করে ফেলো, তাহলে অন্যের
চোখ থেকে কণাটি বের করার জন্য স্পষ্ট দেখতে পাবে।

৬যা পবিত্র তা কুকুরকে দিয়ো না। শূকরের সামনে মুক্তা ছড়িয়ো না; হয়তো তারা সেগুলো তাদের পায়ের তলায় মাড়াবে
এবং ফিরে এসে তোমাকেই ক্ষতবিক্ষত করবে।

৭চাও, তোমাদের দেয়া হবে। খোঁজ করো, তোমরা পাবে। দরজায় কড়া নাড়ো, তোমাদের জন্য খোলা হবে। ৮যারা চায়
তারা প্রত্যেকে পায় এবং যারা খোঁজ করে তারা প্রত্যেকে খুঁজে পায় আর যারা দরজায় কড়া নাড়ে, তাদের প্রত্যেকের জন্য
দরজা খোলা হয়। ৯তোমাদের মধ্যে এমন কে আছে, যার সন্তান রুটি চাইলে সে তাকে পাথর দেবে? ১০কিংবা মাছ চাইলে
সাপ দেবে? ১১তোমরা খারাপ হয়েও যদি নিজেদের সন্তানদের ভালো ভালো জিনিস দিতে জানো, তাহলে যারা তোমাদের
প্রতিপালকের কাছে চায়, তিনি যে তাদের ভালো ভালো জিনিস দেবেন, এটি কতোই-না নিশ্চিত!

১২সব বিষয়েই তোমরা অন্যের কাছ থেকে যেমনটি আশা করো, তোমরাও তাদের জন্য তেমনই করো; এটাই হলো
শরিয়ত ও সহিফাগুলোর মূল শিক্ষা।

১৩সরু দরজা দিয়ে ঢোকো, কারণ ধ্বংসের পথে যাওয়া সহজ ও এর দরজাও চওড়া; অনেকেই এপথে যায়। কিন্তু
জীবনের পথ খুব কঠিন এবং ১৪তার দরজাও সরু; খুব কম লোকই তা খুঁজে পায়।

১৫ভণ্ড-নবিদের বিষয়ে সাবধান হও! তারা তোমাদের কাছে ভেড়ার চেহারায় আসে অথচ ভেতরে তারা রাক্ষুসে নেকড়ের
মতো। ১৬কাজ দেখেই তোমরা তাদের চিনতে পারবে। কাঁটাঝোপে কি আঙুর কিংবা শিয়াল-কাঁটায় কি ডুমুর ধরে? ১৭ঠিক
সেভাবে প্রত্যেক ভালো গাছে ভালো ফলই ধরে আর খারাপ গাছে খারাপ ফলই ধরে। ১৮ভালো গাছে খারাপ ফল অথবা
খারাপ গাছে ভালো ফল ধরতে পারে না। ১৯যে-গাছে ভালো ফল ধরে না তা কেটে আগুনে পুড়িয়ে ফেলা হয়। ২০কাজেই
বলি, কাজ দ্বারাই তোমরা তাদের চিনতে পারবে।

২১যারা আমাকে 'হুজুর, হুজুর' বলে ডাকে, তারা প্রত্যেকে যে বেহেস্তি রাজ্যে ঢুকতে পারবে তা নয় কিন্তু যে আমার
প্রতিপালকের ইচ্ছা পালন করে, সে-ই ঢুকতে পারবে। ২২সেদিন অনেকেই আমাকে বলবে, 'হুজুর, হুজুর', আমরা কি
আপনার নামে ভবিষ্যতের কথা বলিনি? আপনার নামে কি ভূত ছাড়াইনি? এবং আপনার নামে কি অনেক আশ্চর্য কাজ
করিনি?' ২৩তখন আমি তাদের স্পষ্ট করে বলবো, 'কোনোকালেই তোমরা আমার লোক ছিলে না। দুষ্টের দল! আমার কাছ
থেকে দূর হও।'

২৪অতএব, যে কেউ আমার এসব কথা শোনে এবং আমল করে, সে এমন একজন বুদ্ধিমানের মতো, যে পাথরের ওপর তার ঘর তৈরি করলো। ২৫পরে বৃষ্টি নামলো, বন্যা এলো, ঝড় বইলো এবং সেই ঘরের ওপর আঘাত করলো কিন্তু সেই ঘর পড়লো না; কারণ তা পাথরের ওপর তৈরি করা হয়েছিলো। ২৬আর যে কেউ আমার এসব কথা শোনে কিন্তু পালন করে না, সে এমন একজন মূর্খের মতো, যে বালির ওপর তার ঘর তৈরি করলো। ২৭পরে বৃষ্টি নামলো, বন্যা এলো, ঝড় বইলো এবং সেই ঘরের ওপর আঘাত করলো; তাতে ঘরটা পড়ে গেলো। কি ভীষণভাবেই না এটির পতন ঘটলো!”

২৮ হযরত ইসা রা. যখন এসব বিষয়ে বলা শেষ করলেন, তখন সমস্ত লোক তাঁর শিক্ষায় অবাক হয়ে গেলো; ২৯কারণ তিনি আলিমদের মতো শিক্ষা না দিয়ে বরং অধিকার আছে এমন একজনের মতো তাদের শিক্ষা দিচ্ছিলেন।

রুকু ৮

১হযরত ইসা রা. যখন পাহাড় থেকে নেমে এলেন, তখন অনেক লোক তাঁর পেছনে পেছনে চললো। ২সেই সময় একজন কুষ্ঠরোগী এসে তাঁর সামনে নতজানু হয়ে বললো, “হুজুর, আপনি ইচ্ছা করলেই আমাকে পাকসাফ করতে পারেন।” ৩তিনি হাত বাড়িয়ে তাকে ছুঁয়ে বললেন, “আমি তা-ই চাই, তুমি পাকসাফ হও!” তখনই সে কুষ্ঠরোগ থেকে পাকসাফ হয়ে গেলো। ৪ হযরত ইসা আ. তাকে বললেন, “দেখো, তুমি এই বিষয়ে কাউকে কিছু বলো না; কিন্তু ইমামের কাছে গিয়ে নিজেকে দেখাও আর তাদের কাছে প্রমাণ হিসেবে হযরত মুসা আ. যে-কোরবানির হুকুম দিয়েছেন তা আদায় করো।”

৫হযরত ইসা আ. যখন কফরনাহুম শহরে ঢুকলেন, তখন একজন রোমীয় সেনা অফিসার তাঁর কাছে এসে অনুরোধ করে বললেন, ৬“হুজুর, আমার গোলাম অবশরোগে বিছানায় পড়ে আছে এবং ভীষণ কষ্ট পাচ্ছে।” ৭তিনি তাকে বললেন, “আমি গিয়ে তাকে সুস্থ করবো।” ৮সেই রোমীয় সেনা অফিসার উত্তরে বললেন, “হুজুর, আপনি যে আমার বাড়িতে আসবেন, আমি তার যোগ্য নই! কেবল মুখে বলুন, তাতেই আমার গোলাম সুস্থ হয়ে উঠবে। ৯কারণ আমিও অন্যের অধীন এবং সৈন্যরা আমার অধীনে আছে। আমি একজনকে ‘যাও’ বললে সে যায় এবং অন্যজনকে ‘এসো’ বললে সে আসে। আমার গোলামকে ‘এটি করো’ বললে সে তা করে।” ১০তার কথা শুনে হযরত ইসা আ. অবাক হলেন এবং যারা তাঁর পেছনে পেছনে যাচ্ছিলো তাদের বললেন, “আমি তোমাদের সত্যিই বলছি, ইস্রাইল জাতির কারো মধ্যে আমি এমন ইমান দেখিনি।

১১আমি তোমাদের বলছি, পূর্ব-পশ্চিম থেকে অনেকে আসবে এবং হযরত ইব্রাহিম আ., হযরত ইসহাক আ. ও হযরত ইয়াকুব আ.র সাথে বেহেস্তি রাজ্যে খেতে বসবে; ১২কিন্তু রাজ্যের সন্তানদের বাইরে অন্ধকারে ফেলে দেয়া হবে। সেখানে তারা কান্নাকাটি করবে ও দাঁতে দাঁত ঘষতে থাকবে।” ১৩হযরত ইসা আ. সেই রোমীয় সেনা অফিসারকে বললেন, “যাও, তুমি যেমন ইমান এনেছো, তোমার জন্য তেমনই হোক।” ঠিক তখনই তার গোলাম সুস্থ হয়ে গেলো।

১৪পরে হযরত ইসা আ. যখন হযরত সাফওয়ান রা.র বাড়িতে গেলেন, তখন দেখলেন, তার শাশুড়ির জ্বর হয়েছে এবং তিনি বিছানায় পড়ে আছেন। ১৫হযরত ইসা আ. তার হাত ছুঁলেন, তাতে তার জ্বর ছেড়ে গেলো এবং তিনি উঠে তাঁর খেদমত করতে লাগলেন।

১৬সেদিন সন্ধ্যায় তারা ভূতে পাওয়া অনেক লোককে হযরত ইসা আ.র কাছে নিয়ে এলো এবং তিনি কালাম দ্বারাই সেই ভূতদের ছাড়ালেন। যারা অসুস্থ ছিলো, তাদের সকলকে সুস্থ করলেন। ১৭এভাবেই নবি হযরত ইসাইয়ার মধ্য দিয়ে বলা একথা পূর্ণ হলো, “তিনি আমাদের সব দুর্বলতা তুলে নিলেন এবং আমাদের অসুস্থতা বহন করলেন।”

১৮হযরত ইসা আ. নিজের চারপাশে জনতার ভিড় দেখে লেকের ওপারে যাবার হুকুম দিলেন। ১৯একজন আলিম এসে বললেন, “হুজুর, আপনি যেখানেই যান না কেনো, আমি আপনাকে অনুসরণ করবো।” ২০হযরত ইসা আ. তাকে বললেন, “শিয়ালের গর্ত আছে এবং পাখির বাসা আছে কিন্তু ইবনুল-ইনসানের মাথা রাখার জায়গা নেই।”

২১সাহাবিদের মধ্যে অন্য একজন তাঁকে বললেন, “হুজুর, আগে আমার পিতাকে দাফন করে আসতে দিন।” ২২হযরত ইসা আ. তাকে বললেন, “মৃতেরাই তাদের নিজ নিজ মৃতদের দাফন করুক কিন্তু তুমি আমাকে অনুসরণ করো।” ২৩অতঃপর তিনি নৌকায় উঠলে তাঁর সাহাবিরাও তাঁর পেছনে পেছনে গেলেন।

২৪লেকে ভীষণ ঝড় উঠলো আর ঢেউগুলো নৌকার ওপর এমনভাবে আছড়ে পড়তে লাগলো যে, তাতে নৌকা ডুবে যাওয়ার মতো হলো; কিন্তু তিনি ঘুমাচ্ছিলেন। ২৫তারা গিয়ে তাঁকে জাগিয়ে বললেন, “হুজুর, আমাদের বাঁচান! আমরা যে

মরলাম!" ২৬তিনি তাদের বললেন, "দুর্বল ইমানদারের দল, কেনো তোমরা ভয় পাচ্ছো?" এরপর তিনি উঠে দাঁড়িয়ে বাতাস ও লেককে ধমক দিলেন আর তখনই সবকিছু একেবারে শান্ত হয়ে গেলো। ২৭এতে তারা অবাক হয়ে বললেন, "ইনি কেমন মানুষ যে, বাতাস এবং লেকও তাঁর বাধ্য হয়?"

২৮তিনি যখন লেকের ওপারে গাদারীয়দের এলাকায় গেলেন, তখন ভূতে পাওয়া দু'ব্যক্তি গোরস্থান থেকে বের হয়ে তাঁর কাছে এলো। তারা এমন ভয়ঙ্কর ছিলো যে, কেউই সেপথ দিয়ে যেতে পারতো না। ২৯হঠাৎ তারা চিৎকার করে বলে উঠলো, "হে আল্লাহর একান্ত প্রিয় মনোনীতজন, আমাদের সাথে আপনার কী? সময় না হতেই কি আপনি আমাদের যন্ত্রণা দিতে এখানে এসেছেন?" ৩০তখন তাদের কাছ থেকে কিছুটা দূরে বেশ বড়ো একপাল শূকর চরে বেড়াচ্ছিলো।

৩১ভূতেরা তাঁকে কাকুতি-মিনতি করে বললো, "আপনি যদি আমাদের তাড়িয়েই দিতে চান, তাহলে ওই শূকর পালের মধ্যে পাঠিয়ে দিন।" ৩২তিনি তাদের বললেন, "যাও!" সুতরাং তারা বের হয়ে শূকরগুলোর মধ্যে ঢুকে গেলো এবং তখনই সেই শূকরের পাল ঢালু পাড় দিয়ে জোরে দৌড়ে গিয়ে লেকে পড়লো ও পানিতে ডুবে মরলো।

৩৩যারা শূকর চরাচ্ছিলো তারা পালিয়ে গেলো এবং গ্রামে গিয়ে সমস্ত ঘটনা– বিশেষভাবে ওই ভূতে পাওয়া লোকদের বিষয়ে– জানালো। ৩৪তখন গ্রামের সমস্ত লোক হযরত ইসা আ.র সাথে দেখা করার জন্য বেরিয়ে এলো। তাঁর দেখা পেয়ে তারা তাঁকে কাকুতি-মিনতি করলো, যেনো তিনি তাদের এলাকা ছেড়ে চলে যান।

রুকু ৯

১অতঃপর তিনি নৌকায় উঠে লেক পাড়ি দিয়ে তাঁর নিজের শহরে এলেন। ২তখনই কিছু লোক বিছানায় শোয়ানো এক অবশরোগীকে তাঁর কাছে নিয়ে এলো। হযরত ইসা আ. তাদের ইমান দেখে সেই অবশরোগীকে বললেন, "সন্তান আমার, সাহস করো; তোমার গুনাহ মাফ করা হলো।"

৩এতে কয়েকজন আলিম মনে মনে বলতে লাগলেন, "এই লোকটি কুফরি করছে।" ৪কিন্তু হযরত ইসা আ. তাদের মনের চিন্তা বুঝতে পেরে বললেন, "কেনো তোমরা মনে মনে খারাপ চিন্তা করছো? ৫কোনটি বলা সহজ– 'তোমার গুনাহ মাফ করা হলো' নাকি 'উঠে দাঁড়াও এবং হেঁটে বেড়াও'? ৬কিন্তু তোমরা যেনো জানতে পারো যে, এই দুনিয়াতে গুনাহ মাফ করার অধিকার ইবনুল-ইনসানের আছে"– অতঃপর তিনি সেই অবশরোগীকে বললেন– "ওঠো, তোমার বিছানা তুলে নিয়ে বাড়ি চলে যাও।" ৭তখন সে উঠে দাঁড়ালো এবং তার বাড়ি ফিরে গেলো। ৮লোকেরা এ-ঘটনা দেখে সশ্রদ্ধ ভয়ে ভীত হলো এবং আল্লাহ মানুষকে এমন অধিকার দিয়েছেন দেখে তাঁর প্রশংসা করতে লাগলো।

৯সেই জায়গা থেকে চলে যাবার পথে হযরত ইসা আ. দেখলেন, মথি নামে এক লোক কর আদায় করার ঘরে বসে আছেন। তিনি তাকে বললেন, "আমাকে অনুসরণ করো।" আর তিনি উঠে তাঁকে অনুসরণ করলেন। ১০পরে তিনি যখন ঘরের ভেতরে খেতে বসলেন, তখন অনেক কর-আদায়কারী ও গুনাহগারেরা এসে তাঁর ও সাহাবিদের সাথে বসলো। ১১তা দেখে ফরিসিরা তাঁর সাহাবিদের বললেন, "তোমাদের ওস্তাদ কর-আদায়কারী ও গুনাহগারদের সাথে খাওয়া-দাওয়া করেন কেনো?" ১২একথা শুনে তিনি বললেন, "সুস্থদের জন্য ডাক্তারের দরকার নেই, বরং অসুস্থদের জন্যই দরকার আছে।

১৩'আমি দয়া চাই, কোরবানি নয়– একথার অর্থ কী, তা গিয়ে শেখো।' কারণ আমি আল্লাহর হুকুমের প্রতি বাধ্যদের নয়, বরং গুনাহগারদেরই ডাকতে এসেছি।"

১৪পরে হযরত ইয়াহিয়ার সাহাবিরা তাঁর কাছে এসে বললেন, "আমরা ও ফরিসিরা প্রায়ই রোজা রাখি কিন্তু আপনার সাহাবিরা রোজা রাখেন না কেনো?" ১৫হযরত ইসা আ. তাদের বললেন, "বর সাথে থাকতে কি বিয়ে বাড়ির মেহমানরা দুঃখ করতে পারে? কিন্তু সময় আসছে, যখন বরকে তাদের কাছ থেকে নিয়ে যাওয়া হবে, তখন তারা রোজা রাখবে।

১৬পুরোনো কাপড়ে কেউ নতুন কাপড়ের তালি দেয় না। যদি দেয়, তাহলে সেই পুরোনো কাপড় থেকে নতুন তালিটি ছিঁড়ে আসে; তাতে সেই ছেঁড়া আরো বড়ো হয়। ১৭পুরোনো চামড়ার থলিতে কেউ টাটকা আঙুররস রাখে না। রাখলে থলি ফেটে গিয়ে সেই রস পড়ে যায় এবং থলিও নষ্ট হয়। লোকে নতুন থলিতেই টাটকা আঙুররস রাখে; তাতে দুটোই রক্ষা পায়।"

১৮ হযরত ইসা আ. যখন তাদেরকে এসব কথা বলছিলেন, তখনই একজন ইহুদি নেতা এলেন এবং তাঁর সামনে নতজানু হয়ে বললেন, "আমার মেয়েটি এইমাত্র মারা গেছে কিন্তু আপনি এসে তার ওপর হাত রাখুন, তাতে সে বেঁচে উঠবে।"

১৯তখন হযরত ইসা আ. উঠলেন এবং সাহাবিদের নিয়ে তার সাথে চললেন। ২০এমন সময় এক মহিলা পেছন থেকে এসে
তাঁর চাদরের ঝালরটি ছুঁলো। ২১এই মহিলা বারো বছর ধরে রক্তস্রাব রোগে ভুগছিলো। সে মনে মনে বলছিলো, "যদি আমি
তাঁর চাদরটিও ছুঁতে পারি, তাহলে আমি অবশ্যই সুস্থ হয়ে উঠবো।" ২২হযরত ইসা আ. ঘুরে দাঁড়ালেন এবং তাকে দেখতে
পেয়ে বললেন, "মা, সাহস করো; তোমার ইমান তোমাকে সুস্থ করেছে।" এবং তখনই সেই মহিলা সুস্থ হয়ে গেলো।

২৩হযরত ইসা আ. সেই নেতার বাড়িতে পৌঁছে দেখতে পেলেন, বাঁশি-বাজিয়েরা রয়েছে এবং লোকেরা কোলাহল করছে।
২৪তিনি তখন বললেন, "এখান থেকে যাও, মেয়েটি মরেনি, ঘুমোচ্ছে।" ফলে তারা তাকে উপহাস করতে লাগলো। ২৫কিন্তু
ঘর থেকে লোকদের বের করে দেবার পর তিনি ভেতরে গিয়ে তার হাত ধরলেন, তাতে মেয়েটি উঠে বসলো।

২৬এবং এই ঘটনার কথা সেই এলাকার সব জায়গায় ছড়িয়ে পড়লো।

২৭হযরত ইসা আ. সেই জায়গা ছেড়ে চলে যাবার সময় দু'জন অন্ধ তাঁর পেছনে পেছনে চললো। তারা চেঁচিয়ে বলতে
লাগলো, "হে দাউদের সন্তান, আমাদের প্রতি রহম করুন!" ২৮তিনি ঘরে ঢোকার পর সেই অন্ধরা তাঁর কাছে এলো। তখন
হযরত ইসা আ. তাদের বললেন, "তোমরা কি বিশ্বাস করো যে, আমি তা করতে পারি?" তারা বললো, "জি, হুজুর।"
২৯অতঃপর তিনি তাদের চোখ ছুঁয়ে বললেন, "তোমরা যেমন বিশ্বাস করেছো, তোমাদের প্রতি তেমনই হোক।" তখন তাদের
চোখ খুলে গেলো।

৩০হযরত ইসা আ. খুব কঠোরভাবে তাদের হুকুম দিয়ে বললেন, "দেখো, কেউই যেনো এই ঘটনা জানতে না পারে।"
৩১কিন্তু তারা বাইরে গিয়ে সেই এলাকার সব জায়গায় তাঁর খবর ছড়িয়ে দিলো।

৩২তারা চলে গেলে ভূতে পাওয়া এক বোবাকে তাঁর কাছে আনা হলো। ৩৩ভূত ছাড়াবার পর বোবা কথা বলতে লাগলো।
এতে সকলে অবাক হয়ে বললো, বনি-ইসরাইলের মধ্যে আর কখনো এরকম দেখা যায়নি।" ৩৪কিন্তু ফরিসিরা বললেন, "সে
ভূতদের রাজার সাহায্যে ভূত ছাড়ায়।"

৩৫হযরত ইসা আ. শহরে শহরে ও গ্রামে গ্রামে গিয়ে তাদের সিনাগোগ-গুলোতে শিক্ষা দিতে ও বেহেস্তি রাজ্যের সুখবর
প্রচার করতে লাগলেন; এবং সব রকমের অসুস্থদের সুস্থ করতে লাগলেন।

৩৬লোকদের ভিড় দেখে তাদের জন্য তাঁর মমতা হলো, কারণ তারা রাখালহীন ভেড়ার মতো ক্লান্ত ও অসহায় ছিলো।
৩৭তখন তিনি তাঁর সাহাবিদের বললেন, "ফসল সত্যিই অনেক কিন্তু কাজ করার লোক কম। ৩৮অতএব, ফসলের মালিকের
কাছে অনুরোধ করো, যেনো তিনি তাঁর ফসলের মাঠে কাজ করার জন্য লোক পাঠিয়ে দেন।"

রুকু ১০

১অতঃপর হযরত ইসা আ. তাঁর বারোজন সাহাবিকে ডাকলেন ও তাদেরকে ভূতদের ওপর অধিকার দিলেন, যেনো তারা
তাদের ছাড়াতে পারেন এবং সবরকম রোগ ও অসুস্থতা দূর করতে পারেন। ২সেই বারোজন হাওয়ারির নাম এই:
হযরত সাফওয়ান হযরত রা.– যাকে হযরত পিতর রা. বলা হয়– আর তার ভাই হযরত আন্দ্রিয়ান রা.; হযরত ইয়াকুব ইবনে
জাবিদি ও তার ভাই হযরত ইউহোন্না রা.; ৩হযরত ফিলিপ রা. ও হযরত বর্থলময় রা.; হযরত থোমা রা. ও কর-আদায়কারী
হযরত মথিরা.; হযরত ইয়াকুব ইবনে আলফিয়াস ও হযরত থদ্দেয় রা.; ৪দেশপ্রেমিক হযরত সিমোন রা. এবং হযরত ইহুদা
ইস্কারিয়োত রা.– যিনি তাঁর সাথে বেইমানি করেছিলেন।

৫এই বারোজনকে হযরত ইসা আ. এই হুকুম দিয়ে পাঠালেন– "তোমরা অইহুদিদের কাছে বা সামেরীয়দের কোনো গ্রামে
যেয়ো না, ৬বরং ইস্রাইলের হারানো সন্তানদের কাছে যাও। ৭যেতে যেতে তোমরা এই সুসংবাদ প্রচার করো যে, বেহেস্তি
রাজ্য কাছে এসে গেছে। ৮তোমরা অসুস্থদের সুস্থ করো, মৃতদের জীবন দিয়ো, কুষ্ঠীদের পাকসাফ করো এবং ভূতদের দূর
করো। তোমরা বিনামূল্যে পেয়েছো, বিনামূল্যেই দিয়ো। ৯যাত্রা পথের জন্য তোমাদের কোমরবন্ধে সোনা, রুপা বা তামার
পয়সা, ১০কোনো থলি, দুটো কোর্তা, জুতা বা লাঠি নিয়ো না; কারণ যে কাজ করে সে খাবার পাবার যোগ্য।

১১তোমরা যে-শহরে বা গ্রামে যাবে, সেখানে তোমাদের মেহমান হিসেবে গ্রহণ করতে পারে এমন উপযুক্ত লোককে খুঁজে
নিয়ো এবং অন্য কোথাও চলে না যাওয়া পর্যন্ত তার বাড়িতেই থেকো। ১২সেই বাড়িতে ঢোকার সময় সালাম দিয়ো।
১৩বাড়িটি যদি উপযুক্ত হয়, তাহলে তোমাদের শান্তি তার ওপর নেমে আসুক। কিন্তু যদি তা উপযুক্ত না হয়, তাহলে

তোমাদের শান্তি তোমাদের কাছেই ফিরে আসুক। ১৪কেউ যদি তোমাদের স্বাগত না জানায় কিংবা তোমাদের কথা না শোনে,
তাহলে সেই বাড়ি বা গ্রাম ছেড়ে যাওয়ার সময় তোমাদের পা থেকে ধুলো ঝেড়ে ফেলো। ১৫আমি তোমাদের সত্যিই বলছি,
কেয়ামতের দিন ওই শহরের চেয়ে বরং সদোম ও ঘমোরা শহরের অবস্থা অনেক সহনীয় হবে।

১৬দেখো, আমি তোমাদেরকে নেকড়ের পালের মধ্যে ভেড়ার মতো পাঠাচ্ছি। সুতরাং সাপের মতো সতর্ক এবং কবুতরের
মতো সরল হও। ১৭তাদের থেকে সাবধান থেকো; কারণ তারা তোমাদেরকে আদালতে সমর্পণ করবে এবং সিনাগোগের
ভেতর চাবুক মারবে।
১৮আমার কারণে দেশের শাসনকর্তা ও বাদশাদের সামনে, তাদের ও অইহুদিদের কাছে সাক্ষ্য দেবার জন্য, তোমাদেরকে
নিয়ে যাওয়া হবে। ১৯যখন তারা তোমাদের ধরিয়ে দেবে, তখন কীভাবে কী বলতে হবে তা নিয়ে চিন্তা করো না। তোমাদের
যে কী বলতে হবে তা সেই সময়েই তোমাদের দেয়া হবে। ২০কারণ তোমরা যে বলবে তা নয়, বরং তোমাদের প্রতিপালকের
রুহই তোমাদের মধ্য দিয়ে কথা বলবেন।

২১ভাই ভাইকে এবং পিতা সন্তানকে মেরে ফেলার জন্য ধরিয়ে দেবে। সন্তানেরা বাবা-মার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে তাদের হত্যা
করাবে। ২২আমার নামের জন্য তোমরা সকলের কাছে ঘৃণিত হবে কিন্তু যে শেষ পর্যন্ত স্থির থাকবে, সে নাজাত পাবে।
২৩যখন তারা তোমাদেরকে এক গ্রামে অত্যাচার করবে, তখন অন্য গ্রামে পালিয়ে যেয়ো। আমি তোমাদের সত্যিই বলছি,
ইবনুল-ইনসান আসার আগে তোমরা ইস্রাইলের সব শহরে যাওয়া শেষ করতে পারবে না।

২৪শিক্ষকের চেয়ে ছাত্র এবং মনিবের চেয়ে গোলাম বড়ো নয়। ২৫ছাত্রের পক্ষে শিক্ষকের এবং গোলামের পক্ষে মনিবের
মতো হওয়াই যথেষ্ট। তারা যখন বাড়ির মালিককে বেলসোবুল বলেছে, তখন তাঁর পরিবার-পরিজনদের আরো কতোকিছুই-
না বলবে!

২৬সুতরাং তাদের ভয় করো না। এমন কিছুই লুকোনো নেই, যা প্রকাশ পাবে না এবং এমন কিছুই গোপন নেই, যা
জানাজানি হবে না। ২৭আমি তোমাদের কাছে যা অন্ধকারে বলছি তা তোমরা আলোতে বলো এবং যা তোমরা কানেকানে
শুনছো তা ছাদের ওপরে গিয়ে প্রচার করো।

২৮যারা কেবল শরীর ধ্বংস করতে পারে কিন্তু রুহ ধ্বংস করতে পারে না, তাদের ভয় করো না; বরং তাঁকেই ভয় করো,
যিনি শরীর এবং রুহ উভয়ই জাহান্নামে ধ্বংস করতে পারেন। ২৯দুটো চড়ুই কি এক পয়সায় বিক্রি হয় না? তবুও তোমাদের
প্রতিপালকের অনুমতি ছাড়া তাদের একটিও মাটিতে পড়ে না। ৩০এমনকি তোমাদের মাথার সব চুলও গোনা আছে।
৩১অতএব, ভয় করো না। অনেক চড়ুই পাখির চেয়েও তোমরা অধিক মূল্যবান।

৩২যারা অন্যের সামনে আমাকে স্বীকার করে, আমিও তাদের প্রত্যেককে আমার প্রতিপালকের সামনে স্বীকার করবো।
৩৩এবং যে-ব্যক্তি অন্যের সামনে আমাকে অস্বীকার করে, আমিও তাকে আমার প্রতিপালকের সামনে অস্বীকার করবো।

৩৪ভেবো না যে, আমি পৃথিবীতে শান্তি দিতে এসেছি; আমি শান্তি দিতে নয় কিন্তু তরবারি নিয়ে এসেছি। ৩৫আমি ছেলেকে
বাবার বিরুদ্ধে, মেয়েকে মায়ের বিরুদ্ধে এবং পুত্রবধূকে শাশুড়ির বিরুদ্ধে দাঁড় করাতে এসেছি। ৩৬নিজের ঘরের লোকেরাই
নিজের শত্রু হয়ে উঠবে।

৩৭যে-ব্যক্তি তার বাবা-মাকে আমার চেয়ে বেশি ভালোবাসে, সে আমার উপযুক্ত নয় এবং যে তার ছেলে-মেয়েকে আমার
চেয়ে বেশি ভালোবাসে, সেও আমার উপযুক্ত নয়। ৩৮যে সলিব বহন না করে আমাকে অনুসরণ করে, সে আমার উপযুক্ত
নয়। ৩৯যারা তাদের জীবন খোঁজে, তারা তা হারাবে এবং আমার জন্য যারা তাদের জীবন হারায়, তারা তা ফিরে পাবে।

৪০যে তোমাদের গ্রহণ করে, সে আমাকেই গ্রহণ করে এবং যে আমাকে গ্রহণ করে, সে যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন, তাঁকেই
গ্রহণ করে। ৪১নবিকে যে নবি বলে গ্রহণ করে, সে নবিরই পুরস্কার পাবে এবং দীনদারকে যে দীনদার বলে গ্রহণ করে, সে
দীনদারেরই পুরস্কার পাবে। ৪২যে কেউ এই সামান্য লোকদের মধ্যে কোনো একজনকে আমার উম্মত জেনে এক গ্লাস ঠাণ্ডা
পানিও পান করতে দেয়– আমি তোমাদের সত্যিই বলছি– সে তার পুরস্কার হারাবে না।”

রুকু ১১

১অতঃপর হযরত ইসা আ. তাঁর বারোজন হাওয়ারিকে হুকুম দেয়া শেষ করে নিজে গ্রামে গ্রামে শিক্ষা দিতে ও প্রচার
করতে সেই জায়গা ছেড়ে চলে গেলেন।

২হযরত ইয়াহিয়া আ. জেলে বন্দি অবস্থায় যখন মসিহের কাজের বিষয়ে শুনলেন, তখন তিনি তার সাহাবিদের মাধ্যমে
তাঁর কাছে জানতে চেয়ে পাঠালেন যে, ৩"যাঁর আসার কথা আছে আপনি কি তিনি, নাকি আমরা অন্য কারো জন্য অপেক্ষা
করবো?" ৪উত্তরে হযরত ইসা আ. তাদের বললেন, "যাও, এবং তোমরা যা শুনছো ও দেখছো তা হযরত ইয়াহিয়াকে
জানাও– ৫অন্ধেরা তাদের দৃষ্টি ফিরে পাচ্ছে, খোঁড়ারা হাঁটছে, কুষ্ঠীরা পাকসাফ হচ্ছে, কালারা শুনছে, মৃতেরা বেঁচে উঠছে
এবং গরিবদের কাছে সুখবর প্রচার করা হচ্ছে। ৬রহমতপ্রাপ্ত সেই ব্যক্তি, যে আমাকে নিয়ে বাধা না পায়।"

৭তারা চলে যাচ্ছেন, এমন সময় হযরত ইসা আ. জনতার উদ্দেশে হযরত ইয়াহিয়া আ. সম্পর্কে বলতে লাগলেন,
"মরুপ্রান্তরে তোমরা কী দেখতে গিয়েছিলে? বাতাসে দোলা নলখাগড়া? ৮তাহলে তোমরা কী দেখতে গিয়েছিলে? দামি
পোশাক পরা কোনো লোককে কি? দেখো, যারা দামি পোশাক পরে তারা তো রাজপ্রাসাদেই থাকে। ৯তাহলে তোমরা কী
দেখতে গিয়েছিলে? কোনো নবিকে? হ্যাঁ, আমি তোমাদের বলছি, নবির চেয়েও মহান একজনকে। ১০ইনি সেই ব্যক্তি, যাঁর
বিষয়ে লেখা আছে, 'দেখো, তোমার আগে আমি আমার নবিকে পাঠাচ্ছি, সে তোমার আগে গিয়ে তোমার পথ প্রস্তুত
করবে।'

১১আমি তোমাদের সত্যিই বলছি, মায়ের গর্ভজাত এমন একজনও নেই, যে হযরত ইয়াহিয়া আ.-র চেয়ে মহান; তবুও
বেহেস্তি রাজ্যের তুচ্ছতম ব্যক্তিও তার চেয়ে মহান। ১২হযরত ইয়াহিয়া আ.-র সময় থেকে আজ পর্যন্ত বেহেস্তি রাজ্য জোরের
সাথে এগিয়ে আসছে এবং শক্তিশালীরা তা জোরপূর্বক দখল করছে। ১৩সকল নবি এবং শরিয়ত ভবিষ্যতের কথা বলেছেন
হযরত ইয়াহিয়া আ.-র আগমন পর্যন্ত। ১৪এবং যদি তোমরা গ্রহণ করতে পারো, তাহলে যে- হযরত ইলিয়াস আ.-র আসার
কথা ছিলো, তিনিই এই ব্যক্তি। ১৫যার কান আছে সে শুনুক!

১৬এই প্রজন্মকে আমি কীসের সাথে তুলনা করবো? এরা এমন ছেলে-মেয়ের মতো, যারা বাজারে বসে একে অন্যকে
ডেকে বলে– ১৭'আমরা তোমাদের জন্য বাঁশি বাজালাম কিন্তু তোমরা নাচলে না; আমরা আর্তনাদ করলাম কিন্তু তোমরা
বিলাপ করলে না।' ১৮ হযরত ইয়াহিয়া আ. এসে খাওয়া-দাওয়া করেননি বলে তারা বলে, 'ওকে ভূতে পেয়েছে!' ১৯ইবনুল-
ইনসান এসে খাওয়া-দাওয়া করছেন বলে তারা বলে, 'দেখো, ওই যে একজন পেটুক ও মদখোর, কর-আদায়কারী ও
গুনাহগারদের বন্ধু!' কিন্তু কাজই প্রমাণ করে তার জ্ঞান সঠিক কিনা।"

২০অতঃপর তিনি যেসব শহরে সব থেকে বেশি মোজেজা দেখিয়েছিলেন, সেসব শহরকে ধিক্কার দিতে লাগলেন, কারণ
তারা তওবা করেনি।

২১"হায় কোরাযিন! হায় বেতসাইদা! ধিক তোমাদের; কারণ তোমাদের মাঝে যেসব মোজেজা দেখানো হয়েছে তা যদি টায়ার
ও সিডনে দেখানো হতো, তাহলে অনেক আগেই তারা চট পরে ছাই মেখে তওবা করতো। ২২কিন্তু আমি তোমাদের বলছি,
কেয়ামতের দিন তোমাদের চেয়ে বরং টায়ার ও সিডনের অবস্থা অনেক সহনীয় হবে। ২৩হে কফরনাহুম, তুমি নাকি বেহেস্তে
উঠবে? না, তোমাকে সব থেকে নিচে, জাহান্নামে নামানো হবে। যেসব মোজেজা তোমার মধ্যে দেখানো হয়েছে তা যদি
সদোমে দেখানো হতো, তাহলে সেটি আজো টিকে থাকতো। ২৪কিন্তু আমি তোমাকে বলছি যে, কেয়ামতের দিন তোমার
চেয়ে বরং সদোম শহরের অবস্থা অনেক সহনীয় হবে।"

২৫সেই সময় হযরত ইসা আ. বললেন, "হে প্রতিপালক, আসমান-জমিনের মালিক, আমি তোমাকে শুকরিয়া জানাই,
কারণ তুমি এসব বিষয় জ্ঞানী ও পণ্ডিতদের কাছে গোপন রেখে শিশুদের কাছে প্রকাশ করেছো। ২৬নিশ্চয়ই, হে আমার
প্রতিপালক, এটাই ছিলো তোমার মহান ইচ্ছা। ২৭আমার প্রতিপালক সবকিছুই আমার হাতে দিয়েছেন। প্রতিপালক ছাড়া
কেউই একান্ত প্রিয় মনোনীতজনকে জানে না এবং একান্ত প্রিয় মনোনীতজন ছাড়া কেউই প্রতিপালককে জানে না, আর
একান্ত প্রিয় মনোনীতজন তাঁকে যাদের কাছে প্রকাশ করেন, তারাই তাঁকে জানে।

২৮তোমরা, যারা পরিশ্রম করে ক্লান্ত এবং যাদের বোঝা ভারী, আমার কাছে এসো; আমি তোমাদের বিশ্রাম দেবো।
২৯আমার জোয়াল তোমাদের ওপর তুলে নাও আর আমার কাছ থেকে শেখো; কারণ আমার অন্তর ভদ্র ও নম্র এবং তোমরা
তোমাদের অন্তরে বিশ্রাম পাবে। ৩০কারণ আমার জোয়াল সহজ এবং বোঝাও হালকা।"

রুকু ১২

১সেই সময় হযরত ইসা আ. এক সাব্বাতে ফসলের মাঠ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তাঁর সাহাবিদের খিদে পেয়েছিলো এবং তারা ফসলের শিষ ছিঁড়ে খেতে শুরু করলেন। ২তা দেখে ফরিসিরা তাঁকে বললেন, "দেখুন, সাব্বাতে যা করা উচিত নয়, আপনার সাহাবিরা তা-ই করছে।" ৩তিনি তাদের বললেন, " হযরত দাউদ আ. ও তার সঙ্গীরা যখন ক্ষুধার্ত ছিলেন, তখন হযরত দাউদ আ. যা করেছিলেন তা কি আপনারা পড়োনি?
৪তিনি তো আল্লাহর ঘরে প্রবেশ করে আল্লাহর উদ্দেশে দান করা রুটি খেয়েছিলেন, যা হযরত দাউদ আ. ও তার সঙ্গীদের জন্য খাওয়া ঠিক ছিলো না কিন্তু ছিলো শুধু ইমামদের জন্য।

৫অথবা আপনারা কি শরিয়তের নিয়মগুলো পড়েননি যে, সাব্বাতে ইমামেরা বায়তুল-মোকাদ্দসে সাব্বাত অমান্য করলেও নির্দোষ থাকেন? ৬আমি আপনাদের বলছি, বায়তুল-মোকাদ্দসের চেয়ে মহান একজন এখানে আছেন। ৭কিন্তু 'আমি কোরবানি নয়, দয়া চাই'– একথার অর্থ কী, তা যদি আপনারা জানতেন, তাহলে নির্দোষীদের দোষী করতে না। ৮কারণ ইবনুল-ইনসানই সাব্বাতের মালিক।"

৯সেই জায়গা ছেড়ে গিয়ে তিনি তাদের সিনাগোগে ঢুকলেন। ১০সেখানে এক লোক ছিলো, যার একটি হাত শুকিয়ে গিয়েছিলো। তাঁকে দোষী করার উদ্দেশ্যে তারা তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, "সাব্বাতে সুস্থ করা কি শরিয়ত-সম্মত?" ১১তিনি তাদের বললেন, "ধরুন, আপনাদের মধ্যে কোনো একজনের মাত্র একটি ভেড়া আছে এবং সাব্বাতে সেটি একটি গর্তে পড়ে গেলো, তাহলে সে কি সেটিকে ধরে তুলে আনবেন না? ১২একটি ভেড়ার চেয়ে একজন মানুষ কতোই-না মূল্যবান! সুতরাং সাব্বাতে ভালো কাজ করা শরিয়ত-সম্মত।" ১৩অতঃপর তিনি লোকটিকে বললেন, "তোমার হাত বাড়িয়ে দাও।" সে হাত বাড়িয়ে দিলো এবং তা আবার অন্য হাতের মতো ভালো হয়ে গেলো।

১৪ফরিসিরা বেরিয়ে গেলেন এবং কীভাবে তাঁকে হত্যা করা যায়, সে-ব্যাপারে চক্রান্ত করতে লাগলেন। ১৫বিষয়টি জানতে পেরে হযরত ইসা আ. সেখান থেকে চলে গেলেন। প্রচুর লোক তাঁর পেছনে পেছনে যাচ্ছিলো আর তিনি তাদের সবাইকে সুস্থ করলেন, ১৬এবং তিনি তাদের হুকুম দিলেন, যেনো তারা তাঁর বিষয়ে কাউকে কিছু না বলে। ১৭এজন্য যে, নবি ইসাইয়ার মাধ্যমে যেকথা বলা হয়েছে তা যেনো পূর্ণ হয়– ১৮"এই দেখো আমার সেবক, যাকে আমি মনোনীত করেছি, সে আমার একান্ত প্রিয়। আমার অন্তর তার ওপর সন্তুষ্ট। আমি তার ওপর আমার রুহ দেবো এবং সে সমস্ত জাতির কাছে ন্যায়বিচার প্রচার করবে। ১৯সে ঝগড়াঝাটি কিংবা চিৎকার করবে না; এমনকি পথেঘাটে তার কণ্ঠস্বরও শোনা যাবে না।
২০ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার আগে সে থেঁৎলানো নলখাগড়া ভাঙবে না কিংবা মিটমিট করে জ্বলতে থাকা বাতি নেভাবে না। ২১এবং তার নামে সমস্ত জাতি আশা রাখবে।"

২২অতঃপর লোকেরা এক ভূতে ধরা, অন্ধ ও বোবা লোককে তাঁর কাছে নিয়ে এলো এবং তিনি তাকে সুস্থ করলেন। ফলে বোবা লোকটি কথা বলতে ও দেখতে লাগলো। ২৩এতে সমগ্র জনতা অবাক হয়ে বললো, "তাহলে ইনিই কি হযরত দাউদ আ.-র সেই বংশধর?" ২৪কিন্তু ফরিসিরা একথা শুনে বললেন, "ও তো কেবল ভূতদের রাজা বেলসবুলের সাহায্যে ভূত ছাড়ায়।"

২৫তাদের চিন্তা বুঝতে পেরে তিনি তাদের বললেন, "নিজের বিরুদ্ধে ভাগ হয়ে গেলে প্রত্যেক রাজ্যই ধ্বংস হয়; এবং কোনো শহর কিংবা পরিবার নিজের বিরুদ্ধে ভাগ হয়ে গেলে তা আর টেকে না। ২৬শয়তান যদি শয়তানকেই ছাড়ায়, তাহলে সে তো তার নিজের বিরুদ্ধেই ভাগ হয়ে যায়; তাহলে তার রাজ্য কীভাবে টিকে থাকবে? ২৭আমি যদি বেলসবুলের সাহায্যেই ভূত ছাড়াই, তাহলে তোমাদের নিজের লোকেরা কীসের সাহায্যে তাদের ছাড়ায়? তারাই তোমাদের বিচারক হবে। ২৮কিন্তু আমি যদি আল্লাহর রুহের সাহায্যে ভূত ছাড়াই, তাহলে তো আল্লাহর রাজ্য তোমাদের কাছে এসে গেছে। ২৯কোনো বলবানকে প্রথমে বেঁধে না রেখে কীভাবে একজন তার ঘরে ঢুকে তার ধন-সম্পদ লুট করতে পারে?

৩০যে আমার পক্ষে নয়, সে আমার বিপক্ষে এবং যে আমার সাথে জড়ো করে না, সে ছড়ায়। ৩১এজন্য আমি তোমাদের বলছি, মানুষের সব গুনাহ এবং কুফরি মাফ করা হবে কিন্তু আল্লাহর রুহের বিরুদ্ধে কুফরি মাফ করা হবে না। ৩২ইবনুল-ইনসানের বিরুদ্ধে কথা বললে মাফ পাবে কিন্তু আল্লাহর রুহের কথা বললে মাফ পাবে না– ইহকালেও না, পরকালেও না।

৩৩গাছ ভালো হলে তার ফল ভালো হয় এবং গাছ খারাপ হলে তার ফলও খারাপ হয়। আসলে, ফল দিয়েই গাছ চেনা যায়। ৩৪অকৃতজ্ঞ জাতি! তোমরা খারাপ হয়ে কেমন করে ভালো কথা বলতে পারো? হৃদয় থেকে যা উপচে পড়ে, মুখ তো

তা-ই বলে। ৩৫ভালো লোক ভালো ভাণ্ডার থেকে ভালো জিনিস বের করে এবং খারাপ লোক মন্দ ভাণ্ডার থেকে মন্দ জিনিস বের করে।
৩৬আমি তোমাদের বলছি, কেয়ামতের দিন তোমাদের প্রত্যেকটি অপ্রয়োজনীয় কথার হিসেব দিতে হবে। ৩৭তোমার কথা দ্বারাই তুমি নির্দোষ অথবা দোষী বলে গণ্য হবে।"

৩৮অতঃপর আলিম ও ফরিসিদের মধ্যে কয়েকজন তাঁকে বললেন, "হুজুর, আমরা আপনার কাছ থেকে চিহ্ন হিসেবে একটি মোজেজা দেখতে চাই।" ৩৯উত্তরে তিনি তাদের বললেন, "এ-কালের দুষ্ট ও জিনাকারী লোকেরা মোজেজা দেখতে চায় কিন্তু হযরত ইউনুস নবির চিহ্ন ছাড়া আর কোনো মোজেজাই এদের দেখানো হবে না। ৪০হযরত ইউনুস আ. যেমন সাগরের বিরাট মাছের পেটে তিন দিন ও তিন রাত ছিলেন, ইবনুল-ইনসানও তেমনই তিন দিন ও তিন রাত মাটির নিচে থাকবেন।

৪১কেয়ামতের দিন নিনবি শহরের লোকেরা উঠে এই কালের লোকদের দোষী করবে; কারণ নিনবির লোকেরা হযরত ইউনুস আ.-র প্রচারের ফলে তওবা করেছিলো। আর দেখো, এখানে হযরত ইউনুসের চেয়েও মহান একজন আছেন! ৪২কেয়ামতের দিন দক্ষিণের রানী উঠে এ-কালের লোকদের দোষী করবে; কারণ হযরত সোলায়মান আ.-র জ্ঞানের কথা শোনার জন্য সে দুনিয়ার শেষ সীমা থেকে এসেছিলো। আর দেখো, এখানে হযরত সোলায়মান আ.-র চেয়েও মহান একজন আছেন!

৪৩মানুষের ভেতর থেকে যখন কোনো ভূত বেরিয়ে যায়, তখন সে বিশ্রামের জায়গার উদ্দেশে শুকনো এলাকার ভেতর দিয়ে ঘোরাফেরা করতে থাকে কিন্তু কোথাও তা পায় না। ৪৪শেষে সে বলে, 'যেখান থেকে আমি এসেছি, আমি আমার সেই ঘরেই ফিরে যাবো।' ফিরে এসে সে তা খালি, পরিষ্কার ও সাজানো-গোছানো দেখতে পায়। ৪৫অতঃপর সে গিয়ে নিজের চেয়েও খারাপ অন্য সাতটি ভূতকে সাথে নিয়ে আসে এবং তারা সেখানে ঢুকে বাস করতে থাকে। ফলে সেই লোকটির প্রথম অবস্থা থেকে শেষ অবস্থা আরো খারাপ হয়। এ-কালের দুষ্ট লোকদের অবস্থা তেমনই হবে।"

৪৬তিনি তখনো লোকদের কাছে কথা বলছিলেন, এ-সময় তাঁর মা ও ভাইয়েরা তাঁর সাথে কথা বলার জন্য বাইরে দাঁড়িয়ে ছিলেন। ৪৭কোনো এক লোক তাঁকে বললো, "দেখুন, আপনার মা ও ভাইয়েরা আপনার সাথে কথা বলার জন্য বাইরে দাঁড়িয়ে আছেন।"
৪৮যে-লোকটি একথা বলেছিলো, উত্তরে হযরত ইসা আ. তাকে বললেন, "কে আমার মা এবং কারা আমার ভাই?" ৪৯তিনি তাঁর সাহাবিদেরকে দেখিয়ে বললেন, "এই দেখো, আমার মা ও ভাইয়েরা! ৫০কারণ যারা আমার প্রতিপালকের ইচ্ছা পালন করে তারাই আমার ভাই, বোন ও মা।"

রুকু ১৩

১ওই দিন হযরত ইসা আ. ঘর থেকে বেরিয়ে লেকের পাড়ে গিয়ে বসলেন। ২তাঁর কাছে এতো লোক এসে জড়ো হলো যে, তিনি একটি নৌকায় উঠে বসলেন আর সমস্ত লোক পাড়ে দাঁড়িয়ে রইলো। ৩তিনি দৃষ্টান্তের মধ্য দিয়ে তাদেরকে অনেক বিষয়ে বলতে লাগলেন। বললেন, "শোনো, এক চাষী বীজ বুনতে গেলো।

৪বীজ বোনার সময় কতকগুলো বীজ পথের পাশে পড়লো; আর পাখিরা এসে তা খেয়ে ফেললো। ৫কতকগুলো বীজ পাথুরে জমিতে পড়লো। সেখানে বেশি মাটি ছিলো না। সেগুলো বেশি মাটির নিচে ছিলো না বলে তাড়াতাড়ি চারা গজিয়ে উঠলো। ৬সূর্য ওঠার পর সেগুলো পুড়ে গেলো এবং শিকড় ভালো করে বসেনি বলে শুকিয়ে গেলো। ৭কতকগুলো বীজ কাঁটাবনের মধ্যে পড়লো। কাঁটাগাছ বেড়ে উঠে চারাগুলো চেপে রাখলো। ৮অন্যগুলো ভালো জমিতে পড়লো এবং ফল দিলো– কোনোটিতে একশো গুণ, কোনোটিতে ষাট গুণ আবার কোনোটিতে তিরিশ গুণ। ৯যার শোনার কান আছে, সে শুনুক।"

১০অতঃপর সাহাবিরা কাছে এসে তাঁকে বললেন, "আপনি দৃষ্টান্তের মাধ্যমে এদের সাথে কথা বলছেন কেনো?" ১১উত্তরে তিনি বললেন, "বেহেস্তি রাজ্যের গোপন বিষয়গুলো তোমাদেরই জানতে দেয়া হয়েছে কিন্তু এদের নয়। ১২কারণ যার আছে তাকে আরো দেয়া হবে আর তাতে তার প্রয়োজনের থেকে বেশি হবে; কিন্তু যার কিছুই নেই, তার যা আছে, তাও তার কাছ থেকে কেড়ে নেয়া হবে।

১৩এদের সাথে আমার দৃষ্টান্তের মাধ্যমে কথা বলার কারণ হলো, 'এরা দেখেও দেখে না, শুনেও শোনে না এবং বোঝেও
না।' ১৪এদের মধ্য দিয়েই ইসাইয়া নবির এই ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হচ্ছে– 'তোমরা শুনবে কিন্তু কখনোই বুঝবে না, তোমরা
দেখবে কিন্তু কখনোই হৃদয়ঙ্গম করতে পারবে না।
১৫এসব লোকের হৃদয় অসাড় এবং কান বন্ধ হয়ে গেছে আর তারা তাদের চোখও বন্ধ করে রেখেছে; যেনো তারা চোখ দিয়ে
না দেখে, কান দিয়ে না শোনে এবং হৃদয় দিয়ে না বোঝে, আর ভালো হওয়ার জন্য আমার কাছে ফিরে না আসে।'
১৬কিন্তু রহমতপ্রাপ্ত তোমাদের চোখ ও তোমাদের কান, কারণ তা দেখতে পায় ও শুনতে পায়। ১৭আমি তোমাদের সত্যিই
বলছি, তোমরা যা দেখছো তা অনেক নবি ও কামিল লোক দেখতে চেয়েও দেখতে পাননি আর তোমরা যা শুনছো তা তারা
শুনতে চেয়েও শুনতে পাননি।
১৮অতএব, তোমরা চাষীর গল্পের অর্থ শোনো। ১৯যখন কেউ সে-রাজ্যের কালাম শুনে তা না বোঝে, তখন সেই শয়তান
এসে তার অন্তরে যে-কালাম বোনা হয়েছিলো তা কেড়ে নেয়। পথের পাশে পড়া বীজের মধ্য দিয়ে একথাই বুঝানো হয়েছে।
২০পাথুরে জমিতে বোনা বীজের মধ্য দিয়ে তার সম্বন্ধেই বলা হয়েছে, যে সেই কালাম শুনে তখনই আনন্দের সাথে গ্রহণ
করে; ২১কিন্তু তার মধ্যে শিকড় ভালো করে বসে না বলে অল্প সময়ের জন্য সে স্থির থাকে। পরে কালামের জন্য যখন কষ্ট
এবং অত্যাচার আসে, তখনই সে পিছিয়ে যায়। ২২কাঁটাবনে বোনা বীজের মধ্য দিয়ে তার সম্বন্ধেই বলা হয়েছে, যে সেই
কালাম শোনে কিন্তু জাগতিক দুশ্চিন্তা এবং ধন-সম্পত্তির মায়া সেই কালামকে চেপে রাখে; সেজন্য তাতে কোনো ফল ধরে
না। ২৩ভালো জমিতে বোনা বীজের মধ্য দিয়ে তার সম্বন্ধেই বলা হয়েছে, যে সেই কালাম শোনে ও বোঝে এবং বাস্তবিকই
ফল দেয়। কেউ দেয় একশো গুণ, কেউ দেয় ষাট গুণ আবার কেউ দেয় তিরিশ গুণ।"
২৪তিনি তাদের সামনে আরো একটি দৃষ্টান্ত তুলে ধরলেন– "বেহেস্তি রাজ্যকে এমন এক ব্যক্তির সাথে তুলনা করা চলে,
যে নিজের জমিতে ভালো বীজ বুনলো। ২৫কিন্তু সবাই ঘুমিয়ে পড়ার পর তার শত্রু এসে গমের মধ্যে ঘাসের বীজ বুনে চলে
গেলো। ২৬সুতরাং গাছগুলো যখন বেড়ে উঠলো এবং তাতে শিষ ধরলো, তখন তার মধ্যে ঘাসও দেখা গেলো। ২৭তখন
বাড়ির মালিকের গোলামরা এসে তাকে বললো, 'মালিক, আপনি কি আপনার জমিতে ভালো বীজ বোনেননি? তাহলে
ঘাসগুলো কোথা থেকে এলো?'
২৮সে তাদের বললো, 'নিশ্চয়ই এটি কোনো শত্রুর কাজ।' গোলামরা তাকে বললো, 'তাহলে আপনি কি চান যে, আমরা
গিয়ে ওগুলো তুলে ফেলি?' ২৯তিনি বললেন, 'না, ঘাসগুলো তুলতে গিয়ে হয়তো তোমরা তার সাথে গমের গাছগুলোও
উপড়ে ফেলবে। ৩০ফসল কাটার সময় পর্যন্ত ওগুলোকে একসাথে বেড়ে উঠতে দাও। ফসল কাটার সময় আমি মজুরদের
বলবো, প্রথমে ঘাসগুলো তুলে পোড়ানোর জন্য আঁটি আঁটি করে বেঁধে রাখো, তারপর গমগুলো আমার গোলায় জমা
করো।'"
৩১তিনি তাদের আরেকটি দৃষ্টান্ত দিলেন, "বেহেস্তি রাজ্য এমন একটি সরিষার মতো, যা এক লোক নিয়ে নিজের জমিতে
বুনলো। ৩২সমস্ত বীজের মধ্যে এটি সবচেয়ে ছোটো কিন্তু বেড়ে ওঠার পর তা সমস্ত শাক-সবজির চেয়ে বড়ো হয় এবং এমন
একটি গাছ হয়ে ওঠে যে, পাখিরা এসে তার ডালে বাসা বাঁধে।" ৩৩তিনি তাদের আরো একটি দৃষ্টান্ত দিলেন, "বেহেস্তি রাজ্য
খামির মতো, যা কোনো এক মহিলা নিয়ে গিয়ে তিন গুন ময়দার ভেতরে লুকিয়ে রাখলো। এর ফলে সব ময়দাই ফেঁপে
উঠলো।"
৩৪হযরত ইসা আ. দৃষ্টান্তের মধ্য দিয়ে এসব বিষয় লোকদের বললেন; দৃষ্টান্ত ছাড়া তিনি তাদের কিছুই বললেন না,
৩৫যেনো নবির মাধ্যমে বলা একথা পূর্ণ হয়– "আমি কথা বলার জন্য দৃষ্টান্তের মাধ্যমে আমার মুখ খুলবো। দুনিয়া সৃষ্টির
সময় থেকে যা-কিছু লুকোনো আছে, আমি তা ঘোষণা করবো।"
৩৬অতঃপর তিনি লোকদের বিদায় করে ঘরে ঢুকলেন। তাঁর সাহাবিরা এসে তাঁকে বললেন, "ক্ষেতের ওই ঘাসের দৃষ্টান্তটি
আমাদের বুঝিয়ে দিন।" ৩৭তিনি উত্তর দিলেন, "যিনি ভালো বীজ বোনেন, তিনি ইবনুল-ইনসান। ৩৮জমি এই দুনিয়া এবং
রাজ্যের সন্তানেরা হলো ভালো বীজ। ঘাস হলো মন্দের সন্তানেরা ৩৯এবং যে-শত্রু তা বুনেছিলো, সে হলো ইবলিস। কাটার
সময় হলো সময়ের শেষ, ৪০এবং যারা কাটবেন, তারা হচ্ছেন ফেরেস্তা। ঘাস যেমন জড়ো করে আগুনে পোড়ানো হয়,
কেয়ামতের দিনে তেমনই হবে।

৪১ইবনুল-ইনসান তাঁর ফেরেস্তাদের পাঠিয়ে দেবেন। তারা তাঁর রাজ্য থেকে সমস্ত গুনাহর কারণগুলো ৪২এবং
গুনাহগারদেরকে সংগ্রহ করবেন এবং তাদের জাহান্নামে ফেলে দেবেন।
৪৩সেখানে তারা কান্নাকাটি করতে ও দাঁতে দাঁত ঘষতে থাকবে। তখন দীনদারেরা তাদের প্রতিপালকের রাজ্যে সূর্যের মতো
উজ্জ্বল হয়ে জ্বলবে। যার শোনার কান আছে সে শুনুক!
৪৪বেহেস্তি রাজ্য জমির ভেতর লুকিয়ে রাখা ধনের মতো। এক লোক তা খুঁজে পেয়ে আবার লুকিয়ে রাখলো। তারপর সে
আনন্দের সাথে চলে গেলো এবং তার যা-কিছু ছিলো, সব বিক্রি করে এসে সেই জমিটি কিনলো। ৪৫আবার বেহেস্তি রাজ্য
এমন এক সওদাগরের মতো, যে ভালো মুক্তা খুঁজছিলো। ৪৬সে একটি মহামূল্যবান মুক্তার খোঁজ পেয়ে ফিরে গিয়ে তার যা-
কিছু ছিলো, সব বিক্রি করে সেই মুক্তাটি কিনলো। ৪৭আবার বেহেস্তি রাজ্য এমন একটি জালের মতো, যা লেকে ফেলা হলো
এবং তাতে সবরকম মাছ ধরা পড়লো। ৪৮জাল ভরে গেলে লোকেরা তা টেনে কিনারে তুললো এবং বসে ভালো মাছগুলো
বেছে বেছে ঝুড়িতে রাখলো, আর খারাপগুলো ফেলে দিলো। ৪৯সুতরাং যুগের শেষে এমনই হবে। ফেরেস্তারা এসে
দীনদারদের মধ্য থেকে গুনাহগারদের আলাদা করবেন এবং তাদের জাহান্নামে ফেলে দেবেন। ৫০সেখানে তারা কান্নাকাটি
করবে ও দাঁতে দাঁত ঘষতে থাকবে।
৫১তোমরা কি এসব বুঝতে পেরেছো?" তারা উত্তর দিলেন, "জি, হুজুর।" ৫২তিনি তাদের বললেন, "বেহেস্তি রাজ্যের
বিষয়ে শিক্ষা পাওয়া প্রত্যেক আলিম এমন একজন গৃহকর্তার মতো, যে তার ভাণ্ডার থেকে নতুন ও পুরোনো জিনিস বের
করে।"
৫৩এসব দৃষ্টান্ত দেয়া শেষ করে হযরত ইসা আ. সেই জায়গা থেকে চলে গেলেন। ৫৪তিনি নিজের গ্রামে এলেন এবং
তাদের সিনাগোগে গিয়ে লোকদেরকে শিক্ষা দিতে লাগলেন। তারা আশ্চর্য হয়ে বললো, "এই জ্ঞান ও মোজেজা সে কোথা
থেকে পেলো? ৫৫এ কি সেই কাঠমিস্ত্রির ছেলে নয়? তার মায়ের নাম কি হযরত মরিয়ম র. নয়? ইয়াকুব, ইউসুফ, সিমোন ও
ইহুদা কি তার ভাই নয়? ৫৬এবং তার বোনেরা সবাই কি আমাদের মধ্যে নেই? তাহলে কোথা থেকে সে এসব পেলো?"
৫৭এভাবেই তাঁকে নিয়ে তারা মনে বাধা পেলো। কিন্তু ইসা তাদের বললেন, "নিজের গ্রাম ও নিজের বাড়ি ছাড়া আর সব
জায়গাতেই নবিরা সম্মান পান।" ৫৮তাদের অবিশ্বাসের কারণে তিনি সেখানে আর বেশি মোজেজা দেখালেন না।

রুকু ১৪

১সেই সময় বাদশা হেরোদ হযরত ইসা আ.র বিষয়ে শুনতে পেলেন। ২তিনি তার কর্মচারীদের বললেন, "ইনিই সেই নবি
হযরত ইয়াহিয়া আ.। তিনি মৃত থেকে জীবিত হয়ে উঠেছেন বলেই এসব মোজেজা দেখাচ্ছেন।"
৩হেরোদ হযরত ইয়াহিয়া আ.কে বন্দি করেছিলেন এবং তাকে বেঁধে জেলে রেখেছিলেন। তিনি তার ভাই ফিলিপের স্ত্রী
হেরোদিয়ার জন্যই এটি করেছিলেন। ৪কারণ হযরত ইয়াহিয়া আ. তাকে বলতেন, "তাকে বিয়ে করা আপনার জন্য শরিয়ত-
সম্মত নয়।" ৫হেরোদ তাকে হত্যা করতে চাইলেও লোকদের ভয় করতেন; কারণ লোকেরা তাকে নবি বলে মানতো।
৬হেরোদের জন্মদিনে হেরোদিয়ার মেয়ে মেহমানদের সামনে নাচলো এবং সে হেরোদকে সন্তুষ্ট করলো। ৭সেজন্য হেরোদ
কসম খেয়ে ওয়াদা করলেন যে, সে যা চাবে তিনি তাকে তা-ই দেবেন। ৮মায়ের কাছ থেকে কুপরামর্শ পেয়ে সে বললো,
"আমাকে থালায় করে হযরত ইয়াহিয়া আ.-র মাথাটা এখানে এনে দিন।" ৯বাদশা তার কসমের কথা ভেবে দুঃখিত হলেন
এবং মেহমানদের সামনে ওয়াদা করার কারণে তিনি তাকে তা দিতে হুকুম দিলেন। ১০তিনি লোক পাঠিয়ে জেলখানার মধ্যেই
হযরত ইয়াহিয়া আ.-র মাথা কাটালেন। ১১মাথাটি থালায় করে এনে মেয়েটিকে দেয়া হলো এবং সে তা তার মায়ের কাছে
নিয়ে গেলো। ১২তার সাহাবিরা এসে দেহমোবারকটি নিয়ে গিয়ে দাফন করলেন। অতঃপর তারা গিয়ে হযরত ইসা আ.কে
জানালেন।
১৩এই খবর শুনে হযরত ঈসা আ. সেই জায়গা ছেড়ে নৌকায় করে একাকী একটি নির্জন জায়গায় চলে গেলেন। লোকেরা
তা জানতে পেরে বিভিন্ন গ্রাম থেকে পায়ে হেঁটে তাঁর অনুসরণ করতে লাগলো। ১৪পাড়ে এসে নৌকা থেকে নেমে তিনি প্রচুর
লোক দেখতে পেলেন। তাদের প্রতি তাঁর মমতা হলো এবং তিনি তাদের রোগীদের সুস্থ করলেন।
১৫দিনের শেষে হাওয়ারিরা এসে তাঁকে বললেন, "জায়গাটি নির্জন, বেলাও প্রায় ডুবে গেছে; এদের বিদায় দিন, যেনো
এরা গ্রামগুলোতে গিয়ে নিজেদের জন্য খাবার কিনতে পারে।" ১৬হযরত ইসা আ. তাদের বললেন, "ওদের যাবার দরকার

নেই, তোমরাই ওদের কিছু খেতে দাও।" [১৭]তারা বললেন, "এখানে আমাদের কাছে পাঁচটি রুটি ও দুটো মাছ ছাড়া আর
কিছুই নেই।"
[১৮]তিনি বললেন, "ওগুলো আমার কাছে আনো।" [১৯]অতঃপর তিনি লোকদের ঘাসের ওপর বসতে হুকুম দিলেন। তিনি সেই
পাঁচটি রুটি আর দুটো মাছ নিয়ে আসমানের দিকে তাকিয়ে শুকরিয়া জানালেন, তারপর রুটি ভেঙে হাওয়ারিদের হাতে
দিলেন আর হাওয়ারিরা তা লোকদের দিলেন। [২০]সকলে খেলো এবং সন্তুষ্ট হলো। তারা পড়ে থাকা টুকরোগুলো কুড়িয়ে
নিলেন আর তাতে বারোটি ঝুড়ি পূর্ণ হলো। [২১]যারা খেয়েছিলো, মহিলা ও শিশু বাদে, তাদের মধ্যে পুরুষের সংখ্যা ছিলো
প্রায় পাঁচ হাজার।

[২২]তখনই তিনি হাওয়ারিদের বললেন যেনো তারা নৌকায় করে তাঁর আগে ওপারে যান। এদিকে তিনি লোকদের বিদায়
করতে লাগলেন। [২৩]লোকদের বিদায় করে মোনাজাত করার জন্য তিনি একা পাহাড়ে উঠে গেলেন। যখন সন্ধ্যা ঘনিয়ে
এলো, তখনো তিনি সেখানে একাই রইলেন।

[২৪]ততোক্ষণে নৌকাটি পাড় থেকে অনেকটা দূরে চলে গিয়েছিলো এবং ঢেউগুলো নৌকার ওপর বারবার আছড়ে
পড়ছিলো; কারণ বাতাস তাদের উল্টো দিক থেকে আসছিলো। [২৫]প্রায় শেষ রাতের দিকে তিনি পানির ওপর দিয়ে হেঁটে
তাদের কাছে এলেন। [২৬]হাওয়ারিরা তাঁকে পানির ওপর দিয়ে হাঁটতে দেখে ভয় পেয়ে বললেন, "এ তো ভূত!" এবং ভয়ে
চিৎকার করে উঠলেন। [২৭]তখনই হযরত ইসা আ. তাদের সাথে কথা বললেন। তিনি বললেন, "সাহস করো, এ তো আমি;
ভয় করো না।"

[২৮]পিতর তাঁকে বললেন, "হুজুর, যদি আপনিই হন, তাহলে আমাকে হুকুম দিন, যেনো আমি পানির ওপর দিয়ে হেঁটে
আপনার কাছে আসতে পারি।" [২৯]তিনি বললেন, "এসো।" অতঃপর পিতর নৌকা থেকে নেমে পানির ওপর দিয়ে হেঁটে
হযরত ইসা আ.-র দিকে চললেন। [৩০]কিন্তু বাতাস দেখে তিনি ভয় পেলেন এবং ডুবে যেতে যেতে চিৎকার করে বললেন,
"হুজুর, আমাকে বাঁচান!" [৩১]হযরত ইসা আ. তখনই হাত বাড়িয়ে তাকে ধরলেন এবং বললেন, "এতো অল্প তোমার ইমান!
কেনো সন্দেহ করলে?" [৩২]অতঃপর তারা নৌকায় উঠলে বাতাস থেমে গেলো। [৩৩]যারা নৌকায় ছিলেন, তারা নতজানু হয়ে
তাঁকে বললেন, "সত্যিই আপনি আল্লাহর একান্ত প্রিয় মনোনীতজন।"

[৩৪]অতঃপর তারা লেক পার হয়ে গিনেসরতে এলেন।
[৩৫]সেখানকার লোকেরা তাঁকে চিনতে পেরে এলাকার সব জায়গায় খবর পাঠালো ও সমস্ত রোগীদের তাঁর কাছে আনলো।
[৩৬]এবং তাঁর কাছে কাকুতি-মিনতি করতে লাগলো, যেনো তারা তাঁর চাদরের ঝালরটি হলেও ছুঁতে পারে। আর যারা তা ছুঁলো
তারা সকলেই সুস্থ হলো।

রুকু ১৫

[১]অতঃপর জেরুসালেম থেকে কয়েকজন ফরিসি ও আলিম হযরত ইসা আ.র কাছে এসে বললেন, [২]"বুজুর্গদের দেয়া যে-
নিয়ম চলে আসছে, আপনার সাহাবিরা তা মানে না কেনো? কারণ খাবার আগে তো তারা হাত ধোয় না।" [৩]উত্তরে তিনি
বললেন, "প্রচলিত নিয়ম-নীতির জন্য আপনারাই-বা কেনো আল্লাহর হুকুম অমান্য করো? [৪]আল্লাহ বলেছেন, 'বাবা-মাকে
সম্মান করো' এবং 'যে বাবা-মাকে অসম্মান করে তাকে হত্যা করা হোক।'

[৫]কিন্তু আপনারা বলে থাকেন, যদি কেউ তার মা কিংবা বাবাকে বলে, 'আমার যে-জিনিস দ্বারা তোমার সাহায্য হতে
পারতো তা আল্লাহকে দেয়া হয়েছে,' তাহলে বাবা-মাকে তার আর সম্মান করার দরকার নেই। [৬]সুতরাং আপনারা আপনাদের
প্রচলিত নিয়মের জন্য আল্লাহর কালাম বাতিল করছেন।

[৭]ভণ্ডের দল! আপনাদের বিষয়ে হযরত ইসাইয়া নবি ঠিক কথাই বলেছেন– [৮]'এই লোকেরা মুখেই আমাকে সম্মান করে
আর তাদের অন্তর আমার কাছ থেকে দূরে থাকে। [৯]তারা মিথ্যাই আমার এবাদত করে। তাদের দেয়া শিক্ষা মানুষের তৈরি
কতকগুলো নিয়ম মাত্র।'"

১০অতঃপর তিনি লোকদেরকে নিজের কাছে ডেকে বললেন, "আমার কথা শোনো ও বোঝো, ১১বাইরে থেকে যা মানুষের মুখের ভেতরে যায় তা মানুষকে নাপাক করতে পারে না, বরং মানুষের ভেতর থেকে যা বেরিয়ে আসে তা-ই মানুষকে নাপাক করে।"

১২তখন হাওয়ারিরা কাছে এসে তাঁকে বললেন, "ফরিসিরা যে আপনার একথা শুনে অপমানিত বোধ করেছেন তা কি আপনি জানেন?" ১৩উত্তরে তিনি বললেন, "যে চারা আমার প্রতিপালক লাগাননি তার প্রত্যেকটি উপড়ে ফেলা হবে। ১৪ওদের কথা ছেড়ে দাও। ওরা অন্ধ হয়ে অন্ধকে পথ দেখাচ্ছে।

যদি এক অন্ধ আরেক অন্ধকে পথ দেখায়, তাহলে দু'জনেই গর্তে পড়বে।"

১৫হযরত পিতর রা. তাঁকে বললেন, "দৃষ্টান্তটি আমাদের বুঝিয়ে দিন।" ১৬তিনি বললেন, ১৭"তোমরাও কি এখনো অবুঝ রয়েছো? তোমরা কি বোঝো না যে, যা-কিছু মুখের ভেতর যায় তা পেটের ভেতর ঢোকে এবং শেষে বেরিয়ে নালায় গিয়ে পড়ে? ১৮কিন্তু যা মুখ থেকে বেরিয়ে আসে তা আসলে অন্তর থেকেই আসে আর সেগুলোই মানুষকে নাপাক করে। ১৯কারণ অন্তর থেকেই কুচিন্তা, খুন, জিনা, লম্পটতা, চুরি, মিথ্যা সাক্ষ্য, অপবাদ বেরিয়ে আসে। ২০এসবই মানুষকে নাপাক করে কিন্তু হাত না ধুয়ে খেলে মানুষ নাপাক হয় না।"

২১হযরত ইসা আ. সেই জায়গা ছেড়ে টায়ার ও সিডন এলাকায় গেলেন। ২২তখনই ওই এলাকার এক কেনানীয় মহিলা এসে চিৎকার করে বলতে লাগলো, "হুজুর, দাউদের বংশধর, আমার প্রতি রহম করুন! আমার মেয়েটিকে ভূতে ধরেছে এবং সে খুবই কষ্ট পাচ্ছে।" ২৩কিন্তু তিনি তাকে একটি কথাও বললেন না। তখন তাঁর হাওয়ারিরা এসে তাঁকে অনুরোধ করে বললেন, "ওকে বিদায় করে দিন, কারণ ও আমাদের পেছনে পেছনে চিৎকার করছে।" ২৪উত্তরে তিনি বললেন, "আমাকে কেবল ইস্রাইলের হারানো সন্তানদের কাছে পাঠানো হয়েছে।

২৫কিন্তু সে তাঁর সামনে এসে নতজানু হয়ে বললো, "হুজুর, আমার উপকার করুন।" ২৬তিনি বললেন, "সন্তানদের খাবার নিয়ে কুকুরের সামনে ফেলা ভালো নয়।" ২৭সে বললো, "হ্যাঁ, হুজুর, তবুও মনিবের টেবিল থেকে খাবারের যেসব টুকরো পড়ে তা তো কুকুরেই খায়।" ২৮তখন হযরত ইসা আ. তাকে বললেন, "মা, সত্যিই তোমার ইমান গভীর! তুমি যেমন চাও, তোমার জন্য তেমনই হোক।" আর তখনই তার মেয়েটি সুস্থ হয়ে গেলো।

২৯পরে হযরত ইসা আ. সেই জায়গা ছেড়ে গালিল লেকের ধারে এলেন এবং একটি পাহাড়ে উঠে সেখানে বসলেন। ৩০তখন বিরাট একদল লোক খোঁড়া, বিকলাঙ্গ, অন্ধ, বোবা এবং আরো অনেককে সাথে নিয়ে তাঁর কাছে এলো। তারা তাদেরকে তাঁর পায়ের কাছে রাখলো এবং তিনি তাদের সুস্থ করলেন। ৩১সুতরাং লোকেরা যখন দেখলো যে, বোবারা কথা বলছে, বিকলাঙ্গরা সুস্থ হচ্ছে, খোঁড়ারা হাঁটছে এবং অন্ধরা দেখতে পাচ্ছে, তখন তারা আশ্চর্য হলো এবং বনি-ইস্রাইলের আল্লাহর প্রশংসা করতে লাগলো।

৩২অতঃপর হযরত ইসা আ. হাওয়ারিদেরকে তাঁর কাছে ডেকে বললেন, "এই লোকদের জন্য আমার মমতা হচ্ছে; কারণ আজ তিন দিন এরা আমার সাথে সাথে আছে আর এদের কাছে কোনো খাবারও নেই। ক্ষুধার্ত অবস্থায় আমি এদের বিদায় দিতে চাই না; কারণ হয়তো এরা পথেই অজ্ঞান হয়ে পড়বে।" ৩৩হাওয়ারিরা তাঁকে বললেন, "এই নির্জন জায়গায় এতো লোককে খাওয়ানোর মতো পর্যাপ্ত রুটি আমরা কোথায় পাবো?" ৩৪হযরত ইসা আ. তাদের জিজ্ঞেস করলেন, "তোমাদের কাছে কয়টি রুটি আছে?" তারা বললেন, "সাতটি রুটি এবং কয়েকটি ছোটো মাছ আছে।"

৩৫অতঃপর তিনি লোকদের মাটির ওপর বসতে হুকুম দিলেন। ৩৬তিনি সেই সাতটি রুটি ও মাছগুলো নিলেন। তারপর শুকরিয়া জানিয়ে তা ভাংলেন ও সাহাবিদের হাতে দিলেন আর সাহাবিরা তা লোকদের দিলেন। ৩৭লোকেরা সকলে পেট ভরে খেলো। পরে তারা পড়ে থাকা টুকরোগুলো কুড়িয়ে সাতটি টুকরি পূর্ণ করলেন। ৩৮যারা খেয়েছিলো তাদের মধ্যে মহিলা ও শিশু বাদে পুরুষের সংখ্যা ছিলো চার হাজার। ৩৯অতঃপর তিনি লোকদের বিদায় করে নৌকায় চড়ে মগ্‌দন এলাকায় গেলেন।

রুকু ১৬

১ফরিসি ও সদ্দুকিরা এসে তাঁকে পরীক্ষা করার জন্য তাঁর কাছে বেহেস্ত থেকে একটি মোজেজা দেখতে চাইলেন। ২তিনি তাদের জবাব দিলেন, "সন্ধ্যা হলে তোমরা বলে থাকো, 'আকাশটা লাল, সুতরাং আবহাওয়া ভালোই থাকবে।' ৩আবার

সকালে বলো, 'আজ ঝড় হবেই, কারণ আকাশটা লাল ও অন্ধকার।' আকাশের অবস্থা তোমরা ঠিকই বুঝতে পারো কিন্তু
সময়ের চিহ্ন বুঝতে পারো না। ৪এই খারাপ ও অবিশ্বস্ত জাতি মোজেজা দেখতে চায় কিন্তু হযরত ইউনুস আ.-র চিহ্ন ছাড়া
কোনো মোজেজাই এদের দেখানো হবে না।" অতঃপর তিনি তাদের ছেড়ে চলে গেলেন।

৫লেকের ওপারে পৌঁছে হাওয়ারিরা দেখলেন যে, তারা রুটি নিতে ভুলে গেছেন। ৬হযরত ইসা আ. তাদের বললেন,
"তোমরা সতর্ক থাকো, ফরিসি ও সদ্দুকিদের খামি থেকে সাবধান হও।" ৭তারা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতে লাগলেন,
"আমরা রুটি আনিনি বলে উনি একথা বলছেন।"

৮কিন্তু হযরত ইসা আ. বিষয়টি বুঝতে পেরে তাদের বললেন, "দুর্বল বিশ্বাসীর দল, তোমরা নিজেদের মধ্যে কেনো বলাবলি
করছো যে, তোমাদের কাছে রুটি নেই? ৯তোমরা কি এখনো অনুভব করতে পারোনি? তোমাদের কি মনে নেই সেই পাঁচ
হাজার লোকের জন্য পাঁচটি রুটির কথা, আর তোমরা কতোটি ঝুড়ি পূর্ণ করেছিলে? ১০কিংবা সেই চার হাজার লোকের জন্য
সাতটি রুটির কথা, আর কতোটি টুকরি তোমরা পূর্ণ করেছিলে?

১১কেনো তোমরা বুঝতে পারলে না যে, আমি তোমাদেরকে রুটির বিষয়ে বলিনি? ফরিসি ও সদ্দুকিদের খামি থেকে
সাবধান হও!" ১২তখন তারা বুঝতে পারলেন যে, তিনি রুটির খামি থেকে নয়, বরং ফরিসি ও সদ্দুকিদের শিক্ষা থেকে
সাবধান থাকতে বলেছেন।

১৩অতঃপর হযরত ইসা আ. যখন কৈসরিয়া-ফিলিপি এলাকায় গেলেন, তখন তিনি তাঁর হাওয়ারিদেরকে জিজ্ঞেস করলেন,
"ইবনুল-ইনসান কে? এ-বিষয়ে লোকে কী বলে?" ১৪তারা বললেন, "কেউ কেউ বলে, হযরত ইয়াহিয়া নবি; কেউ কেউ
বলে, হযরত ইলিয়াস নবি; আবার কেউ কেউ বলে, হযরত ইয়ারমিয়া নবি অথবা নবিদের মধ্যে একজন।" ১৫তিনি তাদের
বললেন, "কিন্তু তোমরা কী বলো, আমি কে?" ১৬হযরত সাফওয়ান রা. উত্তর দিলেন, "নিশ্চয়ই আপনি মহিমান্বিত আল্লাহর
মসিহ, তাঁর একান্ত প্রিয় মনোনীতজন।"

১৭হযরত ইসা আ. তাকে বললেন, "হযরত সাফওয়ান ইবনে ইউনুস, তুমি রহমতপ্রাপ্ত! কারণ রক্তমাংসে গড়া কোনো
মানুষ নয়, বরং আমার প্রতিপালকই তোমার কাছে এটি প্রকাশ করেছেন। ১৮এবং আমি তোমাকে বলছি, তুমি পিতর, আর
এই পাথরের উপরেই আমি আমার উম্মাহ গড়ে তুলবো। শয়তানের কোনো শক্তিই তার ওপর বিজয়ী হতে পারবে না।
১৯আমি তোমাকে বেহেস্তি রাজ্যের চাবিগুলো দেবো। তুমি এই দুনিয়াতে যা বাঁধবে তা বেহেস্তেও বেঁধে রাখা হবে আর যা
খুলবে তা বেহেস্তেও খুলে দেয়া হবে।" ২০অতঃপর তিনি হাওয়ারিদেরকে কড়া হুকুম দিলেন, যেনো তারা কাউকেই না বলেন
যে, তিনিই মসিহ।

২১সেই সময় থেকে হযরত ইসা আ. তাঁর হাওয়ারিদেরকে স্পষ্টভাবে জানাতে লাগলেন যে, তাঁকে অবশ্যই জেরুসালেমে
যেতে হবে।

বুজুর্গদের, প্রধান ইমামদের ও আলিমদের হাতে অনেক কষ্টভোগ করতে হবে। তাঁকে মেরে ফেলা হবে এবং তৃতীয় দিনে
তাঁকে মৃত থেকে জীবিত হয়ে উঠতে হবে।

২২তখন হযরত সাফওয়ান রা. তাঁকে একপাশে নিয়ে গিয়ে অনুযোগ করতে লাগলেন। বললেন, "হুজুর, আল্লাহ না করুন!
আপনার ওপর কখনোই এরকম না ঘটুক!" ২৩কিন্তু তিনি পেছন ফিরে পিতরকে বললেন, "আমার কাছ থেকে দূর হও
শয়তান! তুমি আমার পথের বাধা। কারণ তুমি আল্লাহর ইচ্ছা মতো ভাবছো না কিন্তু মানুষের মতোই ভাবছো।"

২৪অতঃপর হযরত ইসা আ. তাঁর হাওয়ারিদেরকে বললেন, "যদি কেউ আমার অনুসারী হতে চায়, তাহলে সে নিজেকে
অস্বীকার করুক এবং নিজের সলিব বহন করে আমাকে অনুসরণ করুক। ২৫কারণ যে-ব্যক্তি তার নিজের জীবন রক্ষা করতে
চায়, সে তা হারাবে; কিন্তু যে আমার জন্য নিজের জীবন হারায়, সে তা ফিরে পাবে। ২৬কেউ যদি গোটা দুনিয়া লাভ করেও
তার জীবন হারায়, তাহলে তার কী লাভ হলো? আসলে, জীবন ফিরে পাবার জন্য মানুষ কী দিতে পারে?

২৭ইবনুল-ইনসান তাঁর ফেরেস্তাদের সাথে নিয়ে তাঁর প্রতিপালকের মহিমায় মহিমান্বিত হয়ে আসবেন এবং তখন তিনি
প্রত্যেককে তার কাজ অনুসারে ফল দেবেন। ২৮আমি তোমাদের সত্যিই বলছি, এখানে এমন কয়েকজন দাঁড়িয়ে আছে, যারা
ইবনুল-ইনসানকে তাঁর রাজ্যে আসতে না দেখা পর্যন্ত মরবে না।"

রুকু ১৭

১ছ'দিন পর হযরত ইসা আ. হযরত পিতর রা., হযরত ইয়াকুব রা. ও তার ভাই হযরত ইউহোন্না রা.কে সাথে নিয়ে একটি উঁচু পাহাড়ে গেলেন। ২তাদের সামনে তিনি রূপান্তরিত হলেন এবং তাঁর মুখ সূর্যের মতো উজ্জ্বল দেখাচ্ছিলো। তাঁর জামাকাপড় চোখ ঝলসানো সাদা হয়ে গেলো। ৩হঠাৎ করে সেখানে তাদের সামনে হযরত ইলিয়াস আ. ও হযরত মুসা আ. উপস্থিত হলেন। তারা তাঁর সাথে কথা বলছিলেন।

৪তখন হযরত পিতর রা. হযরত ইসা আ.কে বললেন, "হুজুর, ভালোই হয়েছে যে, আমরা এখানে আছি।
আপনি যদি চান, তাহলে আমি এখানে তিনটে কুঁড়েঘর তৈরি করি– একটি আপনার, একটি হযরত মুসা আ.র ও একটি হযরত ইলিয়াস আ.র জন্য।" ৫তিনি তখনো কথা বলছেন, এমন সময় একখন্ড উজ্জ্বল মেঘ এসে তাদের ঢেকে ফেললো; আর সেই মেঘ থেকে একথা শোনা গেলো, "এ-ই আমার একান্ত প্রিয় মনোনীতজন, এর ওপর আমি খুবই সন্তুষ্ট। তোমরা এর কথা শোনো।"

৬একথা শুনে হাওয়ারিরা ভীষণ ভয় পেয়ে মাটিতে উবুড় হয়ে পড়লেন। ৭কিন্তু হযরত ইসা আ. এসে তাদের ছুঁয়ে বললেন, "ওঠো, ভয় করো না।" ৮তখন তারা ওপরের দিকে তাকিয়ে ইসাকে ছাড়া আর কাউকেই দেখতে পেলেন না। ৯পাহাড় থেকে নেমে আসার সময় হযরত ইসা আ. তাদের হুকুম দিলেন, "তোমরা যা দেখলে, ইবনুল-ইনসান মৃত থেকে জীবিত হয়ে না ওঠা পর্যন্ত তা কাউকেই বলো না।"

১০হাওয়ারিরা তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, "আলিমরা কেনো বলেন, প্রথমে হযরত ইলিয়াস আ.কে আসতে হবে?" ১১তিনি তাদের উত্তর দিলেন, "প্রথমে হযরত ইলিয়াস আ. এসে সবকিছু আগের অবস্থায় ফিরিয়ে আনবেন। ১২কিন্তু আমি তোমাদের বলছি, হযরত ইলিয়াস আ. এসেছিলেন, তবুও তারা তাকে চিনতে পারেনি এবং তারা তার প্রতি যা ইচ্ছা তাই করেছে। একইভাবে ইবনুল-ইনসানও তাদের হাতে কষ্টভোগ করবেন।" ১৩তখন হাওয়ারিরা বুঝতে পারলেন যে, তিনি তাদের কাছে হযরত ইয়াহিয়া নবির বিষয়ে বলছেন।

১৪অতঃপর তারা যখন সমবেত লোকদের কাছে ফিরে এলেন, তখন এক লোক তাঁর সামনে এসে নতজানু হয়ে বললো, ১৫"হুজুর, আমার ছেলেটির প্রতি রহম করুন। সে মৃগীরোগে খুব কষ্ট পাচ্ছে। প্রায়ই সে আগুন ও পানিতে পড়ে যায়। ১৬আমি তাকে আপনার হাওয়ারিদের কাছে এনেছিলাম কিন্তু তারা তাকে সুস্থ করতে পারলেন না।"

১৭হযরত ইসা আ. বললেন, "অবিশ্বাসী ও বিপথগামীর দল! আর কতোদিন আমি তোমাদের সাথে থাকবো? আর কতোদিন তোমাদের সহ্য করবো? তাকে আমার কাছে আনো।" ১৮তারপর হযরত ইসা আ. ভূতকে ধমক দিলে সে ছেলেটির ভেতর থেকে বেরিয়ে গেলো এবং ছেলেটি তখনই সুস্থ হয়ে গেলো।

১৯অতঃপর হাওয়ারিরা গোপনে হযরত ইসা আ.র কাছে এসে জিজ্ঞেস করলেন, "আমরা তাকে ছাড়াতে পারলাম না কেনো?" ২০তিনি তাদের বললেন, "তোমাদের ইমান অল্প বলেই পারলে না। আমি তোমাদের সত্যিই বলছি, একটি সরিষার মতো ইমান যদি তোমাদের থাকে, তাহলে তোমরা এই পাহাড়কে বলবে, 'এখান থেকে সরে ওখানে যাও,' আর তাতে তা সরে যাবে। তোমাদের পক্ষে কিছুই অসম্ভব হবে না।"

২১,২২গালিলে একত্রিত হওয়ার সময় হযরত ইসা আ. তাদের বললেন, "ইবনুল-ইনসানকে তাদের হাতে তুলে দেয়া হবে। ২৩তারা তাঁকে হত্যা করবে এবং তিন দিনের দিন তিনি আবার জীবিত হয়ে উঠবেন।" এতে তারা খুবই দুঃখিত হলেন।

২৪অতঃপর তারা কফরনাহুমে এলে বায়তুল-মোকাদ্দসের কর আদায়কারীরা হযরত পিতর রা.-র কাছে এসে বললেন, "আপনাদের শিক্ষক কি বায়তুল-মোকাদ্দসের কর দেন না?" ২৫তিনি বললেন, "হ্যাঁ, দেন।" হযরত পিতর রা. ঘরে ঢুকে কিছু বলার আগেই হযরত ইসা আ. তাকে জিজ্ঞেস করলেন, "সাফওয়ান, তুমি কী মনে করো? এই দুনিয়ার বাদশারা কাদের কাছ থেকে কর বা টোল আদায় করে থাকেন? নিজের সন্তানদের, নাকি অন্যদের কাছ থেকে?" ২৬হযরত পিতর রা. বললেন, "অন্যদের কাছ থেকে।" তখন হযরত ইসা আ. তাকে বললেন, "তাহলে সন্তানেরা তো স্বাধীন। ২৭তবুও আমরা যেনো তাদের জন্য কোনো সমস্যা সৃষ্টি না করি। সেজন্য তুমি গিয়ে লেকে বড়শি ফেলো। তাতে প্রথমে যে-মাছটি উঠবে, সেটি ধরে তার মুখ খুললে তুমি একটি রুপার মুদ্রা পাবে; ওটা নিয়ে গিয়ে তোমার ও আমার কর হিসেবে তাদের দিয়ে এসো।"

রুকু ১৮

১সেই সময় হাওয়ারিরা হযরত ইসা আ.র কাছে এসে জিজ্ঞেস করলেন, বেহেস্তি রাজ্যে কে সর্বশ্রেষ্ঠ?" ২তিনি একটি
শিশুকে ডেকে তাদের মাঝে দাঁড় করালেন ৩এবং বললেন, "আমি তোমাদের সত্যিই বলছি, তোমরা যদি পরিবর্তীত না হও
এবং শিশুদের মতো না হয়ে ওঠো, তাহলে কোনোভাবেই বেহেস্তি রাজ্যে ঢুকতে পারবে না। ৪যে কেউ এই শিশুর মতো
নিজেকে নম্র করে, সে-ই বেহেস্তি রাজ্যে সব থেকে শ্রেষ্ঠ।

৫যে কেউ আমার নামে এর মতো কোনো শিশুকে গ্রহণ করে, সে আমাকেই গ্রহণ করে। ৬কেউ যদি আমার ওপর
ইমানদার এই ছোটোদের মধ্যে কারো পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়, তাহলে নিজের গলায় নিজে পাথর বেঁধে সাগরে ডুবে মরাই
বরং তার জন্য ভালো। ৭হায় এই বাধায় ভরা দুনিয়া! বাধা অবশ্য আসবেই, তবুও আফসোস তার জন্য, যার মধ্য দিয়ে সেই
বাধা আসবে!

৮তোমার হাত বা পাঁ যদি তোমার বাধার কারণ হয়, তাহলে তা কেটে ফেলে দাও। দু'হাত ও দু'পা নিয়ে জাহান্নামে
যাওয়ার চেয়ে বরং নুলা বা খোঁড়া হয়ে জান্নাতে ঢোকা তোমার পক্ষে উত্তম। ৯তোমার চোখ যদি তোমার বাধার কারণ হয়,
তাহলে তা তুলে ফেলে দাও। দু'চোখ নিয়ে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হওয়ার চেয়ে বরং কানা হয়ে জান্নাতে ঢোকা তোমার পক্ষে
উত্তম। ১০দেখো, তোমরা এই ছোটোদের মধ্যে একজনকেও তুচ্ছো করো না; কারণ আমি তোমাদের বলছি, জান্নাতে তাদের
ফেরেস্তারা সব সময় আমার প্রতিপালকের মুখ দেখছেন।

১২তোমরা কী মনে করো? কোনো লোকের যদি একশোটি ভেড়া থাকে এবং সেগুলোর মধ্যে একটি যদি হারিয়ে যায়,
তাহলে সে কি নিরানব্বইটিকে পাহাড়ে রেখে যেটি হারিয়ে গেছে সেটিকে খুঁজতে যায় না? ১৩আমি তোমাদের সত্যিই বলছি,
যদি সে সেটি খুঁজে পায়, তাহলে যে-নিরানব্বইটি হারিয়ে যায়নি, সেগুলোর চেয়ে বরং সেটির জন্যই সে বেশি আনন্দ করে।
১৪ঠিক সেভাবে এই ছোটোদের মধ্যে একজনও নষ্ট হোক, তোমাদের প্রতিপালক তা চান না।

১৫তোমার ভাই বা বোন যদি তোমার বিরুদ্ধে অন্যায় করে, তাহলে তার কাছে গিয়ে গোপনে তার দোষ দেখিয়ে দিয়ো।
যদি সে তোমার কথা শোনে, তাহলে তো তুমি তোমার ভাইকে ফিরে পেলে। ১৬কিন্তু যদি সে না শোনে, তাহলে অন্য দু'-
একজনকে তোমার সাথে নিয়ে যেয়ো, যেনো দু'-তিনজন সাক্ষীর সাহায্যে সমস্ত বিষয়ের একটি সমাধান হয়। যদি সে
তাদের কথাও না শোনে, তাহলে সমাজকে বলো। ১৭আর যদি সমাজের কথাও না শোনে, তাহলে সে তোমার কাছে অইহুদি
কিংবা কর-আদায়কারীর মতো হোক।
১৮আমি তোমাদের সত্যিই বলছি, তোমরা দুনিয়াতে যা বাঁধবে তা জান্নাতেও বেঁধে রাখা হবে; এবং তোমরা দুনিয়াতে যা
খুলবে তা জান্নাতেও খুলে দেয়া হবে।

১৯আবারো আমি তোমাদের সত্যি করে বলছি, এই দুনিয়ায় তোমাদের মধ্যে দু'জন যদি একমত হয়ে কোনো বিষয়ে
মোনাজাত করে, তাহলে আমার প্রতিপালক তোমাদেরকে তা দেবেন। ২০কারণ যেখানে দুই বা তিনজন আমার নামে একত্রিত
হয়, সেখানে আমি তাদের মধ্যে উপস্থিত থাকি।"

২১তখন পিতর এসে তাঁকে বললেন, "হুজুর, আমার ভাই বারবার আমার বিরুদ্ধে অন্যায় করলে আমি তাকে কতোবার
মাফ করবো? সাতবার কি?" ২২হযরত ইসা আ. তাকে বললেন, "কেবল সাতবার নয় কিন্তু আমি তোমাকে সত্তরগুণ সাতবার
মাফ করতে বলি।

২৩এজন্য বেহেস্তি রাজ্যকে এমন এক বাদশার সাথে তুলনা করা চলে, যিনি তার গোলামদের কাছে হিসেব চাইলেন।
২৪তিনি যখন হিসেব নিতে আরম্ভ করলেন, তখন তাদের মধ্য থেকে এমন একজনকে আনা হলো, যে বাদশার কাছ থেকে
দশ হাজার দিনার ঋণ নিয়েছিলো। ২৫কিন্তু তার ফেরত দেবার ক্ষমতা না থাকায় বাদশা তার স্ত্রী, ছেলেমেয়ে এবং যাবতীয়
সম্পদের সাথে তাকে বিক্রি করে ঋণ আদায় করার হুকুম দিলেন। ২৬তাতে সেই গোলাম নতজানু হয়ে তার পায়ে ধরে
বললো, 'আমার ওপর দয়া করুন, আপনাকে আমি সবই ফেরত দিয়ে দেবো।' ২৭তখন বাদশা দয়ায় পূর্ণ হয়ে সেই
গোলামকে ছেড়ে দিলেন এবং তার ঋণও মাফ করে দিলেন।

২৮কিন্তু সেই গোলাম বাইরে গিয়ে তার এক সহগোলামকে দেখতে পেলো, যে তার কাছ থেকে একশো দিনার ঋণ
নিয়েছিলো। সে তার গলা টিপে ধরে বললো, 'তোমার ঋণ ফেরত দাও।' ২৯সেই গোলামটি তখন তার পায়ে পড়ে তাকে

অনুরোধ করে বললো, 'আমার ওপর দয়া করো, আমি তোমাকে অবশ্যই সব ফেরত দিয়ে দেবো।' ৩০কিন্তু সে রাজি হলো না, বরং ঋণ ফেরত না দেয়া পর্যন্ত তাকে জেলখানায় বন্দি করে রাখলো।

৩১এই ঘটনা দেখে তার সহগোলামরা খুবই দুঃখ পেলো এবং তারা গিয়ে তাদের বাদশাকে সবকিছু জানালো। ৩২তখন বাদশা তাকে ডেকে বললেন, 'দুষ্ট গোলাম!

তুমি আমাকে অনুরোধ করেছিলে বলে আমি তোমার সব ঋণ মাফ করে দিয়েছিলাম। ৩৩আমি তোমার প্রতি যেমন দয়া করেছিলাম, তোমার সহকর্মীর প্রতি তেমনই দয়া করা কি তোমার উচিত ছিলো না?'

৩৪অতঃপর বাদশা রাগ হয়ে তাকে কারারক্ষীদের হাতে তুলে দিলেন। যতোক্ষণ না সে তার সমস্ত ঋণ ফেরত দেয়, ততোক্ষণ তার ওপর নির্যাতন করার জন্য বললেন। ৩৫সুতরাং তোমরা প্রত্যেকে যদি তোমাদের ভাইবোনকে অন্তর থেকে মাফ না করো, তাহলে আমার প্রতিপালকও তোমাদের ওপর ওরকমই করবেন।"

রুকু ১৯

১এসব কথা বলা শেষ করে হযরত ইসা আ. গালিল ছেড়ে জর্দান নদীর ওপারে ইহুদিয়ায় গেলেন। ২হাজার হাজার মানুষ তাঁর পেছনে পেছনে চললো আর তিনি সেখানে তাদের সুস্থ করলেন। ৩কয়েকজন ফরিসি এসে তাঁকে পরীক্ষা করার জন্য জিজ্ঞেস করলেন, "যে-কোনো কারণে স্ত্রীকে তালাক দেয়া কি শরিয়ত-সম্মত?" ৪উত্তরে তিনি বললেন, "আপনারা কি পড়েননি, প্রথমে যিনি তাদের সৃষ্টি করেছিলেন, তিনি 'তাদের পুরুষ ও মহিলা করে সৃষ্টি করেছিলেন,' এবং বলেছিলেন– ৫'এজন্যই মানুষ তার বাবা-মাকে ছেড়ে নিজের স্ত্রীর সাথে যুক্ত হবে আর তারা দু'জন একদেহ হবে।' ৬সুতরাং তারা আর দুই নয় কিন্তু একদেহ। এজন্য আল্লাহ যা যুক্ত করেছেন, মানুষ তা আলাদা না করুক।"

৭তারা তাঁকে বললেন, "তাহলে হযরত মুসা আ. কেনো আমাদেরকে তালাকনামা দিয়ে স্ত্রীকে তালাক দেবার হুকুম দিয়েছেন?" ৮তিনি তাদের বললেন, "আপনাদের হৃদয় খুব কঠিন বলেই স্ত্রীকে তালাক দিতে হযরত মুসা আ. আপনাদের অনুমতি দিয়েছেন। ৯কিন্তু প্রথম থেকে এমনটি ছিলো না। আমি আপনাদের বলছি, যে কেউ জিনার অপরাধ ছাড়া অন্য কোনো কারণে স্ত্রীকে তালাক দেয় এবং অন্যকে বিয়ে করে, সে জিনা করে।" ১০সাহাবিরা তাঁকে বললেন, "স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক যদি এরকমই হয়, তাহলে তো বিয়ে না করাই ভালো।" ১১তিনি তাদের বললেন, "সকলে একথা মেনে নিতে পারে না; কেবল যাদের সে-ক্ষমতা দেয়া হয়েছে তারাই পারে।

১২এমন খোজারা আছে, যারা জন্ম থেকেই এমন। আবার এমন খোজারা আছে, মানুষ যাদের খোজা করেছে। আবার এমন খোজারাও আছে, যারা বেহেস্তি রাজ্যের জন্য নিজেদের খোজা করে রেখেছে। একথা যে মানতে পারে, সে মানুক।"

১৩অতঃপর শিশুদেরকে তাঁর কাছে নিয়ে আসা হলো, যেনো তিনি তাদের মাথায় হাত রেখে দোয়া করেন। কিন্তু যারা তাদের নিয়ে এসেছিলো, হাওয়ারিরা তাদের তিরস্কার করতে লাগলেন। ১৪কিন্তু হযরত ইসা আ. বললেন, "শিশুদেরকে আমার কাছে আসতে দাও, বাধা দিয়ো না; কারণ বেহেস্তি রাজ্য এদের মতো লোকদেরই।" ১৫এবং তিনি তাদের মাথার ওপর হাত রেখে সেখান থেকে চলে গেলেন।

১৬অতঃপর কোনো এক লোক এসে তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, "হুজুর, বেহেস্তে যেতে হলে আমাকে কোন কোন ভালো কাজ করতে হবে?" ১৭তিনি তাকে বললেন, "আমাকে ভালোর বিষয়ে জিজ্ঞেস করছো কেনো? ভালো মাত্র একজনই আছেন। যদি তুমি বেহেস্তে যেতে চাও, তাহলে হুকুমগুলো পালন করো।" ১৮তিনি তাঁকে বললেন, "কোন কোন হুকুম?" হযরত ইসা আ. বললেন, "খুন করো না, জিনা করো না, চুরি করো না, মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়ো না, ১৯বাবা-মাকে সম্মান করো এবং তোমার প্রতিবেশীকে নিজের মতো মহব্বত কোরো।" ২০যুবকটি তাঁকে বললেন, "আমি এর সবই পালন করে আসছি; আমার আর কী বাকি আছে?" ২১হযরত ইসা আ. তাকে বললেন, "যদি তুমি খাঁটি হতে চাও, তাহলে যাও, তোমার সমস্ত সম্পত্তি বিক্রি করে গরিবদের দান করে দাও; তাতে তুমি বেহেস্তে ধন পাবে। তারপর এসে আমাকে অনুসরণ কোরো।" ২২একথা শুনে যুবকটি দুঃখিত হয়ে চলে গেলো, কারণ তার অনেক ধন-সম্পত্তি ছিলো।

২৩তখন হযরত ইসা আ. তাঁর সাহাবিদেরকে বললেন, "আমি তোমাদের সত্যিই বলছি, ধনীদের পক্ষে বেহেস্তি রাজ্যে ঢোকা কঠিন হবে। ২৪আমি তোমাদের আবারো বলছি, ধনীর পক্ষে বেহেস্তি রাজ্যে ঢোকার চেয়ে সুচের ছিদ্র দিয়ে উটের চলে যাওয়া সহজ।" ২৫একথা শুনে সাহাবিরা আরো অবাক হয়ে বললেন, "তাহলে কে নাজাত পাবে!"

২৬হযরত ইসা আ. তাদের দিকে তাকিয়ে বললেন, “মানুষের পক্ষে এটি অসম্ভব কিন্তু আল্লাহর পক্ষে সবই সম্ভব।”
২৭তখন হযরত সাফওয়ান রা.-পিতর তাঁকে বললেন, “দেখুন, আমরা তো সবকিছু ছেড়ে দিয়ে আপনার অনুসারী হয়েছি,
তাহলে আমরা কী পাবো?” ২৮হযরত ইসা আ. তাদের বললেন, “আমি তোমাদের সত্যিই বলছি, সবকিছুই যখন আবার
নতুন করে সৃষ্টি করা হবে, ইবনুল-ইনসান যখন তাঁর মহিমার সিংহাসনে বসবেন, তখন তোমরা যারা আমার অনুসারী,
তোমরাও বারোটি সিংহাসনে বসে ইস্রাইলের বারো বংশের বিচার করবে।
২৯আর যে কেউ আমার নামের জন্য বাড়িঘর, ভাইবোন, বাবামা, ছেলেমেয়ে ও জায়গাজমি ছেড়ে দিয়েছে, সে তার
একশো গুণ বেশি পাবে এবং পরকালে জান্নাতবাসী হবে। ৩০কিন্তু যারা প্রথমে আছে, তাদের মধ্যে অনেকে শেষে পড়বে আর
যারা শেষে আছে, তারা প্রথম হবে।

রুকু ২০

১বেহেস্তি রাজ্য এমন একজন জমির মালিকের মতো, যে তার আঙুরক্ষেতের কাজে মজুর ঠিক করার জন্য খুব সকালে
বাইরে গেলো। ২সে মজুরদের সাথে দিন-প্রতি এক দিনার মজুরি ঠিক করে তাদেরকে তার আঙুরক্ষেতে পাঠিয়ে দিলো।
৩প্রায় ন'টায় সে আবার বাইরে গেলো এবং আরো কয়েকজন মজুরকে বাজারে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলো। ৪সে তাদের
বললো, ‘তোমরাও আঙুরক্ষেতে যাও, আমি তোমাদের উপযুক্ত মজুরি দেবো।’ ৫সুতরাং তারা গেলো। আবার সে প্রায়
বারোটা ও তিনটায় বাইরে গিয়ে ওই একই কাজ করলো। ৬এবং প্রায় পাঁচটায় বাইরে গিয়ে সে অন্য কয়েকজনকে দাঁড়িয়ে
থাকতে দেখলো। সে তাদের বললো, ‘তোমরা সারাদিন এখানে বেকার দাঁড়িয়ে আছো কেনো?’ ৭তারা তাকে বললো, ‘কেউ
আমাদের কাজে লাগায়নি।’ সে তাদের বললো, ‘তোমরাও আঙুরক্ষেতে যাও।’
৮দিনের শেষে আঙুরক্ষেতের মালিক তার ম্যানেজারকে বললো, ‘মুজুরদের ডেকে শেষজন থেকে আরম্ভ করে প্রথমজন
পর্যন্ত প্রত্যেককে মজুরি দাও।’ ৯যাদের প্রায় পাঁচটার সময় ঠিক করা হয়েছিলো, তারা এসে প্রত্যেকে এক দিনার করে
পেলো।
১০প্রথমে যারা কাজে গিয়েছিলো, তারা ভাবলো যে, তারা বেশি পাবে; কিন্তু তারাও প্রত্যেকে এক দিনার করেই পেলো।
১১এতে তারা জমির মালিকের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে বলতে লাগলো, ১২‘যারা সব শেষে কাজে এসেছিলো, তারা মাত্র এক
ঘন্টা কাজ করেছে, আর আমরা রোদে পুড়ে সারাদিন কঠোর পরিশ্রম করেছি, অথচ আপনি তাদেরকে আমাদের সমান
করলেন।’
১৩সে তাদের মধ্যে একজনকে বললো, ‘বন্ধু, আমি তো তোমার প্রতি কোনো অন্যায় করিনি। তুমি কি আমার কাছে এক
দিনারে কাজ করতে রাজি হওনি? ১৪তোমার পাওনা নিয়ে চলে যাও। আমি ঠিক করেছি যে, তোমাকে যা দিয়েছি, শেষের
জনকেও তাই দেবো। ১৫যা আমার নিজের তা আমার খুশিমতো ব্যবহার করার অধিকার কি আমার নেই? নাকি আমি দয়ালু
বলে তোমার হিংসা হচ্ছে?’ ১৬এভাবে যারা শেষের, তারা প্রথম হবে আর যারা প্রথম, তারা শেষে পড়বে।”
১৭পরে হযরত ইসা আ. যখন জেরুসালেমের পথে এগিয়ে যাচ্ছেন, তখন পথ চলতে চলতে তিনি তাঁর বারোজন
হাওয়ারিকে একপাশে ডেকে নিয়ে বললেন, ১৮“দেখো, আমরা জেরুসালেমে যাচ্ছি। সেখানে ইবনুল-ইনসানকে প্রধান
ইমামদের ও আলিমদের হাতে তুলে দেয়া হবে। তারা তাঁকে মৃত্যুর উপযুক্ত বলে দোষী করবে। তারপর তারা তাঁকে ঠাট্টা-
বিদ্রূপ করার, চাবুক মারার ১৯এবং সলিবে হত্যা করার জন্য অইহুদিদের হাতে দেবে। আর তিন দিনের দিন তিনি আবার
জীবিত হয়ে উঠবেন।”
২০অতঃপর সিবদিয়ের ছেলেদের মা তার ছেলেদের নিয়ে হযরত ইসা আ.র কাছে এলেন এবং নতজানু হয়ে তাঁর কাছে
দয়া চাইলেন। ২১তিনি তাকে বললেন, “তুমি কী চাও?” তিনি বললেন, “আপনি এই ঘোষণা দিন যে, আপনার রাজ্যে আমার
দুই ছেলের একজন আপনার ডান পাশে আর অন্যজন বাঁ পাশে বসবে।” ২২কিন্তু হযরত ইসা আ. বললেন, “তোমরা যা
চাচ্ছো তা তোমরা জানো না। যে-গ্লাসে আমি পান করতে যাচ্ছি তাতে কি তোমরা পান করতে পারো? তারা তাঁকে বললেন,
“হ্যাঁ, আমরা পারি।”

[২৩]তখন হযরত ইসা আ. তাদের বললেন, "যে-গ্লাসে আমি পান করবো, তোমরা অবশ্যই তাতে পান করবে; কিন্তু আমার প্রতিপালক যাদের জন্য স্থান নির্ধারণ করে দিয়েছেন, তাদের ছাড়া অন্য কাউকেই আমার ডান কিংবা বাঁ পাশে বসতে দেবার অধিকার আমার নেই।"

[২৪]বাকি দশজন এসব কথা শুনে ওই দুই ভাইয়ের ওপর বিরক্ত হলেন। [২৫]তখন ইসা তাদেরকে কাছে ডেকে বললেন, "তোমরা জানো যে, অইহুদিদের শাসনকর্তারা তাদের ওপর প্রভুত্ব করে এবং তাদের নেতারা তাদের ওপর নির্দয়ের মতো হুকুম চালায়। [২৬]তোমাদের তা হওয়া উচিত নয়। তোমাদের মধ্যে যে বড়ো হতে চায়, তাকে অবশ্যই তোমাদের সেবাকারী হতে হবে। [২৭]আর তোমাদের মধ্যে যে মহান হতে চায়, তাকে অবশ্যই তোমাদের গোলাম হতে হবে। [২৮]একইভাবে ইবনুল-ইনসান সেবা পেতে আসেননি কিন্তু সেবা করতে এবং অনেক মানুষের মুক্তির মূল্য হিসেবে নিজের জীবন দিতে এসেছেন।"

[২৯]তারা জিরিহো ছেড়ে যাবার সময় অনেক মানুষ হযরত ইসা আ.র পেছনে পেছনে চললো। [৩০]সেখানে পথের ধারে দু'জন অন্ধ বসে ছিলো। হযরত ইসা আ. সেই পথ দিয়ে যাচ্ছেন শুনে তারা চিৎকার করে বলতে লাগলো, "হুজুর, হযরত দাউদ আ.র বংশধর, আমাদের প্রতি রহম করুন!" [৩১]এতে অনেকে তাদের ধমক দিলো, যেনো তারা চুপ করে। কিন্তু তারা আরো জোরে চিৎকার করে বললো, "হুজুর, দাউদের বংশধর, আমাদের প্রতি রহম করুন!" [৩২]তখন হযরত ইসা আ.দাঁড়ালেন এবং তাদের ডেকে বললেন, "তোমারা কী চাও? আমি তোমাদের জন্য কী করবো?"

[৩৩]তারা তাঁকে বললো, "হুজুর, আমাদের চোখ যেনো খুলে যায়।" [৩৪]তখন মমতায় পূর্ণ হয়ে হযরত ইসা আ. তাদের চোখ ছুঁলেন। আর তখনই আবার তারা তাদের দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেলো এবং তাঁকে অনুসরণ করলো।

রুকু ২১

[১]তারা জেরুসালেমের কাছে জৈতুন পাহাড়ের বৈতফগি গ্রামে এলে হযরত ইসা আ. তাঁর দু'জন হাওয়ারিকে এই বলে পাঠিয়ে দিলেন, "তোমরা সামনের গ্রামে যাও।

[২]গ্রামে ঢোকার সাথে সাথে সেখানে বাঁধা অবস্থায় একটি গাধা দেখতে পাবে এবং একটি বাচ্চাও তার সাথে আছে। তাদের খুলে আমার কাছে নিয়ে এসো। [৩]যদি তোমাদের কেউ কিছু বলে, তাহলে শুধু বলো, 'এগুলোকে হুজুরের দরকার আছে,' তিনি এগুলো তাড়াতাড়ি ফিরিয়ে দেবেন।"

[৪]এমন হলো যেনো নবির মধ্য দিয়ে বলা একথা পূর্ণ হয়– [৫]"'তোমরা সিয়োন-কন্যাকে বলো, 'দেখো, তোমার বাদশা তোমার কাছে আসছেন। তিনি নম্র এবং গাধার ওপর বসা, বাচ্চা-গাধার ওপর বসা।'"

[৬]হাওয়ারিদেরকে হযরত ইসা আ. যেমন হুকুম দিয়েছিলেন, তারা গিয়ে তেমনই করলেন। [৭]তারা সেই গাধা ও বাচ্চা-গাধাটি আনলেন এবং তাদের গায়ের চাদর তার ওপর পেতে দিলেন। অতঃপর তিনি তার ওপর উঠে বসলেন। [৮]অনেকে তাদের গায়ের চাদর রাস্তার ওপর বিছিয়ে দিলো। অন্যেরা গাছপালা থেকে ডাল কেটে এনে পথের ওপর বিছিয়ে দিলো। [৯]জনতা, যারা তাঁর সামনে ও পেছনে যাচ্ছিলো, চিৎকার করে বলতে লাগলো– "হোশান্না দাউদ-সন্তান! আল্লাহর নামে যিনি আসছেন, তিনি রহমতপ্রাপ্ত! জান্নাতুল ফেরদাউসেও হোশান্না!"

[১০]অতঃপর তিনি জেরুসালেমে ঢোকার পর সারাটা শহরে হৈচৈ পড়ে গেলো। সকলে জিজ্ঞেস করতে লাগলো, "ইনি কে?" [১১]জনতা বলতে থাকলো, "ইনি গালিলের নাসরত গ্রামের নবি ইসা ইবনে মরিয়ম।"

[১২]অতঃপর হযরত ইসা আ. বায়তুল-মোকাদ্দসে ঢুকলেন এবং সেখানে যারা বেচাকেনা করছিলো, তাদের তাড়িয়ে দিলেন। তিনি টাকা বদলকারী ও কবুতর বিক্রেতাদের টেবিল উল্টে ফেললেন। তিনি তাদের বললেন, [১৩]"লেখা আছে, 'আমার ঘরকে এবাদতের ঘর বলা হবে,' কিন্তু তোমরা এটাকে ডাকাতের আড্ডাখানা করে তুলেছো!"

[১৪]অতঃপর অন্ধ ও খোঁড়ারা বায়তুল-মোকাদ্দসের ভেতর হযরত ইসা আ.র কাছে এলো আর তিনি তাদের সুস্থ করলেন। [১৫]কিন্তু প্রধান ইমামেরা ও আলিমরা তাঁর আশ্চর্যকাজ দেখে এবং বায়তুল-মোকাদ্দসের ভেতর ছেলেমেয়েদের চিৎকার করে "হোশান্না দাউদ-সন্তান" বলতে শুনে রেগে গেলেন,

[১৬]এবং তাঁকে বললেন, "এরা যা বলছে তা কি তুমি শুনতে পাচ্ছো?" হযরত ইসা আ. তাদের বললেন, "হ্যাঁ। তোমরা কি কখনো পড়োনি– 'ছোটো ছেলেমেয়ে এবং শিশুদের মুখেই তুমি তোমার নিজের প্রশংসার ব্যবস্থা করেছো'?"

[১৭]অতঃপর তিনি তাদের ছেড়ে শহরের বাইরে বেথানিয়া গ্রামে গেলেন এবং সেখানেই রাত কাটালেন। [১৮]পরদিন সকালে শহরে ফেরার সময় তাঁর খিদে পেলো। [১৯]পথের পাশে একটি ডুমুরগাছ দেখে তিনি তার কাছে গেলেন কিন্তু তাতে পাতা ছাড়া আর কিছুই দেখতে পেলেন না। তখন তিনি গাছটিকে বললেন, "তোমাতে আর কখনো ফল না ধরুক।" আর তখনই ডুমুরগাছটি শুকিয়ে গেলো। [২০]হাওয়ারিরা তা দেখে অবাক হয়ে বললেন, "এতো তাড়াতাড়ি কেমন করে ডুমুরগাছটি শুকিয়ে গেলো!"

[২১]উত্তরে হযরত ইসা আ. তাদের বললেন, "আমি তোমাদের সত্যিই বলছি, তোমাদের যদি ইমান থাকে এবং তোমরা সন্দেহ না করো, তাহলে ডুমুরগাছের ওপর যা করা হয়েছে, তোমরা যে শুধু তা-ই করবে এমন নয়, বরং তোমরা যদি এই পাহাড়টিকে বলো, 'উঠে সাগরে গিয়ে পড়ো,' তাহলে তা-ই হবে। [২২]মোনাজাতের সময় তোমরা বিশ্বাস করে যা-কিছু চাবে, তোমরা তা-ই পাবে।"

[২৩]অতঃপর তিনি বায়তুল-মোকাদ্দসে এসে যখন শিক্ষা দিচ্ছিলেন, তখন প্রধান ইমামেরা ও সমাজের বুজুর্গরা তাঁর কাছে এসে জিজ্ঞেস করলেন, "কোন অধিকারে তুমি এসব করছো? কে তোমাকে এ-অধিকার দিয়েছে?" [২৪]উত্তরে হযরত ইসা আ. তাদের বললেন, "আমিও তোমাদের একটি প্রশ্ন করবো, যদি তোমরা আমাকে উত্তর দাও, তাহলে আমিও তোমাদের বলবো, আমি কোন অধিকারে এসব করছি। [২৫]বলোতো, হযরত ইয়াহিয়া আ. বায়াত দেবার অধিকার আল্লাহ, নাকি মানুষের কাছ থেকে পেয়েছিলেন?" তারা নিজেদের মধ্যে এই আলোচনা করলেন, "যদি আমরা বলি, আল্লাহর কাছ থেকে,' তাহলে সে আমাদের বলবে, 'তাহলে আপনারা তার ওপর ইমান আনেননি কেনো?' [২৬]আবার যদি বলি, 'মানুষের কাছ থেকে', তাহলে লোকদের কাছ থেকে আমাদের ভয় আছে; কারণ সকলে হযরত ইয়াহিয়া আ.কে একজন নবি বলেই মানে।"

[২৭]সুতরাং তারা হযরত ইসা আ.কে উত্তর দিলেন, "আমরা জানি না।" এবং তিনি তাদের বললেন, "তাহলে আমিও তোমাদের বলবো না, কোন অধিকারে আমি এসব করছি।

[২৮]তোমরা এবিষয়ে কী মনে করো? এক লোকের দুই ছেলে ছিলো। সে তার বড়ো ছেলের কাছে গিয়ে বললো, 'বাবা, তুমি আজ আঙুরক্ষেতে গিয়ে কাজ করো।' [২৯]উত্তরে সে বললো, 'আমি পারবো না।' কিন্তু পরে সে মন ফিরিয়ে কাজে গেলো। [৩০]অতঃপর সে অন্য ছেলেটির কাছে গিয়ে একই কথা বললো। উত্তরে সে বললো, 'যাচ্ছি, বাবা।' কিন্তু সে গেলো না। [৩১]এই দুই ছেলের মধ্যে কে তাদের বাবার ইচ্ছা পালন করলো?" তারা বললেন, "প্রথমজন।" হযরত ইসা আ. তাদের বললেন, "আমি তোমাদের সত্যিই বলছি, কর-আদায়কারী এবং বেশ্যারা তোমাদের আগেই আল্লাহর রাজ্যে ঢুকছে। [৩২]কারণ দীনের পথ ধরেই হযরত ইয়াহিয়া আ. আপনাদের কাছে এসেছিলেন আর আপনারা তার কথায় ইমান আনেননি। কর-আদায়কারী ও বেশ্যারা তার ওপর ইমান এনেছিলো, এটি দেখেও আপনারা তওবা করে তার ওপর ইমান আনেননি।

[৩৩]আরেকটি দৃষ্টান্ত শুনুন– 'কোনো এক জমিদার একটি আঙুরক্ষেত করে তার চারদিকে বেড়া দিলো। আঙুর থেকে রস সংগ্রহ করার জন্য একটি গর্ত খুঁড়লো এবং একটি উঁচু পাহারা ঘর তৈরি করলো। তারপর চাষীদের কাছে ক্ষেতটি বর্গা দিয়ে বিদেশে চলে গেলো।

[৩৪]ফসল কাটার সময় সে আঙুরের ভাগ নিয়ে আসার জন্য তার গোলামদের সেই চাষীদের কাছে পাঠিয়ে দিলো। [৩৫]কিন্তু চাষীরা তার গোলামদের ধরে একজনকে মারধর করলো, একজনকে হত্যা করলো এবং অন্য আরেকজনকে পাথর মারলো। [৩৬]অতঃপর সে প্রথমবারের চেয়ে আরো বেশি গোলাম পাঠিয়ে দিলো কিন্তু তারা তাদের সাথেও একইরকম ব্যবহার করলো।

[৩৭]শেষে সে তার ছেলেকে তাদের কাছে পাঠিয়ে দিলো। ভাবলো, 'তারা অন্তত আমার ছেলেকে সম্মান করবে।' [৩৮]কিন্তু সেই চাষীরা ছেলেকে দেখে এই বলে পরামর্শ করতে লাগলো, 'এ-ই তো উত্তরাধিকারী। [৩৯]চলো, আমরা ওকে হত্যা করি, তাহলে আমরাই তার মালিকানা পেয়ে যাবো।' সুতরাং তারা তাকে ধরে আঙুরক্ষেতের বাইরে ফেলে দিলো এবং হত্যা করলো। [৪০]তাহলে আঙুরক্ষেতের মালিক যখন আসবে, তখন সে সেই চাষীদের কী করবে?" [৪১]তারা তাঁকে বললেন, "তিনি সেই দুষ্টদের শোচনীয় মৃত্যু ঘটাবেন এবং যে-চাষীরা তাকে সময়মতো ফসলের ভাগ দেবে, তাদের কাছেই সেই আঙুরক্ষেতটি বর্গা দেবেন।"

[৪২]হযরত ইসা আ. তাদের বললেন, "আপনারা কি পাককিতাবে পড়েননি– 'রাজমিস্ত্রিরা যে-পাথরটি বাতিল করে দিয়েছিলো, সেটিই কোণের প্রধান-পাথর হয়ে উঠলো। এটি ছিলো আল্লাহর কাজ, আর তা আমাদের চোখে খুব আশ্চর্য

লাগে?’ [৪৩]এজন্য আমি তোমাদের বলছি, আল্লাহর রাজ্য তোমাদের কাছ থেকে নিয়ে যাওয়া হবে এবং এমন এক জাতিকে তা দেয়া হবে, যে-জাতি সে-রাজ্যের ফল ধরাবে। [৪৪]যে এই পাথরের ওপর পড়বে, সে ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যাবে এবং এটি যার ওপর পড়বে, সে চুরমার হয়ে যাবে।”

[৪৫]প্রধান ইমামেরা এবং ফরিসিরা তাঁর দৃষ্টান্তগুলো শুনে বুঝতে পারলেন যে, তিনি তাদের বিষয়েই কথা বলছেন। [৪৬]তখন তারা তাঁকে বন্দি করতে চাইলেন; কিন্তু তারা জনতার ভয়ে ভীত ছিলেন, কারণ তারা তাঁকে নবি বলে মানতো।

রুকু ২২

[১]আবারো হযরত ইসা আ. তাদের সাথে দৃষ্টান্তের মাধ্যমে কথা বললেন। [২]তিনি বললেন, “বেহেস্তি রাজ্যকে এমন একজন বাদশার সাথে তুলনা করা যেতে পারে, যিনি তার ছেলের বিয়েভোজের আয়োজন করলেন।

[৩]ভোজে দাওয়াত দেয়া লোকদের ডেকে আনার জন্য তিনি তার গোলামদের পাঠিয়ে দিলেন কিন্তু তারা আসতে চাইলো না। [৪]তখন তিনি আবার অন্য গোলামদের পাঠালেন। বললেন, ‘যারা দাওয়াত পেয়েছে তাদের গিয়ে বলো, ‘দেখুন, আমি আমার ভোজ প্রস্তুত করেছি। ষাঁড় ও মোটাসোটা বাছুরগুলো জবাই করা হয়েছে। সবকিছুই প্রস্তুত। আপনারা বিয়েভোজে আসুন’।

[৫]কিন্তু তারা এদেরকে গুরুত্ব না দিয়ে কেউ তার নিজের খামারে, আবার কেউ-বা তার নিজের কাজে চলে গেলো। [৬]বাকিরা তার গোলামদের ধরে অপমান ও হত্যা করলো। [৭]এতে বাদশা খুব রেগে গেলেন। তিনি তার সৈন্য পাঠিয়ে সেই খুনীদের ধ্বংস করলেন এবং তাদের শহর পুড়িয়ে দিলেন।

[৮]অতঃপর তিনি তার গোলামদের বললেন, ‘বিয়েভোজ প্রস্তুত কিন্তু ওই দাওয়াতিরা যোগ্য ছিলো না। [৯]সুতরাং তোমরা বরং রাস্তার মোড়ে মোড়ে যাও এবং যতো মানুষের দেখা পাবে, তাদের প্রত্যেককে বিয়েভোজে ডেকে আনবে।’ [১০]তখন ওই গোলামরা বাইরে রাস্তায় রাস্তায় গিয়ে ভালোমন্দ যাদেরই পেলো, তাদের প্রত্যেককে একত্রিত করলো। ফলে বিয়ে বাড়িটি মেহমানে ভরে গেলো।

[১১]অতঃপর বাদশা মেহমানদের দেখার জন্য ভেতরে এসে দেখলেন, এক লোক বিয়েভোজের পোশাক পরেনি। [১২]তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন, ‘বন্ধু, বিয়েভোজের পোশাক ছাড়া তুমি কেমন করে এখানে ঢুকলে?’ সে এর কোনো উত্তরই দিতে পারলো না। [১৩]তখন বাদশা কাজের লোকদের বললেন, ‘এর হাতপা বেঁধে বাইরের অন্ধকারে ফেলে দাও। সেখানে সে কান্নাকাটি করবে ও দাঁতে দাঁত ঘষতে থাকবে।’ [১৪]কারণ অনেককে ডাকা হয়েছে কিন্তু অল্পসংখ্যকই মনোনীত।”

[১৫]তখন ফরিসিরা চলে গেলেন এবং কীভাবে তাঁকে তাঁর কথার ফাঁদে ফেলা যায়, সেই ষড়যন্ত্র করতে লাগলেন। [১৬]তারা হেরোদীয়দের সাথে নিজেদের অনুসারীদের মাধ্যমে তাঁর কাছে বলে পাঠালেন– “হুজুর, আমরা জানি, আপনি একজন সৎলোক। আপনি সঠিকভাবে আল্লাহর পথের বিষয়ে শিক্ষা দিয়ে থাকেন। মানুষ কি মনে করবে বা না করবে, তাতে আপনার কিছু যায় আসে না; কারণ আপনি কারো মুখ চেয়ে কিছু করেন না।

[১৭]আপনি কী মনে করেন? আমাদের বলুন– কাইসারকে কর দেয়া কি বৈধ?” [১৮]হযরত ইসা আ. তাদের অসৎ উদ্দেশ্য বুঝতে পেরে বললেন, “ভন্ডের দল, কেনো আমাকে পরীক্ষা করছো? [১৯]কর দেবার পয়সা আমাকে দেখাও।” তারা তাঁর কাছে একটি দিনার নিয়ে এলো।

[২০]অতঃপর তিনি তাদের বললেন, “এর ওপর এই ছবি ও নাম কার?” [২১]তারা বললো, “কাইসারের।” তিনি তাদের বললেন, “যা কাইসারের তা কাইসারকে দাও, আর যা আল্লাহর তা আল্লাহকে দাও।” [২২]একথা শুনে তারা অবাক হলো এবং তাঁকে ছেড়ে চলে গেলো।

[২৩]সেই একই দিনে সদ্দুকিরা– যারা বলেন, পুনরুত্থান বলে কিছু নেই, তারা তাঁর কাছে এলেন
[২৪]এবং তাঁকে প্রশ্ন করে বললেন, “হুজুর, হযরত মুসা আ. বলেছেন, ‘যদি কেউ সন্তানহীন অবস্থায় মারা যায়, তাহলে তার ভাই সেই বিধবাকে বিয়ে করবে এবং ভাইয়ের হয়ে তার বংশ রক্ষা করবে।’ [২৫]আমাদের মাঝে সাত ভাই ছিলো। প্রথমজন বিয়ে করলো, সন্তানহীন অবস্থায় মারা গেলো এবং তার ভাইয়ের জন্য সেই বিধবাকে রেখে গেলো। [২৬]এভাবে দ্বিতীয় থেকে সপ্তমজন পর্যন্ত প্রত্যেকে একই কাজ করলো। [২৭]সবশেষে সেই মহিলাও মারা গেলো। [২৮]কেয়ামতের দিন ওই সাতজনের মধ্যে সে কার স্ত্রী হবে? কারণ তারা প্রত্যেকেই তো তাকে বিয়ে করেছিলো।”

২৯হযরত ইসা আ. তাদের বললেন, “তোমরা ভুল করছো। কারণ তোমরা আল্লাহর কালাম জানো না এবং আল্লাহর ক্ষমতা সম্পর্কেও জানো না। ৩০মৃতেরা যখন জীবিত হয়ে উঠবে, তখন তারা বিয়েও করবে না এবং তাদের বিয়ে দেয়াও হবে না। তখন তারা হবে বেহেস্তের ফেরেস্তাদের মতো। ৩১মৃতদের জীবিত হয়ে ওঠার বিষয়ে আল্লাহ তোমাদের যেকথা বলেছেন তা কি তোমরা পড়োনি? ৩২‘আমি হযরত ইব্রাহিম আ.র আল্লাহ, হযরত ইসহাক আ.র আল্লাহ ও হযরত ইয়াকুব আ.র আল্লাহ।’ তিনি তো মৃতদের আল্লাহ নন, তিনি জীবিতদেরই আল্লাহ।” ৩৩একথা শুনে লোকেরা তাঁর শিক্ষায় অবাক হলো।

৩৪হযরত ইসা আ. সদ্দুকিদের মুখ বন্ধ করে দিয়েছেন শুনে ফরিসিরা একত্রে জড়ো হলেন। ৩৫তাদের মধ্যে একজন আইনজ্ঞ এসে তাঁকে পরীক্ষা করার জন্য জিজ্ঞেস করলেন, ৩৬“হুজুর, শরিয়তের হুকুমগুলোর মধ্যে শ্রেষ্ঠ হুকুম কোনটি?” ৩৭তিনি তাকে বললেন, “‘তুমি তোমার সম্পূর্ণ অন্তর, তোমার সম্পূর্ণ মন ও তোমার সম্পূর্ণ প্রাণ দিয়ে তোমার মালিক আল্লাহকে মহব্বত করবে।’– ৩৮এটিই শ্রেষ্ঠ এবং প্রথম হুকুম। ৩৯এবং দ্বিতীয়টি এটিরই মতো– ‘তুমি তোমার প্রতিবেশীকে নিজের মতো মহব্বত করবে।’ ৪০এই দুটো হুকুমের ওপরই গোটা শরিয়ত এবং সহিফাগুলো দাঁড়িয়ে আছে।”

৪১ফরিসিরা তখনো দল বেঁধে ছিলেন। হযরত ইসা আ. তাদের জিজ্ঞেস করলেন, ৪২“মসিহের বিষয়ে তোমরা কী মনে করো? তিনি কার সন্তান?” তারা তাঁকে বললেন, “ হযরত দাউদের সন্তান।” ৪৩তিনি তাদের বললেন, “তাহলে দাউদ আল্লাহর রুহের দ্বারা চালিত হয়ে কীভাবে তাঁকে মনিব বলে ডেকেছিলেন?
তিনি বলেছিলেন– ৪৪‘আল্লাহ আমার মনিবকে বললেন, ‘যতোক্ষণ না আমি তোমার শত্রুদের তোমার পায়ের তলায় রাখি, ততোক্ষণ তুমি আমার ডান দিকে বসো।’ ৪৫হযরত দাউদ আ. নিজেই যখন তাঁকে মনিব বলেছেন, তখন কেমন করে তিনি তাঁর সন্তান হতে পারেন?”

৪৬কেউ তাঁকে কোনো উত্তর দিতে পারলো না এবং সেদিন থেকে কেউ তাঁকে আর কোনো প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতেও সাহস করলো না।

রুকু ২৩

১অতঃপর হযরত ইসা আ. জনতা ও তাঁর সাহাবিদেরকে উদ্দেশ্য করে বললেন, ২“আলিম ও ফরিসিরা নিজেরাই হযরত মুসা আ.র আসনে বসে আছে। ৩সুতরাং তারা যা-কিছু বলে, তোমরা তা পালন করো এবং তার অনুগামী হয়ো; কিন্তু তারা যা করে, তোমরা তা করো না; কারণ তারা যা শিক্ষা দেয় তা তারা নিজেরাই পালন করে না। ৪তারা ভীষণ ভারি ভারি বোঝা বেঁধে মানুষের কাঁধে চাপিয়ে দেয় কিন্তু সেগুলো সরানোর জন্য নিজেরা একটি আঙুলও নাড়াতে চায় না। ৫তারা যা-কিছু করে তার সবই লোক দেখানো। তারা তাদের পাককিতাবের আয়াত লেখা তাবিজগুলো বড়ো করে তৈরি করে এবং ঝালরগুলো লম্বা রাখে। ৬তারা ভোজসভায় সম্মানের জায়গায় ও সিনাগোগের প্রধান আসনে বসতে, ৭হাটে বাজারে সালাম পেতে এবং লোকের মুখে ওস্তাদ বলে ডাক শুনতে ভালোবাসে।

৮কিন্তু তোমরা নিজেদেরকে ওস্তাদ বলে ডাকতে দিয়ো না; কারণ একজনই আছেন তোমাদের ওস্তাদ আর তোমরা সকলে ভাই ভাই। ৯পৃথিবীতে কাউকেই প্রতিপালকের আসন দিয়ো না; কারণ তোমাদের প্রতিপালক একজনই, আর তিনি বেহেস্তে আছেন। ১০তোমরা নিজেদের ওস্তাদ বলেও ডাকতে দিয়ো না; কারণ একজনই তোমাদের ওস্তাদ, তিনি মসিহ। ১১তোমাদের মধ্যে যে সবচেয়ে বড়ো, তাকে তোমাদের সেবাকারী হতে হবে। ১২যারা নিজেদেরকে বড়ো করে, তাদেরকে ছোটো করা হবে এবং যারা নিজেদেরকে ছোটো করে, তাদেরকে বড়ো করা হবে।

১৩ভন্ড-আলিম ও ফরিসিরা, লানত তোমাদের ওপর! কারণ তোমরা মানুষের সামনে বেহেস্তি রাজ্যের দরজা বন্ধ করে রাখো।
তোমরা নিজেরা তাতে ঢোকো না আর যারা ঢুকতে চেষ্টা করছে, তাদেরকেও ঢুকতে দাও না। ১৫ভন্ড-আলিম ও ফরিসিরা, লা'নত তোমাদের ওপর! একটিমাত্র লোককে ইহুদি ধর্মে আনার জন্য তোমরা সাগর-স্থল চষে বেড়াও; আর যখন সে ইহুদি হয়, তখন তোমরা তাকে তোমাদের চেয়েও দ্বিগুণ জাহান্নামি করে তোলো।

১৬অন্ধ নেতার দল, লা'নত তোমাদের ওপর! তোমরা বলে থাকো, বায়তুল-মোকাদ্দসের নামে কেউ কসম খেলে কিছুই হয় না কিন্তু কেউ যদি বায়তুল-মোকাদ্দসের সোনার নামে কসম খায়, তাহলে সে সেই কসমে বাঁধা পড়ে। ১৭মূর্খ ও অন্ধের দল, কোনটি বড়ো, সোনা নাকি বায়তুল-মোকাদ্দস, যা সেই সোনাকে পবিত্র করেছে?

১৮তোমরা একথাও বলে থাকো, 'যে-স্থানে কোরবানি দেয়া হয়, সেই স্থানের নামে কেউ কসম খেলে কিছুই হয় না কিন্তু যদি কেউ সেই স্থানে রাখা দানের নামে কসম খায়, তাহলে সে সেই কসমে বাঁধা পড়ে। ১৯কি অন্ধ তোমরা! কোনটি বড়ো, সেই দান নাকি সেই স্থান, যা সেই দানকে আল্লাহর জন্য আলাদা করে রাখে?

২০সুতরাং কোরবানির স্থানের নামে যে কসম খায়, সে সেই স্থান এবং তার ওপরের সবকিছুর নামেই কসম খায়। ২১আর বায়তুল-মোকাদ্দসের নামে যে কসম খায়, সে বায়তুল-মোকাদ্দসের এবং তার ভেতরে যিনি বাস করেন, তাঁর নামেও কসম খায়। ২২যে বেহেস্তের নামে কসম খায়, সে আল্লাহর আরস এবং যিনি তার ওপর বসে আছেন, তাঁর নামেই কসম খায়।

২৩ভন্ড-আলিম ও ফরিসিরা, লা'নত তোমাদের ওপর! কারণ তোমরা পুদিনা, মৌরী ও জিরার দশ ভাগের এক ভাগ দিয়ে থাকো কিন্তু শরিয়তের আরো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়– ন্যায়নীতি, দয়ামায়া ও ইমান ত্যাগ করেছো। অন্যান্যগুলোকে ত্যাগ না করে বরং এগুলো তোমাদের পালন করা উচিত ছিলো।

২৪অন্ধ নেতার দল! একটি ছোট্ট মশাও তোমরা ছাঁকো অথচ উট গিলে ফেলো! ২৫ভন্ড-আলিম ও ফরিসিরা, লানত তোমাদের ওপর!
কারণ তোমরা থালাবাটির বাইরের দিকটা পরিষ্কার করে থাকো অথচ সেগুলোর ভেতরটা লোভ ও স্বার্থপরতায় পূর্ণ। ২৬অন্ধ ফরিসির দল, আগে থালাবাটির ভেতরটা পরিষ্কার করো, তাহলে তার বাইরের দিকটাও পরিষ্কার হয়ে উঠবে।

২৭ভন্ড-আলিম ও ফরিসিরা, লা'নত তোমাদের ওপর! কারণ তোমরা চুনকাম করা কবরের মতো– যার বাইরের দিকটা সুন্দর কিন্তু ভেতরটা মৃতের হাড়গোড় ও সবরকমের ময়লা-আবর্জনায় পরিপূর্ণ। ২৮ঠিক সেভাবে বাইরে তোমরা লোকদের চোখে দীনদার বলে গণ্য হও কিন্তু তোমাদের ভেতরটা ভন্ডামি ও অধর্মে পূর্ণ।

২৯ভন্ড-আলিম ও ফরিসিরা, লা'নত তোমাদের ওপর! কারণ তোমরা নবিদের কবর গেঁথে তোলো এবং ওলি-আউলিয়াদের কবর সাজিয়ে থাকো। ৩০তোমরা বলে থাকো, 'আমরা যদি আমাদের পূর্বপুরুষদের সময়ে বেঁচে থাকতাম, তাহলে নবিদের রক্তপাতের জন্য তাদের সঙ্গী হতাম না।' ৩১এভাবে তোমরা নিজেরাই নিজেদের বিরুদ্ধে এই সাক্ষ্য দিচ্ছো যে, নবিদের যারা হত্যা করেছে, তোমরা তাদেরই বংশধর।

৩২অতএব, তোমরা তোমাদের পূর্বপুরুষদের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করো। ৩৩সাপের দল, কালসাপের জাত! কীভাবে তোমরা জাহান্নামের আযাব থেকে রক্ষা পাবে?

৩৪এজন্য আমি তোমাদের কাছে নবি, জ্ঞানী এবং আলিমদের পাঠাচ্ছি, তাদের মধ্যে কাউকে তোমরা হত্যা ও সলিববিদ্ধ করবে, কাউকে তোমাদের সিনাগোগের ভেতর চাবুক মারবে এবং গ্রাম থেকে গ্রামে তাড়া করে ফিরবে।

৩৫এজন্য নির্দোষ হাবিল থেকে শুরু করে জাকারিয়া ইবনে বারাখি– যাকে পবিত্র স্থান ও কোরবানির স্থানের মাঝখানে হত্যা করেছিলে– এই পর্যন্ত পৃথিবীতে যতো দীনদার লোকের রক্ত ঝরেছে, তোমরাই সেসব রক্তের জন্য দায়ী হবে। ৩৬আমি তোমাদের সত্যিই বলছি, এই সবকিছু এ-কালের লোকদের ওপরেই পড়বে।

৩৭জেরুসালেম! হায় জেরুসালেম! তুমি নবিদের হত্যা করে থাকো এবং তোমার কাছে যাদের পাঠানো হয়, তাদের পাথর মেরে হত্যা করে থাকো। মুরগি যেমন তার বাচ্চাদের ডানার নিচে জড়ো করে, সেভাবে আমিও তোমার সন্তানদের কতোবার আমার কাছে আনতে চেয়েছি কিন্তু তুমি রাজি হওনি। ৩৮দেখো, তোমার ঘর তোমার সামনেই খালি অবস্থায় পড়ে থাকবে। ৩৯আমি তোমাদের বলছি, যে-পর্যন্ত না তোমরা বলবে, 'মালিকের নামে যিনি আসছেন তিনি রহমতপ্রাপ্ত,' সে-পর্যন্ত তোমরা আমাকে আর দেখতে পাবে না।"

রুকু ২৪

১হযরত ইসা আ. বায়তুল-মোকাদ্দস থেকে বেরিয়ে চলে যাচ্ছেন, এমন সময় তাঁর হাওয়ারিরা কাছে এসে বায়তুল-মোকাদ্দস যে কতো সুন্দরভাবে তৈরি করা হয়েছে তা তাঁকে দেখালেন। ২তখন তিনি তাদের বললেন, "তোমরা তো এই সব দেখছো, তাই না? কিন্তু আমি তোমাদের সত্যিই বলছি, এর একটি পাথরও আরেকটি পাথরের ওপর থাকবে না; সবই ভেঙে ফেলা হবে।" ৩অতঃপর তিনি জৈতুন পাহাড়ের ওপর বসলেন। তাঁর হাওয়ারিরা কাছে এসে গোপনে তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন– "আমাদের বলুন, কখন এসব ঘটবে এবং আপনার আসার ও কেয়ামতের আলামতই-বা কী হবে?"

৪হযরত ইসা আ. তাদের বললেন, “সতর্ক থাকো, কেউ যেনো তোমাদের না ঠকায়। ৫কারণ অনেকেই আমার নাম নিয়ে
এসে বলবে, ‘আমিই মসিহ! এবং তারা অনেককে বিপথে নিয়ে যাবে। ৬তোমরা যুদ্ধের খবরা-খবর ও যুদ্ধের গুজব শুনবে।
দেখো, তোমরা ভয় পেয়ো না। এই সবই ঘটবে কিন্তু তখনই শেষ নয়। ৭জাতির বিরুদ্ধে জাতি এবং রাজ্যের বিরুদ্ধে রাজ্য
দাঁড়াবে। ৮জায়গায় জায়গায় দুর্ভিক্ষ ও ভূমিকম্প হবে। এসব কেবল প্রসববেদনার আরম্ভ।

৯তখন লোকে তোমাদের অত্যাচার করার জন্য ধরিয়ে দেবে এবং তোমাদের হত্যা করবে। ১০আমার নামের জন্য সব
জাতিই তোমাদের ঘৃণা করবে। অতঃপর অনেকেই বিপথে যাবে। একে অন্যের সাথে বেইমানি করবে এবং একজন
অন্যজনকে ঘৃণা করবে।

১১অনেক ভন্ড-নবি আসবে এবং অনেককে বিপথে নিয়ে যাবে। ১২অধর্ম বেড়ে যাওয়ায় অনেকেরই মহব্বত কম হয়ে
যাবে। ১৩কিন্তু যে শেষ পর্যন্ত স্থির থাকবে, সে নাজাত পাবে। ১৪সাক্ষ্য হিসেবে সারা বিশ্বের সমস্ত জাতির কাছে আল্লাহর
রাজ্যের এই ইঞ্জিল প্রচারিত হওয়ার পরেই কেয়ামত আসবে।

১৫তোমরা যখন নবি দানিয়েলের মধ্য দিয়ে বলা সর্বনাশা ঘৃণার জিনিস পবিত্র স্থানে থাকতে দেখবে– যে পড়ে সে বুঝুক–
১৬সেই সময় যারা ইহুদিয়াতে থাকবে, তারা পাহাড়ি এলাকায় পালিয়ে যাক। ১৭যে ছাদের ওপর থাকবে, সে ঘরের জিনিস
নেবার জন্য নিচে না নামুক। ১৮যে ক্ষেতের মধ্যে থাকবে, সে তার পোশাক নেবার জন্য না ফিরুক। ১৯যারা গর্ভবতী এবং
যারা সন্তানকে বুকের দুধ খাওয়ায়, তাদের জন্য সেই দিনগুলো কতোই-না বেদনার! ২০মোনাজাত করো, যেনো শীতকাল
কিংবা সাব্বাতে তোমাদের পালাতে না হয়।

২১কারণ সেই সময় এমন মহাকষ্ট হবে, যা পৃথিবী সৃষ্টির শুরু থেকে আজ পর্যন্ত হয়নি এবং আগামীতে কখনই হবে না।
২২সেই দিনগুলো যদি কমিয়ে দেয়া না হয়, তাহলে কেউই রক্ষা পাবে না। কিন্তু মনোনীতদের জন্য সেই দিনগুলো কমিয়ে
দেয়া হবে।

২৩তখন কেউ যদি তোমাদের বলে, ‘দেখো, মসিহ এখানে!’ বা ‘তিনি ওখানে!’– তবে তা বিশ্বাস করো না। ২৪কারণ ভন্ড-
মসিহেরা ও ভন্ড-নবিরা আসবে এবং অনেক অতি-আশ্চর্যকাজ ও চিহ্ন দেখাবে, যেনো সম্ভব হলে মনোনীতদেরও বিপথে
নিয়ে যেতে পারে।

২৫দেখো, আমি আগেই তোমাদের বলে রাখলাম। ২৬সুতরাং লোকে যদি তোমাদের বলে, ‘দেখো, তিনি মরুপ্রান্তরে
আছেন,’ তোমরা বাইরে যেয়ো না। যদি তারা বলে, ‘তিনি ভেতরের ঘরে আছেন,’ বিশ্বাস করো না। ২৭কারণ বিদ্যুৎ যেমন
পুব দিক থেকে শুরু করে পশ্চিম দিক পর্যন্ত চমকে দেয়, ইবনুল-ইনসানের আসাও ঠিক সেভাবেই হবে।

২৮যেখানে মরা থাকবে, সেখানেই শকুন এসে জড়ো হবে। ২৯ওই দিনগুলোর কষ্টের ঠিক পরেই সূর্য অন্ধকার হয়ে যাবে,
চাঁদ আর আলো দেবে না। তারাগুলো আসমান থেকে খসে পড়বে এবং সৌরজগত দুলতে থাকবে।

৩০অতঃপর আসমানে ইবনুল-ইনসানের চিহ্ন দেখা যাবে। তখন পৃথিবীর সমস্ত জাতি দুঃখ-শোকে বুক চাপড়াবে। তারা
দেখতে পাবে, মহাশক্তি ও মহিমার সাথে ‘ইবনুল-ইনসান মেঘে চড়ে আসছেন’।

৩১অতঃপর তিনি শিঙার তীব্র আওয়াজসহ ফেরেস্তাদের পাঠিয়ে দেবেন এবং তারা আসমান-জমিনের এক প্রান্ত থেকে অন্য
প্রান্ত পর্যন্ত চারদিক থেকে তাঁর মনোনীতদের একত্র করবেন।

৩২ডুমুরগাছ দেখে শিক্ষা নাও। যখন তার ডালপালা নরম হয়ে তাতে পাতা গজায়, তখন তোমরা জানতে পারো যে,
গরমকাল এসেছে। ৩৩একইভাবে তোমরা যখন এসব ঘটতে দেখবে, তখন বুঝবে যে, তিনি কাছে এসেছেন; এমনকি দরজায়
উপস্থিত। ৩৪আমি তোমাদের সত্যিই বলছি, যতোক্ষণ এসব না ঘটবে, ততোক্ষণ এ-কালের লোকেরা টিকে থাকবে।

৩৫আসমান ও জমিন শেষ হয়ে যাবে কিন্তু আমার কালাম কখনো শেষ হবে না। ৩৬সেই দিন ও সেই সময়ের কথা কেউই
জানে না– বেহেস্তের ফেরেস্তারা না, আল্লাহর একান্ত প্রিয় মনোনীতজনও না, কেবল প্রতিপালকই জানেন।

৩৭হযরত নুহ আ.র সময়ে যে-অবস্থা হয়েছিলো, ইবনুল-ইনসানের আসার সময়েও ঠিক একই অবস্থা হবে। ৩৮বন্যার
আগের দিনগুলোতে নুহ জাহাজে না ঢোকা পর্যন্ত লোকেরা খাওয়াদাওয়া করেছে, বিয়ে করেছে এবং বিয়ে দিয়েছে। এবং যে-
পর্যন্ত না বন্যা এসে তাদের সকলকে ভাসিয়ে নিয়ে গেলো, সে-পর্যন্ত তারা কিছুই বুঝতে পারেনি। ৩৯ইবনুল-ইনসানের
আসার সময়েও ঠিক একই অবস্থা হবে।

৪০তখন দু'জন মাঠে থাকবে; একজনকে নিয়ে যাওয়া হবে এবং অন্যজনকে ফেলে যাওয়া হবে। ৪১দুই মহিলা জাঁতা
ঘুরাবে; একজনকে নিয়ে যাওয়া হবে, অন্যজনকে ফেলে যাওয়া হবে।
৪২সুতরাং জেগে থাকো। কারণ তোমাদের মালিক কখন আসছেন তা তোমরা জানো না। ৪৩তবে মনে রেখো, বাড়ির
মালিক যদি জানতো, রাতের কোন সময়ে চোর আসবে, তাহলে সে জেগে থাকতো এবং নিজের ঘরে সিঁধ কাটতে দিতো না।
৪৪সুতরাং তোমরা অবশ্যই প্রস্তুত থেকো। কারণ যে-সময়ের কথা তোমরা চিন্তাও করবে না, সেই সময়েই ইবনুল-ইনসান
আসবেন।
৪৫সেই বিশ্বস্ত ও বুদ্ধিমান গোলাম কে, যাকে তার মালিক বাড়ির সমস্ত গোলামদের ঠিক সময়ে খাবার দেবার দায়িত্ব
দিয়েছে?
৪৬সেই গোলামই ভাগ্যবান, যাকে তার মালিক ফিরে এসে তার হুকুম অনুসারে কাজ করতে দেখবে। ৪৭আমি তোমাদের
সত্যিই বলছি, সে তার সমস্ত ধন-সম্পত্তির দায়িত্ব তার ওপর ছেড়ে দেবে।
৪৮কিন্তু যদি অসৎ গোলাম মনে মনে ভাবে, 'আমার মালিকের আসতে দেরি হবে।' ৪৯এবং সে যদি তার সহকর্মীদের
মারধর করতে ও মাতালদের সাথে পানাহার করতে শুরু করে, ৫০তাহলে যেদিন ও যে-সময়ের কথা সেই গোলাম চিন্তাও
করবে না এবং জানবেও না, সেই দিন ও সেই সময়েই তার মালিক এসে উপস্থিত হবে। ৫১অতঃপর সে তাকে কেটে টুকরো
টুকরো করে ভণ্ডদের মধ্যে ফেলে দেবে। সেখানে সে কান্নাকাটি করবে ও দাঁতে দাঁত ঘষতে থাকবে।

রুকু ২৫

১তখন বেহেস্তি রাজ্য হবে এমন দশ কুমারীর মতো, যারা বরকে বরণ করার জন্য তাদের বাতি নিয়ে বাইরে গেলো।
২তাদের মধ্যে পাঁচজন ছিলো বোকা এবং পাঁচজন ছিলো বুদ্ধিমতী। ৩বোকারা তাদের বাতি সাথে নিলো ঠিকই কিন্তু সাথে
করে তেল নিলো না। ৪আর বুদ্ধিমতীরা তাদের বাতির সাথে আলাদা পাত্রে করে তেলও নিলো।
৫বর আসতে দেরি হওয়াতে তারা সবাই ঝিমাতে-ঝিমাতে ঘুমিয়ে পড়লো। ৬কিন্তু মাঝরাতে চিৎকার শোনা গেলো,
'দেখো, বর আসছে! তাকে বরণ করতে বেরিয়ে এসো।' ৭তখন সেই কুমারীরা উঠে তাদের বাতি ঠিকঠাক করলো।
৮বোকারা বুদ্ধিমতীদের বললো, 'তোমাদের তেল থেকে আমাদের কিছু তেল দাও; কারণ আমাদের বাতি নিভে যাচ্ছে।'
৯কিন্তু বুদ্ধিমতীরা জবাব দিলো, 'না! তেল যা আছে তাতে আমাদের ও তোমাদের কুলাবে না। তোমরা বরং দোকানে গিয়ে
নিজেদের জন্য তেল কিনে আনো।' ১০তারা তেল কিনতে গেলো আর তখনই বর এসে পড়লো। যারা প্রস্তুত ছিলো তারা তার
সাথে বিয়ে-উৎসবে যোগ দিলো এবং দরজা বন্ধ করে দেয়া হলো। ১১পরে অন্য কুমারীরা এসে বললো, 'মালিক, আমাদের
জন্য দরজাটি খুলুন।' ১২কিন্তু উত্তরে সে বললো, 'আমি সত্যিই বলছি, আমি তোমাদের চিনি না।'
১৩সুতরাং সতর্ক থাকো। কারণ সেই দিন বা সেই সময়ের কথা তোমরা জানোই না।
১৪মনে করো, কোনো এক লোক ভ্রমণে যাচ্ছে। সে তার গোলামদের ডেকে তার ধন-সম্পত্তির দায়িত্ব তাদের হাতে তুলে
দিলো। ১৫সে একজনকে পাঁচ হাজার, একজনকে দু'হাজার এবং একজনকে এক হাজার দিনার দিলো। প্রত্যেককে তার
ক্ষমতা অনুসারে দিলো। তারপর ভ্রমণে বেরিয়ে গেলো। ১৬যে পাঁচ হাজার দিনার পেলো, সে তখনই তা দিয়ে ব্যবসা শুরু
করলো এবং আরো পাঁচ হাজার দিনার লাভ করলো। ১৭যে দু'হাজার দিনার পেলো, সেও একইভাবে আরো দু'হাজার দিনার
লাভ করলো। ১৮কিন্তু যে এক হাজার দিনার পেলো, সে গিয়ে মাটিতে গর্ত খুঁড়ে তার মালিকের টাকাগুলো সেখানে লুকিয়ে
রাখলো।
১৯অনেকদিন পর ওই গোলামদের মালিক ফিরে এসে তাদের কাছে হিসেব চাইলো। ২০অতঃপর যে পাঁচ হাজার দিনার
পেয়েছিলো, সে আরো পাঁচ হাজার দিনার নিয়ে এসে বললো, 'মালিক, আপনি আমাকে পাঁচ হাজার দিনার দিয়েছিলেন;
২১দেখুন, আমি আরো পাঁচ হাজার দিনার লাভ করেছি।' তার মালিক তাকে বললো, 'বেশ করেছো, তুমি উত্তম ও বিশ্বস্ত
গোলাম। তুমি অল্প বিষয়ে বিশ্বস্ত বলে আমি তোমাকে অনেক বিষয়ের দায়িত্ব দেবো। এসো, তোমার মালিকের আনন্দে
শরিক হও।'

২২যে দু'হাজার দিনার পেয়েছিলো, সেও এসে বললো, 'মালিক, আপনি আমাকে দু'হাজার দিনার দিয়েছিলেন; দেখুন, আমি আরো দু'হাজার দিনার লাভ করেছি।' ২৩তার মালিক তাকে বললো, 'বেশ করেছো, তুমি উত্তম ও বিশ্বস্ত গোলাম। তুমি অল্প বিষয়ে বিশ্বস্ত বলে আমি তোমাকে অনেক বিষয়ের দায়িত্ব দেবো। এসো, তোমার মালিকের আনন্দে শরিক হও।'

২৪যে এক হাজার দিনার পেয়েছিলো, সেও এসে বললো, 'মালিক, আমি জানতাম, আপনি ভয়ানক কঠিন লোক। আপনি যেখানে বোনেন না, সেখান থেকেই কাটেন এবং যেখানে বীজ ছড়ান না, সেখান থেকেই কুড়ান। ২৫সুতরাং আমি ভীত ছিলাম। আপনার দিনারগুলো আমি মাটিতে লুকিয়ে রেখেছিলাম। এই দেখুন, আপনার জিনিস আপনারই আছে।'

২৬উত্তরে তার মালিক তাকে বললো, 'দুষ্ট ও অলস গোলাম! তুমি তো জানতে, যেখানে আমি বুনি না, সেখান থেকেই কাটি আর যেখানে ছড়াই না, সেখান থেকেই কুড়াই। ২৭আমার দিনারগুলো মহাজনদের কাছে গচ্ছিত রাখা তোমার উচিত ছিলো। তাহলে আমি ফিরে এসে লাভসহ আমার মূল দিনারগুলো ফেরত পেতাম।

২৮সুতরাং তোমরা ওর কাছ থেকে দিনারগুলো নিয়ে যার দশ হাজার দিনার আছে, তাকে দাও। ২৯যাদের আছে, তাদের আরো দেয়া হবে, তাতে তাদের অনেক বেশি হবে। কিন্তু যাদের নেই, তাদের যা আছে, তাও তাদের কাছ থেকে কেড়ে নেয়া হবে। ৩০ওই অকেজো গোলামটিকে তোমরা বাইরের অন্ধকারে ফেলে দাও। সেখানে সে কান্নাকাটি করবে ও দাঁতে দাঁত ঘষতে থাকবে।'

৩১ইবনুল-ইনসান যখন ফেরেস্তাদের সাথে করে নিজের মহিমায় আসবেন, তখন তিনি তাঁর মহিমার সিংহাসনে বসবেন। ৩২সেই সময় দুনিয়ার সমস্ত জাতিকে তাঁর সামনে জমায়েত করা হবে। এবং রাখাল যেমন ছাগলের ভেতর থেকে ভেড়া আলাদা করে, তেমনি তিনিও লোকদের একজনকে অন্যজন থেকে আলাদা করবেন। ৩৩তিনি নিজের ডান দিকে ভেড়াদের আর বাম দিকে ছাগলদের রাখবেন।

৩৪অতঃপর বাদশা তাঁর ডান দিকে যারা রয়েছে তাদের বলবেন, 'তোমরা যারা আমার প্রতিপালকের রহমতপ্রাপ্ত, এসো, দুনিয়া সৃষ্টির শুরু থেকে যে-রাজ্য তোমাদের জন্য প্রস্তুত করে রাখা হয়েছে তার অধিকারী হও।

৩৫কারণ আমি ক্ষুধার্ত ছিলাম আর তোমরা আমাকে খেতে দিয়েছিলে। আমি পিপাসিত ছিলাম, তোমরা আমাকে পান করিয়েছিলে। আমি বিদেশি হলেও তোমরা আমাকে স্বাগত জানিয়েছিলে। ৩৬যখন আমার জামা-কাপড় ছিলো না, তোমরা আমাকে জামা-কাপড় পরিয়েছিলে। আমি অসুস্থ ছিলাম, তোমরা আমার সেবাযত্ন করেছিলে। আমি জেলখানায় ছিলাম, তোমরা আমাকে দেখতে গিয়েছিলে।'

৩৭যারা দীনদার তারা তখন তাঁকে উত্তরে বলবেন, 'মালিক, কবে আমরা আপনাকে ক্ষুধার্ত দেখে খাবার দিয়েছিলাম, কিংবা পিপাসিত দেখে পান করিয়েছিলাম?
৩৮কবে আমরা আপনাকে বিদেশি জেনেও স্বাগত জানিয়েছিলাম কিংবা জামা-কাপড় ছিলো না দেখে জামা-কাপড় পরিয়েছিলাম? ৩৯আর কবেই-বা আপনি অসুস্থ কিংবা জেলখানায় আছেন জেনে আমরা আপনাকে দেখতে গিয়েছিলাম?'
৪০উত্তরে তখন বাদশা তাদের বলবেন, 'আমি তোমাদের সত্যিই বলছি, আমার এই তুচ্ছতম ভাইদের মধ্যে একজনের জন্য তোমরা যা-কিছু করেছো তা আমারই জন্য করেছো।'

৪১অতঃপর তিনি তাঁর বাম দিকের লোকদের বলবেন, 'লা'নতপ্রাপ্ত লোকেরা, আমার কাছ থেকে দূর হয়ে জাহান্নামে যাও– যা ইবলিস ও তার সঙ্গীদের জন্য প্রস্তুত রাখা হয়েছে! ৪২কারণ আমি ক্ষুধার্ত ছিলাম কিন্তু তোমরা আমাকে খেতে দাওনি। আমি পিপাসিত ছিলাম, তোমরা আমাকে পান করাওনি। ৪৩আমি বিদেশি বলে তোমরা আমাকে স্বাগত জানাওনি। আমার জামা-কাপড় ছিলো না, তোমরা আমাকে জামা-কাপড় পরাওনি। অসুস্থ ও জেলখানায় ছিলাম, তোমরা আমাকে দেখতে যাওনি।'

৪৪তখন উত্তরে তারাও বলবে, 'মালিক, কখন আমরা আপনাকে ক্ষুধার্ত বা পিপাসিত, বিদেশি বা জামা-কাপড়হীন, অসুস্থ বা জেলবন্দি দেখেও আপনার যত্ন নেইনি?' ৪৫তখন তিনি তাদের উত্তর দেবেন, 'আমি তোমাদের সত্যিই বলছি, এই তুচ্ছতমদের মধ্যে একজনের জন্যও তোমরা যখন তা করোনি, তখন তা আমার জন্যও করোনি।' ৪৬এবং এই লোকেরা যাবে জাহান্নামে কিন্তু দীনদারেরা হবে জান্নাতবাসী।

রুকু ২৬

১এসব কথা বলা শেষ করে হযরত ইসা আ. তাঁর হাওয়ারিদেরকে বললেন, ২"তোমরা তো জানো, আর দু'দিন পরেই
ইদুল-ফেসাখ; এবং ইবনুল-ইনসানকে সলিববিদ্ধ করার জন্য তুলে দেয়া হবে।" ৩অতঃপর প্রধান ইমামেরা ও লোকদের
বুজুর্গরা মহাইমাম কাইয়াফার প্রাসাদে একত্রিত হলেন ৪এবং হযরত ইসা আ.কে গোপনে ধরে এনে হত্যার ষড়যন্ত্র করলেন।
৫তবে তারা বললেন, "ইদের সময় নয়, তাতে লোকদের মধ্যে দাঙ্গা বেধে যেতে পারে।"

৬অতঃপর তিনি যখন বেথানিয়ার কুষ্ঠী সিমোনের বাড়িতে ছিলেন, ৭তখন এক মহিলা একটি সাদা পাথরের পাত্রে করে খুব
দামি সুগন্ধি তেল নিয়ে তাঁর কাছে এলো এবং তিনি খেতে বসলে সে তা তাঁর মাথায় ঢেলে দিলো। ৮তা দেখে হাওয়ারিরা
রেগে গিয়ে বললেন, "এই অপচয় কেনো? ৯এটি তো অনেক দামে বিক্রি করে টাকাগুলো গরিবদের দেয়া যেতো।"
১০কিন্তু হযরত ইসা আ. তা বুঝতে পেরে হাওয়ারিদের বললেন, "এই মহিলাকে তোমরা দুঃখ দিচ্ছো কেনো? ১১সে তো
আমার জন্য ভালো কাজই করেছে। গরিবরা তো সব সময় তোমাদের কাছে আছে কিন্তু আমাকে তোমরা সব সময় পাবে না।
১২সে আমার শরীরে এই তেল ঢেলে আমাকে দাফনের জন্য প্রস্তুত করেছে। ১৩আমি তোমাদের সত্যিই বলছি, সারা দুনিয়ার
যেখানেই ইঞ্জিল প্রচার করা হবে, সেখানেই এই মহিলার কথা মনে করিয়ে দেবার জন্য তার এই কাজের কথাও বলা হবে।"
১৪এরপর সেই বারোজনের মধ্যে একজন, যার নাম হযরত ইহুদা ইস্কারিয়োত রা., প্রধান ইমামদের কাছে গেলেন এবং
বললেন, ১৫"আমি যদি তাঁকে আপনাদের হাতে তুলে দেই, তাহলে আপনারা আমাকে কী দেবেন?" তারা তাকে তিরিশ
টুকরো রুপা দিলেন। ১৬সেই সময় থেকেই তিনি তাঁকে তাদের হাতে তুলে দেবার জন্য সুযোগ খুঁজতে লাগলেন।
১৭ইদুল-মাত্‌ছের প্রথম দিনে হাওয়ারিরা হযরত ইসা আ.র কাছে এসে জিজ্ঞেস করলেন, "আপনার জন্য আমরা কোথায়
ইদুল-ফেসাখের খাওয়া-দাওয়ার আয়োজন করবো? আপনার ইচ্ছা কী?" ১৮তিনি বললেন, "শহরের অমুক লোকের কাছে
গিয়ে বলো, 'হুজুর বলছেন, আমার সময় কাছে এসে গেছে; আমি আমার হাওয়ারিদের সাথে তোমার বাড়িতেই ইদুল-ফেসাখ
পালন করবো।'" ১৯সুতরাং হাওয়ারিরা হযরত ইসা আ.র নির্দেশ মতো কাজ করলেন এবং ইদুল-ফেসাখের খাওয়া-দাওয়ার
আয়োজন করলেন।
২০তারপর সন্ধ্যায় তিনি সেই বারোজনকে সাথে নিয়ে খেতে বসলেন। ২১খাবার সময় তিনি বললেন, "আমি তোমাদের
সত্যিই বলছি, তোমাদের মধ্যে একজন আমার সাথে বেইমানি করবে।" ২২এতে তারা ভীষণ দুঃখ পেলেন এবং একজনের
পর একজন বলতে লাগলেন, "হুজুর, নিশ্চয়ই আমি না?"
২৩তিনি উত্তর দিলেন, "যে আমার সাথে একই বাটিতে হাত ডুবিয়েছে, সে-ই আমাকে তুলে দেবে।
২৪ইবনুল-ইনসানের বিষয়ে যেভাবে লেখা আছে, তিনি সেভাবেই যাচ্ছেন কিন্তু আফসোস সেই লোকের জন্য, যে ইবনুল-
ইনসানকে তুলে দেবে! এই লোকের জন্ম না হলেই বরং তার জন্য ভালো হতো।" ২৫যিনি তাঁকে তুলে দিতে যাচ্ছিলেন, সেই
ইহুদা বললেন, "হুজুর, নিশ্চয়ই আমি না?" তিনি জবাব দিলেন, "একথা তুমি বললে।"
২৬খাওয়া-দাওয়া চলছে, এমন সময় হযরত ইসা আ. রুটি নিয়ে শুকরিয়া জানালেন এবং তা ভেঙে হাওয়ারিদের হাতে
দিয়ে বললেন, "নাও, খাও, এ আমার শরীর।" ২৭তারপর তিনি গ্লাস নিয়ে শুকরিয়া জানালেন এবং তাদের হাতে দিয়ে
বললেন, ২৮"তোমরা সবাই এটা থেকে পান করো, কারণ এ আমার রক্ত, চুক্তির রক্ত, যা অনেকের গুনাহ মাফের জন্য দেয়া
হচ্ছে।
২৯আমি তোমাদের বলছি, আমার প্রতিপালকের রাজ্যে তোমাদের সাথে নতুনভাবে আঙুররস পান করার আগে আর
কখনোই আমি তা পান করবো না।" ৩০অতঃপর তারা একটি হামদ গেয়ে জৈতুন পাহাড়ে গেলেন।
৩১তখন হযরত ইসা আ. তাদের বললেন, "আজ রাতে আমার কারণে তোমরা প্রত্যেকে পালাবে। কারণ লেখা আছে,
'আমি রাখালকে আঘাত করবো এবং পালের ভেড়াগুলো ছড়িয়ে পড়বে।' ৩২কিন্তু আমাকে মৃত থেকে জীবিত করার পর আমি
তোমাদের আগেই গালিলে যাবো।" ৩৩পিতর তাঁকে বললেন, "আপনার কারণে সবাই পালিয়ে গেলেও আমি কখনো
আপনাকে ছেড়ে যাবো না।" ৩৪হযরত ইসা আ. তাকে বললেন, "আমি তোমাকে সত্যিই বলছি, আজ রাতেই মোরগ ডাকার
আগে তুমি আমাকে তিনবার অস্বীকার করবে।" ৩৫হযরত পিতর রা. তাঁকে বললেন, "যদি আমাকে আপনার সাথে মরতেও
হয়, তবুও আমি আপনাকে অস্বীকার করবো না!" এবং হাওয়ারিরা সবাই একই কথা বললেন।

[৩৬]অতঃপর হযরত ইসা আ. তাদের সাথে গেতসিমানি নামে একটি জায়গায় এলেন। তিনি তাঁর হাওয়ারিদের বললেন, "আমি যতোক্ষণ ওখানে গিয়ে মোনাজাত করি, ততোক্ষণ তোমরা এখানে বসে থাকো।"
[৩৭]তিনি পিতর ও জাবিদির দুই ছেলেকে নিজের সাথে নিলেন এবং মনে গভীর দুঃখ ও অশান্তি বোধ করতে লাগলেন। [৩৮]তখন তিনি তাদের বললেন, "দুঃখে যেনো আমার প্রাণ বেরিয়ে যাচ্ছে। তোমরা বরং এখানে অপেক্ষা করো এবং আমার সাথে জেগে থাকো।"

[৩৯]অতঃপর তিনি কিছুটা দূরে গিয়ে মাটিতে সেজদায় পড়ে মোনাজাত করলেন, "হে আমার প্রতিপালক, যদি সম্ভব হয়, এই গ্লাস আমার কাছ থেকে দূরে সরে যাক। তবু আমার ইচ্ছামতো না হোক কিন্তু তোমার ইচ্ছামতোই হোক।"

[৪০]তারপর তিনি হাওয়ারিদের কাছে ফিরে এসে দেখলেন তারা ঘুমাচ্ছেন। তিনি পিতরকে বললেন, "পিতর, তোমরা আমার সাথে এক ঘন্টাও কি জেগে থাকতে পারলে না! [৪১]জেগে থাকো ও মোনাজাত করো, যেনো পরীক্ষায় না পড়ো। রুহে ইচ্ছা আছে বটে কিন্তু দেহ দুর্বল।"

[৪২]আবার তিনি ফিরে গিয়ে দ্বিতীয়বার মোনাজাত করে বললেন, "হে আমার প্রতিপালক, আমি পান না করলে যদি এটার সরে যাওয়া সম্ভব না হয়, তাহলে তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক।"

[৪৩]আবার তিনি ফিরে এসে দেখলেন তারা ঘুমাচ্ছেন; কারণ তাদের চোখ ভারি হয়ে এসেছিলো। [৪৪]সুতরাং তিনি আবার তাদের ছেড়ে চলে গেলেন এবং তৃতীয়বার সেই একই কথা বলে মোনাজাত করলেন।

[৪৫]অতঃপর তিনি হাওয়ারিদের কাছে এলেন এবং তাদের বললেন, "এখনো তোমরা ঘুমাচ্ছো আর বিশ্রাম করছো? দেখো, সময় এসে গেছে। ইবনুল-ইনসানকে গুনাহগারদের হাতে তুলে দেয়া হচ্ছে। [৪৬]ওঠো, চলো, আমরা যাই। ওই দেখো, যে আমাকে ধরিয়ে দেবে সে এসে পড়েছে।" [৪৭]তখনো তিনি কথা বলছেন, এমন সময় ইহুদা, সেই বারোজনের একজন, সেখানে এলেন। প্রধান ইমামদের ও বুজুর্গদের পাঠানো প্রচুর লোক তরবারি ও লাঠিসহ তার সাথে ছিলো। [৪৮]যিনি তাঁকে ধরিয়ে দিয়েছিলেন, তিনি ওই লোকদের সাথে একটি চিহ্ন ঠিক করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, "যাঁকে আমি চুমু দেবো, তিনিই সেই লোক; তোমরা তাঁকে গ্রেফতার কোরো।"

[৪৯]তখনই তিনি হযরত ইসা আ.র কাছে এসে বললেন, "হুজুর, আসসালামু আলাইকুম!"
এবং তাঁকে চুমু দিলেন। [৫০]হযরত ইসা আ. তাকে বললেন, "বন্ধু, তুমি যা করতে এসেছো তা-ই করো।" [৫১]অতঃপর তারা এগিয়ে এসে হযরত ইসা আ.কে গ্রেফতার করলো। হঠাৎ হযরত ইসা আ.র সঙ্গীদের মধ্যে একজন হাত বাড়িয়ে তার তরবারি বের করলেন এবং মহাইমামের গোলামকে আঘাত করে তার একটি কান কেটে ফেললেন। [৫২]তখন হযরত ইসা আ. তাকে বললেন, "তোমার তরবারি খাপে রেখে দাও; কারণ তরবারি যারা ধরে, তারা তরবারির আঘাতেই মরে। [৫৩]তুমি কি মনে করো যে, আমি আমার প্রতিপালকের কাছে চাইলে তিনি এখনই আমার জন্য বারো বাহিনীরও বেশি ফেরেস্তা পাঠিয়ে দেবেন না? [৫৪]কিন্তু তাহলে পাককিতাবের কথা কীভাবে পূর্ণ হবে, যাতে বলা হয়েছে যে, এসব অবশ্যই এভাবে ঘটবে?"

[৫৫]সেই সময় হযরত ইসা আ. জনতার উদ্দেশে বললেন, "ডাকাত ধরার জন্য মানুষ যেভাবে যায়, সেভাবে তোমরা কি তরবারি ও লাঠি নিয়ে আমাকে গ্রেফতার করতে এসেছো? আমি দিনের পর দিন বায়তুল-মোকাদ্দসে বসে শিক্ষা দিয়েছি কিন্তু তখন তো তোমরা আমাকে ধরোনি! [৫৬]কিন্তু এসব ঘটলো যেনো নবিদের কথা পূর্ণ হতে পারে।" তখন হাওয়ারিরা সকলেই তাঁকে ছেড়ে পালিয়ে গেলেন। [৫৭]যারা হযরত ইসা আ.কে গ্রেফতার করেছিলো, তারা তাঁকে মহাইমাম কাইয়াফার কাছে নিয়ে গেলো। তার বাড়িতে আলিমরা ও বুজুর্গরা একত্রিত হয়েছিলেন। [৫৮]হযরত পিতর রা. দূরে থেকে তাঁর পেছনে পেছনে মহাইমামের উঠোনে গিয়ে ঢুকলেন এবং শেষ পর্যন্ত কী হয় তা দেখার জন্য ভেতরে গিয়ে পাহারাদারদের সাথে বসলেন।

[৫৯]প্রধান ইমামেরা এবং মহাসভার সবাই হযরত ইসা আ.কে মেরে ফেলার জন্য তাঁর বিরুদ্ধে মিথ্যাসাক্ষ্য খুঁজছিলেন। [৬০]যদিও অনেকেই মিথ্যাসাক্ষ্য দেবার জন্য এগিয়ে এসেছিলো কিন্তু তেমন কোনো সাক্ষ্যই তারা পেলেন না। অবশেষে দু'ব্যক্তি এগিয়ে এসে [৬১]বললো, "এই লোকটি বলেছে, 'আমি আল্লাহর ঘর ভেঙে ফেলে তিন দিনের মধ্যে আবার তা গড়তে পারি'।"

[৬২]তখন মহাইমাম উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, "তোমার কি কিছুই বলার নেই? এসব লোক তোমার বিরুদ্ধে কী সাক্ষ্য দিচ্ছে?"
[৬৩]কিন্তু হযরত ইসা আ. চুপ করেই রইলেন।

তখন মহাইমাম তাঁকে বললেন, “আমি তোমাকে আল্লাহ রাব্বুল আ’লামিনের কসম দিয়ে বলছি, তুমিই যদি মসিহ, আল্লাহর
একান্ত প্রিয় মনোনীতজন, হয়ে থাকো, তাহলে আমাদের বলো?”
৬৪হযরত ইসা আ. তাকে বললেন, “আপনি নিজেই তা বললেন। কিন্তু আমি আপনাকে বলছি, এখন থেকে আপনারা
ইবনুল-ইনসানকে সর্বশক্তিমানের ডান দিকে বসে থাকতে এবং আসমানের মেঘে চড়ে আসতে দেখবেন।”
৬৫তখন মহাইমাম তার জামা-কাপড় ছিঁড়ে বললেন, “ও তো কুফরি করলো! আমাদের আর সাক্ষীর কী দরকার?
৬৬আপনারা তো এইমাত্র ওর কুফরি শুনতে পেলেন। আপনাদের সিদ্ধান্ত কী?” তারা জবাব দিলেন, “ও মৃত্যুর উপযুক্ত।”
৬৭তখন লোকেরা তাঁর মুখে থুথু দিলো এবং তাঁকে ঘুষি মারলো। ৬৮কেউ কেউ আবার তাঁকে চড়-থাপ্পড় মেরে বললো, “এই
মসিহ, তুই নাকি নবি! বল দেখি কে তোকে মারলো?”
৬৯এদিকে পিতর বাইরের উঠোনেই বসে ছিলেন। একজন চাকরানী তার কাছে এসে বললো, “তুমিও তো গালিলের ওই
হযরত ইসা আ.র সাথে ছিলে।” ৭০কিন্তু পিতর সকলের সামনে একথা অস্বীকার করে বললেন, “তুমি যে কী বলছো, আমি
তা বুঝতেই পারছি না!”
৭১এরপর হযরত পিতর রা. সদর দরজার কাছে গেলেন। তাকে দেখে অন্য এক চাকরানী সেখানকার লোকদের বললো,
“এই লোকটি নাসরতের হযরত ইসা আ.র সাথে ছিলো।” ৭২আবারো তিনি কসম খেয়ে অস্বীকার করে বললেন, “ওই
লোকটিকে আমি চিনি না।”
৭৩কিছুক্ষণ পরেই, যারা সেখানে দাঁড়িয়ে ছিলো তারা এগিয়ে এসে পিতরকে বললো, “নিশ্চয়ই তুমি ওদেরই একজন।
তোমার কথা বলার ধরণ তোমাকে ধরিয়ে দিচ্ছে।” ৭৪তখন তিনি নিজেকে অভিশাপ দিয়ে কসম খেয়ে বলতে লাগলেন, “ওই
লোকটিকে আমি চিনিই না।” আর তখনই একটি মোরগ ডেকে উঠলো। ৭৫তখন হযরত পিতর রা.র মনে পড়লো যে, হযরত
ইসা আ. বলেছিলেন, “মোরগ ডাকার আগেই তুমি আমাকে তিনবার অস্বীকার করবে।” এবং তিনি বাইরে গিয়ে কান্নায়
ভেঙে পড়লেন।

রুকু ২৭

১ফজরের পরেই প্রধান ইমামেরা ও বুজুর্গরা একত্রে বসে হযরত ইসা আ.কে মেরে ফেলার বিষয়ে আলোচনা করলেন।
২তারা হযরত ইসা আ.কে বেঁধে নিয়ে গিয়ে প্রাদেশিক শাসনকর্তা পিলাতের হাতে তুলে দিলেন।
৩যখন ইহুদা, যিনি তাঁকে ধরিয়ে দিয়েছিলেন, দেখলেন যে, হযরত ইসা আ. দোষী বলে সাব্যস্ত হয়েছেন, ৪তখন তিনি
অনুতপ্ত হলেন এবং প্রধান ইমামদের ও বুজুর্গদের কাছে গিয়ে সেই তিরিশ টুকরো রুপা ফেরত দিয়ে বললেন, “নিষ্পাপ-
রক্তপাত ঘটিয়ে আমি গুনাহ করেছি।” কিন্তু তারা বললেন, “তাতে আমাদের কী? এ তো তোমার ব্যাপার।” ৫তখন তিনি
ওই রুপার টুকরোগুলো নিয়ে বায়তুল-মোকাদ্দসের ভেতরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে চলে গেলেন এবং গলায় দড়ি দিয়ে মরলেন।
৬কিন্তু প্রধান ইমামেরা ওই রুপার টুকরোগুলো কুড়িয়ে নিয়ে বললেন, “এগুলো কোষাগারে রাখা ঠিক নয়, কারণ এ তো
রক্তের মূল্য।” ৭তাই তারা পরামর্শ করার পর ওগুলো দিয়ে বিদেশিদের কবর দেবার জন্য এক কুমোরের জমি কিনলেন।
৮সেজন্য আজো ওই জমিকে বলা হয় “রক্তের জমি”।
৯হযরত ইয়ারমিয়া নবির মধ্য দিয়ে বলা একথা এভাবেই পূর্ণ হলো– “তারা তিরিশ টুকরো রুপা নিলো। যাঁর মূল্য
নির্ধারিতই ছিলো, এটি তাঁরই মূল্য। ১০বনি-ইসরাইলের কিছু লোক তাঁর জন্য এই মূল্য নির্ধারণ করেছিলো। আল্লাহ আমাকে
যেভাবে হুকুম দিয়েছিলেন, সেভাবেই তারা ওগুলো কুমারের জমির জন্য দিলো।”
১১হযরত ইসা আ.কে গভর্নরের সামনে দাঁড় করানো হলো। গভর্নর তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, “তুমি কি ইহুদিদের বাদশা?”
হযরত ইসা আ. বললেন, “আপনিই তা বলছেন।” ১২কিন্তু প্রধান ইমামেরা ও বুজুর্গরা যখন তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ করলেন,
তখন তিনি কোনো উত্তর দিলেন না। ১৩তখন পিলাত তাঁকে বললেন, “তুমি কি শুনতে পাচ্ছো না যে, ওরা তোমার বিরুদ্ধে
কতো কি অভিযোগ করছেন?” ১৪কিন্তু তিনি তাকে কোনো উত্তর দিলেন না, এমনকি একটি অভিযোগেরও না। এতে গভর্নর
খুবই আশ্চর্য হলেন।

১৫ইদের সময় লোকেরা যে-কয়েদিকে চাইতো, রীতি অনুসারে গভর্নর তাকে ছেড়ে দিতেন।
১৬সেই সময় বারাব্বা নামে একজন কুখ্যাত কয়েদি ছিলো। ১৭সুতরাং লোকেরা সমবেত হলে পিলাত তাদের জিজ্ঞেস
করলেন, "তোমরা কী চাও? তোমাদের জন্য আমি কাকে মুক্তি দেবো, বারাব্বাকে, নাকি এই হযরত ইসা আ.কে, যাকে
মসিহ বলা হয়?" ১৮কারণ তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, হিংসা করেই তারা তাঁকে তার হাতে দিয়েছেন। ১৯তিনি যখন
বিচারের আসনে বসে ছিলেন, তখন তার স্ত্রী তাকে বলে পাঠালেন, "তুমি ওই দীনদার মানুষটির বিরুদ্ধে কিছুই করো না,
কারণ আমি আজ তাঁকে নিয়ে একটি স্বপ্ন দেখে খুবই কষ্ট পেয়েছি।"

২০এদিকে প্রধান ইমামেরা ও বুজুর্গরা লোকদের উসকে দিলেন, যেনো তারা বারাব্বাকে চেয়ে নেয় এবং হযরত ইসা
আ.কে হত্যার দাবি জানায়। ২১গভর্নর আবার তাদের জিজ্ঞেস করলেন, "তোমরা কী চাও? তোমাদের জন্য এই দু'জনের
মধ্যে আমি কাকে মুক্তি দেবো?" তারা বললো, 'বারাব্বাকে'। ২২পিলাত তাদের বললেন, "তাহলে এই যে হযরত ইসা আ.,
যাকে মসিহ বলা হয়, তাকে নিয়ে আমি কী করবো?" তারা সকলে বললো, "ওকে সলিবে দিন!"

২৩তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "কেনো, সে কী দোষ করেছে?" কিন্তু তারা আরো জোরে চেঁচিয়ে বলতে লাগলো, "ওকে
সলিবে দিন!"

২৪সুতরাং পিলাত যখন দেখলেন যে, তিনি কিছুই করতে পারছেন না, বরং একটি দাঙ্গা শুরু হতে চলেছে, তখন তিনি
কিছু পানি নিয়ে লোকদের সামনে হাত ধুয়ে বললেন, "এই মানুষটির রক্তপাতের ব্যাপারে আমি নির্দোষ; তোমরাই তা
বুঝবে।" ২৫তখন সমস্ত লোক একসাথে বলে উঠলো, "ওর রক্তপাতের ব্যাপারে আমরা ও আমাদের সন্তানরাই দায়ী
রইলাম।"

২৬তখন পিলাত বারাব্বাকে তাদের কাছে ছেড়ে দিলেন, আর হযরত ইসা আ.কে চাবুক মেরে সলিবে দেবার জন্য দিয়ে
দিলেন।

২৭অতঃপর গভর্নরের সৈন্যরা হযরত ইসা আ.কে গভর্নরের প্রধান কার্যালয়ের ভেতরে নিয়ে গেলো এবং তারা গোটা
সেনাদলকে তাঁর চারদিকে জড়ো করলো। ২৮তারা তাঁর জামা-কাপড় খুলে নিয়ে তাঁকে টকটকে লাল গাউন পরিয়ে দিলো।

২৯এরপর তারা কাঁটার মুকুট গেঁথে তাঁর মাথায় পরিয়ে দিলো। তাঁর ডান হাতে দিলো একটি নলখাগড়া। এবং তাঁর সামনে
হাঁটু গেড়ে তাঁকে উপহাস করে বলতে লাগলো, "খোশ আমদেদ, ইহুদিরাজ!" ৩০তারা তাঁর গায়ে থুথু দিলো, নলখাগড়াটি
নিয়ে নিলো এবং তাঁর মাথায় আঘাত করলো। ৩১এভাবে তাঁকে ঠাট্টাতামাসা করার পর তারা ওই গাউনটি খুলে তাঁকে তাঁর
নিজের জামা-কাপড় পরিয়ে দিলো এবং সলিবে দিয়ে হত্যা করার জন্য নিয়ে চললো।

৩২বাইরে যাবার সময় তারা সিমোন নামে কুরিনীয় এক লোকের দেখা পেলো। তাকেই তারা তাঁর সলিব বইতে বাধ্য
করলো। ৩৩অতঃপর তারা যখন 'গল্‌গথা' অর্থাৎ 'মাথার খুলির স্থান', নামে একটি জায়গায় এসে পৌঁছালো, ৩৪তখন তারা
তাঁকে তেতো মেশানো আঙুররস খেতে দিলো কিন্তু স্বাদ নিয়েই তিনি তা আর খেলেন না।

৩৫অতঃপর তারা তাঁকে সলিবে দিলো। ভাগ্য পরীক্ষার মাধ্যমে তাঁর জামা-কাপড় নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নিলো।
৩৬এবং সেখানে বসে তাঁকে পাহারা দিতে লাগলো। ৩৭তারা তাঁর মাথার ওপরে তাঁর বিরুদ্ধে এই অভিযোগনামা লিখে লাগিয়ে
দিলো, "এ হলো হযরত ইসা আ., ইহুদিদের বাদশা।" ৩৮তারা দু'জন ডাকাতকেও তাঁর সাথে সলিবে দিলো– একজনকে
ডান দিকে ও অন্যজনকে বাম দিকে।

৩৯যারা সেপথ দিয়ে যাচ্ছিলো, তারা মাথা নেড়ে তাঁকে ঠাট্টা করে বললো, ৪০"তুমি নাকি বায়তুল-মোকাদ্দস ভেঙে আবার
তিন দিনের ভেতর তা তৈরি করতে পারো! তুমি যদি আল্লাহর একান্ত প্রিয় মনোনীতজন হয়ে থাকো, তাহলে এখন সলিব
থেকে নেমে এসে নিজেকে রক্ষা করো।"

৪১একইভাবে প্রধান ইমামেরা আলিম ও বুজুর্গদের সাথে তাঁকে উপহাস করে বললেন, ৪২"সে অন্যদের রক্ষা করতো কিন্তু
নিজেকে রক্ষা করতে পারে না। সে তো ইস্রাইলের বাদশা! এখন সলিব থেকে নেমে আসুক, তাহলে আমরাও তার ওপর
ইমান আনবো। ৪৩সে তো আল্লাহর ওপর ভরসা রাখে। আল্লাহ যদি চান, তাহলে এখন একমাত্র তিনিই তাকে উদ্ধার করুন।
কারণ সে তো বলতো, 'আমি আল্লাহর একান্ত প্রিয় মনোনীতজন।'" ৪৪যে-ডাকাতদের তাঁর সাথে সলিবে দেয়া হয়েছিলো,
তারাও তাঁকে একইভাবে টিটকারি করলো।

[৪৫]দুপুর বারোটা থেকে বেলা তিনটে পর্যন্ত সারাদেশ অন্ধকার হয়ে রইলো। [৪৬]বেলা তিনটের সময় হযরত ইসা আ.
চিৎকার করে বললেন, "এলোই, এলোই, লামা সাবাক্তানি?" অর্থাৎ "আল্লাহ আমার, আল্লাহ আমার, কেনো তুমি আমাকে
ত্যাগ করেছো?" [৪৭]যারা কাছে দাঁড়িয়ে ছিলো, তাদের কয়েকজন একথা শুনে বললো, "সে হযরত ইলিয়াস আ.কে ডাকছে।"
[৪৮]এক লোক দৌড়ে গিয়ে একটি স্পঞ্জ সিরকায় ভেজালো এবং তা একটি লাঠির মাথায় লাগিয়ে তাঁকে পান করতে দিলো।
[৪৯]কিন্তু অন্যরা বললো, "থাক, দেখি, হযরত ইলিয়াস আ. তাকে নামিয়ে নিতে আসেন কিনা।"

[৫০]অতঃপর হযরত ইসা আ. আবার জোরে চিৎকার করে ইন্তেকাল করলেন। [৫১]তখনই বায়তুল-মোকাদ্দসের পর্দাটি ওপর
থেকে নিচ পর্যন্ত চিরে দু'ভাগ হয়ে গেলো। ভূমিকম্প হলো এবং পাথরগুলো ফেটে গেলো। [৫২]কবরগুলোও খুলে গেলো এবং
চিরনিদ্রায় শায়িত অনেক কামিলের দেহ জেগে উঠলো। [৫৩]তাঁর পুনরুত্থানের পর তারা কবর থেকে বেরিয়ে এসে পবিত্র
শহরের মধ্যে গেলেন এবং অনেককে দেখা দিলেন।

[৫৪]রোমীয় সেনা অফিসার ও তার সাথে যারা ইসাকে পাহারা দিচ্ছিলেন, তারা ভূমিকম্প ও অন্য সব ঘটনা দেখে ভীষণ
ভয় পেয়ে বললেন, "নিশ্চয়ই ইনি আল্লাহর একান্ত প্রিয় মনোনীতজন ছিলেন।"

[৫৫]সেখানে কয়েকজন মহিলা দূরে দাঁড়িয়ে এসব দেখছিলেন। তারা গালিল থেকে ইসাকে অনুসরণ করে তাঁর সেবা করতে
করতে এসেছিলেন। [৫৬]তাদের মধ্যে ছিলেন মগ্দলিনি মরিয়ম, ইয়াকুব ও ইউসুফের মা মরিয়ম এবং জাবিদির ছেলেদের মা।

[৫৭]সন্ধ্যার দিকে অরিমাথিয়া গ্রামের হযরত ইউসুফ নামে এক ধনী লোক সেখানে এলেন। তিনিও হযরত ইসা আ.র
একজন সাহাবি ছিলেন। [৫৮]তিনি পিলাতের কাছে গিয়ে হযরত ইসা আ.র দেহমোবারক চাইলেন। তখন পিলাত তাকে তা
দিয়ে দিতে আদেশ দিলেন।

[৫৯]সুতরাং হযরত ইউসুফ র. দেহ মোবারকটি নিয়ে একটি পরিষ্কার লিনেন কাপড়ের কাফন পরালেন; [৬০]এবং নিজের জন্য
পাহাড় কেটে তৈরি করা একটি নতুন কবরে তাঁকে দাফন করলেন। অতঃপর কবরের মুখে একটি বড়ো পাথর গড়িয়ে দিয়ে
তিনি ফিরে গেলেন। [৬১]মগ্দলিনি মরিয়ম ও অন্য মরিয়ম সেখানে কবরের সামনে বসে রইলেন।

[৬২]পরদিন অর্থাৎ প্রস্তুতি দিনের পরদিন, প্রধান ইমামেরা ও ফরিসিরা একসাথে পিলাতের কাছে গিয়ে বললেন, [৬৩]"জনাব,
আমাদের মনে পড়ছে, জীবিত থাকতে এই ভন্ডটা বলেছিলো, 'তিন দিন পর আমি আবার জীবিত হয়ে উঠবো।' [৬৪]অতএব,
তিন দিন পর্যন্ত কবরটি পাহারা দিতে আদেশ দিন। তা না হলে হয়তো তার সাহাবিরা তার দেহ চুরি করে নিয়ে যাবে এবং
মানুষকে বলবে, 'তিনি মৃত থেকে জীবিত হয়ে উঠেছেন।' তাতে প্রথম প্রতারণার চেয়ে শেষ প্রতারণা আরো ভয়াবহ হয়ে
উঠবে।"

[৬৫]পিলাত তাদের বললেন, "আপনারা পাহারাদারদের নিয়ে গিয়ে যেভাবে পারেন, ওটা রক্ষা করুন।" [৬৬]সুতরাং তারা
পাহারাদারদের সাথে গিয়ে পাথরটি সিলমোহর করে কবরটির নিরাপত্তা নিশ্চিত করলেন।

রুকু ২৮

[১]সাব্বাতের পরে সপ্তাহের প্রথম দিন ভোরবেলায় মগ্দলিনি মরিয়ম ও অন্য মরিয়ম কবরটি দেখতে গেলেন। [২]আর তখন
সেখানে প্রবল ভূমিকম্প হলো; কারণ বেহেস্ত থেকে আল্লাহর একজন ফেরেস্তা নেমে এসে পাথরটি সরিয়ে দিয়ে তার ওপর
বসলেন। [৩]তার চেহারা ছিলো বিদ্যুতের মতো এবং জামা-কাপড় ছিলো ধবধবে সাদা। [৪]তার ভয়ে পাহারাদাররা কাঁপতে
কাঁপতে মরার মতো হয়ে পড়লো।

[৫]কিন্তু ফেরেস্তা মহিলাদের বললেন, "ভয় পেয়ো না। আমি জানি, তোমরা তো সেই হযরত ইসা আ.কে খুঁজছো, যাঁকে
সলিববিদ্ধ করা হয়েছে। [৬]তিনি এখানে নেই। তিনি যেভাবে বলেছিলেন, সেভাবেই উঠেছেন। এসো, তিনি যেখানে শুয়ে
ছিলেন, সেই জায়গাটি দেখো। [৭]আর তাড়াতাড়ি গিয়ে তার হাওয়ারিদেরকে বলো, 'তিনি মৃতদের মধ্য থেকে জীবিত হয়ে
উঠেছেন এবং তোমাদের আগেই গালিলে যাচ্ছেন। সেখানেই তোমরা তাঁকে দেখতে পাবে।' এটাই তোমাদের কাছে আমার
সংবাদ।" [৮]সুতরাং তারা ভয়ে ও মহানন্দে তাড়াতাড়ি কবর ছেড়ে এলেন এবং তাঁর হাওয়ারিদেরকে বলার জন্য দৌড়ে
গেলেন।

৯হঠাৎ করে হযরত ইসা আ. তাদের সামনে এসে বললেন, “আসসালামু আলাইকুম!” তখন তারা তাঁর কাছে এসে নতজানু
হয়ে তাঁর পা ধরলেন এবং তাঁকে সম্মান জানালেন। ১০অতঃপর হযরত ইসা আ. তাদের বললেন, “ভয় করো না। যাও এবং
গিয়ে ভাইদের গালিলে যেতে বলো; সেখানেই তারা আমাকে দেখতে পাবে।”

১১তারা যাচ্ছেন, এমন সময় পাহারাদারদের মধ্যে কয়েকজন শহরে গিয়ে যা-কিছু ঘটেছে, তার সমস্তই প্রধান ইমামদের
জানালো। ১২তারা বুজুর্গদের সাথে একত্রিত হয়ে ষড়যন্ত্র করলেন এবং সৈন্যদের প্রচুর টাকা দিয়ে বললেন, ১৩“তোমরা বলো,
‘রাতের বেলা আমরা যখন ঘুমিয়ে ছিলাম, তখন তার সাহাবিরা এসে তাকে চুরি করে নিয়ে গেছে।’

১৪গভর্নরের কানে যদি একথা পৌঁছায়, তাহলে আমরা তাকে বুঝিয়ে তোমাদেরকে সমস্যামুক্ত করবো।” ১৫সুতরাং তারা
সেই টাকা নিলো এবং তাদের নির্দেশমতো কাজ করলো। আর একথা ইহুদিদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়লো এবং আজো তা
প্রচলিত আছে।

১৬এদিকে এগারোজন হাওয়ারি গালিলে এসে সেই পাহাড়ে গেলেন, যেখানে হযরত ইসা আ. তাদের যেতে বলেছিলেন।
১৭তাঁকে দেখে তারা নতজানু হয়ে তাঁকে সম্মান জানালেন। কয়েকজন সন্দেহ করলেন।

১৮হযরত ইসা আ. কাছে এসে তাদের সাথে কথা বললেন। তিনি বললেন, “বেহেস্ত ও দুনিয়ার সমস্ত ক্ষমতা ও অধিকার
আমাকে দেয়া হয়েছে। ১৯অতএব, তোমরা যাও এবং সমস্ত জাতিকে আমার উম্মত করো। আল্লাহ, তাঁর একান্ত প্রিয়
মনোনীতজন ও আল্লাহর রুহের নামে তাদের বায়াত দাও। ২০এবং আমি তোমাদের যেসব হুকুম দিয়েছি তা তাদের আমল
করতে শেখাও। আর মনে রেখো, কেয়ামত পর্যন্ত সব সময় আমি তোমাদের সাথে সাথে আছি।”

ইবনুল-ইনসান

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম

রুকু ১

১,২মাননীয় থিয়ফিল, আমাদের মধ্যে যেসব ঘটনা ঘটেছে তা যারা প্রথম থেকে নিজের চোখে দেখেছেন ও আল্লাহর কালাম প্রচার করেছেন, তারা আমাদের কাছে সমস্ত বিষয় জানিয়েছেন, আর তাদের কথামতোই অনেকে সেসব বিষয় পরপর সাজিয়ে লিখেছেন। ৩সেসব বিষয় সম্বন্ধে প্রথম থেকে ভালোভাবে খোঁজখবর নিয়ে আপনার জন্য তা একটি একটি করে লেখা আমিও ভালো মনে করলাম; ৪এর ফলে আপনি যা জেনেছেন তা সত্যি কিনা জানতে পারবেন।

৫ইহুদিয়া প্রদেশের বাদশা হেরোদের সময় ইমাম আবিযার বংশের যারা ইমাম ছিলেন, জাকারিয়া ছিলেন তাদের মধ্যে একজন। তার স্ত্রী ছিলেন হারুনের বংশধর এবং তার নাম ছিলো ইলিছাবেত। ৬তারা দু'জনই আল্লাহর চোখে দীনদার ছিলেন এবং আল্লাহর বাধ্য থেকে তাঁর সমস্ত হুকুম নিখুঁতভাবে পালন করতেন। ৭তাদের কোনো ছেলেমেয়ে ছিলো না, কারণ ইলিছাবেত ছিলেন বন্ধ্যা এবং তাদের বয়সও খুব বেশি হয়ে গিয়েছিলো।

৮একবার নিজের দলের পালার সময় তিনি ইমাম হিসেবে আল্লাহর ইবাদত করছিলেন। ৯ইমাম নির্বাচনের প্রচলিত নিয়ম অনুসারে ভাগ্য পরীক্ষা দ্বারা তাকেই বেছে নেয়া হয়েছিলো, যেনো তিনি বায়তুল-মোকাদ্দসের পবিত্র-স্থানে গিয়ে সুগন্ধি জ্বালাতে পারেন। ১০জাকারিয়া যখন সুগন্ধি জ্বালাচ্ছিলেন, তখন সমাজের সব লোক বাইরে মোনাজাত করছিলো।

১১এমন সময় সুগন্ধি জ্বালানোর স্থানের ডান দিকে আল্লাহর এক ফেরেস্তা হঠাৎ এসে তাকে দেখা দিলেন। ১২তাকে দেখে জাকারিয়া অস্থির হয়ে উঠলেন এবং ভয় তাঁকে ঘিরে ধরলো। ১৩ফেরেস্তা তাকে বললেন, "জাকারিয়া, ভয় করো না, কারণ তোমার মোনাজাত কবুল হয়েছে। তোমার স্ত্রী ইলিছাবেতের একটি ছেলে হবে এবং তুমি তার নাম রাখবে ইয়াহিয়া। ১৪সে তোমার খুশি ও আনন্দের কারণ হবে এবং তার জন্মে আরো অনেকে আনন্দিত হবে; ১৫কারণ আল্লাহর চোখে সে মহান হবে। সে কখনো আঙুররস বা নেশাজাতীয় কোনোকিছু পান বা গ্রহণ করবে না। এমনকি মায়ের গর্ভে থাকতেই সে আল্লাহর রুহে পূর্ণ হবে।

১৬বনি-ইস্রাইলের অনেককেই সে তাদের মালিক আল্লাহ রাব্বুল আ'লামিনের কাছে ফিরিয়ে আনবে। ১৭সে হযরত ইলিয়াস আ.র রুহ ও ক্ষমতা নিয়ে তাঁর আগে আসবে, যেনো সে পিতার মন সন্তানের দিকে, অবাধ্যদের দীনদারীর জ্ঞানের দিকে ফেরাতে এবং আল্লাহর জন্য একদল লোককে প্রস্তুত করতে পারে।"

১৮হযরত জাকারিয়া আ. ফেরেস্তাকে বললেন, "এসব যে ঘটবে তা আমি কীভাবে বুঝবো? কারণ আমি তো বৃদ্ধ হয়েছি এবং আমার স্ত্রীও বৃদ্ধা।" ১৯ফেরেস্তা তাকে বললেন, "আমি হযরত জিব্রাইল আ., আমি আল্লাহর সামনে দাঁড়িয়ে থাকি। তোমার সাথে কথা বলার ও তোমাকে এই সুখবর দেবার জন্য আমাকে পাঠানো হয়েছে। ২০আমার কথা সময়মতোই পূর্ণ হবে কিন্তু তুমি আমার কথায় বিশ্বাস করোনি বলে যতোদিন এসব না ঘটে, ততোদিন তুমি কথা বলতে পারবে না– বোবা হয়ে থাকবে।"

২১এদিকে লোকেরা হযরত জাকারিয়া আ.র জন্য অপেক্ষা করছিলো। বায়তুল-মোকাদ্দসের পবিত্র-স্থানে তার দেরি হচ্ছে দেখে তারা চিন্তা করতে লাগলো। ২২তিনি যখন বেরিয়ে এলেন, তখন তাদের সাথে কথা বলতে পারলেন না। এতে তারা বুঝতে পারলো যে, তিনি সেখানে কোনোকিছু দেখেছেন। তিনি তাদের কাছে ইশারা করতে থাকলেন কিন্তু কথা বলতে পারলেন না। ২৩ইমামতির কাজ শেষ হওয়ার পর তিনি বাড়ি ফিরে গেলেন।

২৪ওই দিনগুলোর পর তার স্ত্রী ইলিছাবেত গর্ভবতী হলেন এবং পাঁচ মাস পর্যন্ত বাড়ি ছেড়ে বাইরে গেলেন না। ২৫তিনি বললেন, "আল্লাহ আমার জন্য একাজ করেছেন। মানুষের কাছে আমার লজ্জা দূর করার জন্য তিনি আমার প্রতি নজর দিয়েছেন।"

২৬তার যখন ছ'মাসের গর্ভ, তখন আল্লাহ গালিলের নাসরত গ্রামের এক কুমারীর কাছে হযরত জিব্রাইল আ. ফেরেস্তাকে পাঠালেন। ২৭ হযরত দাউদ আ.র বংশের হযরত ইউসুফ র. নামে এক লোকের সাথে তার বিয়ে ঠিক হয়েছিলো। সেই কুমারীর নাম ছিলো হযরত মরিয়ম রা.।

২৮তিনি তার কাছে এসে তাকে বললেন, "আস্‌সালামু আলাইকুম, তুমি আল্লাহর বিশেষ রহমত পেয়েছো; তিনি তোমার সাথে
আছেন!" ২৯কিন্তু একথা শুনে মরিয়ম হতবাক হয়ে গেলেন এবং ভাবতে লাগলেন, এই সব কথার মানে কী!
৩০ফেরেস্তা তাকে বললেন, "মরিয়ম, ভয় করো না, কারণ তুমি আল্লাহর রহমত পেয়েছো। ৩১এখন তুমি গর্ভবতী হবে
আর তোমার একটি ছেলে হবে। তুমি তাঁর নাম রাখবে ইসা। ৩২তিনি মহান হবেন; তাঁকে সর্বশক্তিমানের একান্ত প্রিয়
মনোনীতজন বলা হবে এবং আল্লাহ রাব্বুল আ'লামিন তাঁর পূর্বপুরুষ হযরত দাউদ আ.র সিংহাসন তাঁকে দেবেন। ৩৩তিনি
হযরত ইয়াকুব আ.র বংশের লোকদের ওপর চিরকাল রাজত্ব করবেন; তাঁর রাজত্ব কখনো শেষ হবে না।"
৩৪হযরত মরিয়ম রা. ফেরেস্তাকে বললেন, "এটি কীভাবে হবে, আমি তো এখনো কুমারী? " ৩৫ফেরেস্তা তাকে বললেন,
"আল্লাহর রুহ তোমার ওপর আসবেন এবং সর্বশক্তিমানের শক্তি তোমাকে ছায়া দেবে। এজন্য যে-সন্তানের জন্ম হবে, তিনি
হবেন পবিত্র এবং তাঁকে আল্লাহর একান্ত প্রিয় মনোনীতজন বলে ডাকা হবে। ৩৬দেখো, এই বৃদ্ধ বয়সে তোমার আত্মীয়া
ইলিছাবেতও ছেলে গর্ভে ধারণ করেছে। লোকে তাকে বন্ধ্যা বলতো কিন্তু এখন তার ছ'মাসের গর্ভ চলছে। ৩৭আসলে,
আল্লাহর পক্ষে কোনোকিছুই অসম্ভব নয়।"
৩৮হযরত মরিয়ম রা. বললেন, "আমি আল্লাহর দাসী; আপনার কথামতোই আমার প্রতি তা হোক।" এরপর ফেরেস্তা
তার কাছ থেকে চলে গেলেন। ৩৯ওই দিনগুলোতে মরিয়ম ইহুদিয়া প্রদেশের পাহাড়ি এলাকার একটি গ্রামে গিয়ে থাকলেন।
৪০তিনি সেখানে হযরত জাকারিয়া আ.র বাড়িতে ঢুকে ইলিছাবেতকে সালাম জানালেন। ৪১হযরত ইলিছাবেত রা. যখন
হযরত মরিয়ম রা.র সালাম শুনলেন, তখন তার গর্ভের শিশুটি নেচে উঠলেন এবং হযরত ইলিছাবেত রা. আল্লাহর রুহে পূর্ণ
হলেন। ৪২তিনি জোরে চিৎকার করে বললেন, "মহিলাদের মধ্যে তুমি রহমতপ্রাপ্তা এবং তোমার গর্ভের ফলও রহমতপ্রাপ্ত।
৪৩আমার প্রতি কেনো এমন হলো যে, আমার মনিবের মা আমার কাছে এসেছে?
৪৪কারণ তোমার সালাম শোনার সাথে সাথে আমার গর্ভের শিশুটি আনন্দে নেচে উঠলো। ৪৫সে-ই ভাগ্যবতী, যে বিশ্বাস করে
যে, আল্লাহ তার কাছে যা বলেছেন তা পূর্ণ হবে।"
৪৬হযরত মরিয়ম রা. বললেন, "আমার হৃদয় আল্লাহর প্রশংসা করছে। ৪৭আমার অন্তর আমার নাজাতদাতা আল্লাহর
প্রশংসা করছে। ৪৮কারণ তিনি তাঁর এই সামান্য দাসীর দিকে মনোযোগ দিয়েছেন। নিশ্চয়ই এখন থেকে সর্বকালের লোকেরা
আমাকে ভাগ্যবতী বলবে। ৪৯কারণ সর্বশক্তিমান আমার জন্য মহৎ কাজ করেছেন– সুবহান আল্লাহ! ৫০যারা তাঁকে ভয় করে,
বংশের পর বংশ ধরেই, তিনি তাদের দয়া করেন। ৫১তিনি নিজ হাতে মহাশক্তির কাজ করেছেন। তিনি অহংকারীদের
অহংকারী চিন্তা ধ্বংস করে দিয়েছেন। ৫২তিনি সিংহাসন থেকে ক্ষমতাশালীদের নামিয়ে দিয়েছেন এবং অবহেলিতদের উন্নত
করেছেন। ৫৩ক্ষুধার্তদের তিনি ভালো ভালো জিনিস দিয়ে সন্তুষ্ট করেছেন এবং ধনীদের খালি হাতে বিদায় করেছেন। ৫৪তিনি
তাঁর রহমতের কথা স্মরণ করে তাঁর বান্দা ইয়াকুবকে দয়া করেছেন। ৫৫আমাদের পূর্বপুরুষ হযরত ইব্রাহিম আ. ও তাঁর
বংশের প্রতি চিরকালের ওয়াদার কথা তিনি মনে রেখেছেন।" ৫৬হযরত মরিয়ম রা. প্রায় তিন মাস তার কাছে থাকার পর
নিজের বাড়িতে ফিরে গেলেন।
৫৭সন্তান প্রসবের সময় হলে হযরত ইলিছাবেত রা. একটি ছেলের জন্ম দিলেন। ৫৮তার প্রতিবেশী ও আত্মীয়রা শুনলো
যে, আল্লাহ তার প্রতি অশেষ দয়া করেছেন এবং তারা তার সাথে আনন্দ করলো। ৫৯আট দিনের দিন তারা ছেলেটির খতনা
করাতে এলো এবং ছেলেটির নাম তার পিতার নামানুসারে হযরত জাকারিয়া আ. রাখতে চাইলো। ৬০কিন্তু তার মা বললেন,
"না, তাকে ইয়াহিয়া বলে ডাকা হবে।" ৬১তারা তাকে বললো, "ওই নাম তো আপনার আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে কারো
নেই।" ৬২তখন তারা ইশারায় ছেলেটির পিতার কাছে জানতে চাইলো, তিনি কী নাম রাখতে চান। ৬৩তিনি লেখার জিনিস
চেয়ে নিয়ে লিখলেন, "ওর নাম হবে ইয়াহিয়া।" এতে সবাই অবাক হলো।
৬৪তখনই তার মুখ খুলে গেলো ও তার জিভ মুক্ত হলো এবং তিনি কথা বলতে ও আল্লাহর প্রশংসা করতে লাগলেন।
৬৫এতে প্রতিবেশীরা সবাই ভয় পেলো।
আর ইহুদিয়ার সমস্ত পাহাড়ি এলাকার লোকেরা এসব বিষয়ে বলাবলি করতে লাগলো। ৬৬যারা এসব কথা শুনলো, তারা
প্রত্যেকেই মনে মনে ভাবতে লাগলো আর বললো, "এই ছেলেটি তাহলে কী হবে?" নিশ্চয়ই আল্লাহ তার সাথে আছেন!"

৬৭তার পিতা হযরত জাকারিয়া আ. আল্লাহর রুহে পূর্ণ হয়ে এই ভবিষ্যদ্বাণী করলেন– ৬৮"হযরত ইয়াকুব আ.র মালিক
আল্লাহর প্রশংসা হোক। কারণ তিনি তাঁর নিজের লোকদের উদ্ধারের জন্য এসেছেন ও তাদের মুক্ত করেছেন। ৬৯,৭০অনেক
আগেই পবিত্র নবিদের মাধ্যমে তিনি যেকথা বলেছিলেন, সেই কথা অনুসারে তাঁর বান্দা হযরত দাউদ আ.র বংশ থেকে
আমাদের জন্য এক ক্ষমতাশালী নাজাতদাতাকে তুলেছেন, ৭১যেনো শত্রুদের এবং যারা আমাদের ঘৃণা করে, তাদের হাত
থেকে আমরা রক্ষা পাই।

৭২-৭৫তিনি আমাদের পূর্বপুরুষ হযরত ইব্রাহিম আ.র কাছে তাঁর করা ওয়াদা এবং আমাদের পূর্বপুরুষদের প্রতি তাঁর দয়া
ও পবিত্র চুক্তির কথা স্মরণ করেছেন, যেনো তিনি শত্রুদের হাত থেকে আমাদের উদ্ধার করেন এবং আমরা চিরদিন নির্ভয়ে,
পবিত্রতার সাথে ও সৎভাবে তাঁর এবাদত করতে পারি।

৭৬হে আমার সন্তান, তোমাকে সর্বশক্তিমানের নবি বলা হবে; কারণ তুমি মনিবের পথ প্রস্তুত করার জন্য তাঁর আগে
আগে যাবে। ৭৭তুমি তাঁর লোকদের গুনাহ মাফের মাধ্যমে কীভাবে নাজাত পাওয়া যায় তা জানাবে, কারণ ৭৮আল্লাহর
মহাদয়ায় বেহেস্ত থেকে এক উঠন্ত সূর্যের আলো আমাদের ওপর প্রকাশিত হবে, ৭৯যেনো যারা অন্ধকারে ও মৃত্যুর ছায়ায়
বসে আছে, তাদের আলো দিতে এবং আমাদেরকে শান্তির পথে চালাতে পারেন।" ৮০শিশুটি বেড়ে উঠলেন ও মানসিকভাবে
শক্তিশালী হলেন এবং হযরত ইয়াকুব আ.র সন্তানদের সামনে প্রকাশিত হওয়ার আগ পর্যন্ত নির্জন এলাকায় থাকলেন।

রুকু ২

১সেই সময় আগস্ত কাইসার তার গোটা সাম্রাজ্যে আদম-শুমারির হুকুম দিলেন। ২সিরিয়ার গভর্নর কুরিনিয়ের সময় এই
প্রথমবারের মতো আদম-শুমারি হয়। ৩নাম লেখানোর জন্য প্রত্যেকে নিজ নিজ গ্রামে গেলো।
৪হযরত ইউসুফ আ.ও গালিল প্রদেশের নাসরত গ্রাম থেকে ইহুদিয়ার বৈতলেহেম নামক দাউদের শহরে গেলেন, কারণ তিনি
ছিলেন হযরত দাউদ আ.র বংশের লোক। ৫তিনি হযরত মরিয়ম রা.কে– যার সাথে তার বিয়ে ঠিক হয়েছিলো এবং যিনি
ছিলেন সন্তান-সম্ভবা– সাথে নিয়ে নাম লেখাতে গেলেন। ৬সেখানে থাকতেই তার সন্তান জন্মের সময় এসে গেলো। ৭এবং
তিনি তার প্রথম সন্তান, একটি ছেলে, জন্ম দিলেন ও ছেলেটিকে কাপড়ে জড়িয়ে জাবপাত্রে রাখলেন; কারণ তাদের থাকার
জন্য মুসাফিরখানায় কোনো জায়গা ছিলো না।

৮ওই এলাকার রাখালেরা মাঠে বসবাস করছিলো এবং রাতে তারা তাদের ভেড়ার পাল পাহারা দিচ্ছিলো। ৯এমন সময়
আল্লাহর এক ফেরেস্তা তাদের সামনে উপস্থিত হলেন এবং আল্লাহর মহিমা তাদের চারদিকে উজ্জ্বল হয়ে দেখা দিলো। এতে
রাখালেরা খুব ভয় পেলো। ১০কিন্তু ফেরেস্তা তাদের বললেন, "ভয় করো না, কারণ আমি তোমাদের কাছে মহানন্দের সুখবর
এনেছি। এই আনন্দ সব লোকেরই জন্য। ১১আজ দাউদের শহরে তোমাদের নাজাতদাতা জন্মেছেন। তিনিই মসিহ, তিনিই
মালিক। ১২তোমাদের জন্য তাঁর চিহ্ন হলো এই– তোমরা কাপড়ে জড়ানো এবং জাবপাত্রে শোয়ানো একটি শিশুকে দেখতে
পাবে।" ১৩এ-সময় হঠাৎ সেই ফেরেস্তার সাথে সেখানে আরো অনেক ফেরেস্তাকে দেখা গেলো। তারা আল্লাহর প্রশংসা করে
বলতে লাগলেন, ১৪"বেহেস্তের সর্বত্র আল্লাহর প্রশংসা হোক এবং দুনিয়াতে যাদের ওপর তিনি সন্তুষ্ট, তাদের প্রতি শান্তি
হোক।"

১৫ফেরেস্তারা তাদের কাছ থেকে বেহেস্তে চলে যাবার পর রাখালেরা একে অন্যকে বললো, "চলো, আমরা বৈতলেহেমে
যাই এবং যে-ঘটনার কথা আল্লাহপাক আমাদের জানালেন তা গিয়ে দেখি।" ১৬তারা তাড়াতাড়ি গিয়ে হযরত মরিয়ম রা.,
হযরত ইউসুফ আ. ও জাবপাত্রে শোয়ানো সেই শিশুটিকে দেখতে পেলো। ১৭তারা যখন দেখলো, তখন তাদের কাছে ওই
শিশুটির বিষয়ে যা বলা হয়েছিলো তা লোকদের জানালো। ১৮রাখালদের কথা শুনে সবাই আশ্চর্য হলো। ১৯কিন্তু মরিয়ম এই
সমস্ত কথা তার মনে গেঁথে রাখলেন এবং চিন্তা করতে থাকলেন।
২০রাখালদের কাছে যা বলা হয়েছিলো, সবকিছু সেই রকম দেখে ও শুনে তারা আল্লাহর প্রশংসা ও গৌরব করতে করতে
ফিরে গেলো। ২১আট দিন পর শিশুটির খতনা করানোর সময় হলো এবং তাঁর নাম রাখা হলো হযরত ইসা আ.। মায়ের গর্ভে
আসার আগেই ফেরেস্তা তাঁর এই নাম দিয়েছিলেন।

২২পরে হযরত মুসা আ.র শরিয়ত অনুসারে তাদের পাকসাফ হওয়ার সময় এলে তারা তাঁকে আল্লাহর সামনে উপস্থিত
করার জন্য জেরুসালেমে নিয়ে গেলেন। ২৩কারণ আল্লাহর শরিয়তে লেখা আছে, "প্রত্যেক প্রথমজাত ছেলে-সন্তানকে

আল্লাহর জন্য পবিত্র বলে ধরা হবে।” ২৪এবং তারা আল্লাহর শরিয়ত অনুসারে “দুটো ঘুঘু কিম্বা দুটো কবুতরের বাচ্চা”
কোরবানি দিলেন।

২৫জেরুসালেমে তখন হযরত সামাউন আ. নামে একজন দীনদার ও আল্লাহভক্ত লোক ছিলেন। তিনি বনি-ইস্রাইলের
নাজাতের জন্য অপেক্ষা করছিলেন এবং আল্লাহর রুহ্ তার ওপর ছিলেন। ২৬আল্লাহর রুহ্ তার কাছে প্রকাশ করেছিলেন যে,
আল্লাহর সেই মসিহকে না দেখে তিনি ইন্তেকাল করবেন না। ২৭হযরত সামাউন আ. আল্লাহর রুহের দ্বারা চালিত হয়ে
বায়তুল-মোকাদ্দসে এলেন। আর শিশু- হযরত ইসা আ.র বাবা-মা শরিয়ত অনুসারে যা ফরজ তা আদায় করতে তাঁকে
সেখানে নিয়ে এলেন। ২৮হযরত সামাউন আ. তখন তাঁকে কোলে নিলেন এবং আল্লাহর প্রশংসা করে বললেন,
২৯“পরওয়ারদেগার, তুমি তোমার কথামতো তোমার গোলামকে এখন শান্তিতে বিদায় দিচ্ছো। ৩০কারণ আমার চোখ তোমার
নাজাত দেখেছে, ৩১যা তুমি সমস্ত মানুষের সামনে প্রস্তুত করেছো। ৩২অইহুদিদের কাছে এটি পথ দেখানোর আলো, আর
তোমার ইস্রাইলের কাছে গৌরব।”

৩৩শিশুটির বিষয়ে যা বলা হলো, এতে তাঁর মা ও হযরত ইউসুফ আ. খুবই আশ্চর্য হলেন। ৩৪পরে হযরত সামাউন আ.
তাদের দোয়া করলেন এবং তাঁর মা হযরত মরিয়ম রা.কে বললেন, “এই শিশুটি হযরত ইয়াকুব আ.র বংশের অনেকের
উত্থান-পতনের কারণ হবেন এবং এমন একটি চিহ্ন হবেন, যার বিরুদ্ধে অনেকেই কথা বলবে। ৩৫তাতে অনেকের মনের
চিন্তা প্রকাশ হয়ে পড়বে আর তরবারির আঘাতের মতো তোমার অন্তর বিদ্ধ করবে।

৩৬সেখানে হান্না নামে একজন নবিও ছিলেন। তিনি আসের বংশের ফানুয়েলের মেয়ে। তার অনেক বয়স হয়েছিলো।
৩৭সাত বছর স্বামীর ঘর করার পর চুরাশি বছর পর্যন্ত তিনি বিধবার জীবন কাটাচ্ছিলেন। তিনি বায়তুল-মোকাদ্দস ছেড়ে
কোথাও যেতেন না, বরং রোজা ও মোনাজাতের মধ্য দিয়ে দিনরাত এবাদত করতেন। ৩৮তিনিও ঠিক সেই সময় এগিয়ে
এসে আল্লাহর প্রশংসা করতে লাগলেন; এবং যারা জেরুসালেমের মুক্তির অপেক্ষায় ছিলো, তাদের কাছে শিশুটির বিষয়ে কথা
বলতে লাগলেন। ৩৯আল্লাহর শরিয়ত অনুসারে সবকিছু শেষ করে হযরত ইউসুফ আ. ও হযরত মরিয়ম রা. গালিলে, তাদের
নিজেদের গ্রাম নাসরতে ফিরে গেলেন।

৪০শিশু- হযরত ইসা আ. বয়সে বেড়ে বলিষ্ঠ হয়ে উঠলেন এবং জ্ঞানে পূর্ণ হতে থাকলেন। আর তাঁর ওপরে আল্লাহর
রহমত ছিলো। ৪১প্রত্যেক বছর ইদুল-ফেসাখের সময় তাঁর মা ও হযরত ইউসুফ আ. জেরুসালেমে যেতেন। ৪২এবং তাঁর
বয়স যখন বারো বছর, তখন নিয়ম অনুসারে তারা সেই ইদে গেলেন। ৪৩ইদের শেষে তারা যখন বাড়ি ফিরছিলেন, তখন
হযরত ইসা আ. জেরুসালেমেই থেকে গেলেন কিন্তু তাঁর মা ও হযরত ইউসুফ আ. সেকথা জানতেন না। ৪৪তিনি সঙ্গীদের
মাঝে আছেন মনে করে তারা এক দিনের পথ চলে গেলেন। পরে তারা তাদের আত্মীয় ও জানাশোনা লোকদের মধ্যে তাঁর
খোঁজ করতে লাগলেন। ৪৫তাঁকে না পেয়ে, খোঁজ করতে করতে, তারা আবার জেরুসালেমে ফিরে গেলেন।

৪৬তিন দিন পর তারা তাঁকে বায়তুল-মোকাদ্দসে পেলেন। তিনি আলিমদের মধ্যে বসে তাদের কথা শুনছিলেন ও তাদের
প্রশ্ন জিজ্ঞেস করছিলেন। ৪৭যারা তাঁর কথা শুনছিলেন, তারা সবাই তাঁর জ্ঞান দেখে ও তাঁর জবাব শুনে অবাক হলেন।

৪৮তাঁর মা ও হযরত ইউসুফ আ. তাঁকে দেখে আশ্চর্য হলেন। তাঁর মা তাঁকে বললেন, “বাবা, তুমি আমাদের সাথে
কেনো এমন করলে? দেখো, তোমার বাবা ও আমি কতো ব্যাকুল হয়ে তোমার খোঁজ করছিলাম।” ৪৯তিনি তাদের বললেন,
“তোমরা কেনো আমার খোঁজ করছিলে? তোমরা কি জানতে না যে, আমার প্রতিপালকের ঘরে আমাকে থাকতে হবে?”
৫০কিন্তু তিনি যা বললেন তা তারা বুঝলেন না।

৫১এরপর তিনি তাদের সাথে নাসরতে ফিরে গেলেন এবং তাদের বাধ্য হয়েই রইলেন। তাঁর মা এই সবকিছু মনে গেঁথে
রাখলেন। ৫২ হযরত ইসা আ. জ্ঞানে, বয়সে এবং আল্লাহ ও মানুষের মহব্বতে বেড়ে উঠতে লাগলেন।

রুকু ৩

১সম্রাট টাইবেরিয়াসের রাজত্বের পনের বছরের সময় পন্তিয়াস পিলাত যখন ইহুদিয়া প্রদেশের গভর্নর, হেরোদ গালিল
প্রদেশ এবং তার ভাই ফিলিপ ইতুরিয়া ও ত্রাখোনিয়া প্রদেশের শাসনকর্তা, লুসানিয়া ছিলেন অবিলিনির শাসনকর্তা ২আর
হান্নান ও কাইয়াফা ছিলেন ইহুদিদের মহাইমাম, তখন মরু প্রান্তরে হযরত ইয়াহিয়া ইবনে জাকারিয়ার ওপর আল্লাহর কালাম
নাযিল হলো।

৩তিনি জর্দান নদীর চারদিকে, সমস্ত এলাকায়, গিয়ে গুনাহ মাফের জন্য তওবার বায়াত প্রচার করতে লাগলেন। ৪হযরত
ইসাইয়া নবির সহিফায় যেমন লেখা আছে, "মরুপ্রান্তরে একজনের কণ্ঠস্বর চিৎকার করে ঘোষণা করছে, 'তোমরা মালিকের
পথ প্রস্তুত করো, তাঁর রাস্তা সোজা করো। ৫সমস্ত উপত্যকা ভরা হবে, পাহাড়-পর্বত নিচু করা হবে, আঁকাবাঁকা রাস্তা সোজা
করা হবে, অ-সমান রাস্তা সমান করা হবে। ৬এবং গোটা দুনিয়া আল্লাহর নাজাত দেখতে পাবে।'"

৭বায়াত নিতে আসা জনতাকে হযরত ইয়াহিয়া আ. বললেন, "সাপের বংশধরেরা! আসন্ন গজব থেকে পালিয়ে যাবার
জন্য কে তোমাদের সতর্ক করলো? ৮তওবার উপযুক্ত ফল দেখাও। নিজেদের মনে মনে ভেবো না যে, ' হযরত ইব্রাহিম আ.
আমাদের পূর্বপুরুষ।' আমি তোমাদের বলছি, এই পাথরগুলো থেকে আল্লাহ হযরত ইব্রাহিম আ.র বংশধর তৈরি করতে
পারেন। ৯এমনকি এখনই গাছের গোড়ায় কুড়াল লাগানো আছে। যে-গাছে ভালো ফল ধরে না তা কেটে আগুনে ফেলে দেয়া
হবে।"

১০লোকেরা তাঁকে জিজ্ঞেস করলো, "তাহলে আমরা কী করবো?" ১১উত্তরে তিনি তাদের বললেন, "যার দুটো জামা
আছে, সে যার নেই, তাকে একটি দিক এবং যার খাবার আছে, সেও ওরকমই করুক।"
১২এমনকি করআদায়-কারীরাও বায়াত নেবার জন্য এসে তাঁকে জিজ্ঞেস করলো, "হুজুর, আমরা কী করবো?" ১৩তিনি তাদের
বললেন, "আইনে যা আছে তার বেশি আদায় করো না।" ১৪সৈন্যরাও তাকে জিজ্ঞেস করলো, "কিন্তু আমরা কী করবো?"
তিনি তাদের বললেন, "জুলুম করে বা মিথ্যা দোষ দেখিয়ে কারো কাছ থেকে কিছু আদায় করো না এবং তোমাদের বেতনেই
সন্তুষ্ট থেকো।"

১৫লোকেরা খুব আশা নিয়ে মনে মনে ভাবছিলো যে, হয়তো-বা হযরত ইয়াহিয়া আ.ই মসিহ, ১৬তাই হযরত ইয়াহিয়া
আ. তাদের সবাইকে বললেন, "আমি তোমাদের পানিতে বায়াত দিচ্ছি কিন্তু যিনি আমার চেয়ে ক্ষমতাবান, তিনি আসছেন।
আমি তাঁর জুতার ফিতা খোলারও যোগ্য নই। তিনি আল্লাহর রুহে ও আগুনে তোমাদের বায়াত দেবেন। ১৭ফসল মাড়ানোর
জায়গা পরিষ্কার করে ফসল গোলায় জমা করার জন্য তাঁর কুলা তাঁর হাতেই আছে। কিন্তু যে-আগুন কখনো নেভে না, সেই
আগুনে তিনি তুষ পুড়িয়ে ফেলবেন।"

১৮আরো অনেক উপদেশের মধ্য দিয়ে তিনি লোকদের মনে উৎসাহ জাগিয়ে সুখবর প্রচার করলেন। ১৯শাসনকর্তা-
হেরোদের সমস্ত অন্যায় কাজ ও তার ভাইয়ের স্ত্রী হেরোদিয়ার জন্য হযরত ইয়াহিয়া আ. তাকে তিরস্কার করেছিলেন।
২০হযরত ইয়াহিয়া আ.কে জেলে বন্দি করে ওগুলোর সাথে হেরোদ আরো একটি কু-কর্ম যোগ করলেন।

২১সব লোককে যখন বায়াত দেয়া হলো এবং হযরত ইসা আ.ও বায়াত নিয়ে যখন মোনাজাত করছিলেন, তখন আসমান
খুলে গেলো, ২২এবং আল্লাহর রুহ কবুতরের আকার নিয়ে তাঁর ওপরে নেমে এলেন। আর বেহেস্ত থেকে এক কণ্ঠস্বর শোনা
গেলো, "তুমিই আমার একান্ত প্রিয় মনোনীতজন, তোমার ওপর আমি খুবই সন্তুষ্ট।"

২৩প্রায় ত্রিশ বছর বয়সে হযরত ইসা আ. তাঁর কাজ শুরু করলেন। লোকে মনে করতো তিনি হযরত ইউসুফের ছেলে।
২৪হযরত ইউসুফ আলির ছেলে; আলি মাতাতের ছেলে; মাতাত লেবির ছেলে; লেবি মাল্কির ছেলে; মাল্কি ইয়ান্নার ছেলে;
ইয়ান্না ইউসুফের ছেলে; ২৫ইউসুফ মাতাতিয়ার ছেলে; মাতাতিয়া আমোসের ছেলে; আমোস নাহুমের ছেলে; নাহুম হাসলির
ছেলে; হাসলি নাজ্জার ছেলে;
২৬নাজ্জা মাতের ছেলে; মাত মাতাতিয়ার ছেলে; মাতাতিয়া সিমির ছেলে; সিমি ইউসেখের ছেলে; ২৭ইউসেখ ইহুদার ছেলে;
ইহুদা ইউহোন্নার ছেলে; ইউহোন্না রিসার ছেলে; রিসা ঝারবাবিলের ছেলে; ঝারবাবিল সলতিয়েলের ছেলে; ২৮সলতিয়েল
নিরের ছেলে; নির মালকির ছেলে; মালকি আদ্দার ছেলে; আদ্দা কুসামের ছেলে; কুসাম মুদামের ছেলে; মুদাম ইরের ছেলে;
২৯ইর ইয়াসুয়ার ছেলে; ইয়াসুয়া লায়াঝারের ছেলে; লায়াঝার ইউরিমের ছেলে; ইউরিম মাতাতের ছেলে; মাতাত লেবির
ছেলে; ৩০লেবি সিমোনের ছেলে; সিমোন ইহুদার ছেলে; ইহুদা ইউসুফের ছেলে; ইউসুফ ইউনুসের ছেলে; ইউনুস আলি
ইয়াকিমের ছেলে; ৩১আলি ইয়াকিম মালায়ার ছেলে; মালায়া মান্নার ছেলে; মান্না মাতাতার ছেলে; মাতাতা নাসোনের ছেলে;
নাসোন দাউদের ছেলে; ৩২দাউদ ইয়াচ্ছার ছেলে; ইয়াচ্ছা ওবেদের ছেলে; ওবেদ বোয়াযের ছেলে; বোয়ায সালিমের ছেলে;
সালিম নাহিসের ছেলে; ৩৩নাহিস আমিনাদাবের ছেলে; আমিনাদাব অরামের ছেলে; অরাম হাছিরের ছেলে; হাছির ফারিসের
ছেলে; ফারিস ইহুদার ছেলে; ৩৪ হযরত ইহুদা হযরত ইয়াকুব আ.র ছেলে; হযরত ইয়াকুব হযরত ইসহাক আ.র ছেলে;

হযরত ইসহাক আ. হযরত ইব্রাহিম আ.র ছেলে; হযরত ইব্রাহিম আ. তারহের ছেলে; তারহ নাহুরের ছেলে; [৩৫]নাহুর সারুজের ছেলে; সারুজ রাউর ছেলে; রাউ ফালাকের ছেলে; ফালাক আবিরের ছেলে; আবির সালাহের ছেলে; [৩৬]সালাহ কেনানের ছেলে; কেনান আরফাখসাদের ছেলে; আরফাখসাদ সামের ছেলে; সাম নুহের ছেলে; নুহ লামিকের ছেলে; [৩৭]লামিক মাতুসালার ছেলে; মাতুসালা ইদ্রিসের ছেলে; ইদ্রিস ইয়ারিদের ছেলে; ইয়ারিদ মাহলালিলের ছেলে; মাহলালিল কেনানের ছেলে; [৩৮]কেনান আনুসের ছেলে; আনুস সিসের ছেলে; সিস হযরত আদম আ.র ছেলে; হযরত আদম আ. আল্লাহর খলিফা।

রুকু ৪

[১]হযরত ইসা আ. আল্লাহর রুহে পূর্ণ হয়ে জর্দান থেকে ফিরে এলেন এবং সেই রুহের পরিচালনায় তাঁকে মরু প্রান্তরে যেতে হলো। [২]সেখানে চল্লিশ দিন ধরে ইবলিস তাঁকে লোভ দেখালো। ওই দিনগুলোতে তিনি কিছুই খেলেন না এবং ওই দিনগুলো শেষ হলে তাঁর খিদে পেলো।

[৩]তখন ইবলিস তাঁকে বললো, "তুমি যদি আল্লাহর একান্ত প্রিয় মনোনীতজন হও, তাহলে এই পাথরটিকে রুটি হয়ে যেতে বলো।" [৪]হযরত ইসা আ. তাকে বললেন "একথা লেখা আছে, 'মানুষ কেবল রুটিতেই বাঁচে না।'"

[৫]এরপর ইবলিস তাঁকে একটি উঁচু জায়গায় নিয়ে গেলো এবং মুহূর্তের মধ্যে দুনিয়ার সব রাজ্য দেখিয়ে বললো, [৬]"এসবের অধিকার ও এগুলোর জাঁকজমক আমি তোমাকে দেবো। কারণ এসব আমাকে দেয়া হয়েছে এবং আমার যাকে ইচ্ছা আমি তাকেই তা দিতে পারি। [৭]তুমি যদি আমাকে সিজদা করো, তাহলে এই সবই তোমার হবে।" [৮]হযরত ইসা আ. তাকে জবাব দিলেন, "একথা লেখা আছে, 'তুমি তোমার মালিক আল্লাহর এবাদত করবে এবং কেবল তাঁরই বাধ্য থাকবে।'"

[৯]তখন ইবলিস তাঁকে জেরুসালেমে নিয়ে গেলো আর বায়তুল-মোকাদ্দসের চূড়ায় দাঁড় করিয়ে বললো, "তুমি যদি আল্লাহর একান্ত প্রিয় মনোনীতজন হও, তাহলে এখান থেকে লাফিয়ে নিচে পড়ো। [১০]কারণ একথা লেখা আছে, 'তিনি তাঁর ফেরেস্তাদের তোমার বিষয়ে হুকুম দেবেন, যেনো তারা তোমাকে রক্ষা করেন।' [১১]এবং 'তারা তোমাকে হাত দিয়ে ধরে ফেলবেন, যাতে তোমার পায়ে পাথরের আঘাত না লাগে।'" [১২]হযরত ইসা আ. তাকে বললেন, "একথাও বলা হয়েছে, 'তোমার মালিক আল্লাহকে তুমি পরীক্ষা করো না।'" [১৩]সমস্ত রকম লোভ দেখানো শেষ করে ইবলিস আরেকটি সুযোগ না পাওয়া পর্যন্ত তাঁর কাছ থেকে চলে গেলো।

[১৪]পরে হযরত ইসা আ. আল্লাহর রুহের শক্তিতে পূর্ণ হয়ে গালিলে ফিরে গেলেন এবং তাঁর খবর সে-এলাকার চারপাশের সব জায়গায় ছড়িয়ে পড়লো। [১৫]তিনি তাদের সিনাগোগগুলোতে গিয়ে শিক্ষা দিতে শুরু করলেন এবং সবাই তাঁর প্রশংসা করতে লাগলো। [১৬]তিনি নাসরতে এলেন। এখানেই তিনি বড়ো হয়েছিলেন। তিনি নিজের নিয়ম অনুসারে সাব্বাতে সিনাগোগে গেলেন এবং তেলাওয়াত করার জন্য উঠে দাঁড়ালেন। [১৭]তাঁর হাতে হযরত ইসাইয়া নবির গুটিয়ে রাখা সহিফাখানা দেয়া হলো। তিনি তা খুলে সেই জায়গা পেলেন, যেখানে লেখা আছে– [১৮]"আল্লাহর রুহ আমার ওপরে আছে। কারণ তিনিই আমাকে অভিষিক্ত করেছেন, যেনো আমি গরিবদের কাছে সুখবর নিয়ে আসি।

তিনি আমাকে বন্দিদের কাছে স্বাধীনতার কথা, অন্ধদের কাছে দেখতে পাওয়ার কথা ঘোষণা করতে, মজলুমদের মুক্ত করতে [১৯]এবং আল্লাহর রহমতের বছর ঘোষণা করতে পাঠিয়েছেন।"

[২০]অতঃপর সহিফাখানা গুটিয়ে খাদেমের হাতে দিয়ে তিনি বসলেন। সিনাগোগের প্রত্যেকটি লোক স্থিরদৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকিয়ে রইলো। [২১]তখন তিনি বলতে আরম্ভ করলেন, "পাক-কিতাবের এই কথাগুলো আজ তোমাদের শোনার সাথে সাথে পূর্ণ হলো।" [২২]সবাই তাঁর প্রশংসা করলো এবং তাঁর মুখে সুন্দর সুন্দর কথা শুনে অবাক হলো। তারা বললো, "এ কি ইউসুফের ছেলে নয়?" [২৩]তিনি তাদের বললেন, "তোমরা নিশ্চয়ই আমাকে এই প্রবাদটি বলবে, 'ডাক্তার, নিজেকে সুস্থ করো' এবং আরো বলবে, 'কফরনাহুমে যেসব কাজ করার কথা আমরা শুনেছি, সেসব নিজের গ্রামেও করে দেখাও।'" [২৪]তিনি আরো বললেন, "আমি তোমাদের সত্যিই বলছি, কোনো নবিকেই তাঁর নিজের গ্রামের লোকেরা গ্রহণ করে না।

[২৫]কিন্তু সত্য হচ্ছে এই যে, হযরত ইলিয়াস আ.র সময় যখন তিন বছর ছ'মাস বৃষ্টি হয়নি, আকাশ বন্ধ হয়ে গিয়েছিলো এবং সারা দেশে ভীষণ দুর্ভিক্ষ হয়েছিলো, তখন ইস্রাইলেও অনেক বিধবা ছিলো, [২৬]কিন্তু তাদের কারো কাছে হযরত ইলিয়াস আ.কে পাঠানো হয়নি, কেবল সিডন এলাকার সারিফত গ্রামের বিধবার কাছে পাঠানো হয়েছিলো। [২৭]নবি ইয়াসার সময় ইস্রাইলে অনেক কুষ্ঠরোগী ছিলো কিন্তু তাদের কাউকে পাকসাফ করা হয়নি, কেবল সিরিয়ার নামানকেই করা হয়েছিলো।"

২৮একথা শুনে সিনাগোগের সমস্ত লোক রেগে আগুন হয়ে গেলো। ২৯তারা উঠে তাঁকে গ্রামের বাইরে ঠেলে নিয়ে গেলো।
আর তাদের গ্রামটি যে-পাহাড়ের চূড়ায় ছিলো, সেখান থেকে তাঁকে নিচে ফেলে দিতে চাইলো। ৩০কিন্তু তিনি তাদের মধ্য
দিয়েই হেঁটে চলে গেলেন।

৩১তিনি গালিলের কফরনাহুম শহরে গেলেন এবং সাব্বাতে তাদের শিক্ষা দিচ্ছিলেন। ৩২তাঁর শিক্ষায় লোকেরা আশ্চর্য
হলো। কারণ তিনি অধিকারসহ কথা বলছিলেন। ৩৩সিনাগোগে ভূতে পাওয়া এক লোক ছিলো এবং সে জোরে চিৎকার করে
বললো, ৩৪"হে নাসরতের হযরত ইসা আ., আমাদের একা থাকতে দিন! আমাদের সাথে আপনার কী?
আপনি কি আমাদের ধ্বংস করতে এসেছেন? আমি জানি আপনি কে– আপনিই আল্লাহর সেই পবিত্রজন।" ৩৫কিন্তু হযরত
ইসা আ. তাকে ধমক দিয়ে বললেন, "চুপ করো, ওর ভেতর থেকে বেরিয়ে যাও!" সেই ভূত তখন লোকটিকে সকলের
সামনে আছড়ে ফেললো এবং তার কোনো ক্ষতি না করে তার ভেতর থেকে বেরিয়ে গেলো। ৩৬এতে সবাই আশ্চর্য হয়ে
নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতে লাগলো, "এ কেমন কথা? অধিকার ও ক্ষমতা নিয়ে তিনি ভূতদের হুকুম দেন আর তারা
বেরিয়ে যায়!" ৩৭সেই এলাকার সব জায়গায় তাঁর কথা ছড়িয়ে পড়তে লাগলো।

৩৮সিনাগোগ থেকে বেরিয়ে তিনি হযরত সাফওয়ান রা.র বাড়িতে গেলেন। তার শাশুড়ির খুব জ্বর হয়েছিলো এবং তারা
হযরত ইসা আ.কে তার বিষয়ে বললেন। ৩৯তখন তিনি তার পাশে দাঁড়িয়ে জ্বরকে ধমক দিলেন। তাতে জ্বর তাকে ছেড়ে
গেলো আর তিনি তখনই উঠে তাঁদের মেহমানদারি করতে লাগলেন।

৪০সূর্য ডোবার সময় লোকেরা সমস্ত রোগীকে তাঁর কাছে নিয়ে এলো। তারা নানা রোগে ভুগছিলো। তিনি তাদের
প্রত্যেকের গায়ে হাত দিয়ে তাদের সুস্থ করলেন। ৪১অনেক লোকের ভেতর থেকে ভূতও বেরিয়ে গেলো। তারা চিৎকার করে
বললো, "আপনিই আল্লাহর একান্ত প্রিয় মনোনীতজন!" কিন্তু তিনি তাদের ধমক দিলেন এবং কথা বলতে দিলেন না, কারণ
তারা জানতো যে, তিনিই মসিহ।

৪২ফজরে তিনি সেই জায়গা ছেড়ে একটি নির্জন জায়গায় চলে গেলেন। অনেক লোক তাঁর খোঁজ করতে করতে তাঁর
কাছে গেলো এবং যাতে তিনি তাদের ছেড়ে চলে না যান, সেজন্য তাঁকে ফেরাতে চেষ্টা করলো। ৪৩কিন্তু তিনি তাদের
বললেন, "আরো অনেক জায়গায় আমাকে আল্লাহর রাজ্যের সুখবর প্রচার করতে হবে, এজন্যই আমাকে পাঠানো হয়েছে।"
৪৪সুতরাং তিনি ইহুদিয়ার গালিলের সিনাগোগগুলোতে প্রচার করতে থাকলেন।

রুকু ৫

১এক সময় হযরত ইসা আ. গিনেসরত লেকের পাড়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন এবং লোকেরা আল্লাহর কালাম শোনার জন্য তাঁর
চারপাশে ভিড় করে ঠেলাঠেলি করছিলো। ২তিনি লেকের ধারে দুইটা নৌকা দেখতে পেলেন। জেলেরা নৌকা থেকে নেমে
তাদের জাল ধুচ্ছিলো। ৩তখন তিনি একটি নৌকায় উঠে বসলেন। এটি ছিলো হযরত সাফওয়ান রা.র নৌকা এবং তিনি
তাকে নৌকাটি কিনারা থেকে একটু দূরে নিয়ে যেতে বললেন। তারপর তিনি নৌকায় বসে লোকদের শিক্ষা দিতে লাগলেন।
৪শিক্ষা দেয়া শেষ করে তিনি সাফওয়ানকে বললেন, "মাছ ধরার জন্য গভীর পানিতে গিয়ে তোমাদের জাল ফেলো।"
৫হযরত সাফওয়ান রা. বললেন, "হুজুর, আমরা সারারাত পরিশ্রম করেও কিছুই ধরতে পারিনি, তবুও আপনার কথামতো
আমি জাল ফেলবো।"

৬তারা যখন জাল ফেললেন, তখন এতো মাছ পেলেন যে, তাদের জাল ছিঁড়ে যেতে লাগলো। ৭তখন তারা সাহায্যের
জন্য ইশারা করে অন্য নৌকার সঙ্গীদের ডাকলেন। তারা এসে দুটো নৌকায় এতো মাছ বোঝাই করলেন যে, সেগুলো ডুবে
যেতে লাগলো। ৮তা দেখে হযরত সাফওয়ান পিতর হযরত ইসা আ.র সামনে হাঁটু গেড়ে বললেন, "মালিক, আমি গুনাহগার,
আমার কাছ থেকে চলে যান।" ৯এতো মাছ ধরা পড়েছে দেখে তিনি ও তার সঙ্গীরা অবাক হলেন। ১০হযরত সাফওয়ান রা.র
ব্যবসার অংশীদার হযরত ইয়াকুব রা. ও হযরত ইউহোন্না রা. নামে জাবিদির দু'ছেলেও আশ্চর্য হলেন। তখন হযরত ইসা

আ. হযরত সাফওয়ান রা.কে বললেন, "ভয় করো না। এখন থেকে তুমি মানুষ ধরবে।" ১১তারপর তারা নৌকাগুলো কিনারে
আনলেন এবং সবকিছু ফেলে রেখে হযরত ইসা আ.কে অনুসরণ করলেন।

১২একবার তিনি কোনো এক শহরে গেলেন। সেখানে এক লোকের সারা গায়ে কুষ্ঠরোগ ছিলো। হযরত ইসা আ.কে
দেখে সে উবুড় হয়ে পড়ে কাকুতি-মিনতি করে বললো, "হুজুর, আপনি ইচ্ছা করলেই আমাকে পাকসাফ করতে পারেন।"
১৩তিনি হাত বাড়িয়ে তাকে ছুঁয়ে বললেন, "আমি তা-ই চাই, তুমি পাকসাফ হও।" আর তখনই কুষ্ঠরোগ তাকে ছেড়ে
গেলো।

১৪আর তিনি তাকে এ-বিষয়ে কাউকে কিছু বলতে নিষেধ করে বললেন, "যাও, ইমামের কাছে গিয়ে নিজেকে দেখাও এবং
তাদের কাছে সাক্ষ্য হিসেবে পাকসাফ হওয়ার জন্য হযরত মুসা আ. যা কোরবানি দেবার হুকুম দিয়েছেন তা আদায় করো।"

১৫কিন্তু এভাবে হযরত ইসা আ.র কথা আরো বেশি ছড়িয়ে পড়লো। তাঁর কথা শোনার ও রোগ থেকে সুস্থ হওয়ার জন্য
অনেক লোক তাঁর কাছে আসতে লাগলো। ১৬কিন্তু তিনি প্রায়ই নির্জন জায়গায় মোনাজাত করার জন্য চলে যেতেন।

১৭একদিন তিনি যখন শিক্ষা দিচ্ছিলেন, তখন ফরিসিরা ও আলিমরা সেখানে বসে ছিলেন। তারা গালিল, ইহুদিয়া ও
জেরুসালেমের প্রত্যেক গ্রাম থেকে এসেছিলেন। এবং সুস্থ করার জন্য আল্লাহর ক্ষমতা তাঁর সাথে ছিলো। ১৮তখনই কয়েক
ব্যক্তি এক অবশরোগীকে খাটে করে বয়ে আনলো। তারা তাকে ভেতরে নিয়ে গিয়ে হযরত ইসা আ.র সামনে রাখার চেষ্টা
করলো ১৯কিন্তু ভিড়ের জন্য ভেতরে যাওয়ার পথ পেলো না। তখন তারা ছাদে উঠলো এবং ছাদের টালি সরিয়ে বিছানাসহ
তাকে লোকদের মাঝখানে, হযরত ইসা আ.র সামনে, নামিয়ে দিলো। ২০তাদের ইমান দেখে তিনি বললেন, "বন্ধু, তোমার
গুনাহ মাফ করা হলো।" ২১এতে আলিমরা ও ফরিসিরা মনে মনে ভাবতে লাগলেন, "এই লোকটি কে, যে কুফরি করছে?
একমাত্র আল্লাহ ছাড়া আর কে গুনাহ মাফ করতে পারে?" ২২হযরত ইসা আ. তাদের মনের কথা বুঝতে পেরে বললেন,
"কেনো তোমরা মনে মনে ওই কথা ভাবছো? ২৩কোনটি বলা সহজ, 'তোমার গুনাহ মাফ করা হলো,' নাকি 'তুমি উঠে হেঁটে
বেড়াও'? ২৪কিন্তু তোমরা যেনো জানতে পারো যে, দুনিয়াতে গুনাহ মাফ করার ক্ষমতা ইবনুল-ইনসানের আছে।"– এ-পর্যন্ত
বলে তিনি সেই অবশরোগীকে বললেন, "আমি তোমাকে বলছি, ওঠো, তোমার বিছানা তুলে নিয়ে তোমার বাড়ি চলে যাও।"
২৫সে তখনই সকলের সামনে উঠে দাঁড়ালো এবং যে-বিছানার ওপর শুয়ে ছিলো তা তুলে নিয়ে আল্লাহর প্রশংসা করতে
করতে নিজের বাড়ি চলে গেলো। ২৬তাতে সবাই খুব আশ্চর্য হলো এবং সশ্রদ্ধ ভয়ে আল্লাহর প্রশংসা করে বললো, "আজ
আমরা কি আশ্চর্য ঘটনা দেখলাম!"

২৭এরপর হযরত ইসা আ. বাইরে গেলেন এবং কর আদায় করার ঘরে লেবি নামে এক কর-আদায়কারীকে বসে থাকতে
দেখলেন। তিনি তাকে বললেন, "আমাকে অনুসরণ করো।" ২৮তিনি উঠলেন এবং সবকিছু ফেলে রেখে তাঁকে অনুসরণ
করলেন। ২৯পরে লেবি তাঁর সম্মানে নিজের বাড়িতে একটি বড়ো ভোজের আয়োজন করলেন এবং তাদের সাথে অনেক কর-
আদায়কারী ও অন্য লোকেরা খেতে বসলো। ৩০ফরিসিরা ও তাদের আলিমরা তাঁর হাওয়ারিদের কাছে অভিযোগ করে
বললেন, "তোমরা কর-আদায়কারী ও গুনাহগারদের সাথে খাওয়া-দাওয়া করো কেনো?" ৩১হযরত ইসা আ. উত্তর দিলেন,
"সুস্থদের জন্য ডাক্তারের দরকার নেই, বরং অসুস্থদের জন্যই দরকার আছে। ৩২আমি দীনদারদের নয় কিন্তু গুনাহগারদের
তওবা করার জন্য ডাকতে এসেছি।"

৩৩পরে তারা তাঁকে বললেন, "ফরিসিদের অনুসারীদের মতো হযরত ইয়াহিয়া আ.র সাহাবিরা প্রায়ই রোজা রাখেন ও
মোনাজাত করেন কিন্তু আপনার হাওয়ারিরা শুধু খাওয়া-দাওয়া করেন।" ৩৪হযরত ইসা আ. তাদের বললেন, "বর সাথে
থাকতে তোমরা বিয়ে বাড়ির লোকদের রোজা রাখাতে পারো না, পারো কি? ৩৫কিন্তু এমন সময় আসবে, যখন তাদের কাছ
থেকে বরকে নিয়ে যাওয়া হবে, আর তখন ওই দিনগুলোতে তারা রোজা রাখবে।"

৩৬তিনি তাদের একটি দৃষ্টান্তও দিলেন– "নতুন জামা থেকে কেটে নিয়ে কেউ পুরোনো জামায় তালি দেয় না। যদি দেয়,
তাহলে নতুনটিও নষ্ট হয়ে যায়, আর সেই নতুন তালিটিও পুরোনো জামার সাথে মানায় না। ৩৭টাটকা আঙুররস কেউ
পুরোনো চামড়ার থলিতে রাখে না। যদি রাখে, তাহলে টাটকা রসে থলি ফেটে যায়। তাতে রসও পড়ে যায়, থলিও নষ্ট হয়।

৩৮কিন্তু টাটকা আঙুররস নতুন চামড়ার থলিতেই রাখা হয়। ৩৯পুরোনো আঙুররস খাবার পরে কেউ টাটকা আঙুররস খেতে
চায় না, বরং বলে, 'পুরোনোটাই ভালো।'"

রুকু ৬

১কোনো এক সাব্বাতে হযরত ইসা আ. ফসলের মাঠ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তাঁর হাওয়ারিরা শিষ ছিঁড়ে হাতে ঘষে ঘষে খেতে
লাগলেন।
২এতে কয়েকজন ফরিসি বললেন, "শরিয়তমতে সাব্বাতে যা করা উচিত নয়, তোমরা তা করছো কেনো?" ৩হযরত ইসা আ.
বললেন, " হযরত দাউদ আ. ও তার সঙ্গীরা যখন ক্ষুধার্ত ছিলেন, তখন তিনি যা করেছিলেন তা কি তোমরা পড়োনি? ৪তিনি
তো আল্লাহর ঘরে ঢুকে আল্লাহর উদ্দেশে দান করা রুটি, যা ইমামদের ছাড়া আর কারো খাওয়ার নিয়ম ছিলো না, তা নিয়ে
তিনি নিজে খেয়েছিলেন এবং তার সঙ্গীদেরও দিয়েছিলেন। ৫অতঃপর তিনি তাদের বললেন, "ইবনুল-ইনসানই সাব্বাতের
মালিক।"

৬অন্য এক সাব্বাতে তিনি সিনাগোগে গিয়ে শিক্ষা দিচ্ছিলেন। সেখানে এমন এক লোক ছিলো, যার ডান হাত শুকিয়ে
গিয়েছিলো। ৭তিনি সাব্বাতে কাউকে সুস্থ করেন কিনা তা দেখার জন্য আলিমরা ও ফরিসিরা তাঁর ওপর নজর রাখছিলেন,
যেনো তারা তাঁকে দোষ দিতে পারেন। ৮যদিও তিনি তাদের মনের চিন্তা জানতেন, তবুও তিনি যার হাত শুকিয়ে গিয়েছিলো,
সেই লোকটিকে বললেন, "এখানে এসে দাঁড়াও।" সে উঠে এসে সেখানে দাঁড়ালো।

৯তখন হযরত ইসা আ. তাদের বললেন, "আমি তোমাদের জিজ্ঞেস করি, সাব্বাতে কোন কাজ করা শরিয়ত-সম্মত–
ভালো কাজ করা, নাকি খারাপ কাজ করা? প্রাণ রক্ষা করা, নাকি নষ্ট করা?" ১০অতঃপর চারপাশের সকলের দিকে তাকিয়ে
তাকে বললেন, "তোমার হাত বাড়িয়ে দাও।" সে তা করলে পর তার হাত সম্পূর্ণ ভালো হয়ে গেলো। ১১কিন্তু তারা ভীষণ
রাগ করলেন এবং হযরত ইসা আ.কে নিয়ে কী করা যায় তা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করতে লাগলেন।

১২ওই সময় একদিন মোনাজাত করার জন্য তিনি পাহাড়ে গেলেন এবং সারারাত আল্লাহর কাছে মোনাজাত করে
কাটালেন। ১৩সকালে তিনি তাঁর অনুসারীদের নিজের কাছে ডাকলেন এবং তাদের মধ্য থেকে বারোজনকে বেছে নিলেন,
যাদের তিনি নাম দিলেন হাওয়ারি। ১৪তারা হলেন– হযরত সাফওয়ান রা., যাকে তিনি নাম দিলেন পিতর এবং তার ভাই
হযরত আন্দ্রিয়ান রা.; হযরত ইয়াকুব রা. ও হযরত ইউহোন্না রা., হযরত ফিলিপ রা. ও হযরত বর্থলময় রা., ১৫হযরত মথি
রা. ও হযরত থোমা রা,, হযরত ইয়াকুব ইবনে আলফিয়াস, দেশপ্রেমিক হযরত সিমোন রা., ১৬হযরত ইহুদা ইবনে ইয়াকুব
এবং হযরত ইহুদা ইস্কারিয়োত রা.– যিনি বেইমান হয়ে গিয়েছিলেন।

১৭তিনি তাদের সাথে নিয়ে পাহাড় থেকে নেমে একটি সমান জায়গায় গিয়ে তাঁর সাহাবিদের বড়ো একটি দলের সাথে
দাঁড়ালেন। এছাড়া ইহুদিয়া, জেরুসালেম এবং টায়ার ও সিডন এলাকার উপকূল থেকেও অনেক লোক সেখানে জড়ো
হয়েছিলো। ১৮তারা তাঁর কথা শোনার এবং নানা রোগ থেকে সুস্থ হওয়ার জন্য সেখানে এসেছিলো। যারা ভূতের দ্বারা কষ্ট
পাচ্ছিলো, তারা ভালো হচ্ছিলো। ১৯সব লোক তাঁকে ছোঁয়ার চেষ্টা করছিলো, কারণ তাঁর ভেতর থেকে শক্তি বেরিয়ে সকলকে
সুস্থ করছিলো।

২০অতঃপর তিনি তাঁর সাহাবিদের দিকে তাকিয়ে বললেন, "তোমরা যারা গরিব, তারা রহমতপ্রাপ্ত, কারণ আল্লাহর রাজ্য
তোমাদেরই। ২১রহমতপ্রাপ্ত তোমরা, এখন যাদের খিদে আছে, কারণ তোমরা তৃপ্ত হবে। রহমতপ্রাপ্ত তোমরা, যারা এখন
কাঁদছো, কারণ তোমরা হাসবে।

২২রহমতপ্রাপ্ত তোমরা, যখন লোকে ইবনুল-ইনসানের জন্য তোমাদের ঘৃণা করে, সমাজ থেকে বের করে দেয়, অপমান
করে এবং তোমাদের নামে নিন্দা করে। ২৩সেই সময় তোমরা খুশি হয়ো ও আনন্দে নেচে উঠো। নিশ্চয়ই বেহেস্তে তোমাদের
জন্য রয়েছে উত্তম পুরস্কার। এই লোকদের পূর্বপুরুষেরা নবিদের ওপরও এরকম করতো।

২৪কিন্তু ধনীরা, দুর্ভাগ্য তোমাদের, কারণ তোমরা তোমাদের সান্ত্বনা পেয়েছো। ২৫যারা এখন তৃপ্ত, দুর্ভাগ্য তোমাদের,
কারণ তোমরা ক্ষুধার্ত হবে। যারা এখন হাসছো, দুর্ভাগ্য তোমাদের, কারণ তোমরা দুঃখ করবে ও কাঁদবে। ২৬দুর্ভাগ্য
তোমাদের, যখন লোকেরা তোমাদের প্রশংসা করে, কারণ এদের পূর্বপুরুষেরা ভন্ড-নবিদেরও প্রশংসা করতো।

২৭কিন্তু তোমরা যারা শুনছো, আমি তাদের বলছি– তোমাদের শত্রুদেরও মহব্বত করো। যারা তোমাদের ঘৃণা করে, তাদের উপকার করো। ২৮যারা তোমাদের অভিশাপ দেয়, তাদের জন্য দোয়া করো। যারা অত্যাচার-নির্যাতন করে, তাদের জন্য মোনাজাত করো।

২৯যে তোমার এক গালে চড় মারে, তাকে অন্য গালটিও পেতে দিয়ো। যে তোমার চাদর নিয়ে যায়, তাকে জামাও নিতে নিষেধ করো না। ৩০যারা তোমার কাছে চায়, তাদের প্রত্যেককে দিয়ো।
কেউ তোমার কোনো জিনিস নিয়ে গেলে তা আর ফেরত চেয়ো না। ৩১অন্যের কাছ থেকে যেমন পেতে চাও, তোমরাও তাদের প্রতি তেমনই করো।

৩২যারা তোমাদের মহব্বত করে, তোমরা যদি কেবল তাদেরই মহব্বত করো, তাহলে তাতে প্রশংসার কী আছে? গুনাহগারেরাও তো তাদেরই মহব্বত করে, যারা তাদের মহব্বত করে। ৩৩যারা তোমাদের উপকার করে, তোমরা যদি কেবল তাদেরই উপকার করো, তাহলে তাতে প্রশংসার কী আছে? গুনাহগারেরাও তো তা-ই করে থাকে। ৩৪যাদের কাছ থেকে তোমরা ফিরে পাবার আশা করো, যদি তাদেরই টাকা-পয়সা ধার দাও, তাহলে তাতে প্রশংসার কী আছে? গুনাহগারেরাও ফেরত পাবে বলেই গুনাহগারদের ধার দিয়ে থাকে।

৩৫কিন্তু তোমরা তোমাদের শত্রুদের ভালোবেসো এবং তাদের উপকার করো। কোনোকিছুই ফেরত পাবার আশা না রেখে ধার দিয়ো। তোমাদের জন্য মহাপুরস্কার রয়েছে। আর তোমরা হবে সর্বশক্তিমানের সান্নিধ্যপ্রাপ্ত। কারণ তিনি অকৃতজ্ঞ এবং দুষ্টদের দয়া করেন। ৩৬তোমাদের প্রতিপালক যেমন দয়ালু, তোমরাও তেমনি দয়ালু হও।

৩৭বিচার করো না, তাহলে তোমাদেরও বিচার করা হবে না। দোষ ধরো না, তাহলে তোমাদেরও দোষ ধরা হবে না। ক্ষমা করো, তাহলে তোমাদেরও ক্ষমা করা হবে।

৩৮দান করো, তাহলে তোমাদেরও দেয়া হবে। অনেক বেশি করে চেপে চেপে ঝাকিয়ে ঝাকিয়ে উপচে পড়ার মতো করে তোমাদের কোল ভরে দেয়া হবে। কারণ যেভাবে তোমরা মেপে দাও, সেভাবেই তোমরা ফিরে পাবে।

৩৯তিনি তাদের একটি দৃষ্টান্তও দিলেন– "এক অন্ধ কি আরেক অন্ধকে পথ দেখাতে পারে? তাহলে তারা দু'জনেই কি গর্তে পড়বে না? ৪০ছাত্র তার শিক্ষকের চেয়ে বড়ো নয় কিন্তু পরিপূর্ণ শিক্ষা পেয়ে প্রত্যেক ছাত্রই তার শিক্ষকের মতো হয়ে ওঠে।

৪১কেনো তোমার ভাইয়ের চোখের ধূলিকণা দেখছো? তোমার নিজের চোখের কড়িকাঠ দেখছো না কেনো? ৪২যখন তোমার নিজের চোখের কড়িকাঠ দেখছো না, তখন কেমন করে তোমার প্রতিবেশীকে বলতে পারো, 'বন্ধু, এসো, তোমার চোখের ধূলিকণা বের করে দেই?'
ভন্ড, প্রথমে তোমার নিজের চোখ থেকে কড়িকাঠটি বের করে ফেলো, তাহলে তোমার প্রতিবেশীর চোখের ধূলিকণা বের করার জন্য স্পষ্ট দেখতে পাবে।

৪৩ভালো গাছে খারাপ ফল ধরে না, আবার খারাপ গাছে ভালো ফল ধরে না। ৪৪প্রত্যেকটি গাছকেই তার ফল দিয়ে চেনা যায়। কাঁটাঝোপ থেকে ডুমুর কিম্বা কাঁটাঝোপ থেকে আঙুর তোলা যায় না। ৪৫ভালো মানুষ তার অন্তরে জমানো ভালো থেকে ভালো কথাই বের করে, আর খারাপ মানুষ তার অন্তরে জমানো খারাপি থেকে খারাপিই বের করে। কারণ মানুষের অন্তর যা দিয়ে পূর্ণ থাকে, মুখ সেই কথাই বলে।

৪৬তোমরা কেনো আমাকে 'মনিব, মনিব' বলে ডাকো, অথচ আমি যা বলি তা তোমরা করো না? ৪৭যে কেউ আমার কাছে এসে আমার কথা শোনে এবং সেই মতো কাজ করে, সে কার মতো তা আমি তোমাদের দেখাবো।

৪৮সে এমন এক লোকের মতো, যে ঘর তৈরি করার জন্য গভীর করে মাটি কেটে পাথরের ওপর ভিত্তি গাঁথলো। পরে বন্যা এলো এবং নদীর পানির স্রোত সেই ঘরের ওপর এসে পড়লো কিন্তু ঘরটি নাড়াতে পারলো না। কারণ সেটি শক্ত করেই তৈরি করা হয়েছিলো। ৪৯কিন্তু যে শোনে অথচ সেই মতো কাজ করে না, সে এমন এক লোকের মতো, যে মাটির ওপর ভিত্তি ছাড়াই ঘর তৈরি করলো। পরে নদীর পানির স্রোত যখন ঘরের ওপর পড়লো, তখনই সেই ঘরটি পড়ে একেবারে ধ্বংস হয়ে গেলো।"

রুকু ৭

১তিনি লোকদের কাছে তাঁর সব কথা শেষ করে কফরনাহুমে চলে গেলেন। ২সেখানে একজন শত-সৈন্যের সেনাপতির
এক গোলাম ছিলো, যে তার কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিলো। সে অসুস্থ হয়ে প্রায় মরার মতো হয়েছিলো। ৩তিনি হযরত ইসা
আ.র বিষয়ে শুনে ইহুদিদের কয়েকজন বুজুর্গকে তাঁর কাছে অনুরোধ করতে পাঠালেন, যেনো তিনি এসে তার গোলামকে সুস্থ
করেন। ৪তারা হযরত ইসা আ.র কাছে এসে তাঁকে বিশেষভাবে অনুরোধ করে বললেন, "আপনি যার জন্য একাজ করবেন,
তিনি এর উপযুক্ত। ৫কারণ তিনি আমাদের লোকদের মহব্বত করেন এবং আমাদের জন্য সিনাগোগও তৈরি করে
দিয়েছেন।"

৬হযরত ইসা আ. তাদের সাথে গেলেন। তিনি তার বাড়ির কাছে এলে সেই সেনাপতি তার বন্ধুদের দিয়ে তাঁকে বলে
পাঠালেন, "মালিক, আর কষ্ট করবেন না। কারণ আপনি যে আমার বাড়িতে ঢোকেন, তার যোগ্য আমি নই। ৭সেজন্য আমি
নিজেকে আপনার কাছে যাবার উপযুক্তও মনে করিনি। আপনি কেবল মুখে বলুন, তাতেই আমার গোলাম ভালো হয়ে যাবে।
৮কারণ আমিও অন্যের অধীনে নিযুক্ত এবং আমার অধীনের সৈন্যরাও আমার কথামতো চলে। আমি একজনকে 'যাও' বললে
সে যায়, অন্যজনকে 'এসো' বললে সে আসে। আমার গোলামকে 'এটি করো' বললে সে তা করে।"

৯একথা শুনে হযরত ইসা আ. আশ্চর্য হলেন এবং যে-জনতা তাঁর পেছনে পেছনে আসছিলো, তাদের দিকে ফিরে
বললেন, "আমি তোমাদের বলছি, এমন ইমান আমি বনি-ইস্রাইলের মধ্যেও পাইনি।" ১০যাদের পাঠানো হয়েছিলো, তারা
তার ঘরে ফিরে গিয়ে সেই গোলামকে সুস্থ দেখতে পেলেন।

১১এরপরই তিনি নায়িন নামে একটি শহরে গেলেন। তাঁর হাওয়ারিরা এবং এক বিশাল জনতা তাঁর সাথে সাথে গেলেন।
১২যখন তিনি শহরের দরজার কাছে পৌঁছালেন, তখন লোকেরা একটি মরা মানুষকে বয়ে নিয়ে বাইরে যাচ্ছিলো। সে ছিলো
তার মায়ের একমাত্র সন্তান, আর সেই মা-ও ছিলেন বিধবা এবং তার সাথে গ্রামের অনেক লোকও যাচ্ছিলো। ১৩হযরত ইসা
আ. তাকে দেখে মমতায় পূর্ণ হলেন এবং তাকে বললেন, "আর কেঁদো না।" ১৪তারপর তিনি কাছে গিয়ে খাটিয়া ছুঁলেন এবং
লাশ বহনকারীরা দাঁড়ালো। তিনি বললেন, "যুবক, আমি তোমাকে বলছি, ওঠো!" ১৫তাতে মৃতলোকটি উঠে বসলো ও কথা
বলতে লাগলো। হযরত ইসা আ. তাকে তার মায়ের কাছে দিয়ে দিলেন। ১৬তখন তারা সকলে ভয়ে জড়সড় হয়ে গেলো এবং
আল্লাহর প্রশংসা করে বলতে লাগলো, "আমাদের মধ্যে একজন মহান নবি উপস্থিত হয়েছেন!" এবং "আল্লাহ দয়া করে তাঁর
বান্দাদের দিকে মনোযোগ দিয়েছেন!" ১৭তাঁর বিষয়ে এসব কথা ইহুদিয়া ও তার আশেপাশের সব জায়গায় ছড়িয়ে পড়লো।

১৮হযরত ইয়াহিয়া আ.র সাহাবিরা এসব ঘটনার কথা তাকে জানালেন। তখন হযরত ইয়াহিয়া আ. তার দু'জন সাহাবিকে
ডাকলেন
১৯এবং হযরত ইসা আ.র কাছে একথা জিজ্ঞেস করতে পাঠালেন, "যাঁর আসার কথা আছে, আপনিই কি তিনি, নাকি আমরা
অন্য কারো জন্য অপেক্ষা করবো?"

২০তারা তাঁর কাছে এসে বললেন, " হযরত ইয়াহিয়া আ. আমাদেরকে আপনার কাছে জিজ্ঞেস করতে পাঠিয়েছেন, 'যাঁর
আসার কথা আছে, আপনিই কি তিনি, নাকি আমরা অন্য কারো জন্য অপেক্ষা করবো?'" ২১সেই সময় হযরত ইসা আ.
অনেক লোককে রোগ ও যন্ত্রণা থেকে মুক্ত করলেন এবং ভূত তাড়ালেন আর অনেক অন্ধকে দেখার শক্তি দিলেন। ২২তিনি
তাদের জবাব দিলেন, "তোমরা যা দেখলে ও শুনলে তা গিয়ে ইয়াহিয়াকে বলো– অন্ধরা দেখছে, খোঁড়ারা হাঁটছে,
কুষ্ঠরোগীরা পাকসাফ হচ্ছে, কালারা শুনছে, মৃতেরা বেঁচে উঠছে এবং গরিবদের কাছে সুখবর প্রচার করা হচ্ছে। ২৩আর সেই
ব্যক্তি রহমতপ্রাপ্ত, যে আমাকে নিয়ে কোনো বাধা না পায়।"

২৪হযরত ইয়াহিয়া আ.র সংবাদ বাহকেরা চলে গেলে পর হযরত ইসা আ. লোকদের কাছে হযরত ইয়াহিয়া আ.র বিষয়ে
বলতে লাগলেন, "তোমরা মরুপ্রান্তরে কী দেখতে গিয়েছিলে? বাতাসে দোল খাওয়া একটি নলখাগড়া? ২৫তা না হলে কী
দেখতে গিয়েছিলে? দামি পোশাক পরা কোনো লোককে কি? যারা দামি পোশাক পরে ও জাঁকজমকের সাথে বসবাস করে,
তারা তো রাজবাড়িতেই থাকে। ২৬তা না হলে কী দেখতে গিয়েছিলে? একজন নবিকে? হ্যাঁ, আমি তোমাদের বলছি, একজন
নবির চেয়েও বেশি। ২৭ইনি সেই লোক যাঁর বিষয়ে লেখা আছে, 'দেখো, আমি তোমার আগে আমার নবিকে পাঠাচ্ছি। সে
তোমার আগে গিয়ে তোমার পথ প্রস্তুত করবে।' ২৮আমি তোমাদের বলছি, মায়ের গর্ভে জন্ম নেয়া কেউই হযরত ইয়াহিয়া
আ.র চেয়ে বড়ো নয়। তবুও আল্লাহর রাজ্যে সবচেয়ে যে ছোটো, সেও হযরত ইয়াহিয়া আ.র চেয়ে মহান।"

২৯কর-আদায়কারীরাসহ যতো লোক এসব কথা শুনলো, সবাই আল্লাহ যে ন্যায়বান তা স্বীকার করলো। কারণ তারা হযরত ইয়াহিয়া আ.র কাছে তরিকা নিয়েছিলো। ৩০কিন্তু ফরিসিরা ও আলিমরা তার কাছে বায়াত নিতে অস্বীকার করে নিজেদের জন্য আল্লাহর উদ্দেশ্যকে অগ্রাহ্য করেছেন। ৩১"তাহলে এ-কালের লোকদের আমি কাদের সাথে তুলনা করবো? তারা কী রকম? ৩২তারা এমন ছেলে-মেয়েদের মতো, যারা বাজারে বসে একে অন্যকে ডেকে বলে, 'আমরা তোমাদের জন্য বাঁশি বাজালাম কিন্তু তোমরা নাচলে না; আমরা বিলাপ করলাম কিন্তু তোমরা কাঁদলে না।'

৩৩হযরত ইয়াহিয়া আ. এসে রুটি বা আঙুররস খেলেন না বলে তোমরা বললে, 'ওকে ভূতে পেয়েছে।' ৩৪আর ইবনুল-ইনসান এসে খাওয়া-দাওয়া করলেন বলে তোমরা বলছো, 'দেখো, এই লোকটি পেটুক ও মদখোর, কর-আদায়কারী ও গুনাহগারদের বন্ধু।' ৩৫কিন্তু জ্ঞান তার সন্তানদের দ্বারাই উত্তম বলে প্রমাণিত হয়।"

৩৬এক ফরিসি হযরত ইসা আ.কে তাঁর সাথে খাওয়ার দাওয়াত করলেন এবং তিনি তার বাড়িতে গিয়ে খেতে বসলেন। ৩৭সেই শহরের এক গুনাহগার মহিলা যখন জানলো যে, তিনি ফরিসির ঘরে খেতে বসেছেন, তখন সে একটি সাদা পাথরের পাত্রে করে সুগন্ধি তেল নিয়ে এলো। ৩৮সে তাঁর পেছনে এসে পায়ের কাছে দাঁড়ালো এবং কেঁদে কেঁদে চোখের পানিতে তাঁর পা ভেজাতে লাগলো। সে তার মাথার চুল দিয়ে তাঁর পা মুছে দিলো। তারপর তাঁর পায়ের ওপর চুমু দিতে দিতে সেই সুগন্ধি তেল মাখিয়ে দিলো। ৩৯যে-ফরিসি তাঁকে দাওয়াত করেছিলেন, তিনি তা দেখে মনে মনে বলতে লাগলেন, "ইনি যদি নবি হতেন, তাহলে জানতে পারতেন, কে এবং কী রকম মহিলা তাঁর পা স্পর্শ করছে; সে তো গুনাহগার।"

৪০হযরত ইসা আ. তাকে বললেন, "সিমোন, তোমাকে আমার কিছু বলার আছে।" তিনি বললেন, "হুজুর, বলুন।" ৪১"কোনো এক মহাজনের কাছ থেকে দু'ব্যক্তি ঋণ নিয়েছিলো। একজন নিয়েছিলো পাঁচশো দিনার আর অন্যজন পঞ্চাশ দিনার। ৪২তাদের কারোরই ঋণ শোধ করার ক্ষমতা ছিলো না বলে তিনি দু'জনকেই মাফ করে দিলেন। এখন দু'জনের মধ্যে কে তাকে বেশি মহব্বত করবে?" ৪৩সিমোন বললেন, "আমার মনে হয়, যার বেশি ঋণ মাফ করা হলো, সে-ই।" হযরত ইসা আ. তাকে বললেন, "তুমি ঠিকই বলেছো।"

৪৪অতঃপর মহিলার দিকে মুখ ফিরিয়ে তিনি সিমোনকে বললেন, "তুমি কি এই মহিলাকে দেখছো? আমি তোমার ঘরে এলে তুমি আমার পা ধোয়ার পানি দাওনি কিন্তু সে চোখের পানিতে আমার পা ধুয়ে তার চুল দিয়ে মুছে দিয়েছে।
৪৫তুমি আমাকে চুমু দাওনি কিন্তু আমি ভেতরে আসার পর থেকেই সে আমার পায়ে চুমু দেয়া বন্ধ করেনি। ৪৬তুমি আমার মাথায় তেল দাওনি কিন্তু সে আমার পায়ের ওপর সুগন্ধি তেল মাখিয়ে দিয়েছে। ৪৭তাই আমি তোমাকে বলছি, তার অনেক গুনাহ, যা মাফ করা হয়েছে, এজন্য সে বেশি মহব্বত দেখিয়েছে। যার অল্প মাফ করা হয়, সে অল্পই মহব্বত দেখায়।

৪৮অতঃপর তিনি মহিলাকে বললেন, "তোমার গুনাহ মাফ করা হয়েছে।" ৪৯যারা তাঁর সাথে খেতে বসেছিলো, তারা মনে মনে বলতে লাগলো, "এ কে, যে গুনাহও মাফ করে?" ৫০কিন্তু তিনি মহিলাকে বললেন, "তোমার ইমান তোমাকে নাজাত দিয়েছে; শান্তিতে চলে যাও।"

রুকু ৮

১এরপরই তিনি গ্রামে গ্রামে ও শহরে শহরে ঘুরে আল্লাহর রাজ্যের সুখবর প্রচার করতে লাগলেন। তাঁর সাথে সেই বারোজনও ছিলেন। ২কয়েকজন মহিলাও ছিলেন, যারা ভূতের হাত থেকে রেহাই পেয়েছিলেন ও রোগ থেকে সুস্থ হয়েছিলেন। এরা হলেন– মরিয়ম, যাকে মগ্দলিনি বলা হতো ও যার ভেতর থেকে সাতটি ভূত বেরিয়ে গিয়েছিলো; ৩বাদশা হেরোদের কর্মচারী খুযের স্ত্রী জোয়ান্না, সোসান্না এবং আরো অনেকে। এরা নিজেদের সম্পদ থেকে তাদের খরচ মেটাতেন।

৪ভিন্ন ভিন্ন শহর ও গ্রাম থেকে অনেক লোক তাঁর কাছে এসে যখন ভিড় করলো, তখন তিনি তাদের একটি দৃষ্টান্ত দিয়ে বললেন–

৫"একজন চাষী তার বীজ বুনতে গেলো এবং বোনার সময় কতকগুলো বীজ পথের ওপর পড়লো। লোকেরা সেগুলো পায়ে মাড়ালো এবং পাখিরা এসে খেয়ে ফেললো। ৬কতকগুলো পাথরের ওপর পড়ে গজিয়ে উঠলো কিন্তু রস না পেয়ে শুকিয়ে গেলো। ৭কতকগুলো কাঁটাবনের মধ্যে পড়লো। পরে কাঁটাগাছ সেই চারাগুলোর সাথে বেড়ে উঠে সেগুলো চেপে রাখলো। ৮কতকগুলো ভালো জমিতে পড়লো এবং বেড়ে উঠে সেগুলো একশো গুণ ফল দিলো।" একথা বলার পরে তিনি জোরে জোরে বললেন, "যার শোনার কান আছে, সে শুনুক।"

[৯]অতঃপর তাঁর হাওয়ারিরা তাঁকে এই দৃষ্টান্তের অর্থ জিজ্ঞেস করলেন। [১০]তিনি বললেন, "আল্লাহর রাজ্যের গোপন সত্যগুলো তোমাদেরই জানতে দেয়া হয়েছে কিন্তু অন্যদের কাছে আমি দৃষ্টান্তের মধ্য দিয়ে বলি, যেনো তারা দেখেও না দেখে আর শুনেও না বোঝে।

[১১]দৃষ্টান্তটির অর্থ এই– বীজ হলো আল্লাহর কালাম। [১২]পথের ওপর পড়া বীজের মধ্য দিয়ে তাদের সম্বন্ধেই বলা হয়েছে, যারা সেই কালাম শোনে। পরে ইবলিস এসে তাদের অন্তর থেকে কালাম তুলে নিয়ে যায়, ফলে তারা ইমান আনতে পারে না ও নাজাত পায় না। [১৩]পাথরের ওপর পড়া বীজের মধ্য দিয়ে তাদের সম্বন্ধেই বলা হয়েছে, যারা সেই কালাম শুনে আনন্দের সাথে গ্রহণ করে। কিন্তু তাদের মধ্যে তার শেকড় ভালো করে বসে না। তারা অল্প সময়ের জন্য ইমান রাখে আর পরীক্ষার সময় তারা সরে যায়। [১৪]কাঁটাবনের মধ্যে পড়া বীজের মধ্য দিয়ে তাদের সম্বন্ধেই বলা হয়েছে, যারা শোনে কিন্তু জীবন-পথে চলতে চলতে সংসারের চিন্তা-ভাবনা, ধন-সম্পত্তি এবং সুখভোগের মধ্যে তারা চাপা পড়ে যায় এবং তাদের ফল পরিপক্ক হয় না। [১৫]ভালো জমিতে পড়া বীজের মধ্য দিয়ে তাদের সম্বন্ধেই বলা হয়েছে, যারা সৎ ও সরল মনে সেই কালাম শুনে শক্ত করে ধরে রাখে এবং তাতে স্থির থেকে ধৈর্য ধরে ফল দেয়।

[১৬]কেউ বাতি জ্বেলে কোনো পাত্র দিয়ে তা ঢেকে কিংবা খাটের নিচে রাখে না কিন্তু বাতিদানির ওপরেই রাখে, যেনো যারা ভেতরে আসে, তারা আলো দেখতে পায়। [১৭]এমন কিছুই লুকানো নেই, যা প্রকাশিত হবে না। আবার এমন কিছুই গোপন নেই, যা জানা যাবে না কিংবা প্রকাশ পাবে না। [১৮]এজন্য কীভাবে শুনছো, সে-বিষয়ে মনোযোগ দাও। কারণ যাদের আছে, তাদেরকে আরো দেয়া হবে কিন্তু যাদের নেই, তাদের যা আছে বলে তারা মনে করে, তাও তাদের কাছ থেকে নিয়ে নেয়া হবে।"

[১৯]পরে তাঁর মা ও ভাইয়েরা তাঁর কাছে এলেন কিন্তু ভিড়ের জন্য তাঁর সাথে দেখা করতে পারলেন না। [২০]তাঁকে জানানো হলো, "আপনার মা ও ভাইয়েরা আপনার সাথে দেখা করার জন্য বাইরে দাঁড়িয়ে আছেন।" [২১]কিন্তু তিনি তাদের বললেন, "যারা আল্লাহর কালাম শোনে ও আমল করে, তারাই আমার মা ও আমার ভাই।"

[২২]একদিন তিনি ও তাঁর হাওয়ারিরা একটি নৌকায় উঠলেন। অতঃপর তিনি তাদের বললেন, "চলো, আমরা লেকের ওপারে যাই।" তারা নৌকা ছেড়ে যখন বেয়ে যাচ্ছিলেন [২৩]তখন তিনি নৌকাতে ঘুমিয়ে পড়লেন। সেই সময় লেকে ঝড় উঠলো। নৌকাটি পানিতে ভরে যেতে লাগলো এবং তারা খুব বিপদে পড়লেন। [২৪]তারা তাঁর কাছে গিয়ে তাঁকে জাগিয়ে চিৎকার করে বললেন, "হুজুর, হুজুর, আমরা যে মরলাম!" তিনি উঠে বাতাস ও পানির প্রচন্ড ঢেউকে ধমক দিলেন, তাতে তা থেমে গেলো এবং সবকিছু শান্ত হলো। [২৫]তিনি তাদের বললেন, "তোমাদের ইমান কোথায়?" তারা ভয়ে ও আশ্চর্য হয়ে নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতে লাগলেন, "ইনি তাহলে কে, যিনি বাতাস ও পানিকে হুকুম দেন আর তারাও তাঁর কথা শোনে?"

[২৬]অতঃপর তারা গালিলের উল্টো দিকে গেরাসিনিদের এলাকায় পৌঁছলেন। [২৭]তিনি যখন নৌকা থেকে নামলেন, তখন সেই গ্রামের এক লোক এলো; তাকে ভূতে পেয়েছিলো। সে অনেকদিন ধরে জামাকাপড় পরতো না এবং বাড়িতে না থেকে কবরস্থানে থাকতো। [২৮]হযরত ইসা আ.কে দেখে সে তাঁর সামনে উবুড় হয়ে পড়লো এবং জোরে চিৎকার করে বলে উঠলো, "হযরত ইসা আ., সর্বশক্তিমান আল্লাহর একান্ত প্রিয় মনোনীতজন, আমার সাথে আপনার কী? আমি বিনয় করি, দয়া করে আমাকে যন্ত্রণা দেবেন না।" [২৯]কারণ ভূতটিকে তিনি লোকটির ভেতর থেকে বেরিয়ে যাবার হুকুম দিয়েছিলেন। সেই ভূত বারবার লোকটিকে আঁকড়ে ধরতো। তাকে পাহারা দেয়া হতো। যদিও তখন তার হাতপা শেকল দিয়ে বাঁধা থাকতো, তবুও সে সেই শেকল ছিঁড়ে ফেলতো আর সেই ভূত তাকে নির্জন জায়গায় তাড়িয়ে নিয়ে যেতো। [৩০]হযরত ইসা আ. তাকে জিজ্ঞেস করলেন, "তোমার নাম কী?" সে বললো, "বাহিনী।" কারণ তার ভেতরে অনেকগুলো ভূত ঢুকেছিলো। [৩১]তারা তাঁকে কাকুতি-মিনতি করতে লাগলো, যেনো তিনি তাদের জাহান্নামে যাবার হুকুম না দেন। [৩২]সেখানে পাহাড়ের ঢালে খুব বড়ো একপাল শূকর চরে বেড়াচ্ছিলো। ভূতেরা হযরত ইসা আ.কে কাকুতি-মিনতি করলো, যেনো তিনি তাদেরকে সেগুলোর ভেতরে ঢুকতে অনুমতি দেন। সুতরাং তিনি তাদের অনুমতি দিলেন। [৩৩]তারা লোকটির ভেতর থেকে বেরিয়ে শূকরগুলোর ভেতরে ঢুকলো। সেই শূকরের পাল লেকের ঢালু পাড় দিয়ে জোরে দৌড়ে গিয়ে পানিতে ডুবে মরলো।

৩৪যারা শূকর চরাচ্ছিলো, তারা এই ঘটনা দেখে দৌড়ে গিয়ে সেই গ্রামে ও তার আশেপাশের সব জায়গায় এই খবর দিলো। ৩৫তখন কী ঘটেছে তা দেখার জন্য লোকেরা বেরিয়ে এলো। হযরত ইসা আ.র কাছে এসে তারা দেখলো, যার ভেতর থেকে ভূতগুলো বেরিয়ে গেছে, সে জামা-কাপড় পরে সুস্থমনে ইসার পায়ের কাছে বসে আছে। এতে তারা ভয় পেলো। ৩৬যারা এ-ঘটনা দেখেছিলো, তারা ভূতে পাওয়া লোকটি কীভাবে সুস্থ হয়েছে তা ওই লোকদের বললো। ৩৭তখন গেরাসিনিদের এলাকার সব লোক হযরত ইসা আ.কে তাদের কাছ থেকে চলে যেতে অনুরোধ করলো। কারণ তারা ভীষণ ভয় পেয়েছিলো। ফলে তিনি ফিরে যাওয়ার জন্য নৌকায় উঠলেন। ৩৮যে-লোকটির ভেতর থেকে ভূতগুলো বেরিয়ে গিয়েছিলো, সে কাকুতি-মিনতি করলো, যেনো সে তাঁর সাথে যেতে পারে। কিন্তু তিনি তাকে একথা বলে পাঠিয়ে দিলেন– ৩৯"তুমি বাড়ি ফিরে যাও এবং আল্লাহ তোমার জন্য কতো বড়ো কাজ করেছেন তা প্রচার করো।" সে চলে গেলো এবং হযরত ইসা আ. তার জন্য কতো বড়ো কাজ করেছেন তা সমস্ত গ্রামে বলে বেড়াতে লাগলো।

৪০অতঃপর হযরত ইসা আ. যখন ফিরে এলেন, তখন লোকেরা তাঁকে স্বাগত জানালো। কারণ তারা তাঁর জন্য অপেক্ষা করছিলো। ৪১তখন জায়ির নামে সিনাগোগের এক নেতা সেখানে এলেন। তিনি হযরত ইসা আ.র পায়ের ওপর পড়ে ৪২তার বাড়িতে আসার জন্য তাঁর কাছে কাকুতি-মিনতি করতে লাগলেন। কারণ তার বারো বছরের একমাত্র মেয়েটি মরার মতো হয়েছিলো। হযরত ইসা আ. যখন যাচ্ছিলেন, তখন লোকেরা ঠেলাঠেলি করে তাঁর ওপরে পড়ছিলো।

৪৩সেখানে বারো বছর ধরে রক্তস্রাবে ভুগতে থাকা এক মহিলা ছিলো। ডাক্তার-কবিরাজদের পেছনে সে তার সবকিছুই খরচ করেছিলো কিন্তু কেউই তাকে সুস্থ করতে পারেনি। ৪৪সে পেছন দিক থেকে এসে তাঁর কাপড়ের ঝালর ছুঁলো আর তখনই তার রক্তস্রাব বন্ধ হয়ে গেলো। ৪৫হযরত ইসা আ. তখন জিজ্ঞেস করলেন, "কে আমাকে ছুঁলো?" সবাই যখন তা অস্বীকার করলো, তখন হযরত পিতর রা. বললেন, "হুজুর, লোকেরা চারপাশে ঠেলাঠেলি করে আপনার ওপর পড়ছে।" ৪৬কিন্তু হযরত ইসা আ. বললেন, "কেউ আমাকে ছুঁয়েছে।
কারণ আমি বুঝতে পারলাম যে, আমার ভেতর থেকে শক্তি বেরিয়ে গেছে।" ৪৭মহিলাটি যখন দেখলো, সে আর গোপন থাকতে পারবে না, তখন সে কাঁপতে কাঁপতে তাঁর সামনে উবুড় হয়ে পড়লো এবং সকলের সামনেই বললো, কেনো সে তাঁকে ছুঁয়েছে আর কীভাবে সে তখনই সুস্থ হয়েছে। ৪৮তিনি তাকে বললেন, "মা, তোমার ইমান তোমাকে সুস্থ করেছে; শান্তিতে চলে যাও।"

৪৯তিনি তখনো কথা বলছেন, এমন সময় সেই নেতার বাড়ি থেকে এক লোক এসে বললো, "আপনার মেয়েটি মারা গেছে, হুজুরকে আর কষ্ট দেবেন না।" ৫০একথা শুনে হযরত ইসা আ. বললেন, "ভয় করো না; কেবল বিশ্বাস করো এবং সে বাঁচবে।" ৫১বাড়িতে পৌঁছে তিনি হযরত পিতর রা., হযরত ইউহোন্না রা. ও হযরত ইয়াকুব রা. এবং মেয়েটির বাবা-মা ছাড়া তাঁর সাথে আর কাউকেই ভেতরে ঢুকতে দিলেন না। ৫২সবাই মেয়েটির জন্য কান্নাকাটি ও বিলাপ করছিলো। কিন্তু তিনি বললেন, "কেঁদো না। সে মারা যায়নি কিন্তু ঘুমাচ্ছে।" ৫৩লোকেরা তাঁকে ঠাট্টা করতে লাগলো, কারণ তারা জানতো যে, মেয়েটি মারা গেছে। ৫৪কিন্তু তিনি মেয়েটির হাত ধরে ডেকে বললেন, "খুকি, ওঠো!" ৫৫মেয়েটির প্রাণ ফিরে এলো এবং সে তখনই উঠে দাঁড়ালো। তখন তিনি মেয়েটিকে কিছু খেতে দিতে বললেন। ৫৬মেয়েটির বাবা-মা খুব অবাক হয়ে গেলেন। কিন্তু কী ঘটেছে তা কাউকে বলতে তিনি তাদের নিষেধ করলেন।

রুকু ৯

১অতঃপর তিনি সেই বারোজনকে একত্রে ডাকলেন এবং তাদেরকে সমস্ত ভূতের ওপরে ক্ষমতা ও অধিকার এবং রোগ ভালো করার ক্ষমতাও দিলেন। ২তিনি তাদের আল্লাহর রাজ্যের বিষয়ে প্রচার করতে ও রোগীদের সুস্থ করতে পাঠিয়ে দিলেন। ৩তিনি তাদের বললেন, "তোমরা পথের জন্য লাঠি, থলি, রুটি বা টাকা, কিছুই নিয়ো না। এমনকি অতিরিক্ত জামাও না। ৪যে-বাড়িতে তোমরা ঢুকবে, শেষ পর্যন্ত সেখানেই থেকো এবং সেখান থেকেই বিদায় নিয়ো।
৫যদি লোকে তোমাদের গ্রহণ না করে, তাহলে তাদের শহর ছেড়ে যাবার সময় তোমাদের পায়ের ধুলো ঝেড়ে ফেলো, যেনো সেটিই তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য হয়। ৬তারা গ্রামে গ্রামে গিয়ে আল্লাহর রাজ্যের সুখবর প্রচার করতে এবং রোগ ভালো করতে লাগলেন।

৭যা-কিছু ঘটছে, শাসনকর্তা হেরোদ তা শুনছিলেন কিন্তু কিছুই বুঝে উঠতে পারছিলেন না। কারণ কেউ কেউ বলছিলো,
হযরত ইয়াহিয়া আ. মৃত্যু থেকে বেঁচে উঠেছেন। ৮কেউ কেউ বলছিলো, হযরত ইলিয়াস আ. দেখা দিয়েছেন। আবার কেউ
কেউ বলছিলো, অনেকদিন আগেকার একজন নবি বেঁচে উঠেছেন। ৯হেরোদ বললেন, "আমি তো হযরত ইয়াহিয়া আ.র
মাথা কেটে ফেলেছি; তাহলে যাঁর বিষয়ে আমি এসব শুনছি, তিনি কে?" তিনি তাঁকে দেখার চেষ্টা করতে লাগলেন।

১০হাওয়ারিরা ফিরে এলেন এবং তারা যা যা করেছেন, তার সবকিছু হযরত ইসা আ.কে জানালেন। তিনি তাদের নিয়ে
গোপনে বেতসাইদা নামক শহরে গেলেন। ১১এ-খবর জানতে পেরে অনেক লোক তাঁর পেছনে পেছনে চললো। তিনি তাদের
গ্রহণ করলেন। তাদের কাছে আল্লাহর রাজ্যের বিষয়ে কথা বললেন এবং যাদের সুস্থ হওয়ার দরকার ছিলো, তাদের সুস্থ
করলেন।

১২বেলা যখন শেষ হয়ে এলো, তখন সেই বারোজন তাঁর কাছে এসে বললেন, "এই লোকদের বিদায় দিন, যেনো তারা
আশেপাশের শহর ও গ্রামগুলোতে গিয়ে খাবার এবং থাকার জায়গা খুঁজে নিতে পারে; কারণ আমরা একটি নির্জন জায়গায়
রয়েছি। ১৩কিন্তু তিনি তাদের বললেন, "তোমরাই ওদের কিছু খেতে দাও।" তারা বললেন, "আমাদের কাছে পাঁচটি রুটি ও
দুটো মাছ ছাড়া আর কিছুই নেই। এই সব লোককে খাওয়াতে হলে আমাদের খাবার কিনতে হবে।" ১৪সেখানে কমবেশি পাঁচ
হাজার পুরুষ ছিলো এবং তিনি তাঁর হাওয়ারিদের বললেন, "পঞ্চাশজন পঞ্চাশজন করে এক এক দলে লোকদের বসিয়ে
দাও।" ১৫তারা সেভাবেই সবাইকে বসিয়ে দিলেন। ১৬ ওই পাঁচটি রুটি ও দুটো মাছ নিয়ে তিনি আসমানের দিকে তাকালেন
এবং শুকরিয়া জানিয়ে সেগুলো টুকরা টুকরা করে লোকদের দেবার জন্য হাওয়ারিদের হাতে দিলেন। ১৭সবাই পেট ভরে
খেলো। পরে যে-টুকরাগুলো অবশিষ্ট রইলো তা দিয়ে বারোটি ঝুড়ি ভর্তি করা হলো।

১৮একবার হযরত ইসা আ. একটি নির্জন জায়গায় মোনাজাত করছিলেন। তাঁর সাথে কেবল তাঁর হাওয়ারিরাই ছিলেন।
তিনি তাদের জিজ্ঞেস করলেন, "আমি কে, এ-বিষয়ে লোকে কী বলে?" ১৯তারা বললেন, "কেউ কেউ বলে, আপনি হযরত
ইয়াহিয়া আ.; কেউ কেউ বলে, হযরত ইলিয়াস আ.; আবার কেউ কেউ বলে, অনেকদিন আগেকার একজন নবি বেঁচে
উঠেছেন।" ২০তিনি তাদের বললেন, "কিন্তু তোমরা কী বলো, আমি কে?" হযরত পিতর রা. উত্তর দিলেন, "আল্লাহর
মসিহ।" ২১তিনি তাদের সাবধান করলেন এবং হুকুম দিলেন, যেনো তারা কাউকে একথা না বলেন। ২২বললেন, "ইবনুল-
ইনসানকে অনেক দুঃখভোগ করতে হবে। বুজুর্গরা, প্রধান ইমামেরা ও আলিমরা তাঁকে প্রত্যাখ্যান করবে। তাঁকে হত্যা করা
হবে এবং তৃতীয় দিনে তাঁকে জীবিত হয়ে উঠতে হবে।"

২৩অতঃপর তিনি সবাইকে বললেন, "যদি কেউ আমার অনুসারী হতে চায়, তাহলে সে নিজেকে অস্বীকার করুক। এবং
প্রত্যেক দিন নিজের সলিব বয়ে নিয়ে আমার পেছনে আসুক। ২৪কারণ যারা নিজেদের প্রাণ বাঁচাতে চায়, তারা তা হারাবে
কিন্তু যারা আমার জন্য তাদের প্রাণ হারায়, তারা তা রক্ষা করবে। ২৫যদি তারা সমস্ত দুনিয়া লাভ করেও নিজেদের প্রাণ
হারায়, তাহলে তাতে তাদের কী লাভ? ২৬যারা আমাকে ও আমার কালাম নিয়ে লজ্জাবোধ করে, ইবনুল-ইনসান যখন নিজের
ও প্রতিপালকের মহিমায় এবং তাঁর পবিত্র ফেরেস্তাদের মহিমায় আসবেন, তখন তিনিও তাদের সম্বন্ধে লজ্জাবোধ করবেন।
২৭কিন্তু আমি তোমাদের সত্যিই বলছি, এখানে এমন কয়েকজন আছে, যারা আল্লাহর রাজ্য না দেখা পর্যন্ত মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ
করবে না।"

২৮এসব কথা বলার প্রায় আট দিন পর মোনাজাত করার জন্য হযরত ইসা আ. হযরত পিতর রা., হযরত ইউহোন্না রা. ও
হযরত ইয়াকুব রা.কে নিয়ে পাহাড়ের ওপরে গেলেন। ২৯মোনাজাতের সময় তাঁর মুখের চেহারা পরিবর্তন হয়ে গেলো এবং
তাঁর জামা-কাপড় চোখ ঝলসানো সাদা হয়ে গেলো। ৩০হঠাৎ তারা হযরত মুসা আ. ও হযরত ইলিয়াস আ.কে তাঁর সাথে
কথা বলতে দেখলেন। ৩১তারা মহিমার সাথে এলেন এবং তাঁর চলে যাওয়ার বিষয়ে কথাবার্তা বলছিলেন, যা তিনি
জেরুসালেমে পূর্ণ করতে যাচ্ছেন।

৩২হযরত পিতর ও তার সঙ্গীরা তন্দ্রাচ্ছন্ন ছিলেন। তারা জেগে উঠে তাঁর মহিমা দেখতে পেলেন এবং তাঁর সাথে দাঁড়ানো
দু'জন লোককেও দেখলেন। ৩৩সেই দু'জন যখন তাঁর কাছ থেকে চলে যাচ্ছিলেন, তখন হযরত পিতর রা. হযরত ইসা আ.কে
বললেন, "হুজুর, আমাদের জন্য ভালোই হয়েছে যে, আমরা এখানে আছি। আসুন, আমরা এখানে তিনটে কুঁড়েঘর তৈরি
করি– একটি আপনার, একটি হযরত মুসা আ.র ও একটি হযরত ইলিয়াস আ.র জন্য।" তিনি যে কী বলছিলেন তা তিনি

নিজেই বুঝলেন না। ৩৪তিনি যখন একথা বলছিলেন, তখন একখন্ড মেঘ এসে তাঁদের ঢেকে ফেললো এবং যখন তাঁরা মেঘের মধ্যে ঢুকলেন, তখন তারা ভয় পেলেন। ৩৫অতঃপর সেই মেঘ থেকে একটি কণ্ঠস্বর বললেন, "এ-ই আমার একান্ত প্রিয়জন, যাকে আমি মনোনীত করেছি; তার কথা শোনো!" ৩৬কণ্ঠস্বর থেমে গেলে দেখা গেলো, হযরত ইসা আ. একাই রয়েছেন। তারা যা দেখেছিলেন, সে-বিষয়ে ওই দিনগুলোতে কাউকে কিছু না বলে তারা নীরব রইলেন।

৩৭পরদিন তারা পাহাড় থেকে নেমে এলে অনেক লোক তাঁর সাথে দেখা করতে এলো। ৩৮তখন ভিড়ের মধ্য থেকে এক লোক চিৎকার করে বললো, "হুজুর, দয়া করে আমার ছেলেটিকে দেখুন। সে আমার একমাত্র সন্তান। ৩৯একটি ভূত তাকে প্রায়ই ধরে এবং সে হঠাৎ চিৎকার করে ওঠে। সেই ভূত যখন তাকে মুচড়ে ধরে, তখন তার মুখ থেকে ফেনা বের হয়। তারপর সে তাকে খুব কষ্ট দিয়ে ক্ষতবিক্ষত করে ছেড়ে দেয়। ৪০আমি আপনার হাওয়ারিদের কাছে কাকুতি-মিনতি করেছিলাম, যেনো এটিকে ছাড়িয়ে দেন কিন্তু তারা পারলেন না।" ৪১হযরত ইসা আ. বললেন, "অবিশ্বাসী ও দুষ্ট লোকেরা! আর কতোদিন আমি তোমাদের সাথে থাকবো এবং তোমাদের সহ্য করবো? তোমার ছেলেকে এখানে আনো।" ৪২তাকে যখন আনা হচ্ছিলো, তখন সেই ভূত তাকে আছাড় মেরে মুচড়ে ধরলো। কিন্তু হযরত ইসা আ. সেই ভূতকে ধমক দিলেন এবং ছেলেটিকে সুস্থ করে তার বাবার কাছে ফিরিয়ে দিলেন।

৪৩আল্লাহর মহত্ত্ব দেখে এবং তিনি যা-কিছু করেছেন তা দেখে সবাই যখন আশ্চর্য হলো, তখন তিনি তাঁর হাওয়ারিদেরকে বললেন,

৪৪"আমার একথা মন দিয়ে শোনো– ইবনুল-ইনসানকে মানুষের হাতে তুলে দেয়া হবে।" ৪৫কিন্তু তারা সেকথা বুঝলেন না। তাদের কাছ থেকে তা গোপন রাখা হয়েছিলো, যেনো তারা বুঝতে না পারেন। এবং এ-বিষয়ে তাঁকে কিছু জিজ্ঞেস করতেও তাদের ভয় হলো।

৪৬হাওয়রিদের মধ্যে কে বড়ো, এ-বিষয়ে তাদের মধ্যে তর্ক হচ্ছিলো। ৪৭কিন্তু হযরত ইসা আ. তাদের মনের চিন্তা বুঝতে পেরে একটি শিশুকে নিয়ে নিজের পাশে দাঁড় করালেন ৪৮এবং তাদের বললেন, "যে কেউ আমার নামে এই শিশুকে গ্রহণ করে, সে আমাকেই গ্রহণ করে এবং যে আমাকে গ্রহণ করে, যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন, সে তাঁকেই গ্রহণ করে; কেননা তোমাদের সকলের মধ্যে যে সবচেয়ে ছোটো, সে-ই বড়ো।"

৪৯হযরত ইউহোন্না রা. বললেন, "হুজুর, আপনার নামে আমরা একজনকে ভূত ছাড়াতে দেখেছি। সে আমাদের দলের লোক নয় বলে আমরা তাকে নিষেধ করেছি।" ৫০কিন্তু হযরত ইসা আ. তাকে বললেন, "তাকে নিষেধ কোরো না, কারণ যে তোমাদের বিপক্ষে নয়, সে তো তোমাদের পক্ষেই।"

৫১তাঁকে যখন ওপরে তুলে নেবার সময় এগিয়ে আসছিলো, তখন তিনি জেরুসালেমে যাবার জন্য মনস্থির করলেন। ৫২তিনি তাঁর আগে সংবাদ-বাহকদেরও পাঠিয়ে দিলেন। যাবার পথে তারা তাঁর জন্য সবকিছুর ব্যবস্থা করতে সামেরীয়দের একটি গ্রামে ঢুকলেন। ৫৩কিন্তু তিনি জেরুসালেমে যাচ্ছেন বলে তারা তাঁকে গ্রহণ করলো না। ৫৪এই অবস্থা দেখে তাঁর হাওয়ারি হযরত ইয়াকুব রা. ও হযরত ইউহোন্না রা. বললেন, "হুজুর, আপনি কি চান যে, আমরা এদের ধ্বংস করার জন্য আকাশ থেকে আগুন নামিয়ে আনি?" ৫৫কিন্তু তিনি তাদের দিকে ফিরে তাদেরকে ধমক দিলেন। ৫৬অতঃপর তারা অন্য গ্রামে গেলেন।

৫৭তারা পথে যাচ্ছেন, এমন সময় কেউ একজন তাঁকে বললো, "আপনি যেখানে যাবেন, আমিও আপনার সাথে সেখানে যাবো।" ৫৮হযরত ইসা আ. তাকে বললেন, "শিয়ালের গর্ত আছে এবং পাখির বাসা আছে কিন্তু ইবনুল-ইনসানের মাথা রাখার জায়গা নেই।" ৫৯অন্য আরেকজনকে তিনি বললেন, "আমাকে অনুসরণ করো।" কিন্তু সে বললো, "হুজুর, আগে আমার বাবাকে দাফন করে আসতে দিন।"

৬০হযরত ইসা আ.তাকে বললেন, "মৃতেরাই তাদের মৃতদের দাফন করুক কিন্তু তুমি এসে আল্লাহর রাজ্যের কথা ঘোষণা করো।" ৬১আরেকজন বললো, "হুজুর, আমি আপনার সাথে যাবো কিন্তু আগে আমাকে বাড়ি থেকে বিদায় নিয়ে আসতে দিন।" ৬২হযরত ইসা আ. তাকে বললেন, "লাঙলে হাত দিয়ে যে পেছন দিকে তাকিয়ে থাকে, সে আল্লাহর রাজ্যের উপযুক্ত নয়।"

রুকু ১০

১অতঃপর মসিহ আরো সত্তরজনকে মনোনীত করলেন। তিনি নিজে যে যে গ্রামে ও যে যে জায়গায় যাবেন বলে ঠিক করেছিলেন, সেসব জায়গায় তাদেরকে দু'জন দু'জন করে তাঁর আগে পাঠিয়ে দিলেন। ২তিনি তাদের বললেন, "ফসল অনেক কিন্তু কাজ করার লোক কম। এজন্য ফসলের মালিকের কাছে মোনাজাত করো, যেনো তিনি তাঁর ফসল কাটার জন্য লোক পাঠিয়ে দেন। ৩তোমরা যাও; নেকড়ে বাঘের মধ্যে ভেড়ার মতোই আমি তোমাদের পাঠাচ্ছি। ৪টাকার থলি, ঝুলি বা জুতো সাথে নিয়ো না এবং রাস্তায় কাউকে সালাম জানাবে না। ৫তোমরা যে-বাড়িতে যাবে, প্রথমে বলবে, 'এই বাড়িতে শান্তি বর্ষিত হোক।' ৬শান্তি ভালোবাসে এমন কেউ যদি সেখানে থাকে, তাহলে তোমাদের শান্তি তার ওপরে থাকবে কিন্তু যদি না থাকে, তাহলে তা তোমাদের কাছেই ফিরে আসবে। ৭সেই বাড়িতেই থেকো এবং তারা যা দেয়, তাই খেয়ো ও পান করো; কারণ যে কাজ করে সে বেতন পাবার যোগ্য। এক বাড়ি ছেড়ে অন্য বাড়িতে যেয়ো না। ৮তোমরা যখন কোনো গ্রামে যাও এবং সেখানকার লোকেরা তোমাদের গ্রহণ করে, তখন তারা তোমাদের যা দেয় তাই খেয়ো। ৯সেখানকার অসুস্থদের সুস্থ করো এবং তাদের বলো, 'আল্লাহর রাজ্য তোমাদের কাছে এসেছে।'

১০কিন্তু তোমরা যখন কোনো গ্রামে যাও, তখন সেখানকার লোকেরা যদি তোমাদের গ্রহণ না করে, তাহলে সেই গ্রামের রাস্তায় গিয়ে এই কথা বলো– ১১'তোমাদের গ্রামের যে-ধুলো আমাদের পায়ে লেগেছে, তা-ও আমরা তোমাদের বিরুদ্ধে ঝেড়ে ফেললাম। তবুও তোমরা জেনে রেখো, আল্লাহর রাজ্য কাছে এসে গেছে।' ১২আমি তোমাদের বলছি, ওই দিন সেই গ্রামের চেয়ে বরং সদোম শহরের অবস্থা অনেক সহনীয় হবে।

১৩হায় কোরাযিন! হায় বেতসাইদা! ধিক তোমাদের; কারণ যেসব আশ্চর্য কাজ তোমাদের মধ্যে করা হয়েছে তা যদি টায়ার ও সিডন শহরে করা হতো, তাহলে অনেক আগেই তারা চট পরে ছাই মেখে তওবা করতো।' ১৪কিন্তু কেয়ামতের দিন টায়ার ও সিডনের অবস্থা বরং তোমাদের চেয়ে অনেক সহনীয় হবে। ১৫আর তুমি কফরনাহুম, তুমি নাকি আকাশ পর্যন্ত উঁচুতে উঠবে? না, তোমাকে সব থেকে নিচে নামানো হবে।

১৬যারা তোমাদের কথা শোনে, তারা আমারই কথা শোনে। যারা তোমাদের গ্রহণ করে না, তারা আমাকেই গ্রহণ করে না। যারা আমাকে গ্রহণ করে না, যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন, তারা তাঁকেই গ্রহণ করে না।"

১৭সেই সত্তরজন আনন্দের সাথে হযরত ইসা আ.র কাছে ফিরে এসে বললেন, "হুজুরে আকরাম, আপনার নামে ভূতেরা পর্যন্ত আমাদের কথা শোনে!" ১৮তিনি তাদের বললেন, "আমি শয়তানকে বেহেস্ত থেকে বিদুৎ চমকানোর মতো করে পড়ে যেতে দেখেছি। ১৯দেখো, আমি তোমাদের সাপ ও বিছাকে পায়ের তলে মাড়াবার এবং শয়তানের সমস্ত শক্তির ওপরে ক্ষমতা দিয়েছি। কোনোকিছুই তোমাদের ক্ষতি করবে না। ২০কিন্তু ভূতেরা তোমাদের কথা শোনে, এজন্য আনন্দিত হয়ো না, বরং বেহেস্তে তোমাদের নাম লেখা রয়েছে বলে আনন্দ করো।"

২১একই সময়ে হযরত ইসা আ. আল্লাহর রুহের দ্বারা আনন্দিত হয়ে বললেন, "হে আমার প্রতিপালক, দুনিয়া ও বেহেস্তের মালিক, আমি তোমার শুকরিয়া আদায় করি। কারণ তুমি এসব বিষয় জ্ঞানী ও বুদ্ধিমানদের কাছ থেকে লুকিয়ে রেখেছো কিন্তু শিশুর মতো লোকদের কাছে প্রকাশ করেছো। হ্যাঁ, প্রতিপালক, তোমার মহান ইচ্ছাতেই এসব হয়েছে।

২২আমার প্রতিপালক সবকিছু আমারই হাতে দিয়েছেন। প্রতিপালক ছাড়া আর কেউ তাঁর একান্ত প্রিয় মনোনীতজনকে জানে না, আবার একান্ত প্রিয় মনোনীতজন ছাড়া আর কেউ প্রতিপালককে জানে না এবং একান্ত প্রিয় মনোনীতজন যার কাছে প্রতিপালককে প্রকাশ করতে ইচ্ছা করেন, কেবল সে-ই জানে।

২৩অতঃপর হযরত ইসা আ. হাওয়ারিদের দিকে ফিরলেন এবং তাদেরকে গোপনে বললেন, "তোমরা যা দেখছো তা যারা দেখতে পায়, তারা ভাগ্যবান। ২৪আমি তোমাদের বলছি, তোমরা যা যা দেখছো, অনেক নবি ও বাদশা তা দেখতে চেয়েও দেখতে পাননি। আর তোমরা যা যা শুনছো তা শুনতে চেয়েও শুনতে পাননি।"

২৫তখন একজন আলিম দাঁড়ালেন এবং হযরত ইসা আ.কে পরীক্ষা করার জন্য বললেন, "হুজুর, কী করলে আমি বেহেস্তে যেতে পারবো?" ২৬তিনি তাকে বললেন, "তওরাতে কী লেখা আছে? সেখানে কী পড়েছো?" ২৭তিনি জবাব দিলেন, "তুমি তোমার সম্পূর্ণ হৃদয়, মন, প্রাণ এবং সামর্থ্য দিয়ে তোমার মালিক আল্লাহকে মহব্বত করবে; এবং তোমার প্রতিবেশীকেও নিজের মতো মহব্বত করবে।" ২৮তিনি তাকে বললেন, "তুমি ঠিক জবাবই দিয়েছো। সেরকমই করো,

তাহলে তুমি বেহেস্তে যেতে পারবে।" ২৯কিন্তু তিনি নিজেকে দীনদার দেখাবার জন্য ইসাকে জিজ্ঞেস করলেন, "কে আমার প্রতিবেশী?"

৩০হযরত ইসা আ. জবাব দিলেন, "এক লোক জেরুসালেম থেকে জিরিহো শহরে যাবার পথে ডাকাতদের হাতে পড়লো। তারা লোকটির জামাকাপড় খুলে ফেললো এবং তাকে মেরে আধমরা করে রেখে গেলো। ৩১একজন ইমাম সেই পথ দিয়ে যাচ্ছিলো। সে লোকটিকে দেখলো এবং পাশ কাটিয়ে চলে গেলো। ৩২ঠিক সেভাবে একজন লেবীয় সেই জায়গায় এলো এবং তাকে দেখতে পেয়ে পাশ কাটিয়ে চলে গেলো। ৩৩কিন্তু একজন সামেরীয় সেই পথ দিয়ে যাওয়ার সময় তার কাছে এলো এবং তাকে দেখে তার মমতা হলো। ৩৪লোকটির কাছে গিয়ে সে তার ক্ষতস্থানের ওপর তেল আর আঙুররস ঢেলে বেঁধে দিলো। তারপর তাকে তার নিজের বোঝা বহনকারী পশুর ওপর বসিয়ে একটি হোটেলে নিয়ে গিয়ে তার সেবাযত্ন করলো। ৩৫পরদিন সেই সামেরীয় দুটো দিনার বের করে হোটেলের মালিককে দিয়ে বললো, 'এই লোকটির যত্ন নেবেন এবং এর বেশি যা খরচ হয়, আমি ফিরে এসে তা শোধ করবো।' ৩৬এখন তোমার কী মনে হয়? এই তিনজনের মধ্যে কে সেই ডাকাতদের হাতে পড়া লোকটির প্রতিবেশী?" ৩৭তিনি বললেন, "যে তাকে দয়া করলো, সে-ই।" হযরত ইসা আ. তাকে বললেন, "তাহলে তুমিও গিয়ে সেরকম করো।"

৩৮অতঃপর তাঁরা যখন নিজেদের পথে যাচ্ছিলেন, তখন তিনি কোনো একটি গ্রামে ঢুকলেন। সেখানে মার্থা নামে এক মহিলা তাঁকে তার ঘরে দাওয়াত করলেন।

৩৯মরিয়ম নামে তার এক বোন ছিলেন। তিনি হুজুরের পায়ের কাছে বসে তাঁর কথা শুনছিলেন। ৪০কিন্তু মার্থা তার অনেক কাজের মাঝে ব্যস্ত ছিলেন। সুতরাং তিনি এসে তাঁকে বললেন, "হুজুর, আপনি কি দেখেন না, আমার বোন সমস্ত কাজ আমার একার ওপরে ফেলে দিয়েছে? আপনি ওকে বলুন, যেনো ও আমাকে সাহায্য করে।" ৪১কিন্তু উত্তরে হুজুরে আকরাম তাকে বললেন, "মার্থা, মার্থা, তুমি অনেক বিষয়ে চিন্তিত ও ব্যস্ত, ৪২কিন্তু একটি মাত্র বিষয়ই দরকারি; মরিয়ম সেই ভালো বিষয়টিই বেছে নিয়েছে, সেটি তার কাছ থেকে কেড়ে নেয়া হবে না।"

রুকু ১১

১তিনি কোনো এক জায়গায় মোনাজাত করছিলেন। মোনাজাত শেষ হলে তাঁর কোনো এক হাওয়ারি তাঁকে বললেন, "হুজুর, হযরত ইয়াহিয়া আ. যেভাবে তার সাহাবিদেরকে মোনাজাত করতে শিখিয়েছিলেন, সেভাবে আমাদেরও আপনি মোনাজাত করতে শেখান।"

২তিনি তাদের বললেন, "যখন তোমরা মোনাজাত করো, তখন বোলো– 'হে আমাদের প্রতিপালক, সমস্ত প্রশংসা ও গুণগান তোমারই। তোমার রাজ্য আসুক। ৩আজকের খাবার আজ আমাদের দাও। ৪আমাদের গুনাখাতা মাফ করো, কারণ যারা আমাদের বিরুদ্ধে অন্যায় করেছে, আমরাও তাদের মাফ করেছি এবং আমাদের পরীক্ষায় পড়তে দিয়ো না।"

৫অতঃপর তিনি তাদের বললেন, "মনে করো, তোমাদের মধ্যে একজন মাঝরাতে তার বন্ধুর বাড়িতে গিয়ে বললো, 'বন্ধু, আমাকে তিনটে রুটি ধার দাও। ৬কারণ আমার এক বন্ধু এসেছে, তাকে খেতে দেবার মতো আমার কিছুই নেই।' ৭ঘরের ভেতর থেকে সে জবাব দিলো, 'আমাকে বিরক্ত করো না। দরজা তালা দিয়ে বন্ধ করা হয়েছে, আর আমার ছেলে-মেয়েরা বিছানায় আমার কাছে শুয়ে আছে। আমি উঠে তোমাকে কিছুই দিতে পারবো না।' ৮আমি তোমাদের বলছি, সে যদি বন্ধু হিসেবে উঠে তাকে কিছু না-ও দেয়, তবুও তার নাছোড়বান্দা-স্বভাবের কারণে সে উঠবে এবং তার যা দরকার তা তাকে দেবে।

৯সুতরাং আমি তোমাদের বলছি, চাও, তোমাদের দেয়া হবে। খোঁজ করো, পাবে। কড়া নাড়ো, তোমাদের জন্য দরজা খোলা হবে। ১০কারণ যারা চায়, তারা প্রত্যেকে পায়। যে খোঁজ করে, সে পায়। আর যে দরজায় কড়া নাড়ে, তার জন্য দরজা খোলা হয়।

১১তোমাদের মধ্যে এমন কেউ আছে কি, তোমার সন্তান মাছ চাইলে যে তাকে মাছের বদলে সাপ দেবে? ১২অথবা ডিম চাইলে বিছা দেবে? ১৩তাহলে তোমরা খারাপ হয়েও যদি তোমাদের ছেলেমেয়েদের ভালো ভালো জিনিস দিতে জানো, তাহলে যারা প্রতিপালকের কাছে চায়, তিনি যে তাদের আল্লাহর রুহ দেবেন, এটি কতো না নিশ্চিত!"

১৪এ-সময় তিনি একটি বোবা ভূত ছাড়াচ্ছিলেন। ভূত চলে গেলে বোবা লোকটি কথা বলতে লাগলো এবং লোকেরা খুবই আশ্চর্য হলো। ১৫কিন্তু তাদের কয়েকজন বললো, "ভূতের রাজা বেলসবুলের সাহায্যেই সে ভূত ছাড়ায়।" ১৬অন্য লোকেরা তাঁকে পরীক্ষা করার জন্য বেহেস্ত থেকে একটি মোজেজা দেখানোর দাবি জানাতে থাকলো। ১৭তাদের মনের কথা বুঝতে পেরে তিনি বললেন, "যে-রাজ্য নিজের মধ্যে ভাগ হয়ে যায়, সে-রাজ্য ধ্বংস হয়। এবং পরিবার নিজের মধ্যে ভাগ হলে পরিবার ভেঙে যায়। ১৮শয়তানও যদি নিজের বিরুদ্ধে দাঁড়ায়, তাহলে কেমন করে তার রাজ্য টিকবে? তোমরা বলছো, আমি বেলসবুলের সাহায্যে ভূত ছাড়াই। ১৯আমি যদি বেলসবুলের সাহায্যেই ভূত ছাড়াই, তাহলে তোমাদের লোকেরা কার সাহায্যে ভূত ছাড়ায়? সুতরাং তারাই তোমাদের বিচার করবে। ২০কিন্তু আমি যদি আল্লাহর ক্ষমতায় ভূত ছাড়াই, তাহলে আল্লাহর রাজ্য তোমাদের কাছে এসে গেছে।

২১একজন বলবান সবরকম অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে যখন নিজের ঘর পাহারা দেয়, তখন তার জিনিসপত্র নিরাপদে থাকে। ২২কিন্তু তার চেয়েও বলবান কেউ এসে যদি তাকে হামলা করে হারিয়ে দেয়, তাহলে যে-অস্ত্রশস্ত্রের ওপর সে ভরসা করেছিলো, অন্য লোকটি সেগুলো কেড়ে নেয় আর লুট করা জিনিসগুলো ভাগ করে নেয়। ২৩যে আমার পক্ষে নয়, সে আমার বিপক্ষে। যে আমার সাথে কুড়ায় না, সে ছড়ায়।

২৪কোনো ভূত যখন কোনো লোকের ভেতর থেকে বেরিয়ে যায়, তখন সে শুকনো জায়গার মধ্যে ঘোরাফেরা করে বিশ্রামের জন্য স্থান খুঁজতে থাকে। পরে তা না পেয়ে সে বলে, 'আমি যে-ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছি, আবার সেই ঘরেই ফিরে যাবো।' ২৫সে ফিরে এসে সেই ঘরটি খালি, পরিষ্কার এবং সাজানো দেখতে পায়। ২৬তখন সে গিয়ে নিজের চেয়েও খারাপ অন্য আরো সাতটি ভূত সাথে নিয়ে আসে এবং সেখানে ঢুকে বাস করতে থাকে। তার ফলে সেই লোকটির প্রথম অবস্থা থেকে পরের অবস্থা আরো খারাপ হয়।" ২৭তিনি যখন এসব কথা বলছিলেন, তখন ভিড়ের মধ্য থেকে এক মহিলা চিৎকার করে বললো, "ভাগ্যবতী সেই মহিলা, যিনি আপনাকে গর্ভে ধরেছেন এবং বুকের দুধ খাইয়েছেন।" ২৮কিন্তু তিনি বললেন, "এর চেয়ে বরং ভাগ্যবান তারা, যারা আল্লাহর কালাম শোনে এবং সেই অনুসারে কাজ করে।"

২৯লোকের ভিড় বাড়তে থাকলে তিনি বলতে শুরু করলেন, "এ-কালের লোকেরা খারাপ। তারা চিহ্ন হিসেবে মোজেজার খোঁজ করে। কিন্তু হযরত ইউনুস আ.র চিহ্ন ছাড়া আর কোনো চিহ্নই তাদের দেখানো হবে না। ৩০নিনবি শহরের লোকদের জন্য হযরত ইউনুস আ. যেমন নিজেই চিহ্ন হয়েছিলেন, ঠিক তেমনি করে এ-কালের লোকদের জন্য ইবনুল-ইনসানই চিহ্ন হবেন।

৩১কেয়ামতের দিন দক্ষিণের রানী উঠে এ-কালের লোকদের দোষ দেখিয়ে দেবে। কারণ বাদশা সোলায়মানের মহাজ্ঞানের কথা শোনার জন্য সে দুনিয়ার শেষ সীমা থেকে এসেছিলো। আর দেখো, এখানে সোলায়মানের চেয়েও মহান একজন আছেন। ৩২কেয়ামতের দিন নিনবি শহরের লোকেরা উঠে এ-কালের লোকদের দোষী করবে। কারণ হযরত ইউনুস আ.র প্রচারের ফলে তারা তওবা করেছিলো। আর দেখো, এখানে হযরত ইউনুস আ.-র চেয়ে মহান একজন আছেন।

৩৩কেউ বাতি জ্বেলে কোনো গোপন জায়গায় বা ঝুড়ির নিচে রাখে না বরং বাতিদানির ওপরেই রাখে, যেনো যারা ভেতরে ঢোকে তারা আলো দেখতে পায়।

৩৪তোমার চোখ তোমার শরীরের বাতি। তোমার চোখ যদি ভালো হয়, তাহলে তোমার গোটা শরীরই আলোতে পূর্ণ হবে। কিন্তু তা যদি ভালো না থাকে, তাহলে তোমার শরীরও অন্ধকারে পূর্ণ হবে।
৩৫সুতরাং দেখো, যে-আলো তোমার ভেতরে আছে তা যেনো অন্ধকার না হয়। ৩৬তোমার গোটা শরীর যদি আলোয় পূর্ণ হয় এবং একটুও অন্ধকার না থাকে, তাহলে তা সম্পূর্ণ আলোকিত হবে, ঠিক যেমন বাতির আলো তোমার ওপরে পড়লে তোমার শরীর আলোকিত হয়।"

৩৭তিনি যখন কথা বলছিলেন, তখন এক ফরিসি তাঁকে তার সাথে খাওয়ার দাওয়াত দিলেন। সুতরাং তিনি ভেতরে গিয়ে খেতে বসলেন। ৩৮খাওয়ার আগে তিনি হাত ধুলেন না দেখে সেই ফরিসি অবাক হলেন। ৩৯তখন হযরত ইসা আ. তাকে বললেন, "তাহলে শোনো, তোমরা ফরিসিরা থালাবাটির বাইরের দিক পরিষ্কার করে থাকো কিন্তু তোমাদের ভেতরটা লোভ

ও স্বার্থপরতায় পূর্ণ। [৪০]তোমরা মূর্খ! যিনি বাইরের দিক তৈরি করেছেন, তিনি কি ভেতরের দিকও তৈরি করেননি? [৪১]ভেতরে যা আছে তা-ই বরং ভিক্ষার মতো দান করো; তোমাদের জন্য সবকিছুই পাকসাফ করা হবে।

[৪২]ফরিসিরা, লা'নত তোমাদের ওপর! কারণ তোমরা আল্লাহকে পুদিনা, তেজপাতা ও সবরকমের শাকের দশ ভাগের এক ভাগ দিয়ে থাকো কিন্তু ন্যায়বিচার ও আল্লাহর প্রতি মহব্বতের দিকে মনোযোগ দাও না। ন্যায়বিচার ও আল্লাহর প্রতি মহব্বতের দিকে মনোযোগী হওয়ার সাথে সাথে ওগুলোও তোমাদের পালন করা উচিত। [৪৩]ফরিসিরা, লা'নত তোমাদের ওপর! কারণ তোমরা সিনাগোগের সম্মানের আসনে বসতে এবং হাটবাজারে সালাম পেতে ভালোবাসো। [৪৪]ফরিসিরা, লানত তোমাদের ওপর! কারণ তোমরা তো চিহ্ন না দেয়া কবরের মতো; লোকে না জেনে তার ওপর দিয়ে হেঁটে যায়।"

[৪৫]তখন আলিমদের মধ্যে একজন তাঁকে বললেন, "হুজুর, এই কথাগুলো বলে আপনি আমাদেরও অপমান করছেন।" [৪৬]তিনি বললেন, "আলিমরা, লা'নত তোমাদের ওপর! কারণ তোমরা লোকদের ওপর ভারি বোঝা চাপিয়ে দিয়ে থাকো কিন্তু তাদের সাহায্য করার জন্য নিজেরা একটি আঙুলও নাড়াও না। [৪৭]লা'নত তোমাদের ওপর! কারণ তোমরা নবিদের কবর নতুন করে গেঁথে থাকো। তোমাদের পূর্বপুরুষেরাই তো তাদের হত্যা করেছিলো। [৪৮]সুতরাং তোমরাই তোমাদের পূর্বপুরুষদের কাজের সাক্ষী এবং তোমরাই তা অনুমোদন করছো। তারা হত্যা করেছে আর তোমরা কবর গাঁথছো।

[৪৯]এজন্য আল্লাহর মহাজ্ঞান বলছে, আমি তাদের কাছে নবি ও রাসুলদের পাঠিয়ে দেবো। তাদের মধ্যে কয়েকজনকে তারা হত্যা করবে ও অন্যদের ওপর নির্যাতন চালাবে, [৫০]যেনো পৃথিবী সৃষ্টির শুরু থেকে যতো নবিকে হত্যা করা হয়েছে, তাদের রক্তের দায় তাদের ওপরে বর্তায়– [৫১]হযরত হাবিল আ.-র রক্ত থেকে শুরু করে হযরত জাকারিয়া আ., যাকে কোরবানি দেবার স্থান ও পবিত্রস্থানের মাঝখানে হত্যা করা হয়েছিলো, তার রক্ত পর্যন্ত– হ্যাঁ, আমি তোমাদের বলছি, এ-কালের লোকেরাই এর জন্য দায়ী হবে। [৫২]আলিমরা, লা'নত তোমাদের ওপর! কারণ তোমরা জ্ঞানের চাবি সরিয়ে নিয়েছো; তোমরা নিজেরাও ভেতরে ঢোকো না আর যারা ঢুকতে চায়, তাদেরকেও ঢুকতে দাও না।"

[৫৩]যখন তিনি বাইরে গেলেন, তখন আলিমরা ও ফরিসিরা তাঁর বিরুদ্ধে শত্রুতা করার জন্য উঠেপড়ে লাগলেন। তাঁকে পরীক্ষা করার জন্য তারা নানা বিষয়ে প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতে থাকলেন আর অপেক্ষা করতে থাকলেন, [৫৪]যেনো তাঁকে তাঁর কথার ফাঁদে ফেলতে পারেন।

রুকু ১২

[১]এর মধ্যে হাজার হাজার লোক এমনভাবে জড়ো হলো যে, তারা ঠেলাঠেলি করে একে অন্যের ওপর পড়তে লাগলো। তিনি প্রথমে তাঁর হাওয়ারিদেরকে বললেন, "ফরিসিদের খামি থেকে সাবধান হও; এটি হলো তাদের ভণ্ডামি। [২]লুকোনো কিছুই নেই, যা প্রকাশ পাবে না এবং গোপন কিছুই নেই, যা জানানো হবে না। [৩]সুতরাং তোমরা অন্ধকারে যা বলেছো তা আলোতে শোনা যাবে এবং ভেতরের ঘরে যা কানে কানে বলেছো তা ছাদের ওপর থেকে প্রচার করা হবে।

[৪]বন্ধুরা আমার, আমি তোমাদের বলছি, যারা শরীর ধ্বংস করার পরে আর কিছুই করতে পারে না, তাদের ভয় কোরো না। [৫]কিন্তু কাকে ভয় করবে, সে-বিষয়ে আমি তোমাদের সাবধান করে দিচ্ছি– তোমাদের হত্যা করার পরে জাহান্নামে ফেলে দেবার ক্ষমতা যাঁর আছে, তাঁকেই ভয় করো। হ্যাঁ, আমি তোমাদের বলছি, তাঁকেই ভয় করো। [৬]পাঁচটি চড়ুই কি দু'পয়সায় বিক্রি হয় না? তবুও আল্লাহ সেগুলোর একটিকেও ভুলে যান না।

[৭]এমনকি তোমাদের মাথার চুলগুলোও তাঁর গোনা আছে। ভয় করো না, অনেক অনেক চড়ুইয়ের চেয়েও তোমাদের মূল্য অনেক বেশি।

[৮]আমি তোমাদের বলছি, যে কেউ লোকদের সামনে আমাকে স্বীকার করে, ইবনুল-ইনসানও তাকে আল্লাহর ফেরেস্তাদের সামনে স্বীকার করবেন। [৯]কিন্তু যে কেউ আমাকে লোকদের সামনে অস্বীকার করে, তাকে আল্লাহর ফেরেস্তাদের সামনে অস্বীকার করা হবে।

[১০]ইবনুল-ইনসানের বিরুদ্ধে কেউ কোনো কথা বললে তাকে ক্ষমা করা হবে কিন্তু কেউ যদি আল্লাহর রুহের বিরুদ্ধে কুফরি করে, তাকে ক্ষমা করা হবে না।

[১১]তারা যখন তোমাদের সিনাগোগে এবং শাসনকর্তাদের ও ক্ষমতাশালী লোকদের সামনে নিয়ে যাবে, তখন কীভাবে নিজেদের পক্ষে কথা বলবে বা কী জবাব দেবে, সে-বিষয়ে চিন্তিত হয়ো না। [১২]কারণ কী বলতে হবে তা আল্লাহর রুহ্ই সেই মুহূর্তে তোমাদের শিখিয়ে দেবেন।"

[১৩]ভিড়ের মধ্য থেকে কেউ একজন তাঁকে বললো, "হুজুর, আমার ভাইকে বলুন, যেনো আমাদের পারিবারিক সম্পত্তি আমাকে ভাগ করে দেয়। [১৪]কিন্তু তিনি তাকে বললেন, "বন্ধু, তোমাদের সম্পত্তি ভাগ করে দিতে বা বিচার করতে কে আমাকে তোমাদের ওপরে নিয়োগ করেছে?" [১৫]তিনি তাদের বললেন, "সাবধান! সবরকম লোভের হাত থেকে নিজেদের রক্ষা করো, কারণ অনেক ধন-সম্পত্তি থাকার মধ্যেই মানুষের জীবন নয়।"

[১৬]এরপর তিনি তাদের একটি দৃষ্টান্ত দিলেন– "কোনো এক ধনী লোকের জমিতে অনেক ফসল হয়েছিলো। [১৭]সে মনে মনে চিন্তা করতে লাগলো, 'এতো ফসল রাখার জায়গা তো আমার নেই; আমি এখন কী করবো?' [১৮]অতঃপর সে বললো, 'আমি একটি কাজ করবো; আমার গোলাঘরগুলো ভেঙে ফেলে বড়ো বড়ো গোলাঘর তৈরি করবো এবং আমার সমস্ত ফসল ও জিনিসপত্র সেখানে রাখবো। [১৯]পরে আমি নিজেকে বলবো, অনেক বছরের জন্য অনেক ভালো জিনিস জমা আছে। আরাম করো, খাওয়া-দাওয়া করো, আনন্দ-ফুর্তিতে দিন কাটাও।' [২০]কিন্তু আল্লাহ তাকে বললেন, 'আরে বোকা! আজ রাতেই তোমাকে মরতে হবে। তাহলে যেসব জিনিস তুমি জমা করেছো, সেগুলো কার হবে?' [২১]সুতরাং যে নিজের জন্য ধন-সম্পত্তি জমা করে অথচ আল্লাহর চোখে ধনী নয়, তার অবস্থা ওরকমই হবে।"

[২২]তিনি তাঁর হাওয়ারিদেরকে বললেন, "এজন্যই আমি তোমাদের বলছি, কী খাবে বলে জীবনের বিষয়ে কিংবা কী পরবে বলে শরীরের বিষয়ে চিন্তা করো না। [২৩]কারণ জীবনটা খাওয়া-দাওয়ার চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আর শরীরটা জামা-কাপড়ের চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। [২৪]কাকগুলোর দিকে চেয়ে দেখো; তারা বীজও বোনে না, ফসলও কাটে না। তাদের গুদাম বা গোলাঘরও নেই। তবুও আল্লাহ তাদের খাইয়ে থাকেন। তোমরা তো পাখিদের চেয়ে আরো কতো-না বেশি মূল্যবান!

[২৫]তোমাদের মধ্যে কেউ কি চিন্তা-ভাবনা করে নিজের আয়ু এক ঘন্টা বাড়াতে পারে? [২৬]এই সামান্য কাজটিও যদি তোমরা করতে না পারো, তাহলে অন্যান্য বিষয়ের জন্য কেনো দুশ্চিন্তা করো? [২৭]ভেবে দেখো, ফুল কেমন করে বেড়ে ওঠে– তারা পরিশ্রম করে না, সুতোও কাটে না। তবুও আমি তোমাদের বলছি, বাদশা সোলায়মান এতো জাঁকজমকের মধ্যে থেকেও এগুলোর একটির মতোও নিজেকে সাজাতে পারেননি। [২৮]মাঠে যে-ফুল আজ আছে আর কাল চুলোয় ফেলে দেয়া হবে, আল্লাহ তা যখন এভাবে সাজান, [২৯]তখন হে অল্প বিশ্বাসীরা, তিনি যে তোমাদের সাজাবেন তা কতো না নিশ্চিত! সুতরাং কী খাওয়া-দাওয়া করবে, সে-বিষয়ে চিন্তা করে করে অস্থির হয়ো না। [৩০]এই দুনিয়ার জাতিগুলো ওসবের পেছনে দৌড়ায় কিন্তু তোমাদের প্রতিপালক তো জানেন যে, তোমাদের এগুলোর দরকার আছে। [৩১]তার চেয়ে তোমরা বরং তাঁর রাজ্যের পেছনে দৌড়াও, তাহলে এগুলোও তোমাদের দেয়া হবে।

[৩২]হে আমার ছোটো দল, ভয় কোরো না, কারণ তোমাদের প্রতিপালকের ইচ্ছা এই যে, এই রাজ্য তিনি তোমাদের দেবেন। [৩৩]তোমাদের বিষয়-সম্পত্তি বিক্রি ও দান খয়রাত করো। যে-টাকার থলি কখনো পুরোনো হয় না তা-ই নিজেদের জন্য তৈরি করো। অর্থাৎ যে-ধন চিরদিন টিকে থাকে তা-ই বেহেস্তে জমা করো। সেখানে চোরও আসে না এবং পোকায়ও নষ্ট করে না। [৩৪]কারণ তোমাদের ধন যেখানে থাকে, তোমাদের মন সেখানেই থাকবে।

[৩৫]কোমর বেঁধে এবং তোমাদের বাতি জ্বালিয়ে নিয়ে প্রস্তুত থাকো।

[৩৬]এমন লোকদের মতো হও, যারা বিয়েভোজ থেকে তাদের মালিকের ফিরে আসার অপেক্ষায় থাকে, যেনো সে ফিরে এসে দরজায় কড়া নাড়লেই তারা দরজা খুলে দিতে পারে। [৩৭]মালিক যে-গোলামদের জেগে থাকতে দেখবে, তারাই ভাগ্যবান। আমি তোমাদের সত্যি বলছি, সে এসে কোমরে গামছা বেঁধে নিয়ে তাদের খেতে বসাবে এবং খাবার দেবে। [৩৮]ভাগ্যবান সেসব গোলাম, মালিক এসে যাদের জেগে থাকতে দেখবে– তা মাঝরাতে হোক বা শেষরাতে হোক।

[৩৯]কিন্তু একথা জেনে রেখো– চোর কোন সময়ে আসবে তা যদি বাড়ির মালিক জানতো, তাহলে জেগে থাকতো; সেই চোরকে তার ঘরের বেড়া ভেঙে ঘরে ঢুকতে দিতো না। [৪০]তোমরাও প্রস্তুত থাকো। কারণ যে-সময়ের কথা তোমরা চিন্তাও করবে না, সেই সময়েই ইবনুল-ইনসান আসবেন।"

[৪১]হযরত পিতর আ. বললেন, "হুজুর, আপনি কি আমাদের উদ্দেশে এ-দৃষ্টান্তটি দিচ্ছেন, নাকি সকলের উদ্দেশে?"
[৪২]হযরত ইসা আ. বললেন, "সেই বিশ্বস্ত ও বুদ্ধিমান ম্যানেজার কে, যাকে মালিক তার গোলামদের ঠিক সময়ে খাবার ভাগ
করে দেবার ভার দেবে? [৪৩]ভাগ্যবান সেই গোলাম, যাকে তার মালিক এসে কাজের মধ্যে পাবে। [৪৪]আমি তোমাদের সত্যিই
বলছি, সে তাকে তার সমস্ত বিষয়-সম্পত্তির ভার দেবে। [৪৫]কিন্তু সেই গোলাম যদি মনে মনে বলে, 'আমার মালিক আসতে
দেরি করছেন,' এবং সে অন্য গোলাম ও দাসীদের মারধর শুরু করে এবং খাওয়া-দাওয়া করার পরে মদ খেয়ে মাতাল হয়,
[৪৬]তাহলে যেদিন তার আসার সময়ের কথা সে চিন্তাও করবে না এবং যে-সময়ের কথা সে জানেও না, সেদিন ও সেই
সময়েই তার মালিক এসে হাজির হবে এবং সে তাকে কেটে টুকরো টুকরো করে অবিশ্বাসীদের মধ্যে ফেলে দেবে। [৪৭]যে-
গোলাম তার মালিকের ইচ্ছা জেনেও প্রস্তুত থাকেনি কিংবা মালিক যা চায় তা করেনি, তাকে ভীষণভাবে মার খেতে হবে।
[৪৮]কিন্তু না জেনে যে শাস্তি পাবার কাজ করেছে, তার অল্পই শাস্তি হবে। যাকে বেশি দেয়া হয়েছে, তার কাছে বেশি দাবি করা
হবে এবং যার কাছে বেশি রাখা হয়েছে, তার কাছে বেশিই চাওয়া হবে।

[৪৯]আমি পৃথিবীতে আগুন জ্বালাতে এসেছি। যদি তা আগেই জ্বলে উঠতো, তাহলে কতোই না ভালো হতো!
[৫০]আমার একটি বায়াত আছে, যে-বায়াত আমাকে নিতে হবে; আর যতোদিন তা পূর্ণ না হচ্ছে, ততোদিন আমি কি কষ্টের
মধ্যেই না আছি! [৫১]তোমাদের কি মনে হয় যে, আমি দুনিয়াতে শান্তি দিতে এসেছি? না, আমি তোমাদের বলছি, তা নয় বরং
বিভেদ! [৫২]এখন থেকে এক বাড়ির পাঁচজন ভাগ হয়ে যাবে– তিনজন দু'জনের বিরুদ্ধে আর দু'জন তিনজনের বিরুদ্ধে।
[৫৩]তারা ভাগ হয়ে যাবে– বাবা ছেলের বিরুদ্ধে ও ছেলে বাবার বিরুদ্ধে; মা মেয়ের বিরুদ্ধে ও মেয়ে মায়ের বিরুদ্ধে; শাশুড়ি
পুত্রবধূর বিরুদ্ধে ও পুত্রবধূ শাশুড়ির বিরুদ্ধে।"

[৫৪]তিনি লোকদের এও বললেন, "তোমরা পশ্চিম দিকে মেঘ জমতে দেখলে তখনই বলে থাকো, 'বৃষ্টি হবে' আর তা-ই
হয়। [৫৫]আবার দখিনা বাতাস বইতে দেখলে বলো, 'গরম পড়বে', আর তা-ই হয়। [৫৬]তোমরা ভন্ড! তোমরা দুনিয়া ও
আকাশের চেহারার অর্থ বুঝতে পারো কিন্তু কেনো এখনকার সময়ের অর্থ করতে পারো না?

[৭]কোনটি ন্যায়, সে-বিষয়ে কেনো নিজেই বিচার করো না? [৫৮]তোমার বিপক্ষের সাথে বিচারকের কাছে যাওয়ার সময়
পথেই তার সাথে একটি মীমাংসা করে নাও। তা না হলে সে তোমাকে বিচারকের কাছে টেনে নিয়ে যাবে আর বিচারক
তোমাকে পুলিশে দেবে এবং পুলিশ তোমাকে জেলে দেবে। [৫৯]আমি তোমাকে বলছি, শেষ পয়সাটা না দেয়া পর্যন্ত তুমি
কিছুতেই ছাড়া পাবে না।"

রুকু ১৩

[১]ঠিক ওই সময় যারা উপস্থিত ছিলো, তারা হযরত ইসা আ.কে বললো, গালিলের কিছু লোক যখন কোরবানি করছিলো,
তখন তাদেরকে হত্যা করার জন্য পিলাত হুকুম দিয়েছিলেন। [২]তিনি তাদের জিজ্ঞেস করলেন, "তোমাদের কি মনে হয় যে,
ওই গালিলীয়রা এভাবে যন্ত্রণাভোগ করেছে বলে তারা অন্য সব গালিলীয়দের চেয়ে বেশি গুনাহগার ছিলো? [৩]না, আমি
তোমাদের বলছি, তওবা না করলে তোমরা সবাই তাদের মতোই ধ্বংস হবে। [৪]কিংবা সিলোহের টাওয়ারটি পড়ে গিয়ে যে-
আঠারোজনের মৃত্যু হয়েছিলো,
তোমরা কি মনে করো যে, জেরুসালেমের বাকি জীবিত লোকদের থেকে তাদের দোষ বেশি ছিলো? [৫]আমি তোমাদের বলছি,
তা নয়। কিন্তু তওবা না করলে তোমরা সবাই তাদের মতোই ধ্বংস হবে।

[৬]অতঃপর তিনি এই দৃষ্টান্ত দিলেন– "কোনো এক লোকের ফলের বাগানে একটি ডুমুরগাছ লাগানো হয়েছিলো। সে
এসে ফলের খোঁজ করলো কিন্তু পেলো না। [৭]তখন সে তার কর্মচারীকে বললো, 'দেখো, তিন বছর ধরে এই ডুমুরগাছে আমি
ফলের খোঁজ করছি কিন্তু কিছুই পাচ্ছি না। তুমি গাছটি কেটে ফেলো! কেনো এটি জমি অপচয় করবে?' [৮]সে জবাব দিলো,
'হুজুর, আরেক বছর ওটা থাকতে দিন। আমি এর চারপাশ খুঁড়ে সার দেবো। [৯]তারপর যদি ফল ধরে তো ভালো, তা না হলে
আপনি ওটা কেটে ফেলবেন।'"

[১০]এক সাব্বাতে তিনি একটি সিনাগোগে গিয়ে শিক্ষা দিচ্ছিলেন। [১১]তখনই সেখানে এক মহিলা এলো। একটি ভূত তাকে
আঠারো বছর ধরে কুঁজো করে রেখেছিলো। সে একেবারেই সোজা হতে পারতো না। [১২]হযরত ইসা আ. যখন তাকে

দেখলেন, তখন তিনি তাকে কাছে ডেকে বললেন, "হে মহিলা, তোমার অসুস্থতা থেকে তুমি মুক্ত।" [১৩]যখন তিনি তার ওপরে তাঁর হাত রাখলেন, তখনই সে সোজা হয়ে দাঁড়ালো এবং আল্লাহর প্রশংসা করতে লাগলো।

[১৪]কিন্তু হযরত ইসা আ. সাব্বাতে সুস্থ করেছেন বলে সিনাগোগের নেতা রাগ করে জনতার উদ্দেশে বলতে থাকলেন, "কাজ করার জন্য ছ'দিন তো আছেই, ওই দিনগুলোতে এসে সুস্থ হয়ো, সাব্বাতে নয়।" [১৫]কিন্তু উত্তরে হুজুর তাকে বললেন, "তোমরা ভন্ড! তোমরা প্রত্যেকেই কি সাব্বাতে তোমাদের বলদ বা গাধাকে গোয়াল থেকে খুলে পানি খাওয়াতে নিয়ে যাও না? [১৬]তাহলে হযরত ইব্রাহিম আ.-র বংশধর এই মহিলা, যাকে আজ আঠারো বছর ধরে শয়তান বেঁধে রেখেছিলো, তাকে কি সাব্বাতে সেই বাঁধন থেকে মুক্ত করা উচিত নয়?" [১৭]তিনি একথা বলার পর যারা তাঁর বিরুদ্ধে ছিলো, তারা সবাই লজ্জা পেলো। কিন্তু সমগ্র জনতা তাঁর এসব মহান কাজ দেখে আনন্দিত হলো।

[১৮]অতঃপর তিনি বললেন, "আল্লাহর রাজ্য কীসের মতো? কীসের সাথে আমি এর তুলনা করবো? [১৯]এটি একটি সরিষার মতো, যা এক লোক নিয়ে গিয়ে তার বাগানে ফেলে দিলো। পরে চারা বেড়ে উঠে একটি গাছ হয়ে উঠলো এবং পাখিরা এসে তার ডালপালায় বাসা বাঁধলো।"

[২০]তিনি আবার বললেন, "কীসের সাথে আমি আল্লাহর রাজ্যের তুলনা করবো? এটি খামির মতো, যা [২১]এক মহিলা নিয়ে গিয়ে তিন পাল্লা ময়দার সাথে মেশালো। শেষে গোটা ময়দাই ফেঁপে উঠলো।"

[২২]হযরত ইসা আ. গ্রামে গ্রামে ও শহরে শহরে শিক্ষা দিতে দিতে জেরুসালেমের দিকে এগিয়ে চললেন। [২৩]এক লোক তাঁকে জিজ্ঞেস করলো, "মালিক, নাজাত কি কেবল অল্প লোকেই পাবে?" [২৪]তিনি তাদের বললেন, "সরু দরজা দিয়ে ঢুকতে আপ্রাণ চেষ্টা করো। আমি তোমাদের বলছি, অনেকেই ঢুকতে চেষ্টা করবে কিন্তু পারবে না। [২৫]ঘরের মালিক উঠে যখন দরজা বন্ধ করে দেবে, তখন তোমরা বাইরে দাঁড়িয়ে দরজার কড়া নাড়তে নাড়তে বলবে, 'মালিক, আমাদের জন্য দরজা খুলে দিন।' সে তোমাদের জবাব দেবে, 'আমি জানি না, তোমরা কোথা থেকে এসেছো।' [২৬]তখন তোমরা বলবে, 'আমরা আপনার সাথে খাওয়া-দাওয়া করেছি এবং আপনি আমাদের রাস্তায় রাস্তায় শিক্ষা দিতেন।' [২৭]কিন্তু সে বলবে, 'তোমরা কোথা থেকে এসেছো আমি জানি না। দুষ্ট লোকেরা, তোমরা আমার কাছ থেকে দূর হও! '

[২৮]তোমরা যখন দেখবে, হযরত ইব্রাহিম আ., হযরত ইসহাক আ., হযরত ইয়াকুব আ. ও নবিরা সবাই আল্লাহর রাজ্যে আছেন এবং তোমাদের নিজেদেরই বাইরে ফেলে দেয়া হয়েছে, তখন তোমরা কান্নাকাটি করবে ও যন্ত্রণায় দাঁতে দাঁত ঘষতে থাকবে। [২৯]তখন পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর ও দক্ষিণ থেকে লোকেরা এসে আল্লাহর রাজ্যে খেতে বসবে। [৩০]যদিও যারা শেষে আছে, তাদের মধ্যে কেউ কেউ প্রথম হবে; আর যারা প্রথমে আছে, তাদের মধ্যে কেউ কেউ শেষে পড়বে।"

[৩১]ঠিক সেই সময়ে কয়েকজন ফরিসি তাঁর কাছে এসে বললেন, "এখান থেকে চলে যান, কারণ হেরোদ আপনাকে হত্যা করতে চাইছেন।" [৩২]তিনি তাদের বললেন, "তোমরা গিয়ে সেই শিয়ালটাকে বলো, 'আজ ও আগামীকাল আমি ভূত ছাড়াবো এবং রোগীদের সুস্থ করবো আর তৃতীয় দিনে আমার কাজ শেষ করবো। [৩৩]যা-ই হোক, আজ, কাল ও পরশু আমাকে আমার পথে চলতে হবে; কারণ জেরুসালেমের বাইরে কোথাও কোনো নবিকে হত্যা করা অসম্ভব।'

[৩৪]"জেরুসালেম, জেরুসালেম! তুমি নবিদেরকে হত্যা করে থাকো এবং তোমার কাছে যাদের পাঠানো হয়, তাদের পাথর মেরে হত্যা করে থাকো! মুরগি যেমন নিজের বাচ্চাদের তার ডানার নিচে জড়ো করে, ঠিক তেমনি আমি কতোবার তোমার সন্তানদের একত্রে জড়ো করতে চেয়েছি কিন্তু তোমরা রাজি হওনি। [৩৫]দেখো, তোমাদের বাড়ি তোমাদের সামনে খালি পড়ে রইলো। আমি তোমাদের বলছি, যতোদিন না তোমরা বলবে, 'যিনি আল্লাহর নামে আসছেন, তাঁর প্রশংসা হোক,' ততোদিন তোমরা আর আমাকে দেখতে পাবে না।"

রুকু ১৪

[১]এক সাব্বাতে হযরত ইসা আ. ফরিসিদের এক নেতার বাড়িতে খেতে গেলেন। তারা গভীরভাবে তাঁকে লক্ষ্য করছিলেন। [২]ঠিক ওই সময় তাঁর সামনে এক লোক বসে ছিলো, যার ছিলো শোত রোগ। [৩]হযরত ইসা আ. আলিমদের ও ফরিসিদের জিজ্ঞেস করলেন, "সাব্বাতে কাউকে সুস্থ করা কি শরিয়ত-সম্মত, নাকি শরিয়ত-সম্মত নয়?" [৪]কিন্তু তারা চুপ করে রইলেন। তখন হযরত ইসা আ. লোকটির গায়ে হাত দিয়ে তাকে ধরলেন এবং সুস্থ করলেন ও তাকে বিদায় করে

দিলেন। [৫]তারপর তিনি তাদের বললেন, “তোমাদের কারো ছেলে বা বলদ যদি সাব্বাতে কুয়োয় পড়ে যায়, তাহলে তোমরা
কি তাকে তখনই তোলো না?” [৬]তারা কোনো জবাব দিতে পারলেন না।

[৭]তিনি যখন দেখলেন যে, মেহমানরা কীভাবে সম্মানের জায়গাগুলো বেছে নিচ্ছে, তখন তিনি তাদের একটি দৃষ্টান্ত
দিলেন– [৮]“কেউ যখন তোমাকে বিয়েভোজে দাওয়াত করে, তখন সম্মানের জায়গায় গিয়ে বসবে না। হয়তো তোমার
থেকেও সম্মানিত কাউকে দাওয়াত করা হয়েছে। [৯]তাহলে যে তোমাকে ও তাকে দাওয়াত করেছে, সে এসে তোমাকে বলবে,
‘এই জায়গাটি ওনাকে ছেড়ে দাও।’ তখন তো তুমি লজ্জা পেয়ে সবচেয়ে নীচু জায়গায় বসতে যাবে। [১০]কিন্তু তুমি যখন
দাওয়াত পাবে, তখন বরং সবচেয়ে কম সম্মানের জায়গায় গিয়ে বসবে; তাহলে যে দাওয়াত করেছে, সে এসে তোমাকে
বলবে, ‘বন্ধু, সামনে এসে বসো।’
তখন অন্য সব মেহমানদের সামনে তুমি সম্মান পাবে। [১১]কারণ যে নিজেকে উঁচু করে, তাকে নীচু করা হবে; আর যে
নিজেকে নীচু করে, তাকে উঁচু করা হবে।”

[১২]যিনি তাঁকে দাওয়াত করেছিলেন, তাকে তিনি বললেন, “যখন তুমি দুপুর কিংবা রাতে খাওয়া-দাওয়ার আয়োজন
করবে, তখন তোমার বন্ধুবান্ধব, ভাইবোন, আত্মীয়-স্বজন বা ধনী প্রতিবেশীদের দাওয়াত করবে না। হয়তো পরে তারাও এর
বদলে তোমাকে দাওয়াত করবে আর এভাবেই তোমার দাওয়াত শোধ হয়ে যাবে। [১৩]কিন্তু তুমি যখন বিশেষ খাওয়া-দাওয়ার
আয়োজন করবে, তখন গরিব, নুলা, খোঁড়া এবং অন্ধদের দাওয়াত করো। [১৪]এতে তুমি রহমত পাবে। কারণ তারা তোমার
সেই দাওয়াত শোধ করতে পারবে না। কেয়ামতের দিন দীনদারদের সাথে তুমি এর পুরস্কার পাবে।”

[১৫]যারা খেতে বসেছিলো, তাদের মধ্যে একজন একথা শুনে তাঁকে বললো, “ভাগ্যবান তিনি, যিনি আল্লাহর রাজ্যে খেতে
বসবেন।” [১৬]তখন হযরত ইসা আ. তাকে বললেন, “কোনো এক লোক বিরাট এক খাওয়া-দাওয়ার আয়োজন করলো এবং
অনেককে দাওয়াত দিলো। [১৭]খাওয়ার সময় হলে সে তার গোলামকে দিয়ে মেহমানদের বলে পাঠালো, ‘আসুন, এখন সবই
প্রস্তুত।’ [১৮]কিন্তু তারা সবাই একজনের পর একজন অজুহাত দেখাতে লাগলো। প্রথমজন তাকে বললো, “আমি কিছু জমি
কিনেছি, আমাকে গিয়ে তা দেখতে হবে; আমাকে ক্ষমা করো।’ [১৯]আরেকজন বললো, ‘আমি পাঁচ জোড়া বলদ কিনেছি,
সেগুলো পরীক্ষা করতে যাচ্ছি; আমাকে ক্ষমা করো।’ [২০]অন্য আরেকজন বললো, ‘আমি সবেমাত্র বিয়ে করেছি, তাই যেতে
পারছি না।’ [২১]সেই গোলাম ফিরে গিয়ে তার মালিককে এসব জানালো। তাতে বাড়ির মালিক রাগ করে তার গোলামকে
বললো, ‘তুমি তাড়াতাড়ি শহরের রাস্তায় রাস্তায় ও অলিগলিতে যাও এবং গরিব, নুলা, অন্ধ ও খোঁড়াদের নিয়ে এসো।’
[২২]পরে সেই গোলাম বললো, ‘হুজুর, আপনার হুকুম অনুসারেই কাজ করা হয়েছে কিন্তু এখনো জায়গা রয়ে গেছে।’ [২৩]এতে
মালিক গোলামকে বললো, ‘শহরের বাইরে রাস্তায় রাস্তায় ও অলিগলিতে যাও এবং লোকদের ধরে নিয়ে এসো, যেনো আমার
বাড়ি ভরে যায়। [২৪]আমি তোমাদের বলছি, যাদের দাওয়াত করা হয়েছিলো, তাদের কেউই আমার এই খাবারের স্বাদ পাবে
না।’”

[২৫]একবার এক বিশাল জনতা তাঁর সাথে সাথে যাচ্ছিলো। পেছন ফিরে তিনি তাদের বললেন, [২৬]“যে আমার কাছে
আসবে, সে যদি নিজের বাবা-মা, স্ত্রী, ছেলেমেয়ে, ভাইবোন, এমনকি নিজের জীবনকে পর্যন্ত আমার চেয়ে কম প্রিয় মনে না
করে, তাহলে সে আমার উম্মত হতে পারে না। [২৭]যে নিজের সলিব বয়ে নিয়ে আমার পেছনে না আসে, সে আমার উম্মত
হতে পারে না।

[২৮]মনে করো তোমাদের মধ্যে কেউ একটি বড়ো দালান তৈরি করতে চায়, তাহলে সে কি প্রথমে বসে খরচের হিসেব
করে না, যেনো ওটা শেষ করার জন্য তার যথেষ্ট টাকা আছে কিনা তা সে দেখতে পারে? [২৯]তা না হলে ভিত্তি গাঁথার পরে
যদি সে বাড়ির কাজ শেষ করতে না পারে, তাহলে যারা দেখবে, তারা সবাই তাকে নিয়ে ঠাট্টা করবে। [৩০]তারা বলবে,
‘লোকটি গাঁথতে শুরু করেছিলো কিন্তু শেষ করতে পারলো না।’

[৩১]অথবা এক বাদশা যদি আরেক বাদশার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে যান, তাহলে তিনি প্রথমে বসে চিন্তা করবেন, ‘বিশ হাজার
সৈন্য নিয়ে যিনি আমার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে আসছেন, মাত্র দশ হাজার সৈন্য নিয়ে আমি তাকে বাধা দিতে পারবো কি?’
[৩২]যদি না পারেন, তাহলে সেই বাদশা দূরে থাকতেই তিনি লোক পাঠিয়ে শান্তির প্রস্তাব দেবেন। [৩৩]অতএব, তোমরা যদি
তোমাদের সবকিছু ছেড়ে না আসো, তাহলে তোমাদের মধ্যে কেউই আমার উম্মত হতে পারবে না।

৩৪লবণ ভালো জিনিস কিন্তু লবণের স্বাদ যদি নষ্ট হয়ে যায়, তাহলে কেমন করে তা আবার নোনতা করা যাবে? ৩৫তখন তা না জমির, না সারের গাদার জন্য উপযুক্ত হয়; লোকে তা ফেলে দেয়। যার শোনার কান আছে সে শুনুক!"

রুকু ১৫

১সমস্ত কর-আদায়কারী ও গুনাহগাররা যখন তাঁর কথা শোনার জন্য তাঁর কাছে আসছিলো, ২তখন ফরিসিরা ও আলিমরা বিরক্তি প্রকাশ করে বলতে লাগলেন, "এই লোকটি গুনাহগারদের সাথে মেলামেশা ও খাওয়া-দাওয়া করে।"

৩তখন তিনি তাদের এই দৃষ্টান্ত দিলেন–

৪"মনে করো তোমাদের মধ্যে কোনো একজনের একশটি ভেড়া আছে এবং তাদের মধ্য থেকে একটি যদি হারিয়ে যায়, তাহলে কি সে নিরানব্বইটি মাঠে রেখে সেই একটিকে না পাওয়া পর্যন্ত খুঁজতে থাকে না? ৫সেটি খুঁজে পাবার পর সে খুশি হয়ে তাকে কাঁধে তুলে নেয়। ৬এবং পরে বাড়ি ফিরে গিয়ে তার বন্ধু-বান্ধব ও প্রতিবেশীদের একত্রে ডেকে বলে, 'আমার সাথে আনন্দ করো, কারণ আমার হারানো ভেড়াটি আমি খুঁজে পেয়েছি।' ৭আমি আপনাদের বলছি, ঠিক সেভাবে, তওবা করার প্রয়োজন নেই, এমন নিরানব্বইজন ধার্মিকের চেয়ে বরং একজন গুনাহগার তওবা করলে বেহেস্তে আরো বেশি আনন্দ হয়।

৮অথবা এক মহিলার দশটি রূপার টাকা আছে, সে যদি তার ভেতর থেকে একটি হারিয়ে ফেলে, তাহলে বাতি জ্বেলে ঘর ঝাড় দিয়ে না পাওয়া পর্যন্ত সে কি তা সতর্কতার সাথে খুঁজতে থাকে না? ৯যখন সে তা খুঁজে পায়, তখন তার বন্ধু-বান্ধব ও প্রতিবেশীদের একত্রে ডেকে বলে, 'আমার সাথে আনন্দ করো, কারণ আমার হারানো টাকাটি আমি খুঁজে পেয়েছি।' ১০আমি আপনাদের বলছি, ঠিক সেভাবে, একজন গুনাহগার তওবা করলে আল্লাহর ফেরেস্তাদের মধ্যে আনন্দ হয়।"

১১অতঃপর হযরত ইসা আ. বললেন, "এক লোকের দুই ছেলে ছিলো। ১২ছোটো ছেলেটি তার বাবাকে বললো, 'বাবা, তোমার সম্পত্তিতে আমার যে অংশ আছে তা আমাকে দাও।' তাতে সে তার দুই ছেলের মধ্যে তার সম্পত্তি ভাগ করে দিলো। ১৩কিছুদিন পর ছোটো ছেলেটি তার সম্পত্তি বিক্রি করে টাকাপয়সা নিয়ে দূর দেশে চলে গেলো। সেখানে সে খারাপ পথে জীবন কাটিয়ে তার সব টাকাপয়সা উড়িয়ে দিলো। ১৪যখন সে তার সবকিছু খরচ করে ফেললো, তখন সেই দেশের সব জায়গায় ভীষণ দুর্ভিক্ষ দেখা দিলো এবং সে খুব কষ্টে পড়লো। ১৫তখন সে গিয়ে সেই দেশের এক লোকের কাছে চাকরি চাইলো। লোকটি তাকে তার শূকর চরাতে মাঠে পাঠিয়ে দিলো। ১৬শূকরে যে গুড়োগাড়া খেতো, সে তাই খেয়ে পেট ভরাতে চাইতো কিন্তু কেউ তাকে কিছুই দিতো না।

১৭তার চেতনা হলে সে মনে মনে বললো, 'আমার বাবার কতো মজুর কতো বেশি খাবার পাচ্ছে অথচ আমি এখানে না খেয়ে মরছি!

১৮আমি আমার বাবার কাছে গিয়ে বলবো, "বাবা, আমি আল্লাহ ও তোমার বিরুদ্ধে গুনাহ করেছি। ১৯তোমার ছেলে বলে পরিচয় দেবার যোগ্য আমি নই। তোমার মজুরদের মতো করে আমাকে রাখো।" ২০সুতরাং সে উঠে তার বাবার কাছে গেলো। সে দূরে থাকতেই তাকে দেখে তার বাবার খুব মমতা হলো। ২১তিনি দৌড়ে গিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরে চুমু দিলেন। তখন ছেলেটি বললো, 'বাবা, আমি আল্লাহ ও তোমার বিরুদ্ধে গুনাহ করেছি। আমি তোমার ছেলে বলে পরিচয় দেবার যোগ্য নই।' ২২কিন্তু তার বাবা তার গোলামদের বললেন, 'তাড়াতাড়ি করে সবচেয়ে ভালো জুব্বাটি এনে ওকে পরিয়ে দাও। ওর হাতে আংটি ও পায়ে জুতা দাও, ২৩আর মোটাসোটা বাছুরটি এনে জবাই করো। এসো, আমরা খাওয়া-দাওয়া করে আনন্দ করি। ২৪কারণ আমার এই ছেলেটি মারা গিয়েছিলো কিন্তু আবার বেঁচে উঠেছে। হারিয়ে গিয়েছিলো, পাওয়া গেছে!' এবং তারা আমোদ-প্রমোদ করতে লাগলো।

২৫সেই সময় তার বড়ো ছেলেটি মাঠে ছিলো। বাড়ির কাছে এসে সে নাচ ও গান-বাজনার শব্দ শুনতে পেলো। ২৬সে একজন গোলামকে ডেকে জিজ্ঞেস করলো, 'এসব কী হচ্ছে?' ২৭সে জবাব দিলো, 'আপনার ভাই এসেছে এবং আপনার বাবা তাকে সুস্থ অবস্থায় ফিরে পেয়েছেন বলে মোটাসোটা বাছুরটি জবাই করেছেন।' ২৮তখন সে রাগ করে ভেতরে যেতে চাইলো না। তার বাবা বেরিয়ে এসে তাকে সাধাসাধি করতে লাগলো। ২৯কিন্তু সে তার বাবাকে বললো, 'দেখো, এতো বছর ধরে আমি গোলামদের মতো তোমার কাজ করে আসছি, একবারও আমি তোমার আদেশের অবাধ্য হইনি। তবুও আমার বন্ধুদের সাথে আমোদ-প্রমোদ করার জন্য তুমি কখনো আমাকে একটি ছাগলের বাচ্চাও দাওনি। ৩০কিন্তু তোমার এই ছেলে, যে

পতিতাদের পেছনে তোমার টাকাপয়সা উড়িয়ে দিয়েছে, সে যখন ফিরে এসেছে, তখন তার জন্য তুমি মোটাসোটা বাছুরটি জবাই করেছো!' [৩১]তার বাবা তাকে বললেন, 'বাবা, তুমি তো সব সময়ই আমার সাথে সাথে আছো। আমার যা-কিছু আছে, সবই তো তোমার। [৩২]আমাদের অবশ্যই খুশি হয়ে আনন্দ-উল্লাস করা উচিত। কারণ তোমার ভাই মারা গিয়েছিলো, আবার বেঁচে উঠেছে; সে হারিয়ে গিয়েছিলো, আবার তাকে পাওয়া গেছে।'"

রুকু ১৬

[১]অতঃপর তিনি সাহাবিদেরকে বললেন, "কোনো এক ধনী লোকের ম্যানেজারকে এই বলে দোষ দেয়া হলো যে, সে তার মালিকের ধন-সম্পত্তি নষ্ট করেছে। [২]তখন সে তাকে ডেকে জিজ্ঞেস করলো, 'তোমার সম্বন্ধে এসব কী শুনছি? তোমার কাজের হিসাব দাও; কারণ তুমি আর ম্যানেজার থাকতে পারবে না।' [৩]তখন ম্যানেজার মনে মনে বললো, 'আমি এখন কী করি? আমার মালিক তো আমাকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করছেন। মাটি কাটার শক্তিও আমার নেই, আবার ভিক্ষা করতেও লজ্জা লাগে। [৪]যা হোক, বরখাস্ত হলে লোকে যাতে আমাকে তাদের বাড়িতে থাকতে দেয়, সেজন্য আমি কী করবো তা আমি জানি।'

[৫]সুতরাং যারা তার মালিকের কাছ থেকে ধার নিয়েছিলো, সে তাদেরকে এক এক করে ডাকলো। তারপর সে প্রথমজনকে জিজ্ঞেস করলো, 'আমার মালিকের কাছে তোমার ধার কতো?' [৬]সে বললো, 'একশো ব্যারেল অলিভ অয়েল।' সে তাকে বললো, 'তোমার বিলটি আনো এবং তাড়াতাড়ি পঞ্চাশ ব্যারেল লেখো।' [৭]তারপর সে আরেকজনকে বললো, 'তোমার ধার কতো? সে বললো, 'একশো টন গম।' সে তাকে বললো, 'তোমার কাগজে আশি টন লেখো'। [৮]সেই ম্যানেজার অসৎ হলেও বুদ্ধি করে কাজ করলো বলে মালিক তার প্রশংসা করলো। এ-কালের লোকেরা নিজের লোকদের সাথে আচার-ব্যবহারে আলোর রাজ্যের লোকদের চেয়ে বুদ্ধিমান। [৯]আমি তোমাদের বলছি, এই খারাপ দুনিয়ার ধন দিয়ে লোকদের সাথে বন্ধুত্ব করো, যেনো এই ধন ফুরিয়ে গেলে তারা তোমাদের চিরকালের থাকার জায়গায় স্বাগত জানাতে পারে।

[১০]সামান্য ব্যাপারে যে বিশ্বস্ত, সে বড়ো ব্যাপারেও বিশ্বস্ত এবং সামান্য ব্যাপারে যে অবিশ্বস্ত, বড়ো ব্যাপারেও সে অবিশ্বস্ত। [১১]তোমরা যদি এই খারাপ দুনিয়ার ধন-সম্পত্তির ব্যাপারে বিশ্বস্ত না থাকো, তাহলে কে তোমাদের আসল ধন দিয়ে বিশ্বাস করবে? [১২]এবং যা-কিছু অন্যের, সে-বিষয়ে যদি তোমাদের বিশ্বাস করা না যায়, তাহলে যা তোমাদের নিজেদের তা তোমাদের কে দেবে? [১৩]কোনো গোলাম দুই মনিবের সেবা করতে পারে না।
কারণ সে একজনকে ঘৃণা করবে ও অন্যজনকে মহব্বত করবে; অথবা সে একজনের প্রতি মনোযোগ দেবে ও অন্যজনকে তুচ্ছ করবে। তোমরা একই সাথে আল্লাহ ও ধন-সম্পত্তির সেবা করতে পারো না।"

[১৪]এসব কথা শুনে ফরিসিরা তাঁকে ঠাট্টা করতে লাগলেন, কারণ তারা টাকা-পয়সা বেশি ভালোবাসতেন। [১৫]তাই তিনি তাদের বললেন, "আপনারা লোকদের সামনে নিজেদের দীনদার দেখিয়ে থাকেন কিন্তু আল্লাহ আপনাদের মনের অবস্থা জানেন। মানুষ যা সম্মানের বিষয় বলে মনে করে, আল্লাহর চোখে তা ঘৃণার যোগ্য।

[১৬]হযরত ইয়াহিয়া আ. পর্যন্ত তওরাত ও সহিফাগুলো কাজ করছিলো, আপনাদের পথ দেখাচ্ছিলো। তারপর থেকে আল্লাহর রাজ্যের সুখবর প্রচার করা হচ্ছে এবং সবাই জোর করে সেই রাজ্যে ঢুকতে চেষ্টা করছে। [১৭]কিন্তু তওরাতের সব থেকে ছোটো একটি অক্ষরের একটি বিন্দুও বাদ পড়ার চেয়ে বরং আসমান-জমিন শেষ হওয়া সহজ।

[১৮]যে নিজের স্ত্রীকে তালাক দিয়ে আরেকজনকে বিয়ে করে, সে জিনা করে এবং যে কেউ স্বামীর কাছ থেকে কোনো তালাক পাওয়া স্ত্রীকে বিয়ে করে, সেও জিনা করে।

[১৯]এক ধনী লোক ছিলো। সে বেগুনি কাপড় ও অন্যান্য দামি জামা-কাপড় পরতো এবং প্রত্যেক দিন খুব জাঁক-জমকের সাথে আমোদ-প্রমোদ করতো। [২০]তার গেইটের কাছে প্রায়ই লাসার নামে এক গরিব লোককে এনে রাখা হতো। তার সারা গায়ে ঘা ছিলো। [২১]ধনী লোকটির টেবিল থেকে যে-খাবার পড়তো তা খেয়েই সে পেট ভরাতে চাইতো; এবং কুকুর এসে তার ঘা চাটতো।

২২এক সময় গরিব লোকটি মারা গেলো এবং ফেরেস্তারা এসে তাকে হযরত ইব্রাহিম আ.-র কাছে নিয়ে গেলেন। সেই ধনী লোকটিও মারা গেলো এবং তাকে দাফন করা হলো। ২৩কবরে খুব যন্ত্রণার মধ্যে থেকে সে ওপরের দিকে তাকালো এবং দূরে হযরত ইব্রাহিম আ. ও তার পাশে লাসারকে দেখতে পেলো। ২৪তখন সে চিৎকার করে বললো, 'পিতা ইব্রাহিম, আমার প্রতি দয়া করুন এবং লাসারকে পাঠিয়ে দিন,

যেনো সে তার আঙ্গুলের মাথাটি পানিতে ডুবিয়ে আমার জিভ ঠাণ্ডা করে, কারণ এই আগুনের মধ্যে আমি বড়ো কষ্ট পাচ্ছি।'

২৫কিন্তু হযরত ইব্রাহিম আ. বললেন, 'মনে করে দেখো, বাছা, তুমি যখন বেঁচে ছিলে, তখন কতো সুখভোগ করেছো আর লাসার কতো কষ্টভোগ করেছে। কিন্তু এখন সে এখানে সান্তনা পাচ্ছে আর তুমি কষ্ট পাচ্ছো। ২৬এছাড়া তোমাদের ও আমাদের মাঝে একটি বিরাট ফাঁকা জায়গা রয়েছে, যাতে ইচ্ছা করলেও কেউ এখান থেকে পার হয়ে তোমাদের কাছে যেতে এবং ওখান থেকে পার হয়ে আমাদের কাছে আসতে না পারে।' ২৭সে বললো, 'তাহলে পিতা, দয়া করে তাকে আমার বাবার বাড়িতে পাঠিয়ে দিন– ২৮কারণ সেখানে আমার আরো পাঁচ ভাই আছে– যেনো সে তাদেরকে সাবধান করতে পারে। তা না হলে তারাও তো এই যন্ত্রণার জায়গায় আসবে।' ২৯ হযরত ইব্রাহিম আ. জবাব দিলেন, 'তওরাত ও সহিফাগুলো তাদের কাছেই আছে। তারা ওগুলোর প্রতি মনোযোগ দিক।' ৩০সে বললো, 'না, না, পিতা ইব্রাহিম; মৃতদের মধ্য থেকে কেউ যদি তাদের কাছে যায়, তাহলেই তারা তওবা করবে।' ৩১তিনি তাকে বললেন, 'যদি তারা তওরাত ও সহিফাগুলোর কথা না শোনে, তাহলে মৃতদের মধ্য থেকে কেউ উঠলেও তারা ইমান আনবে না।'"

রুকু ১৭

১হযরত ইসা আ. তাঁর সাহাবিদের বললেন, "বাধা অবশ্যই আসবে কিন্তু দুর্ভাগ্য সেই লোকের, যার মধ্য দিয়ে বাধা আসে! ২কেউ যদি এই ছোটদের মধ্যে কারো পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়, তাহলে তার নিজের গলায় নিজেই পাথর বেঁধে সাগরে ডুবে মরাই বরং তার জন্য ভালো। ৩তোমরা সাবধান হও! যদি তোমার ভাই তোমার বিরুদ্ধে অন্যায় করে, তাহলে তাকে তার দোষ দেখিয়ে দাও। ৪যদি সে অনুতপ্ত হয়, তাহলে তাকে ক্ষমা করো। এবং যদি ওই একই লোক দিনের ভেতর সাতবার তোমার বিরুদ্ধে অন্যায় করে এবং সাতবারই এসে বলে, 'আমি অনুতপ্ত,' তাহলে তুমি তাকে অবশ্যই ক্ষমা করবে।

৫হাওয়ারিরা হুজুরকে বললেন, "আমাদের ইমান বাড়িয়ে দিন!"

৬তিনি উত্তর দিলেন, "একটি সরিষার মতোও ইমান যদি তোমাদের থাকে, তাহলে তোমরা এই তুঁত গাছটিকে বলতে পারবে, 'শিকড়সহ উঠে গিয়ে নিজেকে সাগরে পুঁতে রাখো,' তাহলে সেটা তোমাদের কথা মানবে।

৭তোমাদের মধ্যে এমন কে আছে, যে তার গোলাম ক্ষেত থেকে হাল বেয়ে বা ভেড়া চরিয়ে আসার সাথে সাথে তাকে বলবে, 'তাড়াতাড়ি এখানে এসে খেতে বসো'? ৮বরং তোমরা কি তাকে বলবে না, 'আমার খাওয়ার আয়োজন করো। আর আমি যতোক্ষণ খাওয়া-দাওয়া করি, ততোক্ষণ কোমরে কাপড় বেঁধে আমার সেবা করো, তারপর তুমি খাওয়া-দাওয়া করবে?' ৯গোলাম হুকুম পালন করছে বলে তাকে কি ধন্যবাদ জানাবে? ১০তোমাদের যা-কিছু করতে আদেশ করা হয়েছে তা পালন করার পর তোমরাও এভাবে বলো, 'আমরা অপদার্থ গোলাম; আমাদের যা করা উচিত ছিলো, আমরা কেবল তাই করেছি!'"

১১জেরুসালেমে যাবার পথে হযরত ইসা আ. সামেরিয়া ও গালিলের মধ্য দিয়ে যাচ্ছিলেন। ১২তিনি যখন একটি গ্রামে ঢুকছিলেন, সেই সময় দশজন কুষ্ঠরোগী তাঁর দিকে এগিয়ে এলো। তারা দূরে দাঁড়িয়ে ১৩চিৎকার করে বললো, "হে হযরত ইসা আ., আমাদের প্রতি দয়া করুন!" ১৪তাদের দেখে তিনি বললেন, "ইমামদের কাছে গিয়ে নিজেদের দেখাও।" পথে যেতে যেতেই তারা পাকসাফ হয়ে গেলো।

১৫তাদের মধ্যে একজন যখন দেখলো যে, সে সুস্থ হয়ে গেছে, তখন সে চিৎকার করে আল্লাহর প্রশংসা করতে করতে ফিরে এলো। ১৬সে ইসার পায়ের কাছে উবুড় হয়ে পড়ে তাঁকে শুকরিয়া জানালো। সে ছিলো একজন সামেরীয়। ১৭তখন হযরত ইসা আ. জিজ্ঞেস করলেন, "দশজনকে কি পাকসাফ করা হয়নি? তাহলে বাকি ন'জন কোথায়? ১৮ফিরে এসে আল্লাহর প্রশংসা করার জন্য তাদের মধ্যে এই বিদেশি ছাড়া আর কাউকেই কি পাওয়া গেলো না?" ১৯অতঃপর তিনি তাকে বললেন, 'ওঠো, তোমার পথে ফিরে যাও। তোমার ইমান তোমাকে সুস্থ করেছে।"

২০একবার ফরিসিরা হযরত ইসা আ.কে জিজ্ঞেস করলেন, আল্লাহর রাজ্য কখন আসবে? তিনি উত্তর দিলেন, "আল্লাহর রাজ্য এমন কোনো চিহ্নসহ আসবে না, যা দেখা যায়।

২১অথবা কেউই বলবে না, “দেখো, এটি এখানে!’ কিংবা ‘দেখো, এটি ওখানে!’ আসলে, আল্লাহর রাজ্য তো তোমাদেরই মাঝে রয়েছে।”

২২অতঃপর তিনি সাহাবিদেরকে বললেন, “এমন সময় আসছে, যখন তোমরা ইবনুল-ইনসানের সময়ের একটি দিন দেখার জন্য আগ্রহী হবে কিন্তু তা দেখতে পাবে না। ২৩তারা তোমাদের বলবে, ‘ওখানে দেখো!’ বা ‘এখানে দেখো!’ তাদের পেছনে যেয়ো না। ২৪বিদ্যুৎ চমকালে যেমন আকাশের এক দিক থেকে আরেক দিক পর্যন্ত আলো হয়ে যায়, তেমনি ইবনুল-ইনসানও তাঁর সময়ে সেরকমই হবেন। ২৫কিন্তু প্রথমে তাঁকে অবশ্যই অনেক দুঃখ-কষ্টভোগ করতে হবে এবং এ-কালের লোকদের দ্বারা অগ্রাহ্য হতে হবে।

২৬নুহের সময়ে যেমন হয়েছিলো, ইবনুল-ইনসানের সময়েও সেরকম হবে। ২৭নুহ জাহাজে ওঠার আগ পর্যন্ত লোকেরা খাওয়া-দাওয়া করছিলো, বিয়ে করছিলো ও বিয়ে দিচ্ছিলো। শেষে বন্যা এসে তাদের সবাইকে ধ্বংস করলো। ২৮একইভাবে লুতের সময়ে যেমন হয়েছিলো– তারা খাওয়া-দাওয়া, বেচাকেনা, চাষাবাদ এবং ঘরবাড়ি তৈরি করছিলো। ২৯কিন্তু যেদিন লুত সদোম ছেড়ে গেলেন, সেদিন আসমান থেকে আগুন ও গন্ধকের বৃষ্টি পড়ে লোকদের সবাইকে ধ্বংস করে দিলো। ৩০ইবনুল-ইনসানের প্রকাশিত হওয়ার দিনও ঠিক ওরকমই হবে।

৩১ওই দিন যে ছাদের ওপরে থাকবে, সে ঘর থেকে জিনিসপত্র নেবার জন্য নিচে না নামুক। একইভাবে যে মাঠে থাকবে, সে ঘরে ফিরে না আসুক। ৩২তোমরা স্মরণ করো লুতের স্ত্রীর কথা। ৩৩যারা তাদের প্রাণ রক্ষা করতে চেষ্টা করবে, তারা তা হারাবে কিন্তু যারা তাদের প্রাণ হারাবে, তারা তা রক্ষা করবে। ৩৪আমি তোমাদের বলছি, সেই রাতে এক বিছানায় দু’জন থাকবে। একজনকে নেয়া হবে আর অন্যজনকে ফেলে যাওয়া হবে। ৩৫দু’মহিলা একসাথে জাঁতা ঘোরাবে। ৩৬একজনকে নেয়া হবে, আরেকজনকে ফেলে যাওয়া হবে।” ৩৭অতঃপর তারা তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, “হুজুর, কোথায়?” তিনি তাদের বললেন, “লাশ যেখানে থাকে, শকুন সেখানেই এসে জড়ো হবে।”

রুকু ১৮

১মোনাজাতের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে হযরত ইসা আ. তাদেরকে একটি দৃষ্টান্ত দিলেন, যেনো তারা সব সময় মোনাজাত করেন এবং নিরাশ না হোন। ২তিনি বললেন, “কোনো এক শহরে এক বিচারক ছিলো। সে আল্লাহকে ভয় করতো না এবং মানুষকে কোনো দামই দিতো না। ৩সেই শহরে এক বিধবা ছিলো। সে বারবার এসে তাকে বলতো, ‘আমার বিপক্ষের বিরুদ্ধে ন্যায়বিচার করে দিন।’ ৪অনেকদিন সে কিছুই করলো না। কিন্তু শেষে মনে মনে বললো, ‘যদিও আমি আল্লাহকে ভয় করি না এবং মানুষকেও কোনো দাম দেই না, ৫তবুও এই বিধবা আমাকে বিরক্ত করছে বলে আমি তার পক্ষে ন্যায়বিচার করবো। তা না হলে সে বারবার এসে আমাকে ক্লান্ত করে ছাড়বে।’”

৬অতঃপর হযরত ইসা আ. বললেন, “ন্যায়বিচারক না হলেও সে যা বললো তা ভেবে দেখো। ৭তাহলে রাতদিন যারা আল্লাহকে ডাকে, তিনি কি তাঁর সেই মনোনীত বান্দাদের পক্ষে ন্যায়বিচার করবেন না? তিনি কি তাদের সাহায্য করতে দেরি করবেন? ৮আমি তোমাদের বলছি, নিশ্চয়ই তিনি তাড়াতাড়ি তাদের পক্ষে ন্যায়বিচার করবেন। তবুও যখন ইবনুল-ইনসান আসবেন, তখন কি তিনি পৃথিবীতে ইমান খুঁজে পাবেন?”

৯যারা নিজেদের দীনদার ভেবে অন্যদের তুচ্ছ করতো, তাদের তিনি এই দৃষ্টান্ত দিলেন– ১০“দু’ব্যক্তি মোনাজাত করার জন্য বায়তুল-মোকাদ্দসে গেলো। তাদের একজন ফরিসি ও অন্যজন কর-আদায়কারী। ১১ফরিসি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নিজের বিষয়ে এই মোনাজাত করলো, ‘হে আল্লাহ, আমি তোমাকে শুকরিয়া জানাই যে, আমি অন্য লোকদের মতো চোর, অসৎ ও জিনাকারী নই। এমনকি ওই কর-আদায়কারীর মতোও নই। ১২আমি সপ্তায় দু’বার রোজা রাখি এবং আমার সমস্ত আয়ের দশ ভাগের এক ভাগ দিয়ে থাকি।’ ১৩কিন্তু কর-আদায়কারী সামান্য দূরে দাঁড়ালো। ওপর দিকে তাকাতেও তার সাহস হলো না। সে বুক চাপড়ে বললো, ‘হে আল্লাহ! আমি গুনাহগার; আমার ওপর রহম করুন।’ ১৪আমি তোমাদের বলছি, ওই লোক নয়,

বরং এই লোকই দীনদার হিসেবে বাড়ি ফিরে গেলো। যে নিজেকে উঁচু করে, তাকে নীচু করা হবে এবং যে নিজেকে নীচু
করে, তাকে উঁচু করা হবে।"

[১৫]লোকেরা শিশুদের তাঁর কাছে নিয়ে এলো, যেনো তিনি তাদের ওপর হাত রেখে ছুঁয়ে দেন। সাহাবিরা তা দেখে
লোকদের কড়াভাবে নিষেধ করতে লাগলেন। [১৬]কিন্তু হযরত ইসা আ. তাদের ডেকে বললেন, 'ছোটো ছেলে- মেয়েদের
আমার কাছে আসতে দাও, বাধা দিয়ো না, কারণ আল্লাহর রাজ্য এদের মতো লোকদেরই। [১৭]আমি তোমাদের সত্যি বলছি,
যে কেউ এই ছোটো শিশুর মতো আল্লাহর রাজ্য গ্রহণ না করে, সে কোনোমতেই আল্লাহর রাজ্যে ঢুকতে পারবে না।'

[১৮]কোনো এক শাসক তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, "হে উত্তম শিক্ষক, আল্লাহর দিদার পেতে হলে আমাকে কী করতে হবে?"
[১৯]হযরত ইসা আ. তাকে বললেন, "আমাকে কেনো তুমি উত্তম বলছো? এক আল্লাহ ছাড়া আর কেউই উত্তম নয়। [২০]তুমি
তো হুকুমগুলো জানো, 'জিনা করো না, খুন করো না, চুরি করো না, মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়ো না, বাবা-মাকে সম্মান করো।'"
[২১]সে জবাব দিলো, "তরুণ বয়স থেকেই আমি এসব পালন করে আসছি।" [২২]একথা শুনে হযরত ইসা আ. তাকে বললেন,
"এখনো একটি জিনিস তোমার বাকি আছে। তোমার যা-কিছু আছে তা বিক্রি করে গরিবদের মাঝে বিলিয়ে দাও, তাতে তুমি
বেহেস্তে ধন পাবে; তারপর এসে আমাকে অনুসরণ করো।"

[২৩]কিন্তু একথা শুনে সে খুব দুঃখিত হলো, কারণ সে খুব ধনী ছিলো। [২৪]হযরত ইসা আ. তার দিকে তাকিয়ে বললেন,
"যাদের ধন আছে, তাদের পক্ষে আল্লাহর রাজ্যে ঢোকা কতো কঠিন! [২৫]নিশ্চয়ই ধনীর পক্ষে আল্লাহর রাজ্যে ঢোকার চেয়ে
সুচের ছিদ্র দিয়ে উটের যাওয়া সহজ।"

[২৬]একথা যারা শুনলো তারা বললো, "তাহলে কে নাজাত পেতে পারে?" [২৭]তিনি উত্তর দিলেন, "মানুষের পক্ষে যা
অসম্ভব, আল্লাহর পক্ষে তা সম্ভব।" [২৮]তখন হযরত পিতর রা. বললেন, "দেখুন, আমরা তো ঘরবাড়ি ছেড়ে দিয়ে আপনার
অনুসারী হয়েছি।" [২৯]তিনি তাদের বললেন, "আমি তোমাদের সত্যিই বলছি, এমন কেউ নেই, যে আল্লাহর রাজ্যের জন্য
ঘরবাড়ি, স্ত্রী, ভাইবোন, বাবামা বা ছেলেমেয়ে ছেড়ে এসেছে, [৩০]সে এ-কালেই তার অনেক বেশি এবং আগামী যুগে আল্লাহর
দিদার পাবে না।"

[৩১]অতঃপর তিনি সেই বারোজনকে একপাশে ডেকে নিয়ে বললেন, "দেখো, আমরা জেরুসালেমে যাচ্ছি এবং ইবনুল-
ইনসানের বিষয়ে নবিরা যা লিখে গেছেন, তার সবই পূর্ণ হবে। [৩২]কারণ তাঁকে অইহুদিদের হাতে তুলে দেয়া হবে। তারা
তাঁকে ঠাট্টা ও অপমান করবে এবং তাঁর গায়ে থুথু দেবে। [৩৩]ভীষণভাবে চাবুক মারার পরে তারা তাঁকে হত্যা করবে এবং
তৃতীয় দিনে তিনি জীবিত হয়ে উঠবেন।" [৩৪]কিন্তু তারা এসবের কিছুই বুঝলেন না। তিনি যা বললেন তা তাদের কাছে
গোপন রাখা হলো এবং তারা কিছুই উপলব্ধি করতে পারলেন না।

[৩৫]তিনি যখন জিরিহো শহরের কাছে এলেন, তখন সেখানে এক অন্ধ পথের পাশে বসে ভিক্ষা করছিলো। [৩৬]অনেক লোক
সেই পথ দিয়ে যাচ্ছে শুনে সে কী ঘটছে তা জানতে চাইলো। [৩৭]তারা তাকে বললো, "নাসরতের হযরত ইসা আ. এই পথ
দিয়ে যাচ্ছেন।" [৩৮]তখন সে চিৎকার করে বললো, "হে দাউদ-সন্তান, ইসা, আমার প্রতি রহম করুন!" [৩৯]ভিড়ের সামনে যারা
ছিলো, তারা তাকে ধমক দিয়ে চুপ করতে বললো কিন্তু সে আরো জোরে চিৎকার করে বললো, "হে দাউদ-সন্তান, আমার
প্রতি দয়া করুন।"

[৪০]হযরত ইসা আ. থামলেন এবং সেই অন্ধকে তাঁর কাছে আনতে বললেন। সে কাছে এলে তিনি বললেন, [৪১]"তুমি কী
চাও, তোমার জন্য আমি কী করবো?" সে বললো, "হুজুর, আমি যেনো আবার দেখতে পাই।" [৪২]হযরত ইসা আ. তাকে
বললেন, "তুমি আবার দেখো। তোমার ইমান তোমাকে রক্ষা করেছে।" [৪৩]সে তখনই আবার দেখতে পেলো এবং আল্লাহর
গুণগান করতে করতে তাঁর পেছনে পেছনে চললো। এসব দেখে সমস্ত লোক আল্লাহর প্রশংসা করলো।

রুকু ১৯

[১]তিনি জিরিহোতে এসে শহরের মধ্য দিয়ে যাচ্ছিলেন। [২]সেখানে সক্কেয় নামে এক লোক ছিলেন। তিনি প্রধান কর-
আদায়কারী এবং ধনী ছিলেন। [৩]হযরত ইসা আ. কে, তা দেখার জন্য তিনি চেষ্টা করছিলেন কিন্তু তিনি বেঁটে ছিলেন বলে
ভিড়ের জন্য তাঁকে দেখতে পাচ্ছিলেন না।

৪সুতরাং তিনি তাঁকে দেখার জন্য সামনে দৌড়ে গিয়ে একটি ডুমুরগাছে উঠলেন, কারণ তিনি সে-পথ দিয়েই যাচ্ছিলেন।
৫হযরত ইসা আ. সেখানে এসে ওপরের দিকে তাকালেন এবং তাকে বললেন, "সক্কেয়, তাড়াতাড়ি নেমে এসো, কারণ
আমি আজ অবশ্যই তোমার বাড়িতে থাকবো।" ৬তিনি তাড়াতাড়ি নেমে এলেন এবং আনন্দের সাথে তাঁকে স্বাগত
জানালেন। ৭এই ঘটনা দেখে সবাই বিড়বিড় করে বলতে শুরু করলো, "উনি একজন গুনাহগারের ঘরে মেহমান হতে
গেলেন!" ৮সক্কেয় সেখানে দাঁড়িয়ে হযরত ইসা আ.কে বললেন, "হুজুর, আমি আমার ধন-সম্পত্তির অর্ধেক গরিবদের দিয়ে
দেবো এবং কাউকে যদি ঠকিয়ে থাকি, তাহলে তার চার গুণ ফিরিয়ে দেবো।" ৯তখন হযরত ইসা আ. তাকে বললেন, "আজ
এই বাড়িতে নাজাত এলো, কারণ সেও তো হযরত ইব্রাহিম আ.-র বংশধর। ১০যারা হারিয়ে গেছে, তাদের খোঁজ করতে ও
নাজাত দিতে ইবনুল-ইনসান এসেছেন।"
১১সবাই যখন এসব শুনছিলো, তখন তিনি একটি দৃষ্টান্ত দিলেন। কারণ তিনি ছিলেন জেরুসালেমের কাছাকাছি, আর
তারা ভাবছিলো, আল্লাহর রাজ্য খুব তাড়াতাড়িই প্রকাশ পাবে। সুতরাং তিনি বললেন ১২"উঁচু বংশের এক লোক রাজপদ
নিয়ে ফিরে আসবে বলে দূর দেশে গেলো। ১৩সে তার দশজন গোলামকে ডাকলো এবং প্রত্যেককে এক হাজার দিনার দিয়ে
বললো, 'আমি ফিরে না আসা পর্যন্ত এগুলো দিয়ে ব্যবসা করো।' ১৪কিন্তু তার দেশের লোকেরা তাকে ঘৃণা করতো। এজন্য
তারা তার পেছনে লোক পাঠিয়ে জানালো, 'আমরা চাই না লোকটি আমাদের ওপর রাজত্ব করুক।' ১৫সে বাদশাহি ক্ষমতা
নিয়ে ফিরে এলো এবং যেসব গোলামকে দিনার দিয়ে গিয়েছিলো, তাদের ডেকে আনতে হুকুম দিলো। সে জানতে চাইলো,
ব্যবসা করে তারা কে কতো লাভ করেছে।
১৬প্রথমজন এসে বললো, 'হুজুর, আপনার দিনার দিয়ে আমি দশ গুণ লাভ করেছি।' ১৭সে তাকে বললো, 'সাবাস! উত্তম
গোলাম। তুমি সামান্য বিষয়ে বিশ্বস্ত বলে আমি তোমাকে দশটি শহরের ভার দিলাম।' ১৮দ্বিতীয়জন এসে বললো, 'হুজুর,
আপনার দিনার দিয়ে আমি পাঁচ গুণ লাভ করেছি। ১৯সে তাকে বললো, 'তুমি পাঁচটি শহর শাসন করো।'
২০অতঃপর অন্য আরেকজন এসে বললো, 'হুজুর, দেখুন, আমি আপনার দেয়া দিনার রুমালে বেঁধে রেখে দিয়েছিলাম।
২১আপনার সম্বন্ধে আমার ভয় ছিলো, কারণ আপনি খুব কড়া লোক। আপনি যা জমা করেননি তা নিয়ে থাকেন এবং যা
বুনেননি তা কাটেন।' ২২সে তাকে বললো, 'দুষ্ট গোলাম! তোমার কথা দিয়েই আমি তোমার বিচার করবো। তুমি তো জানো
যে, আমি কড়া লোক। যা জমা করিনি তা নিয়ে থাকি এবং যা বুনিনি তা কাটি? ২৩তাহলে কেনো তুমি আমার দিনারগুলো
মহাজনের কাছে রাখোনি? তা করলে তো আমি এসে সুদসহ দিনারগুলো পেতাম।' ২৪পাশে দাঁড়িয়ে থাকা লোকদের সে
বললো, 'ওর কাছ থেকে দিনার নিয়ে নাও এবং যার দশ হাজার দিনার আছে, তাকে দাও।' ২৫তারা তাকে বললো, "হুজুর,
ওর তো দশ হাজার দিনার আছে!' ২৬'আমি তোমাদের বলছি, যাদের আছে, তাদের আরো দেয়া হবে; কিন্তু যাদের নেই,
তাদের যা আছে, তাও তাদের কাছ থেকে নিয়ে নেয়া হবে। ২৭কিন্তু আমার এই শত্রুরা, যারা চায়নি আমি তাদের ওপরে
রাজত্ব করি, তাদের এখানে নিয়ে এসো এবং আমার সামনেই হত্যা করো।'"
২৮এসব বলার পর তিনি তাদের আগে আগে জেরুসালেমের দিকে চললেন। ২৯তিনি যখন জৈতুন পাহাড়ের গায়ের
বৈতফগি ও বেথানিয়া গ্রামের কাছে এলেন, তখন তাঁর সাহাবিদের দু'জনকে এই বলে পাঠিয়ে দিলেন, ৩০"তোমরা সামনের
গ্রামে যাও, সেখানে ঢোকার সময় দেখতে পাবে, একটি বাচ্চা-গাধা বাঁধা আছে, যার ওপরে কেউ কখনো বসেনি। ওটা খুলে
এখানে নিয়ে এসো। ৩১যদি কেউ তোমাদেরকে জিজ্ঞেস করে, 'কেনো এটি খুলছো?' তাহলে শুধু বলো, 'হুজুরের এটির
দরকার আছে।'" ৩২সুতরাং যাদের পাঠানো হয়েছিলো, তারা গিয়ে তিনি যেমন বলেছিলেন, তেমনি দেখতে পেলেন। ৩৩তারা
যখন বাচ্চা-গাধাটি খুলছিলেন, তখন তার মালিকরা তাদের জিজ্ঞেস করলো, "তোমরা কেনো বাচ্চা-গাধাটি খুলছো?"
৩৪তারা বললেন, "হুজুরের এটির দরকার আছে।"
৩৫অতঃপর তারা সেটি হযরত ইসা আ.-র কাছে আনলেন এবং বাচ্চা-গাধাটির ওপরে তাদের গায়ের চাদর পেতে দিয়ে
হযরত ইসা আ.কে বসালেন। ৩৬তিনি যখন যাচ্ছিলেন, তখন লোকেরা পথের ওপর তাদের কাপড় বিছিয়ে দিচ্ছিলো।
৩৭যে-রাস্তাটি জৈতুন পাহাড় থেকে নেমে এসেছে, তিনি যখন সেই রাস্তার কাছে এলেন, তখন তাঁর সাথে যে-উম্মতেরা
যাচ্ছিলেন, তারা যেসব মোজেজা দেখেছিলেন, সেগুলোর জন্য চিৎকার করে আনন্দের সাথে আল্লাহর প্রশংসা করতে করতে
বলতে লাগলেন,

৩৮“শুভেচ্ছা, স্বাগতম, সেই বাদশাকে, যিনি আল্লাহর নামে আসছেন! বেহেস্তে শান্তি এবং জান্নাতুল ফেরদাউসে গৌরব ও মহিমা!” ৩৯ভিড়ের মধ্য থেকে কয়েকজন ফরিসি তাঁকে বললেন, “হুজুর, আপনার অনুসারীদের চুপ করতে বলুন।” ৪০তিনি বললেন, “আমি তোমাদের বলছি, এরা যদি চুপ করে, তাহলে পাথরগুলো চিৎকার করে উঠবে।”

৪১তিনি কাছে এসে শহরটি দেখে তার জন্য কাঁদলেন। ৪২বললেন, “যা-কিছু শান্তি আনে, আজকের দিনে তুমি, কেবল তুমিই যদি তা বুঝতে পারতে! কিন্তু এখন তা তোমার চোখ থেকে লুকোনো হয়েছে। ৪৩নিশ্চয়ই তোমার এমন সময় আসবে, যখন তোমার শত্রুরা তোমার চারদিকে দেয়াল তুলবে এবং তোমাকে ঘিরে রাখবে ও সব দিক থেকে তোমাকে চেপে ধরবে। ৪৪তারা তোমাকে গুঁড়িয়ে মাটির সাথে মিশিয়ে দেবে– তোমাকে ও তোমার ভেতরের তোমার সন্তানদের– এবং তারা তোমার একটি পাথরের ওপরে আরেকটি পাথর রাখবে না; কারণ আল্লাহর সাহায্য আসার সময়টি তুমি বোঝোনি।”

৪৫অতঃপর তিনি বায়তুল-মোকাদ্দসে ঢুকে জিনিসপত্র বিক্রেতাদের তাড়িয়ে দিতে লাগলেন। ৪৬আর তিনি বললেন, “লেখা আছে, ‘আমার ঘর হবে এবাদতের ঘর’; কিন্তু তোমরা এটাকে ডাকাতের আড্ডাখানা করে তুলেছো!” ৪৭প্রত্যেক দিন তিনি বায়তুল-মোকাদ্দসে গিয়ে শিক্ষা দিচ্ছিলেন। প্রধান ইমামেরা, আলিমরা এবং লোকদের নেতারা তাঁকে হত্যা করার সুযোগ খুঁজতে লাগলেন। ৪৮কিন্তু কীভাবে তা করবেন, তার কোনো উপায় তারা খুঁজে পেলেন না। কারণ লোকেরা তাঁর প্রত্যেকটি কথা খুব মন দিয়ে শুনতো।

রুকু ২০

১একদিন তিনি যখন বায়তুল-মোকাদ্দসে লোকদের শিক্ষা দিচ্ছিলেন এবং ইঞ্জিল প্রচার করছিলেন, তখন বুজুর্গদের সাথে প্রধান ইমামেরা ও আলিমরা এলেন। ২তারা তাঁকে বললেন, “কোন অধিকারে তুমি এসব করছো, আর কে তোমাকে এ-অধিকার দিয়েছে তা আমাদের বলো?” ৩তিনি তাদের উত্তর দিলেন, “আমিও তোমাদের একটি প্রশ্ন করবো, ৪আমাকে বলো, হযরত ইয়াহিয়া আ.-র বায়াত আল্লাহর কাছ থেকে, নাকি মানুষের কাছ থেকে এসেছিলো?”

৫তারা নিজেদের মধ্যে এই বিষয়ে আলোচনা করতে লাগলেন, “যদি আমরা বলি, ‘আল্লাহর কাছ থেকে,’ তাহলে সে বলবে, ‘আপনারা তার ওপর ইমান আনেননি কেনো?’ ৬কিন্তু যদি বলি, ‘মানুষের কাছ থেকে’, তাহলে লোকেরা আমাদের পাথর মারবে। কারণ তারা নিশ্চিত যে, হযরত ইয়াহিয়া আ. একজন নবি ছিলেন।” ৭এজন্য তারা উত্তর দিলেন যে, তারা জানেন না তা কোথা থেকে এসেছিলো। ৮তখন হযরত ইসা আ. তাদের বললেন, “তাহলে আমিও তোমাদের বলবো না, কোন অধিকারে আমি এসব করছি।”

৯তিনি লোকদের এই দৃষ্টান্ত দিতে শুরু করলেন, “এক লোক একটি আঙুরক্ষেত করলেন এবং চাষীদের কাছে সেটি ইজারা দিয়ে অনেক দিনের জন্য বিদেশে চলে গেলো। ১০পরে সময়মতো আঙুরের ভাগ নেবার জন্য তার এক গোলামকে চাষীদের কাছে পাঠিয়ে দিলো। কিন্তু চাষীরা তাকে মারধর করে, খালি হাতেই ফেরত পাঠালো। ১১তখন সে আরেকজন গোলামকে পাঠালো। চাষীরা তাকেও মারলো ও অপমান করলো এবং খালি হাতে ফেরত পাঠিয়ে দিলো। ১২সে তৃতীয় গোলামকে পাঠালো কিন্তু চাষীরা তাকেও ভীষণ মারধর করে বাইরে ফেলে দিলো। ১৩তখন আঙুরক্ষেতের মালিক বললো, ‘আমি কী করবো? আমি আমার প্রিয় ছেলেকে পাঠাবো, তাহলে হয়তো তারা তাকে সম্মান করবে।’ ১৪কিন্তু চাষীরা তাকে দেখে একে অন্যকে বললো, ‘এ-ই তো পরে সম্পত্তির মালিক হবে। এসো, আমরা ওকে মেরে ফেলি, তাহলে সম্পত্তিটি আমাদেরই হবে।’ ১৫তাই তারা তাকে ধরে ক্ষেতের বাইরে নিয়ে গিয়ে হত্যা করলো। এখন আঙুরক্ষেতের মালিক তাদের কী করবে? ১৬সে এসে তাদের হত্যা করবে এবং আঙুরক্ষেতটি অন্যদের কাছে ইজারা দেবে।” এ-দৃষ্টান্তটি শুনে তারা বললেন, “আল্লাহ এমনটি না করুন।”

১৭কিন্তু তিনি তাদের দিকে তাকিয়ে বললেন, “তাহলে একথার অর্থ কী– ‘রাজমিস্ত্রিরা যে-পাথরটি বাতিল করে দিয়েছিলো, সেটিই কোণের প্রধান পাথর হয়ে উঠলো? ১৮সেই পাথরের ওপরে যে পড়বে, সে ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যাবে এবং যার ওপরে সেই পাথর পড়বে, তাকে চুরমার করে ফেলবে।”

[১৯]যখন আলিমরা ও প্রধান ইমামেরা বুঝলেন যে, তিনি এই দৃষ্টান্তটি তাদের বিরুদ্ধেই দিয়েছেন, তখনই তারা তাঁকে
ধরতে চাইলেন কিন্তু তারা লোকদের ভয় পেলেন। [২০]সুতরাং তারা তাঁর ওপর নজর রাখলেন এবং গোয়েন্দাদের পাঠালেন।
তারা ভালো মানুষের ভান করতো, যেনো তাঁর কথার ফাঁদে ফেলে তারা তাঁকে গভর্নরের বিচার এবং ক্ষমতার অধীনে আনতে
পারে।

[২১]সুতরাং তারা তাঁকে জিজ্ঞেস করলো, "হুজুর, আমরা জানি যে, আপনি যা বলেন ও শিক্ষা দেন তা সঠিক। এবং
আপনি কারো মুখ চেয়ে কথা বলেন না কিন্তু সত্যভাবেই আল্লাহর পথের বিষয়ে শিক্ষা দেন। [২২]আচ্ছা, আমাদের বলুন,
আমাদের পক্ষে কাইসারকে কর দেয়া বৈধ নাকি অবৈধ?" [২৩]কিন্তু তিনি তাদের চালাকি বুঝতে পেরে তাদের বললেন,
[২৪]"আমাকে একটি দিনার দেখাও। এর ওপরে কার ছবি ও কার নাম আছে?" তারা বললো, "কাইসারের।" [২৫]তিনি তাদের
বললেন, "তাহলে যা কাইসারের তা কাইসারকে দাও এবং যা আল্লাহর তা আল্লাহকে দাও।" [২৬]তারা লোকদের সামনে
হযরত ইসা আ.কে তাঁর কথার ফাঁদে ফেলতে পারলো না। তাঁর উত্তরে তারা আশ্চর্য হলো এবং চুপ হয়ে রইলো।

[২৭]কয়েকজন সদ্দুকি– যারা বলেন, পুনরুত্থান বলে কিছু নেই– তাঁর কাছে এলেন। [২৮]এবং তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন,
"হুজুর, হযরত মুসা আ. আমাদের জন্য লিখে গেছেন, সন্তানহীন অবস্থায় যদি কোনো লোক তার স্ত্রীকে রেখে মারা যায়,
তাহলে তার ভাই সেই বিধবাকে বিয়ে করে ভাইয়ের হয়ে বংশ রক্ষা করবে। [২৯]তারা ছিলো সাত ভাই। প্রথমজন বিয়ে করে
সন্তানহীন অবস্থায় মারা গেলো। [৩০]পরে দ্বিতীয় ও তারপরে [৩১]তৃতীয় ভাই সেই বিধবাকে বিয়ে করলো এবং একইভাবে
সাতজনই ছেলেমেয়ে না রেখে মারা গেলো। [৩২]শেষে সেই মহিলাও মারা গেলো। [৩৩]তাহলে কেয়ামতের দিন সে কার স্ত্রী
হবে? সাতজনের প্রত্যেকেই তো তাকে বিয়ে করেছিলো।"

[৩৪]হযরত ইসা আ. তাদের বললেন, "এই দুনিয়াতে লোকেরা বিয়ে করে এবং তাদের বিয়ে দেয়া হয়। [৩৫]কিন্তু মৃতদের
মধ্য থেকে যারা জীবিত হওয়ার ও বেহেস্তে যাবার যোগ্য বলে বিবেচিত, তারা সেখানে বিয়ে করবে না এবং তাদের বিয়ে
দেয়াও হবে না। [৩৬]নিশ্চয়ই তারা আর মৃত্যুবরণ করতে পারে না। কারণ তারা ফেরেস্তাদের মতো, আল্লাহর সান্নিধ্যপ্রাপ্ত ও
পুনরুত্থানের অধিকারী। [৩৭]মৃতেরা যে জীবিত হয়ে উঠবে, সেটি হযরত মুসা আ. নিজেই জ্বলন্ত ঝোপের ঘটনায় দেখিয়েছেন।
সেখানে তিনি আল্লাহকে হযরত ইব্রাহিম আ.র আল্লাহ, হযরত ইসহাক আ.র আল্লাহ ও হযরত ইয়াকুব আ.র আল্লাহ বলে
ডেকেছেন। [৩৮]তিনি তো মৃতদের আল্লাহ নন কিন্তু জীবিতদেরই আল্লাহ। তাঁর কাছে তারা সবাই জীবিত।" [৩৯]তখন
কয়েকজন আলিম বললেন, "হুজুর, আপনি ঠিকই বলেছেন।" [৪০]তারা আর কোনোকিছু তাঁকে জিজ্ঞেস করার সাহস পেলেন
না।

[৪১]তিনি তাদের বললেন, "তারা কী করে বলে যে, মসিহ হযরত দাউদ আ.-র সন্তান? [৪২]যবুরে হযরত দাউদ আ. নিজেই
তো বলেছেন, 'আল্লাহ আমার মনিবকে বললেন– [৪৩]'যতোক্ষণ না আমি তোমার শত্রুদের তোমার পায়ের তলায় রাখি,
ততোক্ষণ তুমি আমার ডান দিকে বসো।' [৪৪]হযরত দাউদ আ.ই যখন তাঁকে মনিব বলেছেন, তখন কেমন করে তিনি তার
সন্তান হতে পারেন?" [৪৫]সবাইকে শুনিয়ে শুনিয়ে তিনি তাঁর হাওয়ারিদের বললেন, "আলিমদের বিষয়ে সাবধান হও। [৪৬]তারা
লম্বা লম্বা জুব্বা পরে ঘুরে বেড়াতে এবং হাটেবাজারে সম্মান পেতে ভালোবাসে। তারা সিনাগোগে সব থেকে ভালো জায়গায়
ও ভোজের সময় সম্মানের জায়গায় বসতে ভালোবাসে। [৪৭]তারা বিধবাদের সম্পত্তি দখল করে এবং লোকদেরকে দেখাবার
জন্য লম্বা লম্বা মোনাজাত করে। নিশ্চয়ই তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি।"

রুকু ২১

[১]পরে তিনি চেয়ে দেখলেন, ধনী লোকেরা বায়তুল-মোকাদ্দসের দানবাক্সে তাদের দান রাখছে। [২]তিনি এও দেখলেন যে,
এক গরিব বিধবা ছোট্ট দুটো তামার পয়সা রাখলো। [৩]তিনি বললেন, "আমি তোমাদের সত্যিই বলছি, এই গরিব বিধবা অন্য
সকলের চেয়ে অনেক বেশি দান করেছে।
[৪]কারণ খরচ করার পরে যা বাকি ছিলো, তাদের সকলে তা থেকে দান করেছে কিন্তু এই মহিলার অভাব সত্ত্বেও বেঁচে থাকার
জন্য তার যা ছিলো, তার সবই সে দান করেছে।"

[৫]সাহাবিদের মধ্যে কয়েকজন বায়তুল-মোকাদ্দসের বিষয়ে আলোচনা করছিলেন। তারা বলছিলেন, সুন্দর সুন্দর পাথর ও
আল্লাহর নামে উৎসর্গ করা দান কেমন সাজানো হয়েছে। [৬]তিনি বললেন, "তোমরা যে এসব দেখছো, এমন দিন আসবে,

যখন এর একটি পাথরের ওপরে আরেকটি পাথর থাকবে না, সবই ভেঙে ফেলা হবে।” ৭তারা তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, “হুজুর, কখন এসব ঘটবে এবং এসব ঘটার সময়ের চিহ্নই বা কী?”

৮তিনি বললেন, “সাবধান, কেউ যেনো তোমাদের না ঠকায়। কারণ অনেকে আমার নাম নিয়ে এসে বলবে, ‘আমিই মসিহ!’ এবং ‘সময় কাছে এসে গেছে!’ তাদের পেছনে যেয়ো না। ৯তোমরা যখন যুদ্ধের ও বিদ্রোহের খবর শুনবে, তখন ভয় পেয়ো না। কারণ প্রথমে এসব ঘটতেই হবে কিন্তু তখনই শেষ নয়।”

১০তারপর তিনি তাদের বললেন, “এক জাতি আরেক জাতির বিরুদ্ধে, এক রাজ্য অন্য রাজ্যের বিরুদ্ধে দাঁড়াবে। ১১ভীষণ ভীষণ ভূমিকম্প হবে এবং নানা জায়গায় দুর্ভিক্ষ ও মহামারী হবে; আসমান থেকে নানা ভয়ঙ্কর লক্ষণ এবং মহৎ চিহ্ন দেখা যাবে। ১২এসব ঘটার আগেই লোকেরা তোমাদের ধরবে এবং তোমাদের ওপরে অত্যাচার করবে। বিচারের জন্য তারা তোমাদের সিনাগোগে নিয়ে যাবে ও জেলখানায় দেবে এবং আমার নামের জন্য বাদশাদের ও গভর্নরদের সামনে তোমাদের নেয়া হবে। ১৩সাক্ষ্য দেবার জন্য এটি তোমাদের সুযোগ করে দেবে। ১৪অতএব, কী বলতে হবে সে-বিষয়ে আগেভাগে চিন্তা না করার জন্য মন স্থির করো। ১৫কারণ আমি তোমাদের এমন কথা ও জ্ঞান দেবো যে, তোমাদের বিপক্ষরা জবাব দিতে পারবে না বা তোমাদের থামাতে পারবে না।

১৬তোমাদের বাবামা, ভাইবন্ধু ও আত্মীয়-স্বজনরা তোমাদের ধরিয়ে দেবে। তোমাদের কাউকে কাউকে তারা হত্যা করবে। ১৭আমার নামের জন্য সবাই তোমাদের ঘৃণা করবে ১৮কিন্তু তোমাদের মাথার একটি চুলও নষ্ট হবে না। ১৯ধৈর্য ধরে স্থির থাকলে তোমাদের জীবন রক্ষা পাবে।

২০তোমরা যখন দেখবে সৈন্যরা জেরুসালেমকে ঘেরাও করেছে, তখন বুঝবে যে, এর সর্বনাশ, জনমানবহীন স্থান ও ধ্বংস হওয়ার সময়, কাছে এসে গেছে। ২১সেই সময় যারা ইহুদিয়াতে থাকবে, তারা পাহাড়ি এলাকায় পালিয়ে যাক। যারা শহরের ভেতরে থাকবে, তারা বাইরে চলে যাক। যারা গ্রামের দিকে থাকবে, তারা শহরে না ঢুকুক। ২২কারণ ওই দিনগুলো প্রতিশোধের দিন; যা লেখা আছে তা পূর্ণ হবার দিন। ২৩ওই দিনগুলোতে যারা গর্ভবতী আর যারা সন্তানকে দুধ খাওয়ায়, দুর্ভাগী তারা! কারণ ওই সময় দুনিয়াতে ভীষণ কষ্ট ও এই জাতির ওপরে আল্লাহর গযব নেমে আসবে। ২৪তরবারি দিয়ে তাদের হত্যা করা হবে এবং যারা বেচে থাকবে তাদেরকে সমস্ত জাতির মধ্যে বন্দি করে নিয়ে যাওয়া হবে! যতোদিন না জাতিদের সময় পূর্ণ হয়, ততোদিন তারা জেরুসালেমকে পায়ে মাড়াবে।

২৫সূর্য, চাঁদ ও তারাগুলোর মধ্যে অনেক চিহ্ন দেখা দেবে। দুনিয়াতে সমস্ত জাতি ভীষণ কষ্ট পাবে এবং সমুদ্রের গর্জন ও ঢেউয়ের জন্য তারা বিভ্রান্ত ও আতঙ্কিত হবে। ২৬দুনিয়ার ওপর কী ঘটতে যাচ্ছে, তার ভয়ে লোকেরা অজ্ঞান হয়ে যাবে, কারণ সৌরজগত দুলতে থাকবে। ২৭অতঃপর তারা ইবনুল-ইনসানকে ক্ষমতা ও মহাগৌরবে মেঘের মধ্যে আসতে দেখবে। ২৮এসব ঘটনা যখন ঘটতে শুরু করবে, তখন তোমরা সোজা হয়ে ও মাথা তুলে দাঁড়াবে, কারণ তোমাদের মুক্তির সময় কাছে এসেছে।”

২৯তারপর তিনি তাদের একটি দৃষ্টান্ত দিলেন, “ডুমুরগাছ ও অন্যান্য গাছকে লক্ষ্য করো। ৩০নতুন পাতা বের হতে দেখলে তোমরা নিজেরাই বুঝতে পারো যে, গরমকাল কাছে এসেছে। ৩১সেভাবে যখন তোমরা এসব ঘটতে দেখবে, তখন বুঝবে যে, আল্লাহর রাজ্য কাছে এসে গেছে। ৩২আমি তোমাদের সত্যিই বলছি, সবকিছু না ঘটা পর্যন্ত এ-কালের লোকেরা শেষ হবে না। ৩৩আসমান ও জমিন শেষ হয়ে যাবে কিন্তু আমার কালাম কখনো শেষ হবে না।

৩৪তোমরা সাবধান থেকো, যেনো তোমাদের মন ভোগবিলাসে, মাতলামিতে ও সংসারের চিন্তার ভারে নুয়ে না পড়ে। তা না হলে ফাঁদের মতো হঠাৎ সেই দিনটি তোমাদের ওপরে এসে পড়বে। ৩৫কারণ সেই দিনটি সমস্ত দুনিয়ার মানুষের ওপরে আসবে।

৩৬সব সময় সজাগ থেকো এবং মোনাজাত করো, যেনো যা-কিছু ঘটবে তা এড়িয়ে যাবার শক্তি এবং ইবনুল-ইনসানের সামনে দাঁড়াবার শক্তি পাও।”

৩৭প্রতিদিনই তিনি বায়তুল-মোকাদ্দসে শিক্ষা দিতেন এবং রাতের বেলা বাইরে গিয়ে জৈতুন নামের পাহাড়ে থাকতেন। ৩৮সমস্ত লোক খুব ভোরে উঠে তাঁর কথা শোনার জন্য বায়তুল-মোকাদ্দসে যেতো।

রুকু ২২

১সেই সময় ইদুল-মাত্‌ছ কাছে এসে গিয়েছিলো। এটিকে ইদুল-ফেসাখও বলা হয়। ২প্রধান ইমামেরা ও আলিমরা তাঁকে
হত্যা করার পথ খুঁজছিলেন, কারণ তারা লোকদের ভয় করতেন। ৩এই সময় ইহুদা, যাকে ইস্কারিয়োত বলা হতো, তার
ভেতরে শয়তান ঢুকলো। তিনি ছিলেন সেই বারোজনের মধ্যে একজন। ৪তিনি গিয়ে প্রধান ইমামদের ও বায়তুল-
মোকাদ্দসের পুলিশ কর্মকর্তাদের সাথে পরামর্শ করলেন কীভাবে তাঁকে তাদের হাতে তুলে দেবেন। ৫এতে তারা খুব খুশি
হয়ে তাকে টাকা দিতে রাজি হলেন। ৬সুতরাং তিনি রাজি হলেন এবং উপযুক্ত সুযোগ খুঁজতে লাগলেন, যাতে লোকদের
অনুপস্থিতিতে হযরত ইসা আ.কে ধরিয়ে দিতে পারেন।

৭অতঃপর এলো ইদুল-মাত্‌ছ, ওই দিন ইদুল-ফেসাখের ভেড়া কোরবানি করতে হতো। ৮সুতরাং তিনি হযরত পিতর রা.
ও হযরত ইউহোন্না রা.কে বলে পাঠালেন, "তোমরা গিয়ে আমাদের জন্য ইদুল-ফেসাখের খাওয়া-দাওয়ার আয়োজন করো,
যেনো আমরা তা খেতে পারি।" ৯তারা তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, "আপনি কোথায় আমাদের এই ভোজ প্রস্তুত করতে বলেন?"
১০তিনি তাদের বললেন, "শোনো, তোমরা যখন শহরে ঢুকবে, তখন এক লোককে এক কলস পানি নিয়ে যেতে দেখবে; তার
পেছনে পেছনে গিয়ে সে যে-ঘরে ঢুকবে, তোমরা সেই ঘরেই ঢুকবে।

১১সেই ঘরের মালিককে বলবে, 'হুজুর আপনার কাছে জানতে চাচ্ছেন, "সেই মেহমানখানাটি কোথায়, যেখানে আমি
আমার হাওয়ারিদের সাথে ইদুল-ফেসাখের খাওয়া-দাওয়া করতে পারি?"' ১২সে তোমাদের ওপর তলায় একটি সাজানো
বড়ো ঘর দেখিয়ে দেবে; সেখানেই সবকিছু প্রস্তুত করো।"
১৩তারা গেলেন ও তিনি যেভাবে তাদের বলেছিলেন, সবকিছু সেরকমই দেখতে পেলেন এবং ইদুল-ফেসাখের খাওয়া-দাওয়ার
আয়োজন করলেন। ১৪যখন ঠিক সময় এলো, তখন তিনি তাঁর হাওয়ারিদের সাথে খেতে বসলেন। ১৫তিনি তাদের বললেন,
"আমার কষ্ট ভোগের আগে আমি তোমাদের নিয়ে ইদুল-ফেসাখের এই খাবার খাওয়ার জন্য গভীরভাবে আগ্রহী ছিলাম।
১৬কারণ আমি তোমাদের বলছি, আমি আর এই খাবার খাবো না, যতোদিন-না আল্লাহর রাজ্যে এটি পূর্ণ হয়।" ১৭অতঃপর
তিনি একটি গ্লাস নিলেন এবং শুকরিয়া জানিয়ে বললেন, "এটি নাও এবং তোমাদের মধ্যে এটি ভাগ করে নাও। ১৮কারণ
আমি তোমাদের বলছি, এখন থেকে আল্লাহর রাজ্য না আসা পর্যন্ত আমি আর কখনো আঙুররস খাবো না।"

১৯তারপর তিনি রুটি নিয়ে শুকরিয়া জানিয়ে টুকরো টুকরো করে তাদের দিয়ে বললেন, "এ আমার শরীর, যা তোমাদের
জন্য দেয়া হয়েছে। আমাকে স্মরণ করার জন্য এরকম করো। ২০একইভাবে খাওয়ার পর তিনি গ্লাসটি নিয়ে বললেন, "এই
গ্লাস আমার রক্তে প্রতিষ্ঠিত নতুন ওয়াদা, যে-রক্ত তোমাদের জন্য বহানো হবে।

২১কিন্তু দেখো, যে আমাকে ধরিয়ে দেবে, তার হাত আমার সাথে এই টেবিলের ওপরেই রয়েছে। ২২আর ইবনুল-ইনসান
তাঁর নির্ধারিত পথেই যাচ্ছেন কিন্তু দুর্ভাগা সেই লোক, যে তাঁকে তুলে দেবে!" ২৩তখন তারা একে অন্যকে জিজ্ঞেস করতে
লাগলেন যে, তাদের মধ্যে কে সেই লোক হতে পারে, যে এমন কাজ করতে পারে?

২৪তাদের মধ্যে এই তর্কাতর্কিও শুরু হলো যে, তাদের মধ্যে কে অন্যদের থেকে বড়ো। ২৫কিন্তু তিনি তাদের বললেন,
"অন্যান্য জাতির বাদশারা তাদের ওপর প্রভুত্ব করে আর তাদের শাসনকর্তাদের উপকারী নেতা বলে ডাকা হয় ২৬কিন্তু
তোমাদের মধ্যে এরকম হওয়া উচিত নয়। বরং তোমাদের মধ্যে যে সবচেয়ে বড়ো, সে সবচেয়ে ছোটোর মতোই হোক;
আর যে নেতা, সে খাদেমের মতো হোক। ২৭কে বড়ো? যে খেতে বসে নাকি যে পরিবেশন করে? যে খেতে বসে সে নয় কি?
কিন্তু আমি তোমাদের মধ্যে খাদেমের মতো হয়েছি।

২৮আমার সমস্ত বাধা-বিঘ্নের মধ্যে তোমরাই আমার সাথে রয়েছো। ২৯আমার প্রতিপালক যেমন আমাকে একটি রাজ্য
দিয়েছেন, তেমনি আমিও তোমাদের দিচ্ছি, ৩০যেনো তোমরা আমার রাজ্যে আমার সাথে খাওয়া-দাওয়া করো এবং
সিংহাসনে বসে ইস্রাইলের বারো বংশের বিচার করো।

৩১সাফওয়ান, সাফওয়ান, দেখো! শয়তান তোমাদের সবাইকে গমের মতো করে চালুনি দিয়ে চালার অনুমতি চেয়েছে।
৩২কিন্তু আমি তোমার জন্য মোনাজাত করেছি, যেনো তোমার নিজের ইমান নষ্ট না হয় এবং তুমি যখন ফিরে আসবে, তখন
তোমার ভাইদের শক্তিশালী করে তোলো।" ৩৩কিন্তু তিনি তাঁকে বললেন, "মালিক, আমি আপনার সাথে জেলে যেতে এবং
মরতেও প্রস্তুত আছি!" ৩৪হযরত ইসা আ. বললেন, "পিতর, আমি তোমাকে বলছি, "তুমি আমাকে চেনো না– একথা বলে
তিনবার অস্বীকার করার আগে আজ মোরগ ডাকবে না।"

৩৫অতঃপর তিনি তাদের বললেন, “আমি যখন তোমাদের টাকার থলি, ঝুলি ও জুতা ছাড়া পাঠিয়েছিলাম, তখন কি তোমাদের কোনোকিছুর অভাব হয়েছিলো?” তারা বললেন, “না, একটি জিনিসেরও না।” ৩৬তিনি তাদের বললেন, “কিন্তু এখন যার টাকার থলি বা ঝুলি আছে, সে তা নিক। যার তরবারি নেই, সে তার চাদর বিক্রি করে একটি তরবারি কিনুক। ৩৭আমি তোমাদের বলছি, আল্লাহর এই কালাম আমার ওপর অবশ্যই পূর্ণ হবে, ‘তাঁকে গুনাহগারদের সাথে গোনা হলো।’ নিশ্চয়ই আমার বিষয়ে যা লেখা আছে তা পূর্ণ হচ্ছে।” ৩৮তারা বললেন, “হুজুর, দেখুন, এখানে দুটো তরবারি আছে।” তিনি জবাব দিলেন, “এ-ই যথেষ্ট।”

৩৯তিনি সেখান থেকে বেরিয়ে এসে নিজের নিয়ম অনুসারে জৈতুন পাহাড়ে গেলেন আর হাওয়ারিরা তাঁর পেছনে পেছনে গেলেন। ৪০জায়গামতো পৌঁছে তিনি তাদের বললেন, “মোনাজাত করো, যেনো পরীক্ষায় না পড়ো।”

৪১তারপর তিনি তাদের কাছ থেকে কিছু দূরে গিয়ে হাঁটু পেতে এই বলে মোনাজাত করতে লাগলেন, ৪২“হে প্রতিপালক, যদি তোমার ইচ্ছা হয়, তাহলে এই গ্লাস আমার কাছ থেকে সরিয়ে নাও। তবুও আমার ইচ্ছামতো নয় কিন্তু তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক।”
৪৩তখন বেহেস্ত থেকে একজন ফেরেস্তা এসে তাঁকে শক্তি যোগালেন। ৪৪মনের কষ্টে তিনি আরো আকুলভাবে মোনাজাত করলেন। তাঁর গায়ের ঘাম রক্তের ফোটার মতো হয়ে মাটিতে পড়তে লাগলো।

৪৫মোনাজাত থেকে উঠে তিনি তাঁর হাওয়ারিদের কাছে এলেন এবং দেখলেন, দুঃখে ক্লান্ত হয়ে তারা ঘুমিয়ে পড়েছেন। ৪৬তিনি তাদের বললেন, “কেনো তোমরা ঘুমাচ্ছো? ওঠো, মোনাজাত করো, যেনো পরীক্ষায় না পড়ো।”

৪৭তিনি যখন কথা বলছিলেন, তখনই হঠাৎ অনেক লোক সেখানে এলো এবং বারোজনের একজন– ইহুদা– তাদের নিয়ে এলেন। তিনি চুমু দেবার জন্য হযরত ইসা আ.র দিকে এগিয়ে গেলেন। ৪৮কিন্তু হযরত ইসা আ. তাকে বললেন, “ইহুদা, চুমু দিয়ে কি ইবনুল-ইনসানকে ধরিয়ে দিচ্ছো?” ৪৯যারা তাঁর চারপাশে ছিলেন, তারা বুঝলেন কী হতে যাচ্ছে। তারা জিজ্ঞেস করলেন, “মালিক, আমরা কি তরবারি দিয়ে আঘাত করবো?” ৫০তাদের মধ্যে একজন তরবারির আঘাতে মহাইমামের গোলামের ডান কানটি কেটে ফেললেন। ৫১কিন্তু হযরত ইসা আ. বললেন, “এবার থামো, আর নয়!” আর তিনি তার কান ছুঁয়ে তাকে সুস্থ করলেন।

৫২অতঃপর যেসব প্রধান ইমাম, বায়তুল-মোকাদ্দসের পুলিশ অফিসার এবং বুজুর্গরা তাঁকে ধরতে এসেছিলেন, তাদের তিনি বললেন, “আমি কি ডাকাত যে, তোমরা তরবারি ও লাঠি নিয়ে এসেছো? ৫৩আমি যখন বায়তুল-মোকাদ্দসে দিনের পর দিন তোমাদের সাথে ছিলাম, তখন তোমরা আমাকে ধরোনি; কিন্তু এখন সময় তোমাদের ও অন্ধকারের ক্ষমতার।”

৫৪তখন তারা তাঁকে ধরে মহাইমামের বাড়ির উঠানে নিয়ে গেলেন। হযরত পিতর রা. দূরে দূরে থেকে তাদের পেছনে পেছনে যাচ্ছিলেন। ৫৫যখন তারা উঠানের মাঝখানে আগুন জ্বেলে বসলেন, তখন হযরত পিতর রা. এসে তাদের মধ্যে বসলেন। ৫৬তখন এক চাকরানী আগুনের আলোতে হযরত পিতর রা.কে দেখতে পেলো এবং ভালো করে তাকিয়ে দেখে বললো, “এই লোকটিও তার সাথে ছিলো।” ৫৭কিন্তু তিনি অস্বীকার করে বললেন, “হে মহিলা, আমি তাঁকে চিনি না।” ৫৮কিছুক্ষণ পর আরেকজন তাকে দেখে বললো, “তুমিও তো ওদেরই একজন।”
কিন্তু হযরত পিতর রা. বললেন, “না, আমি নই।” ৫৯প্রায় এক ঘন্টা পরে আরেকজন জোর দিয়ে বললো, “এই লোকটি নিশ্চয়ই তার সাথে ছিলো, কারণ সেও তো একজন গালিলীয়।” ৬০কিন্তু হযরত পিতর রা. বললেন, “দেখো, তুমি কী বলছো, আমি বুঝতে পারছি না।” ঠিক সেই সময় হযরত পিতর রা.র কথা শেষ না হতেই একটি মোরগ ডেকে উঠলো। ৬১তখন হযরত ইসা আ. মুখ ফিরিয়ে পিতরের দিকে তাকালেন। এতে তাঁর বলা এই কথাটি হযরত পিতরের মনে পড়লো, “আজ মোরগ ডাকার আগে তুমি তিনবার আমাকে অস্বীকার করবে।” ৬২তখন তিনি বাইরে গিয়ে ভীষণভাবে কাঁদতে লাগলেন।

৬৩যারা হযরত ইসা আ.কে পাহারা দিচ্ছিলো, তারা তাঁকে ঠাট্টা করতে ও মারতে লাগলো। ৬৪তারা হযরত ইসা আ.র চোখ বেঁধে দিয়ে বলতে থাকলো, “নবি হলে বল্ তো দেখি, কে তোকে মারলো?” ৬৫এভাবে তারা আরো অনেক কথা বলে তাঁকে অপমান করতে থাকলো।

৬৬সকালে লোকদের বুজুর্গরা, প্রধান ইমামেরা এবং আলিমরা একসাথে জমায়েত হলেন এবং তারা তাদের মহাসভার সামনে তাঁকে আনলেন। ৬৭তারা বললেন, “তুমি যদি মসিহ হও, তাহলে আমাদের বলো।” তিনি উত্তর দিলেন, “আমি যদি

বলি, তবুও তোমরা বিশ্বাস করবে না, [৬৮]এবং আমি কিছু জিজ্ঞেস করলে তোমরা জবাব দেবে না। [৬৯]কিন্তু এখন থেকে ইবনুল-ইনসান সর্বশক্তিমান আল্লাহর ডান পাশে বসে থাকবেন।"

[৭০]তারা সকলে জিজ্ঞেস করলেন, "তাহলে তুমি কি আল্লাহর একান্ত প্রিয় মনোনীতজন?" তিনি তাদের বললেন, "তোমরা ঠিকই বলছো, আমিই তিনি।" [৭১]তখন তারা বললেন, "আমাদের আর সাক্ষ্যের কী দরকার? আমরা নিজেরাই তো ওর মুখ থেকে শুনলাম।"

রুকু ২৩

[১]তখন মহাসভার সবাই উঠে হযরত ইসা আ.কে পিলাতের কাছে নিয়ে গেলেন। [২]তারা এই বলে তাঁর বিরুদ্ধে দোষ দিতে লাগলেন, "আমরা দেখেছি, এই লোকটি আমাদের লোকদের সরকারের বিরুদ্ধে নিয়ে যাচ্ছে।
সে কাইসারকে কর দিতে নিষেধ করে এবং নিজেই নিজেকে মসিহ– একজন বাদশা– বলে দাবি করে।" [৩]পিলাত তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি কি ইহুদিদের বাদশা?" তিনি উত্তর দিলেন, "আপনিই তা বলছেন।" [৪]তখন পিলাত প্রধান ইমামদের ও সমস্ত লোকদের বললেন, "আমি তো এই লোকটিকে দোষারোপ করার কোনো কারণ দেখতে পাচ্ছি না।" [৫]কিন্তু তারা জোর দিয়ে বলতে লাগলেন, "ইহুদিয়া প্রদেশের সব জায়গায় সে শিক্ষা দিয়ে লোকদের ক্ষেপিয়ে তুলেছে। সে শুরু করেছে গালিল প্রদেশ থেকে আর এখন এখানেও এসেছে।"

[৬]একথা শুনে পিলাত জিজ্ঞেস করলেন লোকটি গালিলের কিনা। [৭]তিনি যখন বুঝলেন যে, তিনি হেরোদের শাসনাধীন এলাকার লোক, তখন তিনি তাঁকে হেরোদের কাছে পাঠিয়ে দিলেন, কারণ সেই সময় হেরোদও জেরুসালেমে ছিলেন। [৮]হযরত ইসা আ.কে দেখে হেরোদ খুব খুশি হলেন। তিনি অনেকদিন থেকে তাঁকে দেখতে চাচ্ছিলেন। কারণ তিনি তাঁর বিষয়ে শুনেছিলেন এবং তাঁর কাছ থেকে চিহ্ন হিসেবে মোজেজা দেখার আশা করছিলেন। [৯]তিনি তাঁকে অনেক প্রশ্ন করলেন কিন্তু হযরত ইসা আ. তার কোনো কথারই জবাব দিলেন না।

[১০]প্রধান ইমামেরা এবং আলিমরা সেখানে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে তাঁকে দোষারোপ করতে থাকলেন। [১১]হেরোদও তার সৈন্যদের নিয়ে তাঁকে অপমান ও ঠাট্টা করলেন। তারপর তিনি তাঁকে ঝলমলে একটি পোশাক পরিয়ে পিলাতের কাছে পাঠিয়ে দিলেন। [১২]ওই দিন থেকে পিলাত ও হেরোদ একে অন্যের বন্ধু হয়ে গেলেন। এর আগে তাদের মধ্যে শত্রুতা ছিলো।

[১৩]পিলাত তখন প্রধান ইমামদের, নেতাদের এবং লোকদের ডেকে একত্র করে বললেন, [১৪]"আপনারা এই লোকটিকে এই দোষে আমার কাছে এনেছেন যে, সে লোকদের নিয়ে যাচ্ছে সরকারের বিরুদ্ধে কিন্তু আমি আপনাদের সামনেই তাকে জেরা করেছি। আপনারা তার বিরুদ্ধে যেসব অভিযোগ করছেন, তার একটিতেও সে দোষী বলে আমি প্রমাণ পাইনি। [১৫]হেরোদও তার কোনো দোষ পাননি, কারণ তিনি তাকে আমাদের কাছে ফেরত পাঠিয়েছেন। নিশ্চয়ই সে মৃত্যুদন্ডের যোগ্য কোনো দোষ করেনি। [১৬]তাই আমি তাকে শাস্তি দিয়ে ছেড়ে দেবো।"

[১৭]প্রত্যেক ইদুল ফেসাখের সময় একজন কয়েদিকে ছেড়ে দেবার নিয়ম প্রচলিত ছিলো।

[১৮]তখন তারা একসাথে চিৎকার করে বলতে লাগলো, "ওকে মেরে ফেলুন, আমাদের জন্য বারাব্বাকে ছেড়ে দিন।" [১৯]শহরের মধ্যে বিদ্রোহ ও খুনোখুনির জন্য এই বারাব্বাকে জেলে দেয়া হয়েছিলো।

[২০]পিলাত হযরত ইসা আ.কে ছেড়ে দিতে চেয়েছিলেন। তিনি আবার তাদের সাথে কথা বললেন। [২১]কিন্তু তারা এই বলে চিৎকার করতে থাকলো, "ওকে সলিবে দিন, সলিবে দিন।"

[২২]তৃতীয়বার তিনি তাদের বললেন, "কেনো, এ কী দোষ করেছে? আমি তো মৃত্যুদন্ড দেবার মতো তার কোনো দোষই পাইনি; এজন্য আমি তাকে অন্য শাস্তি দিয়ে ছেড়ে দেবো।" [২৩]কিন্তু তারা চিৎকার করে বলতে থাকলো যে, তাকে সলিবে দেয়া হোক এবং শেষে তারা চিৎকার করেই জয়ী হলো। [২৪]পিলাত তাদের দাবি মেনে নিয়ে তার রায় দিলেন। [২৫]তারা যাকে চেয়েছিলো, তিনি তাকে ছেড়ে দিলেন, বিদ্রোহ ও খুনের জন্য তাকে জেলে দেয়া হয়েছিলো। এবং তিনি তাদের ইচ্ছামতোই হযরত ইসা আ.কে হত্যা করার জন্য দিয়ে দিলেন।

[২৬]তারা যখন তাঁকে নিয়ে যাচ্ছিলো, তখন সিমোন নামে কুরিনি শহরের এক লোককে তারা আটকালো। সে গ্রামের দিক থেকে আসছিলো। তারা সলিবটি তার কাঁধে তুলে দিলো এবং তাকে বাধ্য করলো হযরত ইসা আ.র পেছনে পেছনে তা বয়ে

নিয়ে যেতে। [২৭]বিরাট একদল লোক তাঁর পেছনে পেছনে চললো। তাদের মধ্যে মহিলারাও ছিলেন। তারা তাঁর জন্য বুক চাপড়ে বিলাপ করছিলেন।

[২৮]কিন্তু হযরত ইসা আ. তাদের দিকে ফিরে বললেন, "জেরুসালেমের মহিলারা, আমার জন্য কেঁদো না কিন্তু তোমাদের নিজেদের ও তোমাদের সন্তানদের জন্য কাঁদো। [২৯]কারণ এমন দিন অবশ্যই আসছে, যখন তারা বলবে, 'ভাগ্যবতী তারা, যারা বন্ধ্যা, যাদের গর্ভ সন্তান ধরেনি এবং সে, যে বুকের দুধ খাওয়ায়নি।' [৩০]তারা তখন পর্বতকে বলতে থাকবে, 'আমাদের ওপরে পড়ো,' আর পাহাড়কে বলবে, 'আমাদের ঢেকে রাখো।'
[৩১]কারণ গাছ সবুজ থাকতে যদি তারা এরকম করে, তাহলে গাছ শুকিয়ে গেলে কী ঘটবে?"

[৩২]তারা অন্য দু'জন অপরাধীকেও তাঁর সাথে হত্যা করার জন্য নিয়ে চললো। [৩৩]তারা মাথারখুলি নামক জায়গায় পৌঁছে হযরত ইসা আ.কে ও সেই দুই অপরাধীকে– একজনকে তাঁর ডান দিকে ও অন্যজনকে তাঁর বাঁ দিকে– সলিবে দিলো।

[৩৪]তখন হযরত ইসা আ. বললেন, "হে প্রতিপালক, এদের মাফ করো, কারণ এরা কী করছে তা এরা জানে না।" তারা ভাগ্যপরীক্ষা করে তাঁর জামাকাপড় নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নিলো। [৩৫]লোকেরা কাছে দাঁড়িয়ে দেখছিলো। নেতারা তাঁকে ঠাট্টা করে বললেন, "সে তো অন্যদের রক্ষা করতো; সে যদি মসিহ হয়, তাঁর মনোনীত লোক হয়, তাহলে সে নিজেকে রক্ষা করুক!" [৩৬]সৈন্যরাও তাঁকে ঠাট্টা করতে লাগলো। তারা তাঁকে সিরকা খেতে দেবার জন্য তাঁর কাছে নিয়ে গিয়ে বললো, [৩৭]"তুমি যদি ইহুদিদের বাদশা হও, তাহলে নিজেকে রক্ষা করো!" [৩৮]সলিবে তাঁর মাথার ওপরের দিকে একটি ফলকে একথা লেখা ছিলো, "এই লোকটি ইহুদিদের বাদশা।"

[৩৯]সেখানে টাঙানো দোষীদের একজন তাঁকে টিটকারি করে বললো, "তুমি নাকি মসিহ? তাহলে নিজেকে ও আমাদের রক্ষা করো!" [৪০]তখন অন্য লোকটি তাকে ধমক দিয়ে বললো, "তুমি কি আল্লাহকে ভয় করো না? তুমিও তো একইরকম শাস্তি পাচ্ছো। [৪১]আমরা উচিত শাস্তি পাচ্ছি। আমাদের যা পাওনা আমরা তা-ই পাচ্ছি কিন্তু এই লোকটি কোনো দোষ করেননি।" [৪২]তারপর সে বললো, "হে ইসা, আপনি যখন আপনার রাজ্যে রাজত্ব করতে ফিরবেন, তখন আমাকে স্মরণ করবেন।" [৪৩]তিনি উত্তর দিলেন, "আমি তোমাকে সত্যি বলছি, তুমি আজই আমার সাথে জান্নাতে যাবে।"

[৪৪]তখন বেলা প্রায় বারোটা। বিকেল তিনটা পর্যন্ত সারা দেশ অন্ধকারে ছেয়ে গেলো। [৪৫]সূর্য যখন অন্ধকারে ঢেকে গেলো এবং বায়তুল-মোকাদ্দসের পর্দাটি মাঝখান দিয়ে চিরে দু'ভাগ হয়ে গেলো, [৪৬]তখন হযরত ইসা আ. জোরে চিৎকার করে বললেন, "হে প্রতিপালক, আমি তোমার হাতে আমার রুহ তুলে দিলাম।" একথা বলে তিনি ইন্তেকাল করলেন।
[৪৭]এসব দেখে রোমীয় শত সৈন্যের সেনাপতি আল্লাহর প্রশংসা করে বললেন, "সত্যিই এই লোকটি দীনদার ছিলেন।" [৪৮]যে-লোকেরা সেখানে জমায়েত হয়েছিলো, তারা এই সমস্ত ঘটনা দেখে বুক চাপড়াতে চাপড়াতে বাড়ি ফিরে গেলো। [৪৯]যারা হযরত ইসা আ.কে চিনতেন এবং যে-মহিলারা গালিল থেকে তাঁর সাথে সাথে এসেছিলেন, তারা সবাই দূরে দাঁড়িয়ে সবকিছু দেখছিলেন।

[৫০]ইউসুফ নামে এক সৎ ও দীনদার লোক ছিলেন। তিনি মহাসভার সদস্যও ছিলেন। [৫১]তিনি তাদের কাজ ও পরিকল্পনার সাথে একমত ছিলেন না। তিনি ইহুদিদের গ্রাম অরিমাথিয়া থেকে এসেছিলেন এবং তিনি আল্লাহর রাজ্যের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। [৫২]তিনি পিলাতের কাছে গিয়ে হযরত ইসা আ.র দেহ-মোবারক চেয়ে নিলেন। [৫৩]তিনি তা সলিব থেকে নামিয়ে লিনেন কাপড়ের কাফনে জড়ালেন এবং পাথর কেটে তৈরি করা একটি কবরে দাফন করলেন। সেই কবরে আর কখনো কাউকে দাফন করা হয়নি।

[৫৪]এটি ছিলো সাব্বাতের প্রস্তুতির দিন এবং সাব্বাত প্রায় শুরু হয়ে গিয়েছিলো। [৫৫]যে-মহিলারা তাঁর সাথে গালিল থেকে এসেছিলেন, তারা তাঁর পেছনে পেছনে গিয়ে কবরটি দেখলেন এবং কীভাবে তাঁর দেহ-মোবারক দাফন করা হলো, তাও দেখলেন। [৫৬]তারপর তারা ফিরে গিয়ে তাঁর দেহ-মোবারকের জন্য সুগন্ধি মসলা এবং সুগন্ধি তেল তৈরি করলেন। সাব্বাতে তারা শরিয়ত অনুসারে বিশ্রাম করলেন।

রুকু ২৪

[১]কিন্তু সপ্তাহের প্রথম দিন খুব সকালে সেই মহিলারা তাদের তৈরি করা সুগন্ধি মসলা নিয়ে কবরের কাছে গেলেন। [২]তারা দেখলেন, কবরের মুখ থেকে পাথরটি সরিয়ে রাখা হয়েছে, [৩]কিন্তু তারা কবরের ভেতরে গিয়ে দেহ-মোবারক পেলেন না।

৪তারা যখন অবাক হয়ে সে-বিষয়ে ভাবছিলেন, তখন অতি উজ্জ্বল কাপড় পরা দু'ব্যক্তি তাদের পাশে এসে দাঁড়ালেন। ৫এতে
তারা ভয় পেয়ে মাথা নিচু করলেন। কিন্তু তারা তাদের বললেন, "কেনো তোমরা মৃতদের মাঝে জীবিতকে খোঁজ করছো?
তিনি এখানে নেই; তিনি জীবিত হয়ে উঠেছেন। ৬তিনি গালিলে থাকতে তোমাদের কাছে যা যা বলেছিলেন তা স্মরণ করো–
৭ইবনুল-ইনসানকে অবশ্যই গুনাহগারদের হাতে তুলে দেয়া হবে, তাঁকে সলিবে দেয়া হবে এবং তৃতীয় দিনে আবার তিনি
মৃত থেকে জীবিত হয়ে উঠবেন।" ৮তখন সেকথা তাদের মনে পড়লো ৯এবং তারা কবর থেকে ফিরে গিয়ে সেই এগারোজন
এবং অন্য সবাইকে এসব কথা জানালেন।

১০সেই মহিলাদের মধ্যে ছিলেন মগ্দলিনি মরিয়ম, যোহান্না ও ইয়াকুবের মা মরিয়ম। এবং তাদের সাথে অন্য যে-
মহিলারা ছিলেন, তারাও এসব কথা হাওয়ারিদের কাছে বললেন। ১১কিন্তু এসব কথা তাদের কাছে অর্থহীন মনে হলো এবং
তারা মহিলাদের কথায় বিশ্বাস করলেন না।

১২কিন্তু হযরত পিতর রা. উঠে দৌড়ে কবরের কাছে গেলেন এবং নিচু হয়ে কেবল লিনেনের কাপড়গুলোই দেখতে
পেলেন। যা-ঘটেছে তাতে আশ্চর্য হয়ে তিনি ফিরে এলেন।

১৩সেদিনই তাদের মধ্যে দু'জন জেরুসালেম থেকে প্রায় সাত মাইল দূরে অবস্থিত ইম্মায়ু নামে একটি গ্রামে যাচ্ছিলেন।
১৪এবং যা-কিছু ঘটেছে তা নিয়ে একে অন্যের সাথে আলাপ করছিলেন। তারা আলাপ-আলোচনা করছেন, ১৫এমন সময়
হযরত ইসা আ. নিজেই সেখানে এসে তাদের সাথে হাঁটতে থাকলেন। ১৬কিন্তু তাদের চোখকে বিরত রাখা হয়েছিলো তাঁকে
চিনতে পারা থেকে। ১৭তিনি তাদের বললেন, "তোমরা হাঁটতে হাঁটতে কী বিষয়ে একে অন্যের সাথে আলোচনা করছো?"
১৮তারা দুঃখের সাথে থমকে দাঁড়িয়ে রইলেন। তখন ক্লিয়পা নামে তাদের মধ্যে একজন তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, "আপনিই
কি জেরুসালেমের একমাত্র প্রবাসী, যিনি জানেন না যে, এই ক'দিনে সেখানে কী ঘটেছে?"

১৯তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "কী কী ঘটেছে?" তারা বললেন, "নাসরতের হযরত ইসা আ.কে নিয়ে ঘটনাগুলো হলো–
তিনি একজন নবি ছিলেন। তিনি কাজে ও কথায় আল্লাহ ও সমস্ত লোকের চোখে শক্তিশালী ছিলেন ২০এবং কীভাবে আমাদের
প্রধান ইমামেরা ও নেতারা তাঁকে মৃত্যুর শাস্তি দেবার জন্য দিয়ে দিলেন এবং তাঁকে সলিবে হত্যা করলেন! ২১কিন্তু আমরা
আশা করেছিলাম, তিনিই ইস্রাইলকে মুক্ত করবেন। কেবল তাই নয়, আজ তিন দিন হলো এসব ঘটনা ঘটেছে। ২২আবার
আমাদের কয়েকজন মহিলা আমাদের অবাক করেছেন। আজ খুব সকালে তারা কবরে গিয়েছিলেন;
২৩এবং যখন তাঁর দেহ-মোবারক সেখানে পেলেন না, তখন ফিরে এসে বললেন, তারা ফেরেস্তাদের দেখা পেয়েছেন, যারা
তাদের বলেছেন যে, তিনি জীবিত হয়ে উঠেছেন। ২৪তখন আমাদের সাথে যারা ছিলেন, তাদের মধ্যে কয়েকজন কবরে গিয়ে
মহিলারা যেমন বলেছিলেন, ঠিক তেমনই দেখতে পেলেন কিন্তু তারা তাঁকে দেখতে পেলেন না।

২৫তখন তিনি তাদের বললেন, "হায়! কি বোকা তোমরা; নবিদের কথায় ইমান আনতে তোমাদের হৃদয় কতো অলস!
২৬মসিহের এসব কষ্টভোগ ও তাঁর মহিমায় প্রবেশ করার কি প্রয়োজন ছিলো না?" ২৭অতঃপর তিনি মুসা ও নবিদের কিতাব
থেকে শুরু করে তাঁর নিজের সম্পর্কে সমস্ত আসমানি কিতাবে বর্ণিত বিষয়গুলো তাদের বুঝিয়ে বললেন।

২৮তারা যে-গ্রামে যাচ্ছিলেন, তার কাছাকাছি এলে তিনি আরো আগে যাবার ভাব দেখালেন। ২৯কিন্তু তারা খুবই
সাধাসাধি করে তাঁকে বললেন, "এখন প্রায় সন্ধ্যা হয়ে গেছে, দিনও শেষের পথে, আমাদের সাথে থাকুন।" এতে তিনি
তাদের সাথে থাকার জন্য ঘরে ঢুকলেন। ৩০তিনি যখন তাদের সাথে খেতে বসলেন, তখন রুটি নিয়ে শুকরিয়া জানালেন এবং
তা টুকরো টুকরো করে তাদের দিলেন। ৩১তখন তাদের চোখ খুলে গেলো। তারা তাঁকে চিনতে পারলেন এবং তখনই তিনি
তাদের সামনে থেকে অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

৩২তারা একে অন্যকে বললেন, "রাস্তায় যখন তিনি আমাদের সাথে কথা বলছিলেন এবং আল্লাহর কালাম বুঝিয়ে
দিচ্ছিলেন, তখন আমাদের অন্তর কি জ্বলে জ্বলে উঠছিলো না?" ৩৩তখনই তারা উঠে জেরুসালেমে গেলেন এবং সেই
এগারোজন ও তাদের সাথে অন্যদেরও এক জায়গায় দেখতে পেলেন। ৩৪তারা বলছিলেন, সত্যিই আমাদের মালিক জীবিত
হয়ে উঠেছেন এবং সাফওয়ানকে দেখা দিয়েছেন। ৩৫রাস্তায় যা হয়েছিলো তা তারা তাদের জানালেন এবং তিনি যখন রুটি
টুকরো করছিলেন, তখন কেমন করে তারা তাঁকে চিনতে পেরেছিলেন, তাও বললেন।

৩৬তারা কথা বলছিলেন, এমন সময় হযরত ইসা আ. নিজে তাদের মধ্যে এসে দাঁড়িয়ে তাদের সবাইকে বললেন,
"আস্‌সালামু আলাইকুম।" ৩৭তারা জিন দেখছেন ভেবে খুব ভয় পেলেন।
৩৮কিন্তু তিনি তাদের বললেন, "কেনো তোমরা ভয়ে অস্থির হচ্ছো আর কেনোই-বা তোমাদের মনে সন্দেহ জাগছে? ৩৯আমার
হাতপা দেখো। দেখো, এ আমি। আমাকে ছুঁয়ে দেখো। কারণ রুহের তো হাড়মাংস থাকে না কিন্তু দেখো, আমার আছে।"
৪০একথা বলে তিনি তাঁর হাত ও পা তাদের দেখালেন। ৪১কিন্তু তারা এতো আশ্চর্য ও আনন্দিত হয়েছিলেন যে, বিশ্বাস
করতে পারছিলেন না। তখন তিনি তাদের বললেন, "তোমাদের এখানে কি কোনো খাবার আছে?" ৪২তারা তাঁকে এক টুকরো
রান্না করা মাছ দিলেন। ৪৩তিনি তা নিয়ে তাদের সামনেই খেলেন।

৪৪অতঃপর তিনি তাদের বললেন, "আমি যখন তোমাদের সাথে ছিলাম, তখন তোমাদের বলেছিলাম, হযরত মুসা আ.র
তওরাতে, নবিদের সহিফাগুলোতে ও যবুরে আমার বিষয়ে যে যে কথা লেখা আছে, তার সব অবশ্যই পূর্ণ হবে। ৪৫তখন
তিনি আল্লাহর কালাম বোঝার জন্য তাদের হৃদয় খুলে দিলেন। ৪৬এবং তাদের বললেন, "এভাবেই লেখা আছে– মসিহকে
কষ্টভোগ করতে এবং তৃতীয় দিনে মৃত থেকে জীবিত হয়ে উঠতে হবে। ৪৭এবং জেরুসালেম থেকে শুরু করে সমস্ত জাতির
কাছে তাঁর নামে তওবা ও গুনাহ মাফের কথা প্রচার করা হবে। ৪৮তোমরাই এ-সমস্ত বিষয়ের সাক্ষী।

৪৯দেখো, আমার প্রতিপালক যা দেবার ওয়াদা করেছেন তা আমি তোমাদের কাছে পাঠিয়ে দিচ্ছি। ওপর থেকে শক্তি না
পাওয়া পর্যন্ত তোমরা এই শহরেই থেকো।"

৫০পরে তিনি তাদের নিয়ে বেথানিয়া পর্যন্ত গেলেন এবং দু'হাত তুলে তাদের দোয়া করলেন। ৫১এভাবে দোয়া করতে
করতেই তিনি তাদের থেকে আলাদা হলেন এবং তাঁকে বেহেস্তে তুলে নেয়া হলো। ৫২তখন তারা তাঁকে হাঁটু গেঁড়ে নত হয়ে
সম্মান দেখালেন ও খুব আনন্দের সাথে জেরুসালেমে ফিরে গেলেন। ৫৩আর তারা নিয়মিত বায়তুল-মোকাদ্দসে আল্লাহর
প্রশংসা করতে থাকলেন।

হাওয়ারিনামা

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

রুকু ১

১,২মাননীয় থিয়ফিল, হযরত ইসা আ.কে বেহেস্তে তুলে নেবার আগ পর্যন্ত তিনি যা করেছিলেন ও শিক্ষা দিয়েছিলেন,
তার সমস্তই আমি আগের কিতাবে লিখেছি। যে হাওয়ারিদের তিনি বেছে নিয়েছিলেন, তাঁকে তুলে নেবার আগে তিনি তাদের
আল্লাহর রুহের মধ্য দিয়ে নির্দেশ দিয়েছিলেন। ৩তাঁর দুঃখভোগের পরে তাদের কাছে তিনি দেখা দিয়েছিলেন এবং তিনি যে
জীবিত আছেন, তার অনেক বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ দিয়েছিলেন। চল্লিশ দিন পর্যন্ত তিনি তাদের দেখা দিয়ে আল্লাহর রাজ্যের
বিষয়ে বলেছিলেন। ৪সেই সময় যখন তিনি তাদের সংগে ছিলেন, তখন তাদের এই হুকুম দিয়েছিলেন, যেনো তারা
জেরুসালেম ছেড়ে না-যান, বরং আল্লাহর ওয়াদা করা দানের জন্য অপেক্ষা করেন।

৫তিনি বলেছিলেন, "তোমরা আমার কাছে শুনেছ যে, যদিও হযরত ইয়াহিয়া আ. পানিতে বায়াত দিতেন; কিন্তু আর
বেশি দিন দেরি নেই, আল্লাহর রুহে তোমাদের বায়াত দেয়া হবে।" ৬তাই পরে যখন তারা এক সংগে মিলিত হলেন, তখন
তারা তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, "হুজুর, এই সময় কি আপনি বনি-ইস্রাইলের হাতে রাজ্য ফিরিয়ে দেবেন?" ৭উত্তরে তিনি
বললেন, "যেদিন বা সময় প্রতিপালক নিজের অধিকারে রেখেছেন, তা তোমাদের জানার বিষয় নয়। ৮কিন্তু আল্লাহর রুহ
তোমাদের ওপর এলে পর তোমরা শক্তি পাবে; আর জেরুসালেম, সমগ্র ইহুদিয়া ও সামেরিয়া প্রদেশ এবং দুনিয়ার শেষ সীমা
পর্যন্ত তোমরা আমার সাক্ষী হবে।"

৯এ-কথা বলার পরে তাদের চোখের সামনেই তাঁকে তুলে নেয়া হলো এবং একখন্ড মেঘ তাঁকে তাদের চোখের আড়াল
করে দিলো। ১০তিনি যখন ওপরে উঠে যাচ্ছিলেন এবং তারা একদৃষ্টে আসমানের দিকে তাকিয়ে ছিলেন, তখনই সাদা কাপড়
পরা দু'জন লোক তাদের পাশে দাঁড়িয়ে বললেন, ১১"হে গালিলের লোকেরা, এখানে দাঁড়িয়ে আসমানের দিকে তাকিয়ে
রয়েছো কেনো?
এই হযরত ইসা আ., যাঁকে তোমাদের কাছ থেকে তুলে নেয়া হলো, তাঁকে যেভাবে তোমরা বেহেস্তে যেতে দেখলে,
সেভাবেই তিনি আবার আসবেন।"

১২তখন তারা জৈতুন পাহাড় থেকে নেমে জেরুসালেমে ফিরে এলেন। এই পাহাড়টি জেরুসালেম শহরের কাছে, এক
সাব্বাত দিনের যাত্রার সমান দূরে অবস্থিত। ১৩শহরে পৌঁছে তারা ওপরের তলার যে-ঘরে থাকতেন, সেখানে গেলেন।
হযরত পিতর রা., হযরত ইউহোন্না রা., হযরত ইয়াকুব রা., হযরত আন্দ্রিয়ান রা., হযরত ফিলিপ রা., হযরত থোমা রা.,
হযরত বরথলময় রা., হযরত মথি রা., হযরত ইয়াকুব ইবনে আলফিয়াস রা. ও দেশপ্রেমিক হযরত সিমোন রা. এবং হযরত
ইহুদা ইবনে ইয়াকুব রা.। ১৪তারা সবাই বিশেষ কয়েকজন মহিলাসহ হযরত ইসা আ. এর মা হযরত মরিয়ম আ. ও তাঁর
ভাইদের সংগে সব সময় একমত হয়ে মোনাজাত করতেন।

১৫সেই সময় এক দিন হযরত পিতর রা. মসিহের ওপর ইমানদার প্রায় একশো কুড়িজন উম্মতের মধ্যে দাঁড়িয়ে বললেন,
১৬"ভাইয়েরা, আল্লাহর রুহ হযরত দাউদ আ. এর মুখ দিয়ে ইহুদার বিষয়ে যা বলেছিলেন, আল্লাহর সেই কালাম পূর্ণ হবার
দরকার ছিলো। ১৭কারণ যারা হযরত ইসা মসিহকে ধরে ছিলো, সে-ই তাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে গিয়েছিলো। সে আমাদেরই
একজন ছিলো এবং আমাদের সংগে কাজ করার জন্য তাকে বেছে নেয়া হয়েছিলো। ১৮তার খারাপ কাজের টাকা দিয়ে সে
একখন্ড জমি কিনে ছিলো। আর সেখানে পড়ে গিয়ে তার পেট ফেটে গেলো এবং নাড়ি ভুঁড়ি বের হয়ে পড়লো।
জেরুসালেমের সবাই সে-কথা শুনেছিলো। ১৯এ-জন্য তাদের ভাষায় ঐ জমিকে তারা হাকেল্‌দামা বা রক্তের ক্ষেত বলে।

২০কারণ জবুর শরীফে এ-কথা লেখা আছে, তার বাড়ি খালি থাকুক; সেখানে কেউ বাসনা করুক।' এবং 'তার উঁচু পদ
অন্য লোক নিয়ে যাক।' ২১এ-জন্য হযরত ইসা মসিহ যে মৃত থেকে জীবিত হয়ে উঠেছেন, আমাদের সংগে তার সাক্ষী হবার
জন্য আরেকজনকে আমাদের দলে নিতে হবে।

২২তাই হযরত ইয়াহিয়া আ. এর বায়াত দেয়া থেকে আরম্ভ করে তাঁকে আমাদের কাছ থেকে তুলে না-নেয়া পর্যন্ত, তিনি
যতদিন আমাদের সংগে চলাফেরা করেছিলেন, ততদিন যে-লোকেরা আমাদের দলে ছিলো,

সে যেনো তাদের মধ্যে একজন হয়।" ২৩তাই তারা ইউসুফ, যাকে বারসাবা বলা হতো, এবং মাত্তিয়াস– এই দু'জনের নাম প্রস্তাব করলেন।

২৪-২৫অতঃপর তারা এই বলে মোনাজাত করলেন, "ইয়া আল্লাহ্ রাব্বুল আ'লামিন, তুমি সকলের অন্তর জানো। যে-ইহুদা তার পাওনা শাস্তি পাবার জন্য হাওয়ারি পদের কাজ ছেড়ে দিয়েছে, তার জায়গায় এই দু'জনের মধ্যে যাকে তুমি বেছে নিয়েছো, তাকে আমাদের দেখিয়ে দাও।" ২৬এবং তারা ভাগ্য পরীক্ষা করলে মাত্তিয়াসের নাম উঠলো এবং তিনি এগারোজনের সংগে যোগ দিলেন।

রুকু ২

১পঞ্চাশতম দিনের ইদে যখন তারা সবাই এক জায়গায় মিলিত হলেন, ২তখন হঠাৎ আসমান থেকে জোর বাতাসের শব্দের মতো একটি শব্দ এলো এবং যে-ঘরে তারা ছিলেন, সেই শব্দে সেই ঘরটা পূর্ণ হয়ে গেলো। ৩তারা দেখলেন, আগুনের জিভের মতো কি যেনো ছড়িয়ে গেলো এবং সেগুলো তাদের প্রত্যেকের ওপরে এসে বসলো। ৪তাতে তারা সবাই আল্লাহর রুহে পূর্ণ হলেন এবং সেই রুহ যাকে যেমন কথা বলার শক্তি দিলেন, সেই অনুসারে তারা ভিন্ন-ভিন্ন ভাষায় কথা বলতে লাগলেন।

৫সেই সময় দুনিয়ার নানা দেশ থেকে এসে আল্লাহ্ভক্ত ইহুদিরা জেরুসালেমে বাস করছিলো। ৬সেই শব্দ শুনে বিশৃঙ্খল জনতা সেখানে জমায়েত হলো। তারা নিজের-নিজের ভাষায় তাদেরকে কথা বলতে শুনে সবাই বুদ্ধিহারা হয়ে গেলো।

৭তারা খুব আশ্চর্য হয়ে বললো, "এই যে লোকেরা কথা বলছে, এরা সবাই কি গালিলের লোক নয়? ৮তাহলে কীভাবে আমরা প্রত্যেকে নিজ-নিজ মাতৃভাষা ওদের মুখে শুনছি? ৯পার্থীয়, মাডীয়, এলমীয় এবং মেসোপটেমিয়া, ইহুদিয়া, কাপ্পাদুকিয়া, পন্ত, এশিয়া, ১০ফরুগিয়া, পামফুলিয়া, মিসর, কুরিনির কাছাকাছি লিবিয়ার কয়েকটা জায়গায় বাসকারী লোকেরা, এবং রোম শহর থেকে আসা ইহুদিরা, ইহুদি ধর্মে ইমান আনা অইহুদিরা সবাই, ১১ক্রিট দ্বীপের লোকেরা ও আরবীয়রা–আমরা সকলেই তো আমাদের নিজ-নিজ ভাষায় আল্লাহর মহৎ কাজের কথা ওদের বলতে শুনছি।"
১২তারা আশ্চর্য ও বুদ্ধিহারা হয়ে একে অন্যকে জিজ্ঞেস করতে লাগলো, "এর মানে কী?" ১৩কিন্তু অন্যরা ঠাট্টা করে বললো, "ওরা নতুন মদ খেয়ে মাতাল হয়েছে।"

১৪তখন হযরত পিতর রা. সেই এগারোজনের সংগে দাঁড়িয়ে জোরে ঐ সব লোকদের বললেন, "ইহুদি লোকেরা আর আপনারা যারা জেরুসালেমে বসবাস করছেন, আপনারা জেনে রাখুন এবং মন দিয়ে আমার কথা শুনুন। ১৫আপনারা মনে করছেন এরা মাতাল হয়েছে। কিন্তু তা নয়, কারণ এখন তো মাত্র সকাল ন'টা। ১৬না, এটা তো সেই কথা, যা নবি হযরত যোয়েল আ.-এর মাধ্যমে বলা হয়েছিলো– আল্লাহ পাক এ-কথা বলেন, ১৭'শেষকালে আমি সব লোকের ওপরে আমার রুহ ঢেলে দেবো,এবং তোমাদের ছেলেমেয়েরা ভবিষ্যদ্বাণী বলবে। তোমাদের যুবকরা দর্শন পাবে। তোমাদের মুরব্বিরা স্বপ্ন দেখবে।

১৮এমনকি সেই সময় আমার গোলাম ও বাঁদীদের ওপরে আমি আমার রুহ ঢেলে দেবো আর তারা ভবিষ্যদ্বাণী বলবে। ১৯আমি ওপরে আসমানে আশ্চর্য-আশ্চর্য ঘটনা দেখাবো এবং নিচে জমিনে নানা রকম চিহ্ন দেখাবো। অর্থাৎ রক্ত, আগুন ও প্রচুর ধোঁয়া দেখাবো। ২০আল্লাহর সেই মহৎ ও মহিমাপূর্ণ দিন আসার আগে সূর্য অন্ধকার হয়ে যাবে ও চাঁদ রক্তের মতো হবে। ২১তখন যারা আল্লাহর নামে ডাকবে, তারা রক্ষা পাবে।'

২২বনি ইস্রাইলরা, আমার কথা শুনুন। নাসরতের হযরত ইসা আ. একজন মানুষ, যাঁকে আল্লাহ্ তাঁর মহৎ ও আশ্চর্য কাজের ক্ষমতাসহ আপনাদের কাছে পাঠিয়েছিলেন এবং অনেক আশ্চর্য কাজ তাঁর মাধ্যমে করেছিলেন, যা আপনারা জানেন। ২৩আল্লাহর সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা ও আগে প্রকাশ করা কালাম অনুসারে তিনি তাঁকে আপনাদের হাতে দিয়েছিলেন। আপনারা শরিয়তের বাইরের লোকদের দ্বারা তাঁকে সলিবের ওপরে হত্যা করিয়ে ছিলেন। ২৪কিন্তু আল্লাহ্ তাঁকে মৃত্যুর ক্ষমতা থেকে মুক্ত করে জীবিত করে তুলেছেন। কারণ তার নিজের ক্ষমতায় তাঁকে ধরে রাখা অসম্ভব ছিলো।

২৫কারণ হযরত দাউদ আ. তাঁর বিষয়ে বলেছেন, 'আমি আমার মনিবকে সব সময় আমার সামনে দেখছি। কারণ তিনি আমার ডানপাশে আছেন, যেনো আমি অস্থির না-হই। ২৬এ-জন্য আমার মন আনন্দে ভরা এবং আমার জিভ তাঁর প্রশংসা করছে। তাঁর ওপর আমার শরীরও আশা নিয়ে বাঁচবে। ২৭কারণ তুমি আমার রুহকে ধ্বংস হওয়ার জন্য আমাকে ত্যাগ করবে

না, অথবা তোমার পবিত্রজনকে তুমি নষ্ট হতে দেবে না। ২৮জীবনের পথ তুমি আমাকে জানিয়েছো। তোমার উপস্থিতি দিয়ে
তুমি আমার আনন্দ পূর্ণ করবে ।'

২৯আপনারা যারা শুনছেন, আমি আপনাদের নিশ্চয়তা দিয়ে বলতে পারি যে, আমাদের পূর্বপুরুষ হযরত দাউদ আ.
ইন্তেকাল করেছেন। তাকে দাফন করা হয়েছে। তাঁর রওজা-মোবারক আজও আমাদের এখানে রয়েছে। ৩০তিনি একজন নবি
ছিলেন এবং তিনি জানতেন যে, আল্লাহ্ কসম খেয়ে তাঁর কাছে ওয়াদা করেছেন যে, তাঁর সিংহাসনে তাঁরই একজন
বংশধরকে বসাবেন ।

৩১পরে কী হবেতা দেখতে পেয়ে হযরত দাউদ আ. মসিহের পুনরুত্থানের বিষয়ে বলেছিলেন যে, তাঁকে কবরে পরিত্যাগ
করা হয়নি এবং তাঁর শরীরও নষ্ট হয়নি। ৩২আল্লাহ্ সেই হযরত ইসা আ.কেই জীবিত করে তুলেছেন আর আমরা সবাই তার
সাক্ষী। ৩৩আল্লাহর ডানদিকে বসার গৌরব তাঁকেই দান করা হয়েছে এবং ওয়াদা করা আল্লাহর রুহ, তিনিই প্রতিপালকের
কাছ থেকে পেয়েছেন। আর এখন আপনারা যা দেখছেন ও শুনছেন, তা তিনিই দিয়েছেন।

৩৪-৩৫হযরত দাউদ আ. নিজে বেহেস্তে যাননি কিন্তু তিনি বলেছেন, "আল্লাহ্ আমার মনিবকে বললেন– 'যতক্ষণ না আমি
তোমার শত্রুদের তোমার পায়ের তলায় রাখি, ততক্ষণ তুমি আমার ডানদিকে বসো ।'" ৩৬এ-জন্য ইস্রাইল জাতি এ-কথা
নিশ্চিতভাবে জানুন যে, আল্লাহ যাঁকে মনিব ও মসিহ করে তুলেছেন, তিনি হলেন সেই ইসা, যাঁকে আপনারা সলিবের ওপরে
হত্যা করেছিলেন।"

৩৭এ-কথা শুনে লোকেরা মনে আঘাত পেলো এবং হযরত পিতর রা. ও অন্য হাওয়ারিদের জিজ্ঞেস করলো, "ভাইয়েরা,
আমরা এখন কী করবো?" ৩৮হযরত পিতর রা. তাদের বললেন, "আপনারা প্রত্যেকে তওবা করুন এবং হযরত ইসা মসিহের
নামে বায়াত গ্রহণ করুন, যেনো গুনাহের ক্ষমা পেতে পারেন; এবং আপনারা আল্লাহর রুহকে দান হিসাবে পাবেন। ৩৯এই
ওয়াদা আপনাদের, আপনাদের ছেলে-মেয়েদের, যারা দূরে আছে এবং আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ্ যাদের তাঁর কাছে
ডেকেছেন, তাদের সকলেরই জন্য।"

৪০আরো অনেক কথা বলে তিনি সাক্ষ্য দিতে লাগলেন। তিনি তাদের এই বলে বোঝাতে চেষ্টা করলেন, "এই যুগের
বিবেকহীন লোকদের থেকে নিজেদের রক্ষা করুন।"৪১তাই সেদিন যারা তার কথায় ইমান আনলো, তারা বায়াত গ্রহণ
করলো। সেইদিন কমবেশি তিন হাজার লোক তাদের সংগে যুক্ত হলো। ৪২তারা হাওয়ারিদের শিক্ষায়, সহভাগিতায়,
মোনাজাতে এবং এক সংগে মসিহের মেজবানিতে নিজেদের নিয়োজিত রাখলেন।

৪৩তাদের ওপর ভয় হাজির হলো, কারণ হাওয়ারিরা অনেক অলৌকিক কাজও চিহ্ন-কাজ করতে লাগলেন। ৪৪যারা ইমান
এনেছিলেন, তারা সবাই তাদের নিজেদের বিষয়-সম্পত্তি বিক্রি করে সবকিছু এক সংগে রাখতেন। ৪৫এবং যার যেমন
দরকার, সেভাবে ভাগ করে নিতেন।

৪৬তারা প্রতিদিন বায়তুল-মোকাদ্দসে এক সংগে মিলিত হতেন। আর বাড়িতে আনন্দের সংগে ও সরল মনে হযরত ইসা
আ. এর মেজবানি ও এক সংগে খাওয়া-দাওয়া করতেন। ৪৭তারা আল্লাহর প্রশংসায় ও মানুষের ভালোবাসায় থাকতেন।
আল্লাহ্ প্রতিদিনই নাজাত পাওয়া লোকদের তাদের সংগে যুক্ত করতে থাকলেন।

রুকু ৩

১এক দিন বিকেল তিনটার এবাদতের সময় হযরত সাফওয়ান রা. ও হযরত ইউহোন্না রা. বায়তুল-মোকাদ্দসে
যাচ্ছিলেন। এবং জন্ম থেকেই খোঁড়া এক লোককে সেখানে বয়ে আনা হলো। ২লোকেরা প্রতিদিন তাকে বয়ে এনে বায়তুল-
মোকাদ্দসের সুন্দর নামের দরজার কাছে রাখতো, যেনো যারা বায়তুল-মোকাদ্দসে যেতো, সে তাদের কাছে ভিক্ষা চাইতে
পারে।

৩হযরত সাফওয়ান রা. ও হযরত ইউহোন্না রা.-কে বায়তুল-মোকাদ্দসে ঢুকতে দেখে সে তাদের কাছে ভিক্ষা চাইলো।
৪কিন্তু তাঁরা সোজা তার দিকে তাকালেন এবং বললেন, "আমাদের দিকে তাকাও।" ৫সে তাদের কাছ থেকে কিছু পাবার
আশায় তাদের দিকে তাকালো।

৬কিন্তু হযরত সাফওয়ান রা. বললেন, "আমার কাছে সোনা বা রুপা কিছুই নেই কিন্তু যা আছে, তা-ই আমি তোমাকে
দিচ্ছি। ৭নাসরতের হযরত ইসা মসিহের নামে উঠে দাঁড়াও ও হাঁটো।" এবং তিনি তার ডান হাত ধরে তাকে তুললেন আর
তখনই তার পা ও গোড়ালি শক্ত হলো।

৮সে লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ালো এবং হাঁটতে লাগলো। ৯-১০আর হাঁটতে-হাঁটতে, লাফাতে-লাফাতে এবং আল্লাহর প্রশংসা
করতে-করতে তাদের সংগে বায়তুল-মোকাদ্দসে ঢুকলো। সব মানুষ তাকে হাঁটতে ও আল্লাহর প্রশংসা করতে দেখলো। তারা
তাকে চিনতে পারলো যে, এ সেই লোক, যে বায়তুল-মোকাদ্দসের সুন্দর নামের দরজার কাছে বসে ভিক্ষা করতো। এবং যা
ঘটেছিলো তাতে লোকেরা খুব আশ্চর্য হয়ে গেলো।

১১যখন সে হযরত সাফওয়ান রা. ও হযরত ইউহোন্না রা. পিছু ছাড়ছিলো না, ১২তখন সমস্ত লোক দৌড়ে হযরত
সোলায়মান আ. এর বারান্দায় তাদের কাছে এলো কারণ তারা খুবই আশ্চর্য হয়েছিলো। এই অবস্থা দেখে হযরত সাফওয়ান
রা. লোকদের বললেন, "বনি-ইস্রাইলরা, এতে আপনারা অবাক হচ্ছেন কেনো, অথবা আমাদের দিকে তাকিয়ে আছেন
কেনো? যেনো আমরা নিজেদের শক্তিতে বা আল্লাহর প্রতি আমাদের ভক্তির কারণে একে চলার শক্তি দিয়েছি?

১৩হযরত ইব্রাহিম আ., হযরত ইসহাক আ. ও হযরত ইয়াকুব আ.-এর আল্লাহ্, অর্থাৎ আমাদের পূর্ব-পুরুষদের আল্লাহ্
তাঁর গোলাম হযরত ইসা আ.-কে মহিমান্বিত করেছেন, যাঁকে আপনারা অস্বীকার করেছিলেন ও পিলাতের হাতে তুলে
দিয়েছিলেন, যদিও পিলাত তাঁকে ছেড়ে দিতে চেয়েছিলেন ।

১৪কিন্তু আপনারা পবিত্র ও ন্যায়বান ব্যক্তিকে অস্বীকার করে একজন খুনিকে আপনাদের দিয়ে দিতে বলেছিলেন।
১৫আপনারা জীবনের সেই মালিককে হত্যা করেছেন, যাঁকে আল্লাহ্ মৃত থেকে জীবিত করে তুলেছেন। আর আমরা তার
সাক্ষী।

১৬এই যে লোকটিকে আপনারা দেখছেন এবং তাকে আপনারা চেনেন, হযরত ইসা আ. এর ওপর ইমান ও তাঁর নামের
গুণে সে শক্তি লাভ করেছে, এবং আপনাদের সামনে কেবল তাঁরই নামে সে সম্পূর্ণভাবে সুস্থ ও সুন্দর স্বাস্থ্য লাভ করেছে।
১৭এখন ভাইয়েরা, আমি জানি, আপনারা আপনাদের নেতাদের মতো না-বুঝেই এ-কাজ করেছেন। ১৮এভাবে আল্লাহ্ অনেক
দিন আগে সমস্ত নবির মধ্যদিয়ে যা বলেছিলেন, তা পূর্ণ করেছেন যে, তাঁর মসিহকে কষ্টভোগ করতে হবে। ১৯তাই তওবা
করুন এবং আল্লাহর দিকে ফিরুন, যেনো আপনাদের গুনাহ্ মুছে ফেলা হয়। ২০আর এতে যেনো আল্লাহ্ সেই মসিহকে,
অর্থাৎ হযরত ইসা আ.কে পাঠিয়ে দিয়ে আপনাদের সজীব করে তুলতে পারেন। আপনাদের জন্য তাঁকেই নিযুক্ত করা
হয়েছে।

২১আল্লাহ্ সবকিছু যে আবার আগের অবস্থায় ফিরিয়ে আনবেন, তা অনেক দিন আগেই পবিত্র নবিদের মধ্যদিয়ে
বলেছিলেন। তিনি যতদিন না তাঁর সেই কথা পূর্ণ করেন, ততদিন পর্যন্ত হযরত ইসা আ.কে বেহেস্তেই থাকতে হবে।

২২হযরত মুসা আ. বলেছিলেন, 'তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহ্ তোমাদের ভাইদের মধ্য থেকেই তোমাদের জন্য আমার
মতো একজন নবি উঠাবেন। তিনি তোমাদের যা বলবেন, তা তোমরা অবশ্যই মানবে। ২৩যারা সেই নবির কথা মানবে না,
তাদের প্রত্যেককে তার লোকদের মধ্য থেকে একেবারে ধ্বংস করা হবে।' ২৪এবং হযরত সামুয়েল আ. থেকে আরম্ভ করে
যত নবি কথা বলেছেন, তারা এই দিনের কথাই বলেছেন।

২৫আপনারা নবিদের বংশধর এবং আপনাদের পূর্বপুরুষ হযরত ইব্রাহিম আ. এর সংগে আল্লাহ্ ওয়াদার ব্যবস্থা স্থাপন
করেছিলেন, 'তোমার বংশের মধ্যদিয়ে দুনিয়ার সমস্ত জাতিই রহমত পাবে।' ২৬যখন আল্লাহ্ তাঁর গোলামকে পাঠালেন, তখন
তিনি প্রথমে তাঁকে আপনাদের কাছে পাঠালেন, যেনো আপনাদেরকে খারাপ পথ থেকে ফিরিয়ে রহমত করতে পারেন।"

রুকু ৪

১হযরত সাফওয়ান রা. ও হযরত ইউহোন্না রা. যখন লোকদের সংগে কথা বলছিলেন, তখন ইমামেরা, বায়তুল-
মোকাদ্দসের প্রধান কর্মচারী ও সদ্দুকিরা তাদের কাছে এলেন। ২তারা খুবই বিরক্ত হয়েছিলেন; কারণ তাঁরা লোকদের শিক্ষা
দিচ্ছিলেন এবং হযরত ইসা আ. এর মধ্য দিয়ে মৃতদের পুনরুত্থানের কথা ঘোষণা করছিলেন। ৩তাই তারা তাঁদের গ্রেফতার
করে পরদিন পর্যন্ত হাজতে রাখলেন, কারণ তখন সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছিলো।

৪কিন্তু যারা কালাম শুনছিলো, তারা অনেকেই ইমান আনলো। এতে তাদের সংখ্যা বেড়ে কমবেশি পাঁচ হাজারে
দাঁড়ালো।

৫পরদিন তাদের প্রধান ইমামেরা, বুজুর্গরা এবং আলিমরা জেরুসালেমে এক সংগে মিলিত হলেন। ৬সেখানে মহা-ইমাম
আনানিয়াস, কাইয়াফা, ইউহোন্না, আলেকজান্ডার আর মহা-ইমামের পরিবারের অন্যান্য লোকেরাও উপস্থিত ছিলেন। ৭তারা
বন্দিদেরকে তাদের মাঝখানে দাঁড় করিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "তোমরা কীসের শক্তিতে বা কার নামে এসব করেছো?"

৮তখন হযরত সাফওয়ান রা. আল্লাহর রুহে পূর্ণ হয়ে তাদের বললেন, "জনতার শাসকেরা ও বুজুর্গরা, ৯যদি একজন
অসুস্থ লোকের উপকার করার কারণে আজ আমাদের জেরা ও প্রশ্ন করা হয় যে, লোকটি কেমন করে সুস্থ হলো; ১০তাহলে
আপনারা প্রত্যেকে ও সমস্ত বনি-ইস্রাইল এ-কথা জেনে রাখুন যে, নাসরতের হযরত ইসা মসিহ, যাঁকে আপনারা সলিবে
দিয়ে হত্যা করেছিলেন এবং আল্লাহ্ যাঁকে মৃত থেকে জীবিত করে তুলেছেন, তাঁরই নামে সে সুস্বাস্থ্য পেয়ে আপনাদের
সামনে দাঁড়িয়ে আছে।

১১এই হযরত ইসা আ.-ই 'সেই পাথর, যাঁকে আপনারা, রাজ-মিস্ত্রিরা বাদ দিয়েছিলেন, আর সেটাই কোনের প্রধান পাথর
হয়ে উঠেছে।' ১২নাজাত আর কারো কাছে নেই। কারণ আকাশের নিচে, মানুষের মধ্যে, আর এমন কোনো নাম নেই, যার
নামে আমরা নাজাত পেতে পারি।"

১৩যখন তারা হযরত সাফওয়ান রা. ও হযরত ইউহোন্না রা. সাহস দেখলেন এবং বুঝলেন যে, এঁরা অশিক্ষিত ও সাধারণ
লোক, তখন আশ্চর্য হয়ে গেলেন; আর এঁরা যে হযরত ইসা আ. এর সঙ্গী ছিলেন, তাও বুঝতে পারলেন। ১৪যে-লোকটি সুস্থ
হয়েছিলো, তাকে হযরত সাফওয়ান রা. ও হযরত ইউহোন্না রা. সংগে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে তারা তাঁদের বিরুদ্ধে আর কিছুই
বলতে পারলেন না। ১৫তাই তারা তাঁদেরকে মহাসভা থেকে বাইরে যেতে হুকুম দিলেন, যেনো তারা নিজেদের মধ্যে পরামর্শ
করতেপারেন।

১৬তারা বললেন, "এই লোকদের নিয়ে আমরা কী করবো? যারা জেরুসালেমে বাস করে তারা সবাই জানে যে, এরা
একটি বিশেষ মোজেজা দেখিয়েছে, আর আমরা তা অস্বীকারও করতে পারি না। ১৭কিন্তু মানুষের মধ্যে যেনো কথাট আরো
না-ছড়ায়, সে-জন্য এদের ভয় দেখাতে হবে, যেনো তারা এই নামে কারো সংগে কথা না-বলে।" তাই তারা তাঁদের
ডাকলেন এবং হুকুম দিলেন, যেনো তাঁরা হযরত ইসা আ. এর নামে আর কোনো কথা না-বলেন বা শিক্ষা না-দেন।

১৮কিন্তু হযরত সাফওয়ান রা. ও হযরত ইউহোন্না রা. উত্তর দিলেন, "আপনারাই বলুন, আল্লাহর চোখে কোনটা ঠিক–
১৯আপনাদের হুকুম পালন করা, না-কি আল্লাহর হুকুম পালন করা? ২০কারণ আমরা যা দেখেছি ও শুনেছি তা না-বলে থাকতে
পারবো না।"

২১তখন তারা তাঁদের আবারো ভয় দেখিয়ে ছেড়ে দিলেন। লোকদের ভয়ে তারা তাঁদের শাস্তি দেবার পথ পেলেন না।
কারণ যা ঘটেছিলো, তার জন্য সবাই আল্লাহর প্রশংসা করছিলো। ২২যে-লোকটি আশ্চর্যভাবে সুস্থ হয়েছিলো, তার বয়স
ছিলো চল্লিশ বছরেরও বেশি।

২৩তাঁরা ছাড়া পেয়ে তাঁদের বন্ধুদের কাছে গেলেন এবং ইমামেরা ও বুজুর্গরা তাঁদের যা-যা বলেছিলেন, তার সবই তাদের
জানালেন। ২৪এসব কথা শুনে তাঁরা সবাই এক সংগে জোরে আল্লাহর কাছে মোনাজাত করে বললেন,

"হে জগতের মালিক, তুমিই আসমান, জমিন, সমুদ্র এবং এর মধ্যে যা-কিছু আছে, তার সবই সৃষ্টি করেছো । ২৫তুমি
তোমার রুহের মধ্য দিয়ে তোমার বান্দা, আমাদের পূর্বপুরুষ হযরত দাউদ আ. এর মুখ দিয়ে বলেছো, 'কেনো বিধর্মিরা
অস্থির হয়ে চেঁচামেচি করছে? কেনোইবা লোকেরা অর্থহীন ষড়যন্ত্র করছে? ২৬দুনিয়ার বাদশাহরা ও শাসকরা এক হয়েছে
দুনিয়ার মালিক ও তাঁর মসিহের বিরুদ্ধে! ২৭আর এই শহরেও হেরোদ ও পন্তীয় পিলাত, ইস্রাইল ও বিধর্মী লোকেরা এক
হয়েছে তোমার বান্দা হযরত ইসা আ. এর বিরুদ্ধে, যাঁকে তুমি অভিষেক করেছো, ২৮যেনো তোমার পরিকল্পনা অনুসারে যা
ঘটার কথা তা ঘটতে পারে। ২৯আর এখন, হে আল্লাহ্, এদের অন্তর তুমি দেখো। তোমার বান্দাদের এমন শক্তি দাও, যেনো
সাহসের সংগে তোমার কালাম বলতে পারি। ৩০এবং তোমার পবিত্র বান্দা হযরত ইসা আ. এর নামে লোকদের সুস্থ করতে
ও মোজেজা দেখাতে পারি।"

৩১যে-জায়গায় তারা মিলিত হয়ে মোনাজাত করছিলেন, মোনাজাতের পর সেই জায়গাটা কেঁপে উঠলো। এবং তাঁরা
সবাই আল্লাহর রুহে পূর্ণ হয়ে সাহসের সংগে আল্লাহর কালাম বলতে লাগলেন।
৩২ইমানদারেরা সবাই মনে-প্রাণে এক ছিলেন এবং কোনো কিছুই তাঁরা নিজের বলে দাবি করতেন না। বরং সবকিছুই
এক সংগে রাখা হতো এবং যাঁর যাঁর দরকার মতো তাঁরা ব্যবহার করতেন। ৩৩হযরত ইসা আ. এর পুনরুত্থানের বিষয়ে
হাওয়ারিরা মহা-শক্তিতে সাক্ষ্য দিতে থাকলেন, আর তাঁদের সকলের ওপর অশেষ রহমত ছিলো। ৩৪-৩৫তাঁদের মধ্যে কোনো
অভাবী লোক ছিলো না। কারণ যাদের জমি কিংবা বাড়ি ছিলো, তাঁরা সেগুলো বিক্রি করে টাকা-পয়সা এনে হাওয়ারিদের
পায়ের কাছে রাখতেন এবং যাঁর যেমন দরকার, সেভাবে তাঁকে দেয়া হতো।
৩৬সেখানে হযরত ইউসুফ রা. নামে লেবিয় বংশের এক লোক ছিলেন, তিনি ছিলেন সাইপ্রাসদ্বীপের বাসিন্দা।
৩৭হাওয়ারিরা তাকে বার্নবাস, অর্থাৎ উৎসাহদাতা বলে ডাকতেন। তার কিছু জমি ছিলো। তিনি সেটা বিক্রি করে টাকা এনে
হাওয়ারিদের পায়ের কাছে রাখলেন।

রুকু ৫

১আনানিয়াস নামে এক লোক ও তার স্ত্রী সাফিরা একটি সম্পত্তি বিক্রি করলো। ২তার স্ত্রীর জানা মতেই বিক্রির কিছু
টাকা সে নিজের জন্য রেখে, বাকি টাকা হাওয়ারিদের পায়ের কাছে রাখলো।
৩হযরত সাফওয়ান রা. জিজ্ঞেস করলেন, "আনানিয়াস, কেনো শয়তান তোমার মন দখল করলো যে, তুমি আল্লাহর
রুহের কাছে মিথ্যা কথা বলছো, এবং জমি বিক্রির টাকা থেকে কিছু টাকা নিজের জন্য রেখে দিয়েছো? ৪বিক্রি করার আগে
জমিটা কি তোমারই ছিলো না? এবং বিক্রির পরেও কি টাকাগুলো তোমারই ছিলো না? তাহলে তুমি কেনো এমন কাজ করবে
বলে ঠিক করলে? তুমি মানুষের কাছে নয়, বরং আল্লাহর কাছেই মিথ্যা বলেছো।" ৫এ-কথা শোনামাত্র আনানিয়াস মাটিতে
পড়ে মারা গেলো এবং যারা এই ঘটনার কথা শুনলো, তারা সবাই ভীষণ ভয় পেলো। ৬যুবকরা এসে তার গায়ে কাফন
জড়ালো এবং বাইরে নিয়ে গিয়ে তাকে দাফন করলো।
৭এর প্রায় তিন ঘন্টা পর তার স্ত্রী সেখানে এলো কিন্তু কী ঘটেছে, সে তা জানতো না। ৮তখন হযরত সাফওয়ান রা
তাকে জিজ্ঞেস করলেন, "আমাকে বলো, তুমি ও তোমার স্বামী সেই জমিটা কি এতো টাকায় বিক্রি করেছিলে?" সে বললো,
"হ্যাঁ, এতো টাকাতেই।"
৯তখন হযরত সাফওয়ান রা তাকে বললেন, "তোমরা কেমন করে আল্লাহর রুহকে পরীক্ষা করার জন্য একমত হলে?
দেখো, যারা তোমার স্বামীকে দাফন করেছে, তারা দরজার কাছে এসে পৌঁছেছে, আর তারা তোমাকেও বাইরে বয়ে নিয়ে
যাবে।" ১০তখনই সে তার পায়ের কাছে পড়ে মারা গেলো। যুবকরা ভেতরে এসে তাকে মৃত অবস্থায় দেখতে পেলো। তাই
তারা তাকে বাইরে নিয়ে গিয়ে তার স্বামীর পাশে দাফন করলো।
১১ফলে এক মহাভয় এই কওমের সব লোককে এবং অন্য যারা এসব কথা শুনলো, তাদের সবাইকে ঘিরে ধরলো।
১২হাওয়ারিরা মানুষের মধ্যে অনেক আশ্চর্য কাজ করলেন ও মোজেজা দেখালেন। তারা সবাই হযরত সোলায়মান আ. এর
বারান্দায় এক সংগে মিলিত হতেন। ১৩ আর কেউই তাদের সংগে যোগ দিতে সাহস করলো না, কিন্তু লোকেরা তাদের খুব
সম্মান করতো। ১৪তবুও আগের যে-কোনো সময়ের থেকে অনেক বেশি পুরুষ ও মহিলা মসিহের ওপর ইমান এনে
ইমানদারদের সংগে যুক্ত হলো।
১৫এমনকি তারা খাটের ওপরে ও মাদুরের ওপরে করে রোগীদের এনে পথে-পথে রাখতে লাগলো, যেনো পথ দিয়ে
যাবার সময় হযরত সাফওয়ান রা ছায়াটুকু অন্তত তাদের কারো-কারো ওপরে পড়ে। ১৬জেরুসালেমের আশে পাশের এলাকা
থেকে অনেক লোক তাদের রোগীদের এবং ভূতের হাতে কষ্ট পাওয়া লোকদের এনে ভিড় করতে লাগলো, আর তারা সবাই
সুস্থ হলো।
১৭তখন মহা-ইমাম এই কাজ করলেন–তিনি ও তার সংগের সদ্দুকিরা হিংসায় জ্বলে উঠলেন। তারা হাওয়ারিদেরকে ধরে
সরকারি জেলে ঢুকিয়ে দিলেন। ১৮,১৯কিন্তু রাতের বেলায় আল্লাহর এক ফেরেস্তা জেলের দরজাগুলো খুলে তাদের বাইরে এনে
বললেন– ২০"যাও, বায়তুল-মোকাদ্দসে দাঁড়িয়ে মানুষের কাছে জীবন সম্বন্ধে সমস্ত কালাম বলো।"

২১যখন তারা এ-কথা শুনলেন, তখন খুব ভোরে বায়তুল-মোকাদ্দসে গিয়ে শিক্ষা দিতে লাগলেন। এদিকে মহাইমাম ও তার সংগের সদ্দুকিরা উচ্চ পরিষদ এবং ইস্রাইলের সমস্ত বুজুর্গদের কমিটি এক সংগে ডাকলেন এবং তাঁদের আনার জন্য কর্মচারীদের জেলখানায় পাঠালেন। ২২কিন্তু বায়তুল-মোকাদ্দসের পুলিশরা জেলখানায় গিয়ে তাঁদের পেলেন না, ২৩এবং ফিরে এসে রিপোর্ট করলেন যে, "আমরা দেখলাম, জেলের দরজায় শক্ত করেই তালা দেয়া আছে এবং দরজায়-দরজায় পাহারাদার দাঁড়িয়ে আছে, কিন্তু দরজা খুলে ভেতরে গিয়ে কাউকে পেলাম না।"

২৪এ-কথা শুনে বায়তুল-মোকাদ্দসের প্রধান কর্মচারী ও প্রধান ইমামেরা বুদ্ধি হারা হয়ে ভাবতে লাগলেন যে, কী হতে যাচ্ছে। ২৫তখন কোনো এক লোক এসে বললো, "দেখুন, যে-লোকদের আপনারা জেলে দিয়ে ছিলেন, তারা বায়তুল-মোকাদ্দসে দাঁড়িয়ে লোকদের শিক্ষা দিচ্ছেন।"

২৬তখন বায়তুল-মোকাদ্দসের পুলিশ প্রধান, পুলিশদের সংগে নিয়ে গিয়ে তাঁদের ধরে আনলেন। কিন্তু কোনো জোর-জবরদস্তি করলেন না। কারণ তাদের ভয় ছিলো যে, হয়তো সাধারণ মানুষ তাদের পাথর মারবে। ২৭তারা তাঁদের এনে উচ্চ পরিষদের সামনে দাঁড় করালেন। প্রধান ইমাম তাঁদের বললেন, ২৮"এই নামে শিক্ষা না-দেবার জন্য আমরা তোমাদের কড়া হুকুম দিয়েছিলাম, কিন্তু তোমরা তোমাদের শিক্ষায় জেরুসালেম পূর্ণ করেছো এবং এই লোকের রক্তের দায় আমাদের ওপরে চাপাতে চাচ্ছো।"

২৯কিন্তু হযরত সাফওয়ান রা এবং হাওয়ারিরা জবাব দিলেন, "মানুষের হুকুম পালন করার চেয়ে বরং আল্লাহর হুকুমই আমাদের পালন করতে হবে। ৩০যাঁকে আপনারা গাছে টাঙিয়ে হত্যা করেছিলেন, আমাদের পূর্বপুরুষদের আল্লাহ্ সেই হযরত ইসা আ.কেই জীবিত করে তুলেছেন। ৩১আল্লাহ্ তাঁকেই বাদশাহ ও নাজাতদাতা হিসাবে নিজের ডান পাশে বসার গৌরব দান করেছেন, যাতে তিনি বনি-ইস্রাইলকে তওবা করার সুযোগ দিতে ও তাদের গুনাহ্ মাফ করতে পারেন। ৩২আমরা এসবের সাক্ষী এবং আল্লাহর রুহও সাক্ষী, যাকে আল্লাহ্ তাদেরই দিয়েছেন, যারা তাঁর বাধ্য হয়।"

৩৩এ-কথা শুনে সেই নেতারা রেগে আগুন হয়ে তাদের হত্যা করতে চাইলেন, ৩৪কিন্তু গমলিয়েল নামে একজন ফরিসী–তিনি ছিলেন শরিয়তের শিক্ষক এবং সবাই তাকে সম্মান করতো, তিনি উচ্চ পরিষদে উঠে দাঁড়ালেন এবং কিছু সময়ের জন্য তাঁদের বাইরে রাখতে হুকুম দিলেন। ৩৫তারপর তিনি তাদের বললেন, "বনি-ইস্রাইল, এই লোকদের ওপরে তোমরা যা করতে চাচ্ছো, সে-বিষয়ে ভালোভাবে চিন্তা করে দেখো। ৩৬এই তো কিছুদিন আগে থুদা নামে এক লোক এসে নিজেকে বিশেষ কেউ বলে দাবি করেছিলো। আর কমবেশি চারশ লোক তার সংগে যোগ দিয়েছিলো। তাকে হত্যা করা হয়েছে এবং তার সঙ্গীরা সব হারিয়ে গেছে। এতে তার সবকিছুই বিফল হয়েছে। ৩৭তারপর আদম শুমারির সময় গালিলের ইহুদা এসে এক দল লোককে বিদ্রোহী করে তুলেছিলো।

সেও মারা গেছে, আর তার সঙ্গীরাও সবাই ছড়িয়ে পড়েছে।

৩৮সে-জন্য বর্তমান অবস্থায় আমি তোমাদের বলছি, তোমরা এই লোকদের ওপর কিছু করো না; এদের ছেড়ে দাও। কারণ এসব যদি মানুষ থেকে হয়ে থাকে, তাহলে তা ব্যর্থ হবে। ৩৯কিন্তু যদি এসব আল্লাহ্ থেকে হয়ে থাকে, তাহলে তোমরা এদের থামাতে পারবে না। এমনকি হয়তো দেখবে যে, তোমরা আল্লাহর বিরুদ্ধেই যুদ্ধ করছো।"

৪০তারা তার কথায় সন্তুষ্ট হলেন। এবং হাওয়ারিদেরকে ভেতরে ডেকে এনে বেত মারতে হুকুম দিলেন। তারপর তাঁদের ছেড়ে দিলেন। আর হুকুম দিলেন, যেনো তাঁরা হযরত ইসা আ. এর নামে কোনো কথা না-বলেন। ৪১তারা যে তাঁর নামের জন্য অত্যাচার ভোগ করার যোগ্য হয়েছেন, এ-জন্য আনন্দ করতে-করতে উচ্চ পরিষদের সভা ছেড়ে চলে গেলেন। ৪২তাঁরা প্রত্যেক দিন বায়তুল-মোকাদ্দসে এবং বাড়িতে বাড়িতে হযরত ইসা আ.-ই যে মসিহ্, এ-কথা শিক্ষা দেয়া ও প্রচার করা থেকে বিরত হলেন না।

রুকু ৬

১ঐ দিনগুলোতে যখন উম্মতদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছিলো, তখন গ্রীকরা ইহুদিদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করলো যে, প্রতিদিন খাবার বিতরণের সময় তাদের বিধবাদের অবহেলা করা হচ্ছে। ২তখন উম্মতদের সবাইকে এক জায়গায় ডেকে সেই বারোজন বললেন, "আল্লাহর কালাম প্রচার করা ছেড়ে খাবার বিতরণে ব্যস্ত থাকা আমাদের জন্য ঠিক নয়। ৩-৪সুতরাং,

ভাইয়েরা, তোমাদের মধ্য থেকে এমন সাতজনকে তোমরা বেছে নাও, যাদেরকে সবাই সম্মান করে এবং যারা আল্লাহর রুহে
ও জ্ঞানে পূর্ণ, যেনো তাদেরকে এই কাজে নিয়োগ করে আমরা মোনাজাত ও আল্লাহর কালাম প্রচারে মন দিতে পারি।"

৫তাদের এ-কথা সমাজের সকলেরই ভালো লাগলো। তারা হযরত স্তিফান র., যিনি ইমানে ও আল্লাহর রুহে পূর্ণ তাঁকে
বেছে নিলেন। সেই সংগে হযরত ফিলিপ র., হযরত প্রখর র., হযরত নিকানর র., হযরত তিমোন র., হযরত পার্মিনা র. ও
এন্টিয়ক শহরের হযরত নিকলায় র.-কে বেছে নিলেন। ইনি ইহুদি না-হয়েও ইহুদি ধর্ম পালন করতেন।
৬তারা এই লোকদেরকে হাওয়ারিদের কাছে নিয়ে গেলেন। এবং তাঁরা তাদের ওপর হাত রেখে মোনাজাত করে তাদের
নিয়োগ করলেন।

৭আল্লাহর কালাম ছড়িয়ে পড়তে থাকলো। আর জেরুসালেমে হযরত ইসা আ.-এর অনুসারীদের সংখ্যা অনেক বেশী
বাড়তে লাগলো, এবং ইমামদের মধ্যে অনেকে ইমানের বাধ্য হলেন।

৮হযরত স্তিফান র. আল্লাহর রহমত ও শক্তিতে পূর্ণ হয়ে লোকদের মধ্যে অনেক আশ্চর্য ও অলৌকিক কাজ দেখাতে
লাগলেন।

৯তখন স্বাধীন সিনাগোগের কিছু লোক, যারা কুরিনীয় এবং আলেকজান্দ্রিয়া, কিলিকিয়া ও এশিয়া প্রদেশের কিছু লোক
উঠে দাঁড়িয়ে হযরত স্তিফান র. সংগে তর্ক করতে লাগলো। ১০কিন্তু তিনি জ্ঞানে ও রুহে কথা বলছিলেন বলে তারা তার
বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারছিলো না।

১১তখন তারা গোপনে কয়েকজনকে ঠিক করলো, যারা এ-কথা বলবে যে, "আমরা তাকে হযরত মুসা আ. এর ও
আল্লাহর নিন্দা করতে শুনেছি।" ১২তারা জনসাধারণকে, বুজুর্গদের ও আলিমদের উত্তেজিত করে তুললো এবং হঠাৎ হযরত
স্তিফান র. ওপর চড়াও হয়ে তাকে ধরে উচ্চ পরিষদের সামনে নিয়ে গেলো।

১৩তারা মিথ্যা সাক্ষী দাঁড় করালো, যারা বললো, "এই লোকটা সব সময় এই পবিত্র জায়গা ও শরিয়তের বিরুদ্ধে কথা
বলে। ১৪আমরা তাকে এ-কথা বলতে শুনেছি যে, "নাসরতের হযরত ইসা আ. এই জায়গা ভেঙে ফেলবে এবং হযরত মুসা
আ. আমাদের যে নিয়ম-কানুন দিয়ে গেছেন, সেগুলোও বদলে ফেলবে।" ১৫যারা সেই সভায় বসেছিলেন, তারা সবাই হযরত
স্তিফান র. দিকে তাকিয়ে দেখলেন, তাঁর মুখ ফেরেস্তার মুখের মতো উজ্জ্বল হয়ে গেছে।

রুকু ৭

১তখন প্রধান ইমাম হযরত স্তিফান র.কে জিজ্ঞেস করলেন, "এসব কি সত্যি?"

২হযরত স্তিফান র. উত্তর দিলেন, "হে আমার ভাইয়েরা ও আমার মুরব্বিরা, আমার কথা শুনুন।
আমাদের পূর্বপুরুষ হযরত ইব্রাহিম আ. হারনে বসবাস করার আগে যখন মেসোপটেমিয়ায় ছিলেন, তখন গৌরবময় আল্লাহ্
তাকে দেখা দিয়েছিলেন এবং বলেছিলেন, ৩'তুমি তোমার দেশ ও আত্মীয়-স্বজন ছেড়ে সেই দেশে যাও, যে-দেশ আমি
তোমাকে দেখাবো'।

৪তখন তিনি কলদীয়দের দেশ ছেড়ে হারন শহরে বাস করতে লাগলেন। তার বাবার ইন্তেকালের পর আল্লাহ্ তাকে এই
দেশে নিয়ে এলেন, যেখানে এখন আপনারা বাস করছেন। ৫নিজের অধিকারের জন্য তিনি তাকে কিছুই দিলেন না, একটি পা
রাখার মতো জমিও না। কিন্তু তিনি তার কাছে ওয়াদা করলেন যে, তাকে ও তারপরে তার বংশধরদের অধিকার হিসাবে
তিনি এই দেশ দেবেন, যদিও তার কোনো সন্তান ছিলো না ।

৬আল্লাহ্ তাকে বললেন, 'তোমার বংশধরেরা বিদেশে বসবাস করবে। মানুষ তাদের গোলাম করে রাখবে এবং চারশ
বছর ধরে তাদের ওপর জুলুম করবে।' ৭আল্লাহ্ আরও বললেন, 'কিন্তু যে-জাতি তাদের গোলাম করবে, সেই জাতিকে আমি
শাস্তি দেবো, এবং এরপর তারা বের হয়ে এসে এই জায়গায় আমার এবাদত করবে ।'

৮তারপর তিনি তাঁর ওয়াদার চিহ্ন হিসাবে খতনা করার নিয়ম দিলেন। পরে হযরত ইব্রাহিম আ. এর ছেলে ইসহাকের
জন্ম হলো এবং আট দিনের দিন তিনি তার খত্না করালেন। হযরত ইসহাক আ. হলেন হযরত ইয়াকুব আ. এর পিতা এবং
হযরত ইয়াকুব আ. সেই বারো গোষ্ঠীর পিতা হলেন।

[৯]সেই গোষ্ঠী-পিতারা হিংসা করে হযরত ইউসুফ আ.-কে গোলাম হিসাবে মিসর দেশে বিক্রি করে দিয়েছিলেন। কিন্তু আল্লাহ্ তার সংগে থেকে সমস্ত রকম কষ্ট ও বিপদ থেকে তাকে রক্ষা করলেন। [১০]তিনি তাকে মিসরের বাদশাহ ফেরাউনের সুনজরে আনলেন এবং জ্ঞান দান করলেন। তিনি তাকে মিসরের শাসনকর্তা ও নিজের বাড়ির সকলের কর্তা করলেন।

[১১]পরে সারা মিসর ও কেনান দেশে দুর্ভিক্ষ দেখা দিলো। তাতে খুব কষ্ট উপস্থিত হলো এবং আমাদের পূর্বপুরুষরা খাবার পেলেন না। [১২]কিন্তু মিসরে খাবার আছে শুনে হযরত ইয়াকুব আ. আমাদের পূর্বপুরুষদের প্রথমবার সেখানে পাঠালেন।

[১৩]দ্বিতীয়বারে হযরত ইউসুফ তার ভাইদের কাছে নিজের পরিচয় দিলেন এবং ফেরাউন হযরত ইউসুফ আ. এর পরিবারের বিষয়ে জানতে পারলেন। [১৪]এরপর হযরত ইউসুফ আ. তার পিতা হযরত ইয়াকুব আ. ও পরিবারের অন্য সবাইকে ডেকে পাঠালেন। তাদের সংখ্যা ছিলো মোট পঁচাত্তরজন।

[১৫]সুতরাং, হযরত ইয়াকুব আ. মিসরে গেলেন আর সেখানে তিনি ও আমাদের পূর্বপুরুষরা ইন্তেকাল করলেন । [১৬]তাদের মৃতদেহ শিখিমে এনে দাফন করা হলো। এই জমিটা হযরত ইব্রাহিম আ. শিখিম শহরের হমোরের ছেলেদের কাছ থেকে রুপা দিয়ে কিনেছিলেন ।

[১৭]হযরত ইব্রাহিম আ. এর কাছে আল্লাহ্ যে-ওয়াদা করেছিলেন, তা পূর্ণ হওয়ার সময় এলো। মিসরে আমাদের লোকসংখ্যা খুব বেড়ে গেলো। [১৮]পরে মিসরে আরেকজন বাদশাহ হলেন, যিনি হযরত ইউসুফ আ. সম্পর্কে জানতেন না। [১৯]তিনি আমাদের লোকদের ঠকাতেন ও জুলুম করতেন এবং আমাদের পূর্বপুরুষদের বাধ্য করতেন, যেনো তারা তাদের শিশুদের ফেলে দেয়, যাতে তারা মারা যায়।

[২০]সেই সময় হযরত মুসা আ. এর জন্ম হলো। তিনি আল্লাহর কাছে সুন্দর ছিলেন। তিনমাস পর্যন্ত তিনি তার বাবার বাড়িতেই লালিত-পালিত হলেন। [২১]আর যখন তাকে ফেলে দেয়া হলো, তখন ফেরাউনের মেয়ে তাকে নিয়ে গিয়ে নিজের ছেলের মতোই মানুষ করে তুললেন। [২২]সুতরাং, হযরত মুসা আ. মিসরীয়দের সমস্ত শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে উঠলেন। তিনি কথায় ও কাজে শক্তিশালী হয়ে উঠলেন।

[২৩]তার বয়স যখন চল্লিশ বছর, তখন তিনি তার ইস্রাইলীয় আত্মীয়-স্বজনদের সংগে দেখা করতে চাইলেন। [২৪]একজন মিসরীয়কে একজন ইস্রাইলীয়ের প্রতি খারাপ ব্যবহার করতে দেখে, তিনি সেই ইস্রাইলীয়কে সাহায্য করতে গেলেন এবং মিসরীয়কে হত্যা করে তার শোধ নিলেন। [২৫]তিনি মনে করেছিলেন, তার নিজের লোকেরা বুঝতে পারবে, আল্লাহ্ তার দ্বারাই তাদের উদ্ধার করবেন, কিন্তু তারা তা বুঝতে পারলো না।

[২৬]পরদিন তিনি দু'জন ইস্রাইলীয়কে মারামারি করতে দেখে তাদের মিলিয়ে দেবার জন্য বললেন, 'তোমরা তো ভাই ভাই, তাহলে একে অন্যের সংগে কেনো ঝগড়া করছো?'

[২৭]কিন্তু যে-লোকটি তার প্রতিবেশীর সংগে ঝগড়া করছিলো, সে হযরত মুসা আ.কে ধাক্কা মেরে সরিয়ে দিয়ে বললো, 'আমাদের ওপর কে তোমাকে শাসনকর্তা ও বিচারক নিয়োগ করেছে? [২৮]গতকাল তুমি যেভাবে এক মিসরীয়কে হত্যা করেছো, সেভাবে কি আমাকেও হত্যা করতে চাও?'

[২৯]এ-কথা শুনে হযরত মুসা আ. পালিয়ে গিয়ে মাদিয়ানদের দেশে বাস করতে লাগলেন। সেখানেই তার দুইটি ছেলের জন্ম হলো। [৩০]অতঃপর চল্লিশ বছর পরে তুর পাহাড়ে এক জ্বলন্ত ঝোপের মধ্যে এক ফেরেস্তা তাকে দেখা দিলেন। [৩১]এটা দেখে হযরত মুসা আ. আশ্চর্য হয়ে গেলেন। ভালো করে দেখার জন্য কাছে গেলে তিনি আল্লাহর রব শুনতে পেলেন, আল্লাহ্ বললেন–

[৩২]'আমি তোমার পূর্বপুরুষদের আল্লাহ্, ইব্রাহিম, ইসহাক ও ইয়াকুবের আল্লাহ্।' এই কথাগুলো শুনে হযরত মুসা আ. ভয়ে কাঁপতে লাগলেন। তার তাকিয়ে দেখার সাহস হলো না। [৩৩]তখন আল্লাহ্ তাকে বললেন, 'তোমার পায়ের জুতা খুলে ফেলো, কারণ যে-জায়গায় তুমি দাঁড়িয়ে আছো, সেটা পবিত্র জমি। [৩৪]মিসরে আমার বান্দাদের ওপর যে জুলুম হচ্ছে, তা আমি অবশ্যই দেখেছি। আমি তাদের কান্না শুনেছি এবং তাদের উদ্ধার করার জন্য নেমে এসেছি। এখন এসো, আমি তোমাকে মিসরে পাঠাবো।'

[৩৫]ইনি সেই হযরত মুসা আ., যাকে তারা এই বলে ফিরিয়ে দিয়েছিলো, 'কে তোমাকে আমাদের ওপরে শাসনকর্তা ও বিচারক নিয়োগ করেছে?' যে-ফেরেস্তা ঝোপের মধ্যে তাঁকে দেখা দিয়েছিলেন, তার মাধ্যমেই আল্লাহ্ তাঁকে শাসনকর্তা ও

উদ্ধারকর্তা হিসাবে পাঠিয়েছিলেন। ৩৬তিনিই মিসরে অনেক আশ্চর্য কাজ করে ও মোজেজা দেখিয়ে তাদের বের করে এনেছিলেন এবং লোহিত সাগর পর্যন্ত ও মরু-প্রান্তরে চল্লিশ বছর ধরে তাদের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন।

৩৭ইনি সেই হযরত মুসা আ., যিনি বনি-ইস্রাইলদের বলেছিলেন, 'আল্লাহ্ তোমাদের নিজের লোকদের মধ্য থেকেই তোমাদের জন্য একজন নবি উঠাবেন, যেভাবে তিনি আমাকে তুলেছেন।' ৩৮এই হযরত মুসা আ.-ই মরু-প্রান্তরে বনি-ইস্রাইলদের সেই দলের মধ্যে, আমাদের পূর্বপুরুষদের সংগে ছিলেন। তার সংগেই 'তুর' পাহাড়ে ফেরেস্তা কথা বলেছিলেন। তিনিই আমাদের জন্য জীবন্ত কালাম গ্রহণ করেছিলেন।

৩৯আমাদের পূর্বপুরুষরা তার বাধ্য হতে চাইলেন না। তার বদলে তারা তাকে ৪০অগ্রাহ্য করে মিসরের দিকে মন ফিরিয়ে হারুনকে বললেন, 'আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবার জন্য দেবদেবী তৈরি করুন, কারণ যে- হযরত মুসা আ. মিসর থেকে আমাদের বের করে এনেছেন, তার কী হয়েছে আমরা জানি না।'

৪১সেই সময়েই তারা বাছুরের মূর্তি তৈরি করেছিলেন। সেই মূর্তির কাছে কোরবানি করেছিলেন এবং নিজেদের হাতের কাজে আনন্দ-উৎসব করেছিলেন। ৪২কিন্তু আল্লাহ্ তাদের দিক থেকে মুখ ফেরালেন এবং আসমানের চাঁদ, সূর্য, তারার পূজাতেই তাদের ফেলে রাখলেন।

৪২যেভাবে নবিদের কিতাবে লেখা আছে– 'হে ইস্রাইলের লোকেরা, মরু-প্রান্তরে সেই চল্লিশ বছর তোমরা কি আমার উদ্দেশে কোনো পশু বা অন্য জিনিস কোরবানি দিয়েছিলে? ৪৩না, বরং পূজা করার জন্য যে-মূর্তি তোমরা তৈরি করেছিলে, সেই মোলকের তাঁবু আর তোমাদের রিফন দেবতার তারা তোমরা বয়ে নিয়ে গিয়েছিলে। কাজেই আমি ব্যাবিলন দেশের ওপাশে তোমাদের পাঠিয়ে দেবো।'

৪৪মরু-প্রান্তরে আমাদের পূর্বপুরুষদের সংগে শাহাদাত-তাম্বুটি ছিলো। আল্লাহ্ হযরত মুসা আ.কে যেভাবে হুকুম দিয়েছিলেন এবং তিনি যে-নমুনা দেখেছিলেন, সেভাবেই এই তাঁবু তৈরি হয়েছিলো। ৪৫আমাদের পূর্বপুরুষরা সেই তাঁবু পেয়ে তাঁদের নেতা হযরত ইউসা আ. এর অধীনে তা নিজেদের সংগে আমাদের এই দেশে এনেছিলেন। আল্লাহ্ সেই সময় তাঁদের সামনে থেকে অন্য জাতিদের তাড়িয়ে দিয়েছিলেন এবং তাঁরা এই দেশ অধিকার করেছিলেন।

৪৬হযরত দাউদ আ. এর সময় পর্যন্ত সেই তাঁবু এই দেশেই ছিলো। হযরত দাউদ আ. আল্লাহর রহমত পেয়ে হযরত ইয়াকুব আ. এর আল্লাহর থাকার ঘর তৈরি করার জন্য অনুমতি চেয়েছিলেন। ৪৭কিন্তু হযরত সোলায়মান আ.-ই তার জন্য ঘর তৈরি করেছিলেন ।

৪৮আল্লাহ্ রাব্বুল আ'লামিন মানুষের তৈরি ঘরে থাকেন না। যেমন নবি বলেছেন যে, আল্লাহ্ বলেন, ৪৯'বেহেস্ত আমার সিংহাসন।
দুনিয়া আমার পা রাখার জায়গা। আমার জন্য তুমি কেমন ঘর তৈরি করবে? আমার বিশ্রামের স্থান কোথায় হবে? ৫০এসব জিনিস কি আমার হাত তৈরি করেনি?

৫১হে একগুঁয়ে জাতি! খতনা-বিহীনদের মতোই আপনাদের কান ও অন্তর। আপনারা ঠিক আপনাদের পূর্বপুরুষদের মতোই আল্লাহর রুহকে বাধা দিয়ে থাকেন। ৫২এমন কোনো নবি কি আছেন, যাঁর ওপর আপনাদের পূর্বপুরুষরা জুলুম করেননি? এমনকি সেই দীনদার ব্যক্তির আসার কথা যারা বলেছেন, তাঁদেরও তারা হত্যা করেছেন। আর এখন আপনারা তাঁকেই শত্রুদের হাতে তুলে দিয়ে তাঁকে হত্যা করিয়ে নিজেরা খুনি হয়েছেন। ৫৩ফেরেস্তাদের মধ্য দিয়ে আপনারাই শরিয়ত গ্রহণ করেছিলেন এবং আপনারাই তা পালন করেননি।"

৫৪এসব কথা শুনে তারা রেগে আগুন হয়ে গেলেন এবং হযরত স্তিফান র. বিরুদ্ধে দাঁতে দাঁত ঘষতে লাগলেন। ৫৫কিন্তু তিনি আল্লাহর রুহে পূর্ণ হয়ে বেহেস্তের দিকে তাকিয়ে আল্লাহর মহিমা দেখতে পেলেন এবং হযরত ইসা আ.কে আল্লাহর ডানপাশে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলেন। তিনি বললেন- ৫৬"দেখুন, আমি দেখতে পাচ্ছি, বেহেস্ত খোলা আছে এবং ইবনুল-ইনসান আল্লাহর ডানদিকে দাঁড়িয়ে আছেন।"

৫৭কিন্তু তারা কানে আঙুল দিলেন এবং খুব জোরে চিৎকার করে এক সংগে দৌড়ে হযরত স্তিফান র. ওপর ঝাপিয়ে পড়লেন। ৫৮পরে তারা তাকে টেনে-হেঁচড়ে শহরের বাইরে নিয়ে গেলেন এবং তাকে পাথর মারতে লাগলেন। ৫৯আর সাক্ষীরা তাদের কোট খুলে শৌল নামে এক যুবকের পায়ের কাছে রাখলো। যখন তারা স্তিফানকে পাথর মারছিলেন, তখন তিনি

মোনাজাত করে বললেন, "সাইয়্যিদুনা হযরত ইসা আ. আমার রুহকে গ্রহণ করো।" ৬০পরে তিনি হাঁটু পেতে চেঁচিয়ে
বললেন, "হে আল্লাহ্, এই গুনাহ্ এদের বিরুদ্ধে ধরো না।" এ-কথা বলে তিনি ইন্তেকাল করলেন।

রুকু ৮

১ হযরত শৌল রা. তাকে হত্যার অনুমোদন দিচ্ছিলেন।
সেদিন জেরুসালেমে হযরত ইসা আ. এর অনুসারীদের ওপরে ভীষণ জুলুম শুরু হলো। তাতে হাওয়ারিরা ছাড়া বাকি সবাই
ইহুদিয়া ও সামেরিয়া প্রদেশের সব জায়গায় ছড়িয়ে পড়লেন। ২ আল্লাহ্ভক্ত মানুষেরা হযরত স্তিফান র-কে দাফন করলেন
এবং তার জন্য খুব বিলাপ করলেন।

৩কিন্তু হযরত শৌল রা. সেই দলের লোকদের ধ্বংস করার চেষ্টায় ঘরে-ঘরে গিয়ে পুরুষ ও মহিলাদের ধরে টেনে এনে
জেলে দিতে লাগলেন। ৪যারা ছড়িয়ে পড়েছিলেন, তারা চারদিকে গিয়ে কালাম প্রচার করতে লাগলেন। ৫হযরত ফিলিপ র.
সামেরিয়াতে গিয়ে হযরত ইসা মসিহকে প্রচার করতে লাগলেন। ৬লোকেরা একমনে তাঁর কথা শুনছিলো এবং তিনি যে-সব
আশ্চর্য কাজ করছিলেন, তা দেখে তাঁর কথা তারা মন দিয়ে শুনলো। ৭অনেকের ভেতর থেকে ভূতেরা চিৎকার করে বের হয়ে
গেলো এবং অনেক অবশ রোগী ও খোঁড়ারা সুস্থ হলো। ৮ফলে শহরে মহা-আনন্দ হলো।

৯সেই শহরে সিমোন নামে এক লোক অনেকদিন থেকে জাদু দেখাচ্ছিলো। ১০এতে সামেরিয়ার লোকেরা আশ্চর্য
হয়েছিলো এবং সে নিজেকে একজন বিশেষ লোক বলে দাবি করতো। ছোট থেকে বড়ো, আর ধনী-গরিব সবাই তার কথা
মনোযোগ দিয়ে শুনতো। তারা বলতো, "আল্লাহর যে-শক্তিকে মহৎ শক্তি বলা হয়, এই লোকটিই সেই শক্তি।" ১১তারা মন
দিয়ে তার কথা শুনতো। কারণ অনেক দিন ধরে সে তার জাদু দিয়ে তাদের বশ করে রেখেছিলো।

১২হযরত ফিলিপ র. আল্লাহর রাজ্য ও হযরত ইসা মসিহের নাম সম্পর্কে সুখবর প্রচার করছিলেন। যখন তারা তাঁর
কথায় ইমান আনলো, তখন তাদের পুরুষ ও মহিলারা বায়াত গ্রহণ করলো। ১৩এমন কি সিমোনও ইমান এনে বায়াত গ্রহণ
করলো। সে সব-সময় হযরত ফিলিপ র. সংগে থাকলো এবং তার চিহ্ন-কাজ ও আশ্চর্য কাজ দেখে অবাক হলো।

১৪জেরুসালেমের হাওয়ারিরা যখন শুনলেন যে, সামেরিয়ার লোকেরা আল্লাহর কালামের ওপর ইমান এনেছে। ১৫তখন
তারা হযরত পিতর রা. ও হযরত ইউহোন্না রা.-কে তাদের কাছে পাঠালেন। তারা দু'জন গেলেন এবং তাদের জন্য
মোনাজাত করলেন, যেনো তাঁরা আল্লাহর রুহকে পেতে পারেন। ১৬কারণ তখনো তাঁদের ওপরে আল্লাহর রুহ আসেননি।
তাঁরা কেবল হযরত ইসা মসিহের নামে বায়াত গ্রহণ করেছিলেন। ১৭হযরত পিতর রা. ও হযরত ইউহোন্না রা. তাঁদের ওপর
হাত রাখলেন, আর তাঁরা আল্লাহর রুহকে পেলেন।

১৮যখন সিমোন দেখলো যে, হাওয়ারিদের হাত রাখার মধ্য দিয়ে আল্লাহর রুহকে দেয়া হলো, তখন সে তাদের কাছে
টাকা এনে বললো, ১৯"আমাকেও এই শক্তি দিন, যেনো আমি কারো ওপরে হাত রাখলে সেও আল্লাহর রুহকে পায়। ২০কিন্তু
হযরত পিতর রা. তাকে বললেন, "তোমার টাকা তোমার সংগেই ধ্বংস হোক। কারণ তুমি মনে করেছো, টাকা দিয়ে
আল্লাহর দান কিনতে পারবে। ২১এর মধ্যে তোমার কোনো অংশ বা অধিকার নেই। কারণ আল্লাহর সামনে তোমার অন্তর
ঠিক নয়।

২২তাই তোমার এই খারাপি থেকে তওবা করো ও আল্লাহর কাছে মোনাজাত করো, যেনো সম্ভব হলে তোমার মনের এই
খারাপ চিন্তা তিনি মাফ করতে পারেন। ২৩আমি দেখতে পাচ্ছি, তোমার মন লোভে ভরা এবং তুমি মন্দতার কাছে বন্দি হয়ে
আছো।" ২৪সিমোন বললো, "আমার জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করুন, যেনো আপনারা যা বললেন, তার কিছুই আমার
ওপর না-ঘটে।"

২৫তারপর হযরত পিতর রা. ও হযরত ইউহোন্না রা. সেখানে সাক্ষ্য দিয়ে ও আল্লাহর কালাম প্রচার শেষ করে সামেরিয়ার
বিভিন্ন গ্রামে ইঞ্জিল প্রচার করতে-করতে জেরুসালেমে ফিরে গেলেন।

২৬সেই সময় আল্লাহর এক ফেরেস্তা হযরত ফিলিপ র.-কে বললেন, "ওঠো, দক্ষিণ দিকের যে-পথ জেরুসালেম থেকে
গাজা শহরের দিকে গেছে, সেই পথে যাও।" পথটা ছিলো মরু-প্রান্তরের মধ্যদিয়ে। ২৭সুতরাং, তিনি উঠে সেই দিকে
গেলেন। পথে ইথিয়পিয়ার একজন বিশেষ রাজকর্মচারীর সংগে তার দেখা হলো। তিনি ছিলেন খোজা। ইথিয়পিয়ার কান্দাকি
রানীর ধন-রত্নের দেখাশোনা করার ভার তার ওপরে ছিলো। আল্লাহর এবাদত করার জন্য তিনি জেরুসালেমে গিয়েছিলেন।

২৮বাড়ি ফেরার পথে তিনি রথে বসে হযরত ইশাইয়া আ. এর সহিফা তেলাওয়াত করছিলেন। ২৯তখন আল্লাহর রুহ
হযরত ফিলিপ র.-কে বললেন, “ঐ রথের কাছে যাও এবং তার সংগে-সংগে চলো।”
৩০এতে তিনি দৌড়ে তার কাছে গেলেন এবং শুনতে পেলেন যে, তিনি হযরত ইশাইয়া আ. এর সহিফা তেলাওয়াত করছেন।
হযরত ফিলিপ র. তাকে জিজ্ঞেস করলেন, “আপনি যা তেলাওয়াত করছেন, তাকি বুঝতে পারছেন?”
৩১তিনি উত্তর দিলেন, “কেউ বুঝিয়ে না-দিলে কেমন করে বুঝতে পারবো?” এবং তিনি হযরত ফিলিপ র.-কে রথে উঠে
এসে তার কাছে বসতে অনুরোধ করলেন। ৩২তিনি কিতাবের যে-অংশ তেলাওয়াত করছিলেন তা এই– “জবাই করার জন্য
ভেড়াকে যেভাবে নেয়া হয়, তাকে সেভাবে নেয়া হলো এবং লোম সংগ্রহকারীর সামনে ভেড়া যেমন চুপকরে থাকে, তিনিও
তেমনি মুখ খুললেন না। ৩৩তিনি অপমানিত হলেন। তাঁর ওপর ন্যায়বিচার করা হয়নি। কে তাঁর বংশের কথা বলতে পারে?
কারণ তাঁর জীবন এই দুনিয়া থেকে নিয়ে নেয়া হয়েছে।”
৩৪খোজা হযরত ফিলিপ র.-কে বললেন, “নবি কার বিষয়ে এ-কথা বলেছেন? নিজের বিষয়ে, না অন্য কারো বিষয়ে?
৩৫তখন হযরত ফিলিপ র. কথা বলতে আরম্ভ করলেন। তিনি কিতাবের এই অংশ থেকে শুরু করে হযরত ইসা আ. এর
বিষয়ে সুখবর তাকে বললেন। ৩৬পথে যেতে-যেতে তারা এমন এক জায়গায় এলেন, যেখানে কিছু পানি ছিলো। ৩৭তখন
খোজা বললেন, “দেখুন, এখানে পানি আছে! আমার বায়াত নেবার কোনো বাধা আছে কি?”
৩৮তিনি গাড়ি থামাতে বললেন এবং হযরত ফিলিপ র. ও খোজা উভয়ে পানিতে নামলেন ও তিনি তাকে বায়াত দিলেন।
৩৯যখন তারা পানি থেকে উঠে এলেন, তখন আল্লাহর রুহ হঠাৎ হযরত ফিলিপ র.-কে নিয়ে গেলেন। খোজা তাকে আর
দেখতে পেলেন না এবং তিনি আনন্দ করতে-করতে বাড়ির পথে চলে গেলেন। হযরত ফিলিপ র. নিজেকে অস্‌দোদ
এলাকায় দেখতে পেলেন। ৪০তিনি কৈসরিয়াতে না-পৌঁছা পর্যন্ত গ্রামে-গ্রামে ইঞ্জিল প্রচার করতে থাকলেন।

রুকু ৯

১-২এদিকে হযরত শৌল রা. হযরত ইসা মসিহের উম্মতদের হত্যা করার ভয় দেখাচ্ছিলেন।
তিনি মহা-ইমামের কাছে গিয়ে দামেস্ক শহরের সিনাগোগগুলোতে দেবার জন্য চিঠি চাইলেন, যেনো যত লোক এই পথে
চলে, তাঁরা পুরুষ বা মহিলা যে-ই হোক, তাঁদেরকে বেঁধে জেরুসালেমে আনতে পারেন।
৩পথে যেতে-যেতে তিনি যখন দামেস্কের কাছে এলেন, তখন হঠাৎ আসমান থেকে তাঁর চারদিকে উজ্জ্বল আলো পড়লো।
৪তিনি মাটিতে পড়ে গেলেন এবং শুনতে পেলেন একটি কণ্ঠস্বর তাঁকে বলছেন, “শৌল, শৌল, কেনো তুমি আমার ওপরে
জুলুম করছো?” ৫তিনি জিজ্ঞেস করলেন, “মালিক, আপনি কে?”
৬উত্তর এলো, “আমি ইসা, যাঁর ওপরে তুমি জুলুম করছো। এখন উঠে শহরে যাও এবং কী করতে হবে, তা তোমাকে
বলা হবে।” ৭যে-লোকেরা শৌলের সংগে যাচ্ছিলেন, তারা অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। কারণ তারা কথা শুনছিলেন কিন্তু
কাউকে দেখতে পাননি। ৮হযরত শৌল রা. মাটি থেকে উঠলেন। তাঁর চোখ খোলা থাকলেও তিনি কিছুই দেখতে পেলেন
না। তাই তাঁর সঙ্গীরা হাত ধরে তাকে দামেস্কে নিয়ে গেলেন। ৯তিন দিন পর্যন্ত তিনি কিছুই দেখতে পেলেন না এবং কিছুই
খেলেন না বা পান করলেন না।
১০দামেস্ক শহরে হযরত অননিয় রা. নামে একজন উম্মত ছিলেন। মসিহ তাঁকে দর্শনের মধ্য দিয়ে বললেন, “অননিয়।”
জবাবে তিনি বললেন, “মালিক, এই যে আমি।” ১১-১২মসিহ তাঁকে বললেন, “সোজা নামে যে-রাস্তাটা আছে, সেই রাস্তায়
যাও এবং ইহুদার বাড়িতে গিয়ে তার্সো শহরের শৌল নামের এক লোকের খোঁজ করো। এই মুহূর্তে সে মোনাজাত করছে
এবং দর্শনে দেখেছে যে, অননিয় নামে এক লোক এসে তাঁর ওপরে হাত রেখেছে, যেনো সে আবার দেখতে পায়।”
১৩কিন্তু হযরত অননিয় রা. উত্তর দিলেন, “মালিক, আমি অনেকের মুখে এই লোকের বিষয়ে শুনেছি যে, জেরুসালেমে
সে তোমার কামেলদের ওপর কতো জুলুমই না করেছে। ১৪এবং প্রধান ইমামদের কাছ থেকে অধিকার নিয়ে সে এখানে
এসেছে, যেনো যারা তোমার নামে মোনাজাত করে, তাঁদের ধরে নিয়ে যেতে পারে।”

১৫কিন্তু মসিহ তাকে বললেন, “তুমি যাও, কারণ অইহুদিদের ও বাদশাহদের এবং বনি-ইস্রাইলদের কাছে আমার বিষয়ে
প্রচার করার জন্য আমি তাকে বেছে নিয়েছি। ১৬আমার জন্য তাকে কতো কষ্ট যে পেতে হবে, তা আমি নিজে তাকে
দেখাবো।”

১৭তখন হযরত অননিয় র. গিয়ে সেই বাড়িতে ঢুকলেন এবং শৌলের ওপর হাত রেখে বললেন, “ভাই শৌল, সাইয়্যিদুনা
হযরত ইসা আ., যিনি এখানে আসার পথে তোমাকে দেখা দিয়েছিলেন, তিনিই আমাকে পাঠিয়েছেন, যেনো তুমি তোমার
চোখের দৃষ্টি ফিরে পাও এবং আল্লাহর রুহে পূর্ণ হও।”

১৮-১৯তখনই তাঁর চোখ থেকে আঁশের মতো কিছু একটা পড়ে গেলো এবং তিনি আবার দেখতে পেলেন। অতঃপর তিনি
উঠে বায়াত নিলেন এবং খাওয়া-দাওয়া করে শক্তি ফিরে পেলেন। ২০তিনি দামেস্কে উম্মতদের সংগে কয়েকদিন থাকলেন।
তখন তিনি সিনাগোগগুলোতে এই কথা বলে হযরত ইসা আ. এর বিষয়ে প্রচার করতে লাগলেন যে, তিনিই আল্লাহর একান্ত
প্রিয় মনোনীত জন।

২১যারা তাঁর কথা শুনলো, তারা আশ্চর্য হলো এবং বললো, “এ কি সেই লোক নয়, যে জেরুসালেমে যারা হযরত ইসা
আ. এর নামে মোনাজাত করে, তাঁদের জুলুম করতো? এবং এখানেও যাঁরা তা করে, তাঁদের বেঁধে প্রধান ইমামদের কাছে
নিয়ে যাবার জন্যই কি সে এখানে আসেনি?”

২২হযরত শৌল রা. আরো শক্তিশালী হয়ে উঠতে লাগলেন এবং হযরত ইসা আ.-ই যে মসিহ, তা দামেস্কের ইহুদিদের
কাছে প্রমাণ করে তাদের বুদ্ধি হারা করে দিলেন। ২৩-২৪এর কয়েকদিন পর ইহুদিরা তাঁকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করতে
লাগলো, কিন্তু হযরত শৌল রা. তাদের ষড়যন্ত্রের কথা জানতে পারলেন। তাঁকে হত্যা করার জন্য তারা শহরের দরজাগুলো
দিনরাত পাহারা দিতে লাগলো। ২৫কিন্তু একদিন রাতের বেলা তাঁর সাগরেদরা একটি ঝুড়িতে করে, দেয়ালের একটি
জানালার মধ্য দিয়ে, তাঁকে নিচে নামিয়ে দিলেন।

২৬যখন তিনি জেরুসালেমে এলেন, তখন হাওয়ারিদের সংগে যোগ দিতে চেষ্টা করলেন, কিন্তু তাঁরা সবাই তাঁকে ভয়
করতে লাগলেন। কারণ তাঁরা বিশ্বাস করলেন না যে, তিনিও একজন উম্মত হয়েছেন। ২৭কিন্তু হযরত বার্নবাস রা. তাঁকে
সংগে করে হাওয়ারিদের কাছে নিয়ে গিয়ে তাঁদের জানালেন, কীভাবে দামেস্কের পথে তিনি হযরত ইসা আ.কে দেখতে
পেয়েছিলেন। এবং তিনি তাঁর সংগে কীভাবে কথা বলেছিলেন, আর দামেস্কে তিনি হযরত ইসা আ. এর বিষয়ে কীভাবে
সাহসের সংগে প্রচার করেছিলেন।

২৮অতঃপর তিনি জেরুসালেমে তাঁদের সংগে চলাফেরা করতে লাগলেন এবং সাহসের সংগে হযরত ইসা আ. এর বিষয়ে
কথা বলতে লাগলেন। ২৯তিনি সাহসের সংগে গ্রীকদের সংগে কথা বলতেন ও তর্ক করতেন। কিন্তু তারা তাঁকে হত্যা করার
চেষ্টা করতে লাগলো। ৩০ইমানদার ভাইয়েরা এ-কথা শুনে তাঁকে কৈসরিয়া শহরে নিয়ে এলেন এবং পরে তাঁকে তার্সো শহরে
পাঠিয়ে দিলেন।

৩১এই সময় ইহুদিয়া, গালিল ও সামেরিয়া প্রদেশের কওমরা সংগঠিত হয়ে উঠছিলেন ও তাঁদের মধ্যে শান্তি ছিলো।
আল্লাহর প্রতি ভয়ে ও আল্লাহর রুহের উৎসাহে তাঁদের সংখ্যাও বেড়ে যাচ্ছিলো।

৩২হযরত পিতর রা. সব জায়গার ইমানদারদের মধ্যে ঘুরতে-ঘুরতে লুদ্দা গ্রামে বসবাসকারী একজন কামেলের কাছে
এলেন। ৩৩সেখানে তিনি আনিয়াস নামে একজনের দেখা পেলেন। সে অবশরোগে আট বছর ধরে বিছানায় পড়েছিলো।
৩৪হযরত পিতর রা. তাঁকে বললেন, “আনিয়াস, হযরত ইসা মসিহ তোমাকে সুস্থ করছেন। ওঠো, তোমার বিছানা তুলে
নাও।”এবং তখনই সে উঠে দাঁড়ালো। ৩৫এতে লুদ্দা ও সারোনের সমস্ত লোক তাকে দেখলো এবং আল্লাহর দিকে ফিরলো।

৩৬জাফা শহরে টাবিথা নামে একজন উম্মত ছিলেন। গ্রীক ভাষায় এই নামের অর্থ দর্কাস্। তিনি সব সময় ভালো কাজ
করতেন ও গরিবদের সাহায্য করতেন। ৩৭সেই সময় তিনি অসুস্থ হয়ে মারা গেলেন। আর তারা তাকে গোসল করিয়ে
ওপরের কামরায় রেখেছিলো। ৩৮যেহেতু জাফা ছিলো লুদ্দার কাছে, তাই কওমের লোকেরা যখন শুনলেন যে, হযরত পিতর
রা. সেখানে আছেন, তখন তারা দু'ব্যক্তিকে তার কাছে পাঠিয়ে তাকে এই অনুরোধ জানালেন, “দয়া করে তাড়াতাড়ি
আমাদের কাছে আসুন।”

[৩৯]সুতরাং, হযরত পিতর রা. তাঁদের সংগে গেলেন। তিনি সেখানে পৌঁছালে তাঁকে ওপরের কামরায় নিয়ে যাওয়া হলো। বিধবারা সবাই তার চারদিকে দাঁড়িয়ে কাঁদতে লাগলেন এবং দর্কা বেঁচে থাকতে যে-সব কোর্তা ও অন্যান্য কাপড়-চোপড় তৈরি করেছিলেন, তা তাঁকে দেখাতে লাগলেন। [৪০]তিনি তাদের সবাইকে ঘর থেকে বের করে দিলেন এবং হাঁটু পেতে মোনাজাত করলেন। তিনি মৃত দেহের দিকে ফিরে বললেন, "টাবিথা, উঠো।" তিনি তখন চোখ খুললেন এবং হযরত পিতর রা.-কে দেখে উঠে বসলেন, এবং [৪১]তিনি তার হাত ধরে তাকে উঠতে সাহায্য করলেন। তারপর তিনি কামেল ও বিধবাদের ডেকে দেখালেন যে, তিনি বেঁচে উঠেছেন। [৪২]এ-কথা জাফার সবাই জানতে পারলো এবং অনেকেই হযরত ইসা আ. এর ওপর ইমান আনলো। [৪৩]সেই সময় তিনি জাফাতে সিমোন নামের এক চামড়া-ব্যবসায়ীর বাড়িতে বেশ কিছুদিন থাকলেন।

রুকু ১০

[১]কৈসরিয়া শহরে কর্নেলিয়াস নামে একজন লোক ইতালিয় সৈন্যদলের লেফটেন্যান্ট ছিলেন। [২]তিনি আল্লাহ্‌ভক্ত ছিলেন এবং তিনি ও তার পরিবারের সবাই আল্লাহর এবাদত করতেন। তিনি খুশি মনে গরিবদের দান করতেন এবং সব সময় আল্লাহর কাছে মোনাজাত করতেন।

[৩]এক দিন বেলা তিনটার সময় তিনি একটি দর্শন পেলেন। তিনি স্পষ্ট দেখতে পেলেন যে, আল্লাহর এক ফেরেস্তা এসে তাকে ডাকছেন, "কর্নেলিয়াস।" [৪]তিনি ভয়ে ভয়ে তার দিকে তাকিয়ে বললেন, "ইয়া আল্লাহ, এ কী?" তিনি উত্তর দিলেন, "তোমার মোনাজাত ও তোমার দানের কথা বেহেস্তে পৌঁছেছে এবং আল্লাহ তা মনে রেখেছেন। [৫]এখন জাফাতে লোক পাঠাও আর সাফওয়ান, যাকে পিতর নামে ডাকা হয়, তাকে ডেকে আনো। [৬]সমুদ্রের ধারে চামড়া-ব্যবসায়ী সিমোনের বাড়িতে সে আছে।" [৭]যে-ফেরেস্তা তার সংগে কথা বলছিলেন, তিনি চলে গেলে পর কর্নেলিয়াস তার দু'জন গোলাম ও একজন সাহায্যকারী সৈন্যকে ডাকলেন। [৮]এবং সমস্ত কথা বুঝিয়ে বলার পর তিনি তাঁদের জাফাতে পাঠালেন।

[৯]পরদিন যখন সেই লোকেরা জাফা শহরের দিকে আসছিলো, তখন বেলা প্রায় দুপুর। হযরত পিতর রা. মোনাজাত করার জন্য সেই সময় ছাদে উঠলেন। [১০]তখন তাঁর খুব ক্ষুধা পেলো এবং তিনি কিছু খেতে চাইলেন। যখন খাবার তৈরি হচ্ছিলো, তখন তিনি প্রায় ঘুমিয়ে পড়লেন।

[১১]সেই অবস্থায় তিনি দেখলেন, আসমান খুলে গেছে এবং বড়ো চাদরের মতো কোনো একটি জিনিসকে চার কোণা ধরে দুনিয়াতে নামিয়ে দেয়া হচ্ছে। [১২]এর মধ্যে সব রকমের চার পা ওয়ালা পশু, বুকে হাঁটা প্রাণী এবং বিভিন্ন পাখি রয়েছে। [১৩]তারপর তিনি একটি কণ্ঠস্বর শুনলেন, তাঁকে বলছেন, "হে পিতর, ওঠো, মেরে খাও।"

[১৪]কিন্তু হযরত পিতর রা.বললেন, "না, না, মালিক, কিছুতেই না। আমি কখনো হারাম কোনো কিছু খাইনি। [১৫]কণ্ঠস্বর তাঁকে আবার বললেন, "আল্লাহ যা হালাল করেছেন, তাকে তুমি হারাম বলো না।" [১৬]তিনবার এরকম হলো এবং হঠাৎ করে সেগুলো আসমানে তুলে নেয়া হলো।

[১৭]হযরত পিতর রা.যখন তার দেখা দর্শনের অর্থ কী হতে পারে, তা নিয়ে মনে-মনে ভাবছিলেন, তখনই কর্নেলিয়াসের পাঠানো লোকেরা এসে দরজায় উপস্থিত হলো। [১৮]তারা সিমোনের বাড়ির খোঁজ করছিলো। তারা ডেকে জিজ্ঞেস করলো, "সিমোন, যাকে পিতরও বলা হয়, তিনি কি এখানে আছেন?"

[১৯]হযরত পিতর রা. তখনো দর্শনের কথা ভাবছিলেন, এ-সময় আল্লাহর রুহ তাঁকে বললেন, "দেখো, তিনজন লোক তোমার খোঁজ করছে। [২০]ওঠো, নিচে যাও। কোনো সন্দেহ না-করে তাদের সংগে যাও, কারণ আমিই তাদের পাঠিয়েছি।"

[২১]তখন তিনি নিচে নেমে এসে সেই লোকদের বললেন, "তোমরা যার খোঁজ করছো, আমিই সেই লোক। তোমরা কেনো এসেছো?" [২২]তারা উত্তর দিলো, "লেফটেন্যান্ট কর্নেলিয়াস আমাদের পাঠিয়েছেন। তিনি একজন দীনদার লোক এবং আল্লাহকে ভয় করেন। গোটা ইহুদি জাতি তার সুনাম করে। একজন পবিত্র ফেরেস্তা তাকে হুকুম দিয়েছেন, [২৩]যেনো তিনি আপনাকে তার বাড়িতে ডেকে নিয়ে গিয়ে আপনার কথা শোনেন।" তখন হযরত পিতর রা. তাদের ভেতরে নিয়ে এলেন এবং তাদের থাকার ও খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করলেন। পরদিন তিনি উঠে তাদের সংগে রওনা হলেন এবং জাফা শহরের কয়েকজন ইমানদার ভাইও তাদের সংগে গেলেন।

[২৪]এর পরদিন তারা কৈসরিয়াতে পৌঁছলেন। কর্নেলিয়াস তাঁদের জন্য অপেক্ষা করছিলেন।

তিনি তার আত্মীয়-স্বজন ও বিশেষ বন্ধুদেরও ডেকেছিলেন। [২৫]হযরত পিতর রা. যখন ঘরে ঢুকলেন, তখন কর্নেলিয়াস তাঁর কাছে গিয়ে তাঁর পায়ের ওপর উবুড় হয়ে পড়ে তাঁকে সেজদা করলেন। [২৬]কিন্তু হযরত পিতর রা. তাকে উঠিয়ে বললেন, "উঠুন, আমি নিজেও তো একজন মানুষ মাত্র।"

[২৭]তিনি তার সংগে কথা বলতে-বলতে ভেতরে গিয়ে দেখলেন, সেখানে অনেক লোক জমায়েত হয়েছেন। [২৮]তিনি তাদের বললেন, "আপনারা তো জানেন যে, একজন ইহুদির পক্ষে একজন অইহুদির সংগে মেলামেশা করা বা তার সংগে দেখা করা শরিয়ত-বিরুদ্ধ কাজ। কিন্তু আল্লাহ্ আমাকে দেখিয়েছেন যে, আমি যেনো কাউকে অপবিত্র বা নাপাক না-বলি। [২৯]তাই যখন আপনারা আমাকে ডেকে পাঠালেন, তখন কোনো আপত্তি না-করেই আমি এসেছি। এখন আমি কি জিজ্ঞেস করতে পারি, কেনো আমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন?"

[৩০]কর্নেলিয়াস বললেন, "চারদিন আগে ঠিক এই সময়, বেলা তিনটায়, আমি আমার ঘরে মোনাজাত করছিলাম, তখন হঠাৎ উজ্জ্বল কাপড় পরা এক লোক আমার সামনে দাঁড়িয়ে বললেন, [৩১]'কর্নেলিয়াস, আল্লাহ্ তোমার মোনাজাত শুনেছেন এবং তোমার দানের কথা তিনি মনে রেখেছেন। [৩২]জাফাতে লোক পাঠাও আর সাফওয়ান, যাকে পিতরও বলা হয়, তাকে ডেকে আনো। সে সমুদ্রের ধারের চামড়া-ব্যবসায়ী সিমোনের বাড়িতে আছে।'

[৩৩]এ-জন্য আমি তখনই আপনাকে ডেকে আনার জন্য লোক পাঠিয়ে দিলাম এবং আপনি দয়া করে এসেছেন। এখানে আমরা সবাই এখন আল্লাহর সামনে আছি। তিনি আপনাকে আমাদের কাছে যা বলতে হুকুম দিয়েছেন, আমরা তার সবই শুনবো।"

[৩৪]তখন হযরত সাফওয়ান রা. বলতে আরম্ভ করলেন, "আমি এখন সত্যিই বুঝতে পারলাম, আল্লাহ্ পক্ষপাতিত্ব করেন না। [৩৫]প্রত্যেক জাতির মধ্যে যারা তাঁকে ভয় করে এবং তাঁর চোখে যা ঠিক তা-ই করে, তিনি তাদের গ্রহণ করেন।

[৩৬]আপনারা জানেন যে, বনি-ইস্রাইলের কাছে তিনি এই কালাম পাঠিয়ে ছিলেন, হযরত ইসা মসিহের মাধ্যমেই শান্তি প্রচারিত হচ্ছে। তিনি সব মানুষের বাদশাহ।

[৩৭]হযরত ইয়াহিয়া আ. তাঁর বায়াতের কথা ঘোষণা করার পর গালিল থেকে আরম্ভ করে ইহুদিয়ার সব জায়গায় এই সংবাদ প্রচারিত হয়েছে– [৩৮]কীভাবে আল্লাহ্ নাসরতের হযরত ইসা আ.কে আল্লাহর রুহ্ ও শক্তি দিয়ে অভিষেক করেছিলেন, কীভাবে তিনি ভালো কাজ করে বেড়াতেন এবং ইবলিসের হাতে যারা কষ্ট পেতো তাদের সবাইকে সুস্থ করতেন, কারণ আল্লাহ্ তাঁর সংগে ছিলেন।

[৩৯]ইহুদিয়ায় এবং জেরুসালেমে তিনি যা-যা করেছিলেন, আমরা সে-সবের সাক্ষী। তারা তাঁকে সলিবে টাঙিয়ে হত্যা করেছিলো। [৪০]কিন্তু আল্লাহ্ তৃতীয় দিনে তাঁকে জীবিত করে তুললেন, এবং মানুষকে দেখা দিতে দিলেন– [৪১]সবাইকে নয়, কিন্তু আল্লাহ্ যাদের সাক্ষী হিসাবে বেছে নিয়েছিলেন এবং মৃত থেকে জীবিত হয়ে ওঠার পরে আমরা যারা তাঁর সংগে খাওয়া-দাওয়া করেছি, সেই আমাদেরকেই। [৪২]তিনি আমাদের হুকুম দিয়েছেন, যেনো আমরা লোকদের কাছে প্রচার করি এবং সাক্ষ্য দেই যে, আল্লাহ্ তাঁকেই জীবিত ও মৃতদের বিচারকর্তা হিসাবে নিযুক্ত করেছেন। [৪৩]সব নবিই তাঁর বিষয়ে এই সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, যারা তাঁর ওপর ইমান আনে, তারা প্রত্যেকে তাঁর নামে গুনাহের ক্ষমা পায়।"

[৪৪]হযরত সাফওয়ান রা. তখনো কথা বলছেন, এমন সময় যারা সে-কথা শুনছিলো, তাদের সকলের ওপর আল্লাহর রুহ নেমে এলেন। [৪৫]যে খতনা করা ইমানদারেরা হযরত সাফওয়ান রা. সংগে এসেছিলেন, তারা এটা দেখে আশ্চর্য হলেন যে, অইহুদিদের ওপরেও আল্লাহর রুহের দান ঢেলে দেয়া হলো। [৪৬]কারণ তাঁরা তাদের ভিন্ন ভাষায় কথা বলতে ও আল্লাহর প্রশংসা করতে শুনলেন।

[৪৭]তখন হযরত সাফওয়ান রা. বললেন, "পানিতে বায়াত নিতে কি এই লোকদের কেউ বাধা দিতে পারে? তারা তো আমাদের মতোই আল্লাহর রুহকে পেয়েছেন।" [৪৮]তখন তিনি তাদের সবাইকে হযরত ইসা মসিহের নামে বায়াত নেবার হুকুম দিলেন। পরে তারা তাঁকে তাদের কাছে কয়েকদিন থাকতে অনুরোধ করলেন।

রুকু ১১

[১]অইহুদিরাও যে আল্লাহর কালামের ওপর ইমান এনেছেন, সে-কথা হাওয়ারিরা এবং সমস্ত ইহুদিয়ার ইমানদার ভাইয়েরা শুনলেন। [২]এ-জন্য হযরত সাফওয়ান রা. যখন জেরুসালেমে ফিরে এলেন, তখন খতনা করানো ইমানদারেরা তাঁকে দোষ দিয়ে বললেন, [৩]"আপনি কেনো খতনা না-করানো লোকদের ঘরে গিয়েছেন এবং তাদের সংগে খাওয়া-দাওয়া করেছেন?"

[৪]তখন হযরত সাফওয়ান রা. এক-এক করে সমস্ত ঘটনা তাদের বুঝিয়ে বললেন– [৫]"আমি জাফা শহরে মোনাজাত করছিলাম। এমন সময় তন্দ্রার মতো অবস্থায় পড়ে একটি দর্শন পেলাম। [৬]আমি দেখলাম, বড়ো চাদরের মতো কি একটি জিনিস চার কোণা ধরে আসমান থেকে আমার কাছে নামিয়ে দেয়া হচ্ছে। আমি ভালো করে তাকিয়ে দেখলাম তার মধ্যে নানা রকম পশু, বুনো জানোয়ার, বুকে হাঁটা প্রাণী এবং পাখি আছে।

[৭]আমি শুনতে পেলাম একটি কণ্ঠস্বর আমাকে বলছেন, 'সাফওয়ান, উঠো; মেরে খাও।' [৮]কিন্তু আমি বললাম, "না, না, মালিক, কিছুতেই না; হারাম কোনো কিছু কখনো আমি মুখে দেইনি।' [৯]কিন্তু আসমান থেকে সেই কণ্ঠস্বর দ্বিতীয় বার বললেন, 'আল্লাহ্ যা হালাল করেছেন, তাকে তুমি হারাম বলো না।' [১০]এরকম তিন বার হলো, তারপর সবকিছু আবার আসমানে তুলে নেয়া হলো।

[১১]এর প্রায় সংগে-সংগে আমি যে-বাড়িতে ছিলাম, সেই বাড়িতে তিন জন লোক এসে উপস্থিত হলো। কৈসরিয়া থেকে তাদের পাঠানো হয়েছিলো। [১২]আল্লাহর রুহ আমাকে বললেন, যেনো কোনো সন্দেহ না-করে আমি তাদের সংগে যাই এবং তাদের ও আমাদের মধ্যে কোনো পার্থক্য না-করি। এই ছয় ভাইও আমার সংগে গিয়েছিলেন এবং আমরা সেই লোকের বাড়িতে ঢুকলাম।

[১৩]তিনি আমাদের বললেন, কীভাবে একজন ফেরেস্তাকে তার ঘরে দেখলেন এবং তার কথা শুনলেন– 'সাফওয়ান, যাকে পিতরও বলা হয়, তাকে ডেকে আনতে তুমি জাফা শহরে লোক পাঠাও। [১৪]সে তোমাকে একটি সংবাদ দেবে এবং এতে তুমি ও তোমার গোটা পরিবার নাজাত পাবে।' [১৫]এবং আমি কথা বলতে শুরু করলে আল্লাহর রুহ তাদের ওপরে নেমে এলেন, ঠিক যেভাবে প্রথমে আমাদের ওপরে এসেছিলেন।

[১৬]তখন হযরত ইসা আ. যা বলেছিলেন, সে-কথা আমার মনে পড়লো- 'ইয়াহিয়া পানিতে বায়াত দিতেন কিন্তু তোমরা আল্লাহর রুহে বায়াত পাবে।' [১৭]যদি আল্লাহ্ তাদের একই দান দেন, যে-দান হযরত ইসা মসিহের ওপর ইমান আনার পর আমাদের দেয়া হয়েছিলো, তাহলে আমি কে যে, আল্লাহকে বাধা দিতে পারি?" [১৮]এ-কথা শুনে তাঁরা শান্ত হলেন এবং আল্লাহর প্রশংসা করে বললেন, "তাহলে আল্লাহ্ অইহুদিদেরও তওবা করার সুযোগ দিলেন, যা তাদেরকে নাজাতে নিয়ে যাবে।"

[১৯]হযরত স্তিফান র.-কে কেন্দ্র করে ইমানদারদের ওপর জুলুমের কারণে যারা বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে পড়েছিলেন, তাঁরা ফিনিসিয়া, সাইপ্রাস ও আন্তিয়খিয়া পর্যন্ত গিয়ে কেবল ইহুদিদের কাছেই আল্লাহর কালাম প্রচার করেছিলেন। [২০]কিন্তু তাঁদের মধ্যে সাইপ্রাস ও সাইরিনির কয়েকজন আন্তিয়খিয়াতে গিয়ে গ্রীকদের কাছে হযরত ইসা মসিহের বিষয়ে প্রচার করতে লাগলেন। [২১]আল্লাহর রহমতের হাত তাঁদের ওপর ছিলো, এবং অনেক লোক হযরত ইসা মসিহের ওপর ইমান এনে তাঁর দিকে ফিরলো।

[২২]এই খবর জেরুসালেমের কওমের লোকদের কানে গেলে তাঁরা হযরত বার্নবাস র.-কে আন্তিয়খিয়াতে পাঠিয়ে দিলেন। [২৩]তিনি সেখানে গিয়ে লোকদের প্রতি আল্লাহর রহমত দেখে আনন্দিত হলেন এবং আল্লাহর শুকরিয়া জানালেন। [২৪]হযরত ইসা আ. এর প্রতি বিশ্বস্ত থাকতে ও এবাদতে মনোযোগী হতে তিনি তাদের উৎসাহ দিলেন। কারণ তিনি একজন ভালো লোক ছিলেন এবং ইমানে ও আল্লাহর রুহে পূর্ণ ছিলেন। অনেক মানুষকেই তিনি হযরত ইসা আ. এর কাছে নিয়ে এসেছিলেন।

[২৫,২৬]এরপর হযরত বার্নবাস র. হযরত শৌল রা.-র খোঁজে তার্সো শহরে গেলেন। আর তাঁকে খুঁজে পেয়ে আন্তিয়খিয়াতে নিয়ে এলেন। তাঁরা প্রায় এক বছর পর্যন্ত কওমের সংগে মিলিত হয়ে অনেক লোককে শিক্ষা দিলেন। এবং এই আন্তিয়খিয়াতেই প্রথম সেখানকার অনুসারীদের তাদের ভাষায় খ্রীষ্টিয়ানুস্ নামে ডাকা হয়।

[২৭,২৮]সেই সময় জেরুসালেম থেকে বিশেষ কয়েকজন ইমানদার ব্যক্তি আন্তিয়খিয়াতে এলেন। তাদের মধ্যে আগাব নামে একজন উঠে দাঁড়িয়ে রুহের পরিচালনায় বললেন যে, সারা দুনিয়ায় ভীষণ এক দুর্ভিক্ষ হবে।

এবং ক্লডিয়াসের রাজত্বের সময়ে সে-কথা পূর্ণ হয়েছিলো। ২৯তখন কওমের লোকের ঠিক করলেন যে, তারা প্রত্যেকে নিজ-নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী ইহুদিয়ার ইমানদার ভাইদের জন্য সাহায্য পাঠাবেন। ৩০তারা হযরত বার্নবাস র. ও হযরত শৌল রা.-র হাত দিয়ে জেরুসালেমে বুজুর্গদের কাছে তা পাঠিয়ে ছিলেন।

রুকু ১২

১সেই সময় বাদশাহ হেরোদ জুলুম করার জন্য কওমের কয়েকজনকে ধরে এনেছিলেন। ২তিনি হযরত ইউহোন্না রা.-র ভাই হযরত ইয়াকুব রা.-কে তরবারি দিয়ে হত্যা করিয়ে ছিলেন। ৩যখন তিনি দেখলেন ইহুদিরা তাতে খুশি হয়েছে, তখন তিনি হযরত সাফওয়ান রা.-কে ধরতে গেলেন। ৪এই ঘটনা ইদুল-মাত্‌ছের সময় হয়েছিলো। তিনি হযরত সাফওয়ান রা.-কে ধরে জেলে দিলেন। চারজন-চারজন করে চার দল সৈন্যের ওপর তাকে পাহারা দেবার ভার দেয়া হলো। তিনি ঠিক করলেন, ইদুল-ফেসাখের পরে বিচার করার জন্য তাঁকে লোকদের সামনে আনবেন।

৫হযরত সাফওয়ান রা. জেলখানায় বন্দি থাকা অবস্থায় কওমের লোকেরা তাঁর জন্য আল্লাহর কাছে আকুলভাবে মোনাজাত করছিলেন। ৬যেদিন হেরোদ বিচারের জন্য হযরত সাফওয়ান রা.-কে বের করে আনবেন, তার আগের রাতে দু'জন সৈন্যের মাঝখানে তিনি দু'টো শেকল দিয়ে বাঁধা অবস্থায় ঘুমাচ্ছিলেন। এবং পাহারাদাররা দরজায় পাহারা দিচ্ছিলো।

৭এমন সময় হঠাৎ আল্লাহর এক ফেরেস্তা সেখানে উপস্থিত হলেন এবং জেলখানার সেই কামরাটা আলোয় উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। তিনি হযরত সাফওয়ান রা. গায়ে জোরে ঠেলা দিয়ে তাঁকে জাগিয়ে বললেন, "তাড়াতাড়ি ওঠো।" এতে তাঁর দু'হাত থেকে শেকল খুলে পড়ে গেলো। ৮তখন ফেরেস্তা তাঁকে বললেন, "তোমার কোমরে কোমর-বাঁধনি লাগাও, পায়ে জুতা পরো।" তিনি তা-ই করলেন। অতঃপর তিনি তাঁকে বললেন, "তোমার চাদরখানা গায়ে জড়িয়ে আমার পেছনে-পেছনে এসো।"

৯হযরত সাফওয়ান রা. তাঁর পেছনে-পেছনে বাইরে এলেন, কিন্তু ফেরেস্তা যা করছিলেন তা যে সত্যি সত্যিই ঘটছে, তার কিছুই তিনি বুঝতে পারলেন না। তিনি মনে করলেন দর্শন দেখছেন।

১০তাঁরা প্রথম ও দ্বিতীয় পাহারাদারদের দল পার হয়ে শহরে ঢোকার লোহার দরজার কাছে এলেন। দরজাটা তাঁদের জন্য নিজে-নিজেই খুলে গেলো। তাঁরা তার মধ্য দিয়ে বের হয়ে একটি রাস্তা ধরে হেঁটে চললেন। এই সময় ফেরেস্তা হঠাৎ তাকে ছেড়ে চলে গেলেন। ১১তখন হযরত সাফওয়ান রা. যেনো চেতনা ফিরে পেলেন এবং বললেন, "এখন আমি সত্যিই বুঝতে পারলাম যে, আল্লাহ্‌ তাঁর ফেরেস্তাকে পাঠিয়ে হেরোদের হাত থেকে এবং ইহুদিরা যা করার ষড়যন্ত্র করছিলো, তা থেকে আমাকে রক্ষা করলেন।"

১২এ-কথা বুঝতে পেরে তিনি হযরত ইউহোন্না রা.-র মা মরিয়মের বাড়িতে গেলেন। এই হযরত ইউহোন্না রা.-কে মার্ক বলেও ডাকা হতো। সেখানে অনেকে এক সংগে মিলিত হয়ে মোনাজাত করছিলেন। ১৩তিনি বাইরের দরজায় আঘাত করলে পর রোদা নামে এক দাসী দরজা খুলতে এলো। ১৪সে হযরত সাফওয়ান রা.-র গলার আওয়াজ চিনতে পেরে এতো আনন্দিত হলো যে, দরজা না-খুলেই দৌড়ে ভেতরের ঘরে গিয়ে সংবাদ দিলো যে, হযরত সাফওয়ান রা. দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছেন। ১৫তাঁরা তাকে বললেন, "তোমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে।" কিন্তু সে বার বার জোর দিয়ে বলাতে তারা বললেন, "তবে এ তার আত্মা।"

১৬এদিকে তিনি দরজায় আঘাত করতেই থাকলেন। তখন তাঁরা দরজা খুলে তাঁকে দেখে অবাক হলেন। ১৭তিনি হাতের ইশারায় তাঁদের চুপ করতে বললেন এবং জেলখানা থেকে আল্লাহ্‌ তাঁকে কীভাবে বের করে এনেছেন, তা তাঁদের জানালেন। তিনি এও বললেন, "এই খবর হযরত ইয়াকুব রা. ও অন্য ভাইদেরও দিয়ো।" এ-কথা বলে তিনি বের হয়ে অন্য জায়গায় চলে গেলেন।

১৮সকাল হলে পর হযরত সাফওয়ান রা. কোথায় গেলেন, তা নিয়ে সৈন্যদের মধ্যে হুলস্থুল পড়ে গেলো। ১৯হেরোদ খুব ভালো করে খোঁজাখুঁজি করলেন। কিন্তু তাঁকে না-পেয়ে পাহারাদারদের জেরা করলেন এবং পরে তাদের হত্যা করার হুকুম দিলেন। এরপর তিনি ইহুদিয়া থেকে কৈসরিয়াতে চলে গেলেন এবং সেখানেই থাকলেন।

২০সেই সময় হেরোদ টায়ার ও সিডন শহরের লোকদের ওপরে খুব রেগে গেলেন। তখন সেখানকার লোকেরা এক সংগে মিলে হেরোদের সংগে দেখা করতে গেলো। ব্লাস্ত নামে বাদশাহর শোবার ঘরের বিশ্বস্ত কর্মচারীকে নিজেদের পক্ষে এনে তারা

বাদশাহর সংগে একটি মীমাংসা করতে চাইলো। কারণ বাদশাহ হেরোদের দেশ থেকেই তাদের দেশে খাদ্য সামগ্রী আসতো। ২১তখন হেরোদ পূর্ব নির্ধারিত একটি দিনে রাজ-পোশাক পরে সিংহাসনে বসে সেই লোকদের কাছে কথা বলতে লাগলেন। ২২তার কথা শুনে লোকেরা চিৎকার করে বলতে থাকলো, "এ দেবতার কণ্ঠস্বর, মানুষের কথা নয়।" ২৩হেরোদ আল্লাহর গৌরব করেননি বলে তখনই আল্লাহর এক ফেরেস্তা তাকে আঘাত করলেন। আর কৃমি তাকে খেলো এবং তিনি মারা গেলেন।

২৪কিন্তু আল্লাহর কালাম ছড়িয়ে পড়তে থাকলো এবং অনেক লোক তাঁর ওপর ইমান আনতে লাগলো। ২৫এদিকে হযরত বার্নবাস রা. ও হযরত শৌল রা. তাঁদের কাজ শেষ করে হযরত ইউহোন্না র.-কে সংগে নিয়ে জেরুসালেমে ফিরে গেলেন। এই ইউহোন্নাকে মার্ক নামেও ডাকা হতো।

রুকু ১৩

১ আন্তিয়খিয়ার অনুসারীদের মধ্যে কয়েকজন ওলি ও শিক্ষক ছিলেন। তাদের নাম হযরত বার্নবাস র., হযরত নিগের র. নামে পরিচিত সিমোন, সাইরিনীয় হযরত লুকিয়াস র., শাসনকর্তা হেরোদের রাজ সভার হযরত মানায়েন র. এবং হযরত শৌল রা.। ২তারা যখন রোজা রাখছিলেন এবং আল্লাহর এবাদত করছিলেন, তখন আল্লাহর রুহ তাদের বললেন, "বার্নবাস আর শৌলকে আমি যে-কাজের জন্য ডেকেছি, তার জন্য তাদের আলাদা করে দাও।"

৩তখন তাঁরা রোজা রেখে ও মোনাজাত করে সেই দু'জনের ওপর হাত রাখলেন এবং তাঁদের পাঠিয়ে দিলেন। ৪আল্লাহর রুহের দ্বারা প্রেরিত হয়ে হযরত বার্নবাস র. ও হযরত শৌল রা. সেলেউকিয়াতে গেলেন। ৫পরে সেখান থেকে জাহাজে করে সাইপ্রাসে গেলেন। সালামিতে পৌঁছে তাঁরা ইহুদিদের সিনাগোগে আল্লাহর কালাম প্রচার করলেন এবং হযরত ইউহোন্না র. ও সাহায্যকারী হিসাবে তাদের সংগে ছিলেন।

৬গোটাদ্বীপ ঘোরা শেষে তাঁরা পাফোতে এলেন এবং সেখানে বার-ইসা নামে একজন ইহুদি জাদুকর ও ভন্ড-নবির দেখা পেলেন। ৭,৮সেই ভন্ড-নবিকে ইলুমা, অর্থাৎ জাদুকর বলা হতো। সেই জাদুকর সের্গিয়-পৌলের একজন বন্ধু আর তিনি ছিলেন একজন বুদ্ধিমান লোক। সের্গিয়-পৌল আল্লাহর কালাম শোনার জন্য হযরত বার্নবাস র. ও হযরত শৌল রা.-কে ডেকে পাঠালেন। কিন্তু ইলুমা তাদের বাধা দিতে চেষ্টা করলো।

৯কিন্তু শৌল, যাকে হযরত পৌল রা. বলেও ডাকা হতো, তিনি আল্লাহর রুহে পূর্ণ হয়ে সোজা ইলুমার দিকে তাকালেন, এবং বললেন "তুমি ইবলিসের সন্তান ও দীনদারির শত্রু ১০সব রকম ছলনা ও ঠকামিতে পূর্ণ। তুমি কি আল্লাহর সোজা পথকে বাঁকা করার কাজ কখনো থামাবে না? এখন শোনো, আল্লাহর হাত তোমার বিরুদ্ধে উঠেছে। ১১তুমি অন্ধ হয়ে যাবে এবং কিছুদিন সূর্যের আলো দেখতে পাবে না।" তখনই কুয়াসা আর অন্ধকার তাকে ঢেকে ফেললো এবং কেউ যেনো তাকে হাত ধরে সাহায্য করতে পারে, এ-জন্য তখন সে হাতড়ে বেড়াতে লাগলো।

১২এসব দেখে সেই শাসনকর্তা ইমান আনলেন। কারণ আল্লাহর বিষয়ে যে-শিক্ষা তিনি পেয়েছিলেন, তাতে আশ্চর্য হয়েছিলেন। ১৩এরপর হযরত পৌল রা. ও তার সঙ্গীরা পাফো থেকে জাহাজে করে পাম্‌ফুলিয়ার পের্গায় এলেন। তবে১৪ হযরত ইউহোন্না র. তাদের ছেড়ে জেরুসালেমে ফিরে গেলেন। তারা পের্গা থেকে পিসিদিয়া প্রদেশের আন্তিয়খিয়া শহরে গেলেন এবং সাব্বাতে সিনাগোগে গিয়ে বসলেন।

১৫তওরাত ও সহিফাগুলো থেকে তেলাওয়াত করা শেষ হলে সিনাগোগের নেতারা তাঁদের বললেন, "ভাইয়েরা, লোকদের উৎসাহ দেবার জন্য যদি কোনো কথা আপনাদের থাকে, তবে বলুন।" ১৬তখন হযরত পৌল রা. উঠে দাঁড়ালেন এবং হাত তুলে বললেন, "হে বনি-ইস্রাইলেরা ও আল্লাহ্‌ভক্ত অইহুদিরা, শুনুন–

১৭-১৮এই ইস্রাইল জাতির আল্লাহ্ আমাদের পূর্বপুরুষদের বেছে নিয়েছিলেন। যখন তাঁরা মিসরে ছিলেন, তখন তাঁদের অনেক বড়ো জাতিতে পরিনত করেছিলেন। তাঁর মহা-ক্ষমতায় সেই দেশ থেকে তাঁদের বের করে এনেছিলেন।
প্রায় চল্লিশ বছর ধরে মরু-প্রান্তরের মধ্যে তাঁদের অন্যায় ব্যবহার সহ্য করেছিলেন। ১৯তারপর তিনি কেনান দেশের সাতটি জাতিকে ধ্বংস করে সেই দেশের ওপর তাঁদের অধিকার দিয়েছিলেন ।

[২০]এসব ঘটনা ঘটতে প্রায় চারশ-পঞ্চাশ বছর লেগেছিলো। এরপর নবি হযরত সামুয়েল আ. এর সময় পর্যন্ত তাঁদের শাসন করার জন্য আল্লাহ তাঁদের কয়েকজন কাজি দিয়েছিলেন। [২১]পরে তাঁরা একজন বাদশাহ চাইলো। তখন আল্লাহ্ তাঁদের বিন্ইয়ামিন বংশের কিস্-এর ছেলে তালুতকে দিয়েছিলেন।

[২২]তিনি চল্লিশ বছর রাজত্ব করেছিলেন। তারপর তিনি তাঁকে সরিয়ে হযরত দাউদ আ.কে বাদশাহ করলেন। তাঁর বিষয়ে সাক্ষ্য দিতে গিয়ে তিনি বলেন, 'আমি ইয়াচ্ছার ছেলে দাউদের মধ্যে আমার মনের মতো লোকের খোঁজ পেয়েছি। সে আমার সমস্ত ইচ্ছাপূর্ণ করবে।' [২৩]তিনি তাঁর ওয়াদা অনুসারে এই লোকের বংশধরদের মধ্য থেকে বনি-ইস্রাইলের কাছে নাজাতদাতা হযরত ইসা আ.-কে পাঠিয়েছেন।

[২৪]তাঁর আসার আগে হযরত ইয়াহিয়া আ. বনি-ইস্রাইলের কাছে তওবার বায়াত প্রচার করেছেন। [২৫]তিনি তাঁর কাজ শেষ করার সময় বলেছিলেন, 'আমি কে, তোমরা কী মনে করো? আমি তিনি নই, কিন্তু যিনি আমার পরে আসছেন, আমি তাঁর জুতার ফিতা খোলারও যোগ্য নই।'

[২৬]ভাইয়েরা, হে হযরত ইব্রাহিম আ. এর বংশধরেরা ও আল্লাহ্ভক্ত অইহুদিরা, নাজাতের এই যে কালাম, তা আমাদের কাছেই পাঠানো হয়েছে। [২৭]কারণ জেরুসালেমের লোকেরা ও তাঁদের নেতারা তাঁকে চেনেনি। এছাড়া নবিদের যে-কথা প্রত্যেক সাব্বাতে তেলাওয়াত করা হয়, তাও তাঁরা বুঝতে পারেনি। তাঁরা তাঁকে দোষী করে সেই কথাগুলো পূর্ণ করেছেন।

[২৮]যদিও মৃত্যুর শাস্তি দেবার মতো কোনো কারণ তারা পায়নি, তবুও পিলাতকে তারা বলেছেন, যেনো তাঁকে হত্যা করা হয়। [২৯]তাঁর বিষয়ে লেখা সবকিছু পূর্ণ করার পর তারা তাঁকে গাছ থেকে নামিয়ে দাফন করেছিলো। [৩০]কিন্তু আল্লাহ্ তাঁকে মৃত থেকে জীবিত করে তুলেছেন। [৩১]এবং গালিল থেকে যাঁরা তাঁর সংগে জেরুসালেমে এসেছিলেন, তিনি অনেকদিন পর্যন্ত তাঁদের দেখা দিয়েছিলেন। এখন তাঁরাই লোকদের কাছে তাঁর সাক্ষী।

[৩২]আমরা আপনাদের কাছে এই সুখবর দিচ্ছি যে, আমাদের পূর্বপুরুষদের কাছে আল্লাহ্ যে-ওয়াদা করেছিলেন, [৩৩]তিনি তাঁদের বংশধরদের জন্য হযরত ইসা আ.কে জীবিত করে তুলে তা পূর্ণ করেছেন। এই বিষয়ে জবুর শরীফের দ্বিতীয় রুকুতে এ-কথা লেখা আছে– 'তুমিই আমার একান্ত প্রিয়মনোনীত জন, আজই আমি তোমার প্রতি পালক হয়েছি।'

[৩৪]তিনি যে তাঁকে মৃত থেকে জীবিত করে তুলেছেন এবং তাঁর শরীর যে আর কখনো নষ্ট হবে না, [৩৫]সে-বিষয়ে তিনি এই কথাগুলো বলেছেন, 'দাউদের কাছে করা আমার পবিত্র ওয়াদা আমি তোমাকে দেবো।' এ-বিষয়ে জবুর শরীফের আরেক জায়গায় তিনি বলেছেন– 'তোমার পবিত্র ভক্তের শরীরকে তুমি নষ্ট হতে দেবে না।'

[৩৬]কারণ হযরত দাউদ আ.তাঁর সময়ের লোকদের মধ্যে আল্লাহর উদ্দেশ্য পূর্ণ করার পরে ইন্তেকাল করেছেন। তাঁর পূর্বপুরুষদের কবরের পাশে তাঁকে দাফন করা হয়েছে এবং তাঁর শরীর মাটিতে মিশে গেছে। [৩৭]কিন্তু আল্লাহ যাঁকে জীবিত করেছিলেন, তাঁর শরীর নষ্ট হয়নি।

[৩৮]এ-জন্য আমার ভাইয়েরা, আপনাদের জানা দরকার যে, তাঁর নামের মাধ্যমেই নাজাত পাবার কথা আপনাদের কাছে প্রচার করা হচ্ছে। [৩৯]আপনারা হযরত মুসা আ. এর শরিয়তের দ্বারা নাজাত পাননি, কিন্তু যে-কেউ হযরত ইসা মসিহের ওপর ইমান আনে, সে তার সমস্ত গুনাহ্ থেকে নাজাত পায়।

[৪০]এ-জন্য আপনারা সাবধান হোন, যেনো নবিরা যা বলেছেন, তা আপনাদের ওপর না-ঘটে– [৪১]'হে তামাসাকারীরা, তোমরা শোনো, তোমরা হতভম্ব হও ও ধ্বংস হও। কারণ তোমাদের সময়কালেই আমি একটি কাজ করছি। এমন কাজ, যা তোমরা কখনো বিশ্বাস করবে না; এমনকি কেউ বললেও না।'" [৪২]হযরত পৌল রা. আর হযরত বার্নবাস র. যখন বের হয়ে যাচ্ছিলেন, তখন লোকেরা তাঁদের অনুরোধ করলো, যেনো তাঁরা পরের সাব্বাতে এ-বিষয়ে আরো কিছু বলেন।

[৪৩]সিনাগোগের সভা শেষ হলে পর অনেক ইহুদি ও ইহুদি ধর্ম গ্রহণকারী আল্লাহ্ ভক্ত অইহুদিরা হযরত পৌল রা. আর হযরত বার্নবাস র.-র সংগে গেলেন। তাঁরা এই লোকদের উৎসাহ দিলেন, যেনো তাঁরা আল্লাহর রহমতের মধ্যে স্থির থাকেন।

[৪৪]পরের সাব্বাতে শহরের প্রায় সব লোক আল্লাহর কালাম শোনার জন্য এক সংগে মিলিত হলো। [৪৫]কিন্তু এতো লোকের ভিড় দেখে ইহুদিরা হিংসায় জ্বলে উঠলেন এবং হযরত পৌল রা.র সংগে তর্কাতর্কি ও তাঁর নিন্দা করতে লাগলেন। [৪৬]তখন হযরত পৌল রা. আর হযরত বার্নবাসর. সাহসের সংগে তাদের বললেন, "আল্লাহর কালাম প্রথমে আপনাদের কাছে বলা

দরকার ছিলো কিন্তু আপনারা যখন তা অগ্রাহ্য করছেন এবং আল্লাহর দীনে দাখিলের যোগ্য বলে নিজেদের মনে করছেন না, তখন আমরা অইহুদিদের কাছে যাচ্ছি।

৪৭কারণ হযরত ইসা মসিহ আমাদেরকে এই হুকুম দিয়েছেন, 'আমি তোমাকে অন্য জাতির কাছে আলোর মতো করেছি, যেনো তুমি দুনিয়ার শেষ সীমা পর্যন্ত নাজাত পৌঁছাতে পারো।' ৪৮অইহুদিরা এ-কথা শুনে খুশি হলো এবং আল্লাহর কালামের গৌরব করলো। আর দীনে দাখিল হওয়ার জন্য আল্লাহ্ যাদের ঠিক করে রেখেছিলেন, তারা ইমান আনলো।

৪৯,৫০আল্লাহর কালাম সেই এলাকার সমস্ত জায়গায় ছড়িয়ে পড়লো। কিন্তু ইহুদিরা আল্লাহর এবাদতকারী ভদ্র মহিলাদের এবং শহরের প্রধান-প্রধান লোকদের উসকে দিলো। এভাবে তাঁরা হযরত পৌল রা. আর হযরত বার্নবাস র. ওপর জুলুম করে সেই এলাকা থেকে তাঁদের তাড়িয়ে দিলো।

৫১তখন হযরত পৌল রা. আর হযরত বার্নবাস র. সেই লোকদের বিরুদ্ধে তাঁদের পায়ের ধুলো ঝেড়ে ফেলে ইকোনিয়ম শহরে চলে গেলেন। ৫২এবং সেখানকার উম্মতেরা আনন্দে ও আল্লাহর রুহে পূর্ণ হলো।

রুকু ১৪

১ইকোনিয়ম শহরেও একই ঘটনা ঘটলো। সেখানে হযরত পৌল রা. ও হযরত বার্নবাস র. ইহুদিদের সিনাগোগে গিয়ে এমনভাবে কথা বললেন যে, অনেক ইহুদি ও আল্লাহ্ ভক্ত অইহুদি ইমান আনলো। ২কিন্তু অবিশ্বাসী ইহুদিরা অইহুদিদের উসকে দিয়ে ইমানদার ভাইদের বিরুদ্ধে তাদের মন বিষিয়ে তুললো।

৩তাই তাঁরা বেশ কিছু দিন সেখানে রইলেন এবং সাহসের সংগে আল্লাহর কথা বলতে থাকলেন।
তাঁরা তাঁর দয়ার কালাম প্রচার করলেন এবং সে-সব কথা যে বিশ্বাসযোগ্য, তার প্রমাণ হিসাবে তাঁরা আশ্চর্য কাজও করলেন।
৪তবুও শহরের লোকেরা দু'ভাগ হয়ে গেলো। কেউ-কেউ ইহুদিদের পক্ষে, আবার কেউ-কেউ হাওয়ারিদের পক্ষে গেলো।

৫যখন অইহুদি ও ইহুদি এই দু'দলই তাদের নেতাদের সংগে মিলে হাওয়ারিদেরকে অত্যাচার করার ও পাথর মারার ষড়যন্ত্র করলো, ৬তখন হাওয়ারিরা তা জানতে পেরে লুকাওনিয়া প্রদেশের লুস্ত্রা ও দের্বা শহরে এবং তার আশেপাশের জায়গায় পালিয়ে গেলেন। ৭ এবং সে-সব জায়গায় তাঁরা ইঞ্জিল প্রচার করতে থাকলেন।

৮লুস্ত্রায় এমন এক লোক ছিলো, যে তার পা ব্যবহার করতে পারতো না। সে কখনো হাঁটেনি। সে জন্ম থেকেই খোঁড়া ছিলো। ৯-১০হযরত পৌল রা. যখন কথা বলছিলেন, তখন সে শুনছিলো। তিনি সোজা তার দিকে তাকিয়ে দেখলেন যে, সুস্থ হবার মতো ইমান তার আছে। এতে তিনি জোরে বললেন, "তোমার পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াও।" তখন লোকটি লাফ দিয়ে উঠে হাঁটতে লাগলো।

১১হযরত পৌল রা. যা করলেন তা দেখে লোকেরা লুকাওনীয় ভাষায় চিৎকার করে বললো, "দেবতারা মানুষ হয়ে আমাদের কাছে নেমে এসেছেন।" ১২তারা হযরত বার্নবাস র. নাম দিলো জিউস এবং হযরত পৌল রা. প্রধান বক্তা হওয়ায় তার নাম দিলো হার্মিস। ১৩জিউস দেবতার মন্দিরটা ছিলো শহরের বাইরে। মন্দিরের পুরোহিত ষাঁড় ও মালা নিয়ে এলো। কারণ সে এবং সমস্ত লোকেরা পশু উৎসর্গ করতে চাইলো।

১৪হযরত বার্নবাস র. ও হযরত পৌল রা. সে-কথা শুনতে পেয়ে নিজেদের কাপড় ছিঁড়ে দৌড়ে লোকদের মধ্যে গেলেন এবং চিৎকার করে বললেন, ১৫"বন্ধুরা, আপনারা কেনো এসব করছেন? আমরা তো কেবল আপনাদের মতো মানুষ। আমরা আপনাদের কাছে সুখবর এনেছি, যেনো আপনারা এসব অসার জিনিস ছেড়ে জীবন্ত আল্লাহর দিকে ফেরেন। তিনিই আসমান, জমিন, সমুদ্র এবং সেগুলোর মধ্যে যা আছে, তার সবকিছুই সৃষ্টি করেছেন।

১৬আগেকার দিনে সব জাতিকেই তিনি তাদের ইচ্ছামতো চলতে দিয়েছেন।
১৭তবুও তিনি সব সময় ভালো কাজের দ্বারা নিজের বিষয়ে সাক্ষ্য দিয়েছেন। তিনি আসমান থেকে বৃষ্টি দিয়ে এবং সময় মতো ফসল দান করে, প্রচুর খাবার দিয়ে, আপনাদের মনকে আনন্দে পূর্ণ করেছেন।" ১৮এসব কথা বলে অনেক কষ্টে তারা পশু উৎসর্গ করা থেকে তাদেরকে থামালেন।

১৯পরে যখন আন্তিয়খিয়া ও ইকোনিয়ম থেকে আসা কয়েকজন ইহুদি লোকদের উসকে দিলো, তখন তারা হযরত পৌল রা.-কে পাথর মারলো এবং তিনি ইন্তেকাল করেছেন মনে করে তাকে টেনে নিয়ে গিয়ে শহরের বাইরে ফেলে রাখলো।

[২০]কিন্তু পরে ইমানদারেরা তার চারপাশে জমায়েত হলে তিনি উঠে শহরে ফিরে গেলেন। পরদিন তিনি হযরত বার্নবাস র. সংগে দেব্রা শহরে চলে গেলেন।

[২১-২২]দেব্রাতে ইঞ্জিল প্রচার করায় সেখানে অনেকে ইমান আনলে পর তাঁরা লুস্ত্রা, ইকোনিয়ম ও আন্তিয়খিয়াতে ফিরে গেলেন। সেখানকার উম্মতদের ইমান বাড়িয়ে তাঁদের শক্তিশালী করলেন এবং ইমানে স্থির থাকতে উৎসাহ দিলেন। তাঁরা বললেন, "অনেক জুলুম সহ্য করার মধ্য দিয়ে আমরা অবশ্যই আল্লাহর রাজ্যে ঢুকবো।"

[২৩]এরপর তাঁরা প্রত্যেক কওমে বুজুর্গদের নিয়োগ করলেন এবং যে- হযরত ইসা আ. এর ওপর তাঁরা ইমান এনেছিলেন, মোনাজাত ও রোজা রেখে সেই হযরত ইসা আ. এর হাতেই তাদের তুলে দিলেন। [২৪]এরপর তাঁরা পিসিদিয়ার মধ্য দিয়ে গিয়ে পাম্‌ফুলিয়ায় পৌঁছলেন। [২৫]পের্গায় আল্লাহর কালাম প্রচার করার পর তাঁরা অত্তালিয়ায় গেলেন। [২৬]সেখান থেকে তাঁরা জাহাজে করে আন্তিয়খিয়ায় ফিরে এলেন। যে-কাজ তাঁরা শেষ করেছিলেন, তার জন্য এখানেই তাঁদেরকে আল্লাহর রহমতের হাতে তুলে দেয়া হয়েছিলো।

[২৭]এখানে পৌঁছে তাঁরা কওমের সবাইকে এক জায়গায় জমায়েত করলেন এবং আল্লাহ্ তাঁদের মধ্যদিয়ে যা করেছেন, তার সবই তাঁদের জানালেন; এবং কীভাবে অ-ইহুদিদের জন্য ইমানের দরজা খুলে দেয়া হয়েছে, তাও বললেন। [২৮]অতঃপর তাঁরা কিছুদিন উম্মতদের সংগে থাকলেন।

রুকু ১৫

[১]সেই সময় ইহুদিয়া থেকে কয়েকজন লোক এলেন এবং ভাইদের এই শিক্ষা দিতে লাগলেন যে, "হযরত মুসা আ. এর শরিয়ত মতে তোমাদের খতনা করানো না-হলে তোমরা কোনো মতেই নাজাত পাবে না।"[২] তাতে হযরত পৌল রা. ও হযরত বার্নবাস র. এর সংগে এই লোকদের ভীষণ কথা কাটাকাটি হলো। পরে ঠিক হলো যে, হযরত পৌল রা. ও হযরত বার্নবাস র. এবং আরো কয়েকজন জেরুসালেমে যাবেন এবং হাওয়ারিদের ও বুজুর্গদের সংগে এই বিষয়ে আলোচনা করবেন।

[৩]তাই কওমের লোকেরা তাঁদের যাবার ব্যবস্থা করে দিলেন। ফিনিসিয়া আর সামেরিয়া প্রদেশের মধ্য দিয়ে যাবার সময় তাঁরা অইহুদিদের ইমান আনার কথা জানালেন এবং সমস্ত ইমানদারদের আনন্দ বাড়িয়ে তুললেন। [৪]যখন তাঁরা জেরুসালেমে পৌঁছলেন, তখন সেখানকার কওমের লোকেরা, বুজুর্গরা ও হাওয়ারিরা আগ্রহের সংগে তাঁদের গ্রহণ করলেন এবং আল্লাহ্ তাঁদের মধ্যদিয়ে যা করেছেন, তা তাঁদের জানালেন। [৫]ফরিসী দলের কয়েকজন ইমানদার উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, "তাঁদের খতনা করানো অবশ্যই দরকার এবং তাঁরা যেনো হযরত মুসা আ. এর শরিয়ত পালন করে, সে-জন্য তাদের হুকুম দেয়া দরকার।"

[৬]এই বিষয়ে আলোচনা করার জন্য বুজুর্গরা ও হাওয়ারিরা একত্রে মিলিত হলেন। [৭]অনেক আলোচনার পর হযরত সাফওয়ান রা. উঠে দাঁড়িয়ে তাঁদের বললেন, "ভাইয়েরা, আপনারা তো জানেন যে, অনেকদিন আগে আপনাদের মধ্য থেকে আল্লাহ্ আমাকে বেছে নিয়েছিলেন, যাতে অইহুদিরা আমার মুখ থেকে সুখবর শুনে ইমান আনে। [৮]সকলের অন্তর্যামী আল্লাহ্ আমাদের যেভাবে তাঁর রুহকে দিয়েছেন, সেই একইভাবে তাঁদেরও তা দান করে তাঁদের কাছে সাক্ষ্য দিয়েছেন। [৯]এবং ইমানের দ্বারা তাঁদের অন্তরকে পরিষ্কার করে, তাঁদের ও আমাদের মধ্যে কোনো পার্থক্য রাখেননি। [১০]তাহলে কেনো আপনারা এই ইমানদারদের ঘাড়ে জোয়াল চাপিয়ে আল্লাহকে পরীক্ষা করতে চাচ্ছেন, যা আমাদের পূর্বপুরুষেরা বা আমরা বহন করতে পারিনি? [১১]অন্যদিকে আমরা বিশ্বাস করি যে, আমরাও তাঁদের মতো হযরত ইসা আ. এর দয়ায় নাজাত পাবো।"

[১২]সভার সবাই চুপ হয়ে গেলেন, এবং হযরত পৌল রা. ও হযরত বার্নবাস র. মধ্য দিয়ে আল্লাহ্ অইহুদিদের মধ্যে যে-সব আশ্চর্য কাজ করেছিলেন, তা তাঁদের কাছ থেকে শুনলেন। [১৩]তাঁদের কথা শেষ হলে পর হযরত ইয়াকুব রা. বললেন, "ভাইয়েরা, আমার কথা শুনুন।

[১৪]হযরত সাফওয়ান রা. দেখিয়েছেন, কীভাবে আল্লাহ্ প্রথমে অইহুদিদের প্রতি দয়া দেখিয়েছেন, যেনো তাদের মধ্য থেকে এক দল লোককে তাঁর নামের জন্য বেছে নেন। [১৫]এ-কথার সংগে নবিদের কথারও মিল রয়েছে। কারণ লেখা আছে– [১৬]'এরপর আমি ফিরে আসবো এবং দাউদের ঘর আবার তৈরি করবো। যা ধ্বংস হয়ে গেছে, তার ধ্বংসস্তুপ থেকে আবার তা গাঁথবো এবং আমি আবার তা ঠিক করবো, [১৭]যেনো অন্যসব লোকেরা আল্লাহর খোঁজ করে। এমনকি সমস্ত অইহুদিও, যাদেরকে আমার নামে ডাকা হয়েছে। [১৮]এ-কথা বলছেন আল্লাহ্, যিনি প্রাচীন কাল থেকে এ-সব কিছু জানিয়ে আসছেন।'

[১৯]তাই আমি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি, যে- অইহুদিরা আল্লাহর দিকে ফিরছে, তাদের কষ্ট দেয়া উচিত নয়। [২০]কিন্তু আমাদের উচিত তাদের কাছে এ-কথা লিখে পাঠানো যে, তারা যেনো প্রতিমার সংগে যুক্ত সবকিছু থেকে এবং সব রকম জিনা থেকে দূরে থাকে; আর রক্ত এবং গলাটিপে মারা পশুর মাংস না-খায়। [২১]কারণ হযরত মুসা আ. যা বলেছেন, তা প্রত্যেক শহরে, যুগ-যুগ ধরে, অনেক আগে থেকে প্রচার করা হচ্ছে। এবং তিনি যা লিখে গেছেন, তা প্রত্যেক সাব্বাতে সিনাগোগগুলোতে জোরে-জোরে তেলাওয়াত করা হচ্ছে।"

[২২]তখন হাওয়ারিরা ও বুজুর্গরা কওমের সকলের সাথে ঠিক করলেন যে, তাঁরা নিজেদের কয়েকজন লোককে বেছে নিয়ে হযরত পৌল রা. ও হযরত বার্নবাস র. সংগে আন্তিয়খিয়াতে পাঠাবেন। [২৩]তাঁরা হাওয়ারিদের ও বুজুর্গদের মধ্য থেকে যে-ইহুদাকে হযরত বারসাব্বা র. বলা হতো, তাকে ও হযরত সিল র.-কে বেছেনিলেন। তাঁদের সংগে এই চিঠি পাঠালেন– "আন্তিয়খিয়া, সিরিয়া ও কিলিকিয়ার অইহুদি ইমানদার ভাইদের কাছে আমরা, হাওয়ারিরা ও কওমের বুজুর্গরা, এই চিঠি লিখছি, আমাদের সালাম গ্রহণ করুন।

[২৪]আমরা শুনতে পেলাম যে, আমাদের মধ্য থেকে কয়েকজন গিয়ে অনেক কথা বলে আপনাদের মন অস্থির করে তুলে কষ্ট দিয়েছে। কিন্তু আমরা তাঁদের এমন কাজ করতে বলিনি।

[২৫]এ-জন্য আমরা সবাই একমত হয়ে কয়েকজনকে বেছে নিয়ে, আমাদের প্রিয়বন্ধু হযরত পৌল রা. ও হযরত বার্নবাস র. সংগে আপনাদের কাছে পাঠালাম।

[২৬]এই দু'জন আমাদের সাইয়্যিদিনা হযরত ইসা মসিহের জন্য মৃত্যুর মুখোমুখি হয়েছিলেন। [২৭]আমরা হযরত ইহুদা রা. ও হযরত সিল র.-কে পাঠালাম, যেনো আমরা যা লিখছি, তা তাঁরা আপনাদের কাছে মুখেও বলেন। [২৮]আল্লাহর রুহ এবং আমরা এটাই ভালো মনে করলাম যে, এই দরকারি বিষয়গুলো ছাড়া আর কোনো কিছুর দ্বারা আপনাদের ওপর যেনো বোঝা চাপানো না-হয়।

[২৯]সেই দরকারি বিষয়গুলো হলো– আপনারা প্রতিমার কাছে উৎসর্গ করা খাবার খাবেন না। রক্ত খাবেন না। গলাটিপে মারা পশুর মাংস খাবেন না এবং কোনো রকম জিনা করবেন না। এসব থেকে দূরে থাকলে আপনারা ভালো করবেন। আল্লাহ্ হাফেজ।"

[৩০]হযরত পৌল রা.ও হযরত বার্নবাস র. ও সেই লোকদের পাঠানো হলে পর তারা আন্তিয়খিয়াতে গেলেন। সেখানে তারা সব ইমানদার লোকদের একত্র করে তাদেরকে সেই চিঠিটা দিলেন। [৩১]লোকেরা চিঠিটা পড়লো এবং তার মধ্যে যে-সান্ত্বনার কথা ছিলো, তাতে খুশি হলো। [৩২]হযরত ইহুদা র. আর হযরত সিল র. নিজেরাও ভবিষ্যদ্বাণী বলতেন। সে-জন্য তারা অনেক কথা বলে সেখানকার ভাইদের উৎসাহ দিলেন এবং তাদের ইমান বাড়িয়ে শক্তিশালী করে তুললেন। [৩৩] আন্তিয়খিয়াতে তারা কিছুদিন কাটালেন।

[৩৪]জেরুসালেমের যারা হযরত ইহুদা র. ও হযরত সিল র.-কে আন্তিয়খিয়াতে পাঠিয়েছিলেন, আন্তিয়খিয়ার ভাইয়েরা তাদের সালাম জানিয়ে এই দু'জনকে আবার তাদের কাছে ফেরত পাঠিয়ে দিলেন।

[৩৫]হযরত পৌল রা. ও হযরত বার্নবাস র. আন্তিয়খিয়াতেই রইলেন। সেখানে তারা আরো অনেকের সংগে আল্লাহর কালাম শিক্ষা দিতে ও প্রচার করতে থাকলেন। [৩৬]কিছুদিন পর হযরত পৌল রা. হযরত বার্নবাস র.-কে বললেন, "যে-সব জায়গায় আমরা আল্লাহর কালাম প্রচার করে এসেছি, চলো, এখন সে-সব জায়গায় ফিরে গিয়ে ইমানদার ভাইদের সংগে দেখা করি এবং তারা কেমনভাবে চলছে তা দেখি।"

[৩৭]তখন হযরত বার্নবাস র. হযরত ইউহোন্না র.-কে সংগে নিতে চাইলেন। এই হযরত ইউহোন্না র.-কে হযরত মার্ক র. বলেও ডাকা হতো। [৩৮]কিন্তু হযরত পৌল রা. তাকে সংগে নেয়া ভালো মনে করলেন না। কারণ হযরত মার্ক র. পাম্‌ফুলিয়ায়

তাদের ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন এবং তাদের সংগে আর কাজ করেননি। ৩৯তখন হযরত পৌল রা. ও হযরত বার্নবাস র. মধ্যে
এমন অমিল হলো যে, তারা একে অন্যের কাছ থেকে আলাদা হয়ে গেলেন। হযরত বার্নবাস র. হযরত মার্ক র.-কে নিয়ে
জাহাজে করে সাইপ্রাসদ্বীপে গেলেন আর হযরত পৌল রা. হযরত সিল র.-কে বেছে নিলেন।

৪০তখন আন্তিয়খিয়ার ভাইয়েরা হযরত পৌল রা. হযরত সিল র.-কে আল্লাহর রহমতের হাতে তুলেদিলে পর তাঁরা রওনা
হলেন। ৪১হযরত পৌল রা. সিরিয়া ও কিলিকিয়ার মধ্য দিয়ে গিয়ে কওমের সমস্ত লোকদের ইমান বাড়িয়ে তাঁদের আরো
শক্তিশালী করে তুললেন।

রুকু ১৬

১পরে হযরত পৌল রা. দেব্রা ও লুস্ত্রা শহরে গেলেন। সেখানে হযরত তিমথীয় র. নামে একজন উম্মত থাকতেন। তাঁর
মা ছিলেন হযরত মসিহের ওপর ইমানদার একজন ইহুদি মহিলা, কিন্তু তাঁর পিতা জাতিতে গ্রীক ছিলেন।২লুস্ত্রা ও
ইকোনিয়মের ইমানদারেরা হযরত তিমথীয়ের খুব প্রশংসা করতেন। ৩হযরত পৌল রা. হযরত তিমথীয় র.-কে সংগে নিয়ে
যেতে চেয়েছিলেন বলে তাঁর খতনা করালেন। কারণ ওসব জায়গায় যে-ইহুদিরা থাকতেন, তারা জানতেন যে, হযরত
তিমথীয় র.-র পিতা একজন গ্রীক।

৪শহরগুলোর মধ্য দিয়ে যাবার সময় তাঁরা জেরুসালেমের হাওয়ারিদের ও বুজুর্গদের সিদ্ধান্তের কথা লোকদের জানালেন,
আর সে-সব নিয়ম পালন করতে বললেন। ৫এভাবে কওমের লোকেরা ইমানে সবল হয়ে উঠতে লাগলো, এবং তাঁদের সংখ্যা
দিন-দিন বেড়ে যেতে লাগলো।

৬আল্লাহর রুহ তাঁদেরকে এশিয়ায় প্রচার করতে নিষেধ করায় তাঁরা ফরুগিয়া ও গালাতিয়া প্রদেশের মধ্য দিয়ে গেলেন।
৭মুসিয়ার সীমানায় এসে তাঁরা বিথুনিয়া প্রদেশে যেতে চেষ্টা করলেন, কিন্তু হযরত ইসা আ. এর রুহ্ তাঁদের সেখানে যেতে
দিলেন না। ৮তাই তাঁরা মুসিয়ার মধ্য দিয়ে ত্রোয়া শহরে চলে গেলেন।

৯রাতের বেলায় হযরত পৌল রা. একটি দর্শনে দেখলেন– মেসিডোনিয়ার এক লোক বিনয়ের সংগে হযরত পৌল রা.-
কে অনুরোধ করছেন, "মেসিডোনিয়াতে এসে আমাদের সাহায্য করুন।" ১০তিনি এই দর্শন দেখার পর আমরা নিশ্চিত হলাম
যে, আল্লাহ চান যেনো আমরা মেসিডোনিয়াতে যাই, আর আমরা তখনই সেখানে যাবার চেষ্টা করলাম। ১১আমরা ত্রোয়া
ছেড়ে জাহাজে করে সোজা সামোথ্রাকিতে গেলাম এবং পরদিন নেয়াপলিতে পৌঁছলাম, ১২আর সেখান থেকে ফিলিপিতে।
এটা রোমের শাসনাধীন এবং মেসিডোনিয়া জেলার প্রধান শহর। আমরা কিছুদিন এই শহরে থাকলাম।

১৩সাব্বাতে আমরা শহরের নদীর কাছের সদর দরজার বাইরে গেলাম। মনে করলাম সেখানে এবাদত করার জায়গা
আছে। সেখানে মহিলারা মিলিত হয়েছিলেন। আমরা তাদের কাছে বসে কথা বলতে লাগলাম। ১৪লিদিয়া নামে এক মহিলা
সেখানে ছিলেন। তিনি আল্লাহর এবাদত করতেন। তিনি আমাদের কথা শুনছিলেন। তিনি থিয়াতিরা শহর থেকে এসেছিলেন
এবং বেগুনি রঙের কাপড়ের ব্যবসা করতেন। আল্লাহ তার অন্তর খুলে দিলেন, যাতে তিনি হযরত পৌল রা.কথা মনদিয়ে
শোনেন।

১৫যখন তিনি ও তাঁর বাড়ির সকলে বায়াত নিলেন, তখন তিনি এই বলে আমাদের অনুরোধ করতে লাগলেন, "যদি
আমাকে আপনারা আল্লাহর প্রতি বিশ্বস্ত বলে মনে করেন, তাহলে আমার বাড়িতে এসে থাকুন।" এবং তিনি আমাদের
সাধাসাধি করে তাঁর বাড়িতে নিয়ে গেলেন। ১৬এক দিন যখন আমরা এবাদতের জায়গায় যাচ্ছিলাম, তখন এক দাসীর সংগে
আমাদের দেখা হলো। তাকে একটি ভূতে পেয়েছিলো, যার ফলে সে ভবিষ্যতের কথা বলতে পারতো। এতে তার মালিকের
অনেক টাকা-পয়সা লাভ হতো।

১৭সে হযরত পৌল রা. এবং আমাদের পেছনে যেতে-যেতে চিৎকার করে বলতো, "এই লোকেরা সর্বশক্তিমান
আল্লাহ্‌তা'লার গোলাম। তারা নাজাতের পথ সম্পর্কে আপনাদের বলছেন।" ১৮সে অনেকদিন পর্যন্ত এরকম করতে থাকলো।
কিন্তু হযরত পৌল রা. এতো বিরক্ত হলেন যে, তিনি পেছন ফিরে সেই ভূতকে বললেন, "হযরত ইসা মসিহের নামে আমি
তোমাকে হুকুম দিচ্ছি, এর ভেতর থেকে বের হয়ে যাও।" আর তখনই সে বের হয়ে গেলো।

১৯কিন্তু তার মালিকেরা যখন দেখলো যে, তাদের আয়ের পথ বন্ধ হয়ে গেলো, তখন তারা হযরত পৌল রা. আর হযরত
সিল র.-কে ধরে বাজারে, নেতাদের কাছে, টেনে নিয়ে গেলো। ২০বিচারকদের সামনে নিয়ে গিয়ে তারা বললো, "এই

লোকেরা আমাদের শহরে গোলমাল বাধিয়েছে। এরা ইহুদি [২১]এবং এমন সব আচার-ব্যবহারের বিষয়ে শিক্ষা দিচ্ছে, যা রোমীয় হিসাবে আমাদের পক্ষে গ্রহণ করা বা পালন করা আইন-বিরুদ্ধ কাজ।"

[২২]জনতাও তাদের আক্রমণে যোগ দিলো। বিচারকেরা তাদের কাপড়-চোপড় ছিঁড়ে ফেলে বেতমারার হুকুম দিলেন। [২৩]ভীষণভাবে বেত মারার পর তাদের জেলখানায় রাখা হলো, আর ভালোভাবে পাহারা দেবার জন্য জেল কর্মকর্তাকে হুকুম দেয়া হলো। [২৪]এই হুকুম পেয়ে তিনি তাদের একেবারে জেলের ভেতরের সেলে নিয়ে গেলেন এবং হাড়িকাঠ দিয়ে তাদের পা আটকে রাখলেন।

[২৫]প্রায় মাঝরাতে হযরত পৌল রা. ও হযরত সিল র. মোনাজাত করছিলেন এবং আল্লাহর উদ্দেশে প্রশংসা কাওয়ালি গাচ্ছিলেন, আর অন্য কয়েদিরা তা শুনছিলো। [২৬]এমন সময় হঠাৎ এক ভীষণ ভূমিকম্প হলো। ফলে জেলখানার ভিত্তি পর্যন্ত কেঁপে উঠলো। তখনই জেলের সমস্ত দরজা ও কয়েদিদের বাঁধন খুলে গেলো।

[২৭]যখন কর্মকর্তা জেগে উঠলেন এবং জেলের দরজাগুলো খোলা দেখতে পেলেন, তখন তিনি নিজের তরবারি বের করে আত্মহত্যা করতে চাইলেন। কারণ তিনি মনে করলেন যে, সমস্ত কয়েদিরা পালিয়ে গেছে। [২৮]কিন্তু হযরত পৌল রা. জোরে চিৎকার করে বললেন, "থামুন, নিজের ক্ষতি করবেন না। আমরা সবাই এখানে আছি।"

[২৯]জেল কর্মকর্তা বাতি আনতে বললেন, নিজে ছুটে ভেতরে গেলেন এবং ভয়ে কাঁপতে-কাঁপতে হযরত পৌল রা. ও হযরত সিল র. পায়ে পড়লেন। [৩০]এবং তিনি তাদের বাইরে নিয়ে এসে জিজ্ঞেস করলেন, "জনাব, নাজাত পাবার জন্য আমাকে কী করতে হবে?"

[৩১]উত্তরে তাঁরা বললেন, "হযরত ইসা আ. এর ওপর ইমান আনুন, তাহলে আপনি ও আপনার পরিবার নাজাত পাবেন।"

[৩২]তাঁরা জেল কর্মকর্তা ও তার বাড়ির সকলের কাছে আল্লাহর কালাম বললেন। [৩৩]সেইরাতে তখনই তিনি তাঁদের নিয়ে গিয়ে তাঁদের শরীরের কাটা জায়গাগুলো ধুয়ে দিলেন। আর তিনি ও তার পরিবারের সবাই দেরি না-করে তখনই বায়াত নিলেন। [৩৪]তিনি তাঁদের নিজের বাড়িতে নিয়ে গিয়ে খেতে দিলেন। আল্লাহর ওপরে ইমান এনেছেন বলে তিনি ও তার পরিবারের সবাই খুব আনন্দ করলেন।

[৩৫]পরদিন সকালে বিচারকরা পুলিশ দিয়ে বলে পাঠালেন যে, "ঐ লোকদের ছেড়ে দাও।" [৩৬]এবং জেল কর্মকর্তা গিয়ে হযরত পৌল রা.-কে বললেন, "বিচারকরা আপনাদেরকে ছেড়ে দেবার জন্য বলে পাঠিয়েছেন। আপনারা এখন বের হয়ে আসুন এবং শান্তিতে চলে যান।" [৩৭]কিন্তু হযরত পৌল রা. বললেন, "আমরা রোমীয় নাগরিক হওয়া সত্ত্বেও আমাদের বিচার না-করেই, সকলের সামনে তাঁরা আমাদেরকে বেত মেরেছেন এবং জেলে দিয়েছেন। আর এখন কি তাঁরা আমাদের গোপনে ছেড়ে দিতে চান? তা হবে না! তাঁরা নিজেরা এসে আমাদের বাইরে নিয়ে যান।"

[৩৮]তখন পুলিশ ফিরে গিয়ে বিচারকদের এ-কথা জানালো। তাঁরা যখন শুনলেন যে, এরা রোমীয় নাগরিক, তখন খুব ভয় পেলেন। [৩৯]তাই তাঁরা এসে তাঁদের কাছে মাফ চাইলেন। এবং তাঁদের জেলের বাইরে এনে শহর ছেড়ে যেতে অনুরোধ করলেন। [৪০]জেলখানা থেকে বাইরে এসে তাঁরা লিদিয়ার বাড়িতে গেলেন। সেখানে ইমানদার ভাইদের সংগে তাঁদের দেখা হলো। তাঁদের উৎসাহ দেবার পর তাঁরা সেখান থেকে চলে গেলেন।

রুকু ১৭

[১]হযরত পৌল রা. ও হযরত সিল র. আমফিপলি ও আপল্লো নিয়া হয়ে থিসালোনিকিতে এসে পৌঁছলেন। সেখানে ইহুদিদের একটি সিনাগোগ ছিলো। [২]হযরত পৌল রা. তার নিয়ম মতো সেখানে গেলেন এবং পরপর তিন সাব্বাতে তাদের সংগে কালাম থেকে আলোচনা করলেন।

[৩]তিনি বোঝালেন এবং প্রমাণ করলেন যে, মসিহের কষ্টভোগ করার এবং মৃত থেকে জীবিত হয়ে ওঠার দরকার ছিলো। তিনি বললেন, "যে- হযরত ইসা আ. এর কথা আমি আপনাদের বলছি, তিনিই হলেন মসিহ।" [৪]তাদের মধ্যে কয়েকজন ইমান এনে হযরত পৌল রা. ও হযরত সিল র. সংগে যোগ দিলেন। এছাড়া আল্লাহ্‌ভক্ত অনেক গ্রীক এবং অনেক বিশেষ-বিশেষ মহিলারাও তাঁদের সংগে যোগ দিলেন।

[৫]কিন্তু ইহুদিরা হিংসায় জ্বলে উঠলো। তারা বাজার থেকে কিছু খারাপ লোক যোগাড় করে এনে ভিড় জমালো ও শহরেরমধ্যে গোলমাল বাধিয়ে দিলো। তাঁরা হযরত পৌল রা. ও হযরত সিল র. খোঁজ করতে লাগলো, যেনো লোকদের

কাছে তাঁদেরকে আনতে পারে। ৬তারা যাসোনের বাড়ি আক্রমণ করলো। কিন্তু সেখানে তাঁদের না-পেয়ে যাসোন ও কয়েকজন ইমানদার ভাইকে টেনে নিয়ে শহর-প্রশাসকদের কাছে গেলো এবং চিৎকার করে বলতে লাগলো, "যে-লোকেরা দুনিয়া তোলপাড় করে তুলেছে, তারা এখন এখানেও এসেছে। ৭এবং যাসোন তার নিজের বাড়িতে ওদের জায়গা দিয়েছে। ওরা সবাই সম্রাটের হুকুম অমান্য করে বলছে যে, অন্য একজন বাদশাহ আছেন, তাঁর নাম হযরত ইসা আ.।" ৮এসব শুনে শহর-প্রশাসকরা অস্থির হলেন।

৯কিন্তু যাসোন ও অন্যেরা জামিনের টাকা দিলে তারা তাদের ছেড়ে দিলেন। ১০সেইরাতেই ইমানদারেরা হযরত পৌল রা. ও হযরত সিল র.-কে বিরয়াতে পাঠিয়ে দিলেন। ১১সেখানে পৌছে তাঁরা ইহুদিদের সিনাগোগে গেলেন। থিসালোনিকির ইহুদিদের চেয়ে এখানকার ইহুদিদের মন অনেক খোলা ছিলো। তারা খুব আগ্রহের সংগে আল্লাহর কালাম শুনলো এবং তা সত্যি কি-না দেখার জন্য প্রত্যেক দিন কিতাবের মধ্যে খোঁজ করতে লাগলো। ১২ফলে তাদের অনেকেই ইমান আনলো। এছাড়া গ্রীকদের অনেক সম্ভ্রান্ত মহিলা এবং পুরুষও ইমান আনলেন।

১৩কিন্তু থিসালোনিকির ইহুদিরা যখন শুনতে পেলো যে, হযরত পৌল রা. বিরয়াতে আল্লাহর কালাম প্রচার করছেন, তখন তারা সেখানেও গেলো এবং লোকদের উত্তেজিত করে গোলমাল বাধিয়ে দিলো। ১৪ইমানদার ভাইয়েরা তখনই হযরত পৌল রা.কে সাগরের ধারে পাঠিয়ে দিলেন, কিন্তু হযরত সিল র. আর হযরত তিমথীয় র. সেখানেই থাকলেন।
১৫যে-লোকেরা হযরত পৌল রা.কে সংগে করে নিয়ে যাচ্ছিলেন, তাঁরা তাঁকে এথেন্স শহরে নিয়ে এলেন। এবং সেই লোকেরা হযরত সিল র. ও হযরত তিমথীয় র. জন্য এই হুকুম নিয়ে ফিরে গেলেন যে, তারা যেনো যত তাড়াতাড়ি সম্ভব হযরত পৌল রা. সংগে যোগ দেন।

১৬যখন হযরত পৌল রা. এথেন্স শহরে তাঁদের জন্য অপেক্ষা করছিলেন, তখন সেই শহর প্রতিমায় পূর্ণ দেখে তাঁর মন খুব খারাপ হয়ে গেলো। ১৭তাই তিনি সিনাগোগে গিয়ে ইহুদিদের ও আল্লাহ্‌ভক্ত গ্রীকদের সংগে আলোচনা করতে লাগলেন। এছাড়া যারা বাজারে আসতো, তাদের সংগেও তিনি দিনের পর দিন আলোচনা করতে থাকলেন।

১৮তখন কয়েকজন এপিকিউরীয় ও স্টোয়িকীয় দার্শনিকও তার সংগে তর্ক জুড়ে দিলেন। কেউ-কেউ বললেন, "এই বাচালটা কী বলতে চাচ্ছে?" আবার অন্যেরা বললেন, "মনে হয় উনি বিদেশি দেবদেবীর প্রচারক।" কারণ তিনি হযরত ইসা আ. ও পুনরুত্থান সম্পর্কে সুখবর প্রচার করছিলেন। ১৯তাই তাঁরা তাকে এরিয়োপেগসের সভার সামনে উপস্থিত করলো এবং জিজ্ঞেস করলো, "যে নতুন বিষয় আপনি প্রচার করছেন, সেটা কী, তা কি আমরা জানতে পারি? ২০কারণ এগুলো আমাদের কাছে অদ্ভুত শুনাচ্ছে। তাই আমরা এসবের অর্থ জানতে চাই।"

২১এথেন্সের সব লোক এবং সেই শহরে বসবাসকারী বিদেশিরা কেবল নতুন-নতুন বিষয় নিয়ে কথা বলে ও শুনে সময় কাটাতো। ২২তখন হযরত পৌল রা. এরিয়োপেগসের সামনে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, "এথেন্সের লোকেরা শুনুন, আমি দেখতে পাচ্ছি যে, আপনারা সবদিক থেকেই অসম্ভব ধর্মভীরু। ২৩কারণ আমি শহরে ঘুরে বেড়ানোর সময় আপনাদের উপাসনার জিনিসগুলো যখন দেখছিলাম, তখন এমন একটি বেদি দেখতে পেলাম, যার ওপরে লেখা আছে, 'অজানা দেবতার উদ্দেশে।' আপনারা না-জেনে যার উপাসনা করছেন, তাঁর সম্বন্ধেই আমি আপনাদের কাছে প্রচার করছি।

২৪আল্লাহ, যিনি এই দুনিয়া ও তার মধ্যে যা আছে, তার সবকিছু সৃষ্টি করেছেন, তিনিই আসমান ও জমিনের মালিক। তিনি মানুষের হাতে তৈরি কোনো ঘরে বাস করেন না।
মানুষের হাত থেকে সেবা গ্রহণ করারও তাঁর দরকার নেই। ২৫তাঁর কোনো অভাব নেই। কারণ তিনিই সব মানুষকে জীবন, মৃত্যু এবং সবকিছু দান করেন ।

২৬তিনি একজন মানুষ থেকে সমস্ত জাতির লোকদের সৃষ্টি করেছেন, যেনো তারা সারা দুনিয়া অধিকার করে। তারা কখন, কোথায় বাস করবে এবং কতো দিন বাঁচবে, তাও তিনি ঠিক করে দিয়েছেন, ২৭যেনো তারা আল্লাহর খোঁজ করে এবং হাতড়াতে-হাতড়াতে তাঁকে পেয়ে যায়। যদিও তিনি আমাদের কারো কাছ থেকে দূরে নন। ২৮তাঁর মধ্যেই আমরা জীবন কাটাই ও চলাফেরা করি এবং বেঁচেও আছি। আপনাদের কয়েকজন কবিও বলেছেন, 'কারণ আমরাও তাঁর সন্তান।'

২৯তাহলে আমরা যখন আল্লাহর সন্তান, তখন আল্লাহকে মানুষের হাত ও চিন্তা শক্তি দিয়ে তৈরি সোনা ও রুপা বা পাথরের মূর্তি মনে করা আমাদের উচিত নয়। ৩০আগেকার দিনে মানুষের অবহেলাকে আল্লাহ্ দেখেও দেখেননি। এখন তিনি

সব জায়গার সব লোককে তওবা করার হুকুম দিচ্ছেন। [৩১]কারণ তিনি একটি দিন ঠিক করেছেন, যে-দিনে তাঁর নিযুক্ত লোকের দ্বারা তিনি ন্যায়ভাবে মানুষের বিচার করবেন। এবং তিনি তাঁকে মৃত থেকে জীবিত করে তুলে সবার কাছে এর নিশ্চয়তা দিয়েছেন।"

[৩২]যখন তারা মৃতদের পুনরুত্থানের কথা শুনলো, তখন কয়েকজন মুখ বাঁকালো। কিন্তু অন্যেরা বললো, "এ-বিষয়ে আমরা আবার আপনার কথা শুনবো।" [৩৩]তখন হযরত পৌল রা. তাদের ছেড়ে চলে গেলেন। [৩৪]কিন্তু কয়েকজন লোক হযরত পৌল রা. সংগে যোগ দিলো এবং ইমান আনলো। তাদের মধ্যে দিয়নুসিয় নামে এরিয়োপেগসের সভার এক সদস্য, দামারিস নামের একজন মহিলা এবং তাদের সংগে আরো কয়েকজন ছিলেন।

রুকু ১৮

[১]এরপর হযরত পৌল রা. এথেন্স ছেড়ে করিন্থ শহরে গেলেন। সেখানে আকুইলা নামে এক ইহুদির সংগে তার দেখা হলো, জন্মসূত্রে তিনি ছিলেন পন্তীয়। [২]মাত্র কয়েকদিন আগেই তিনি তার স্ত্রী প্রিস্‌কিল্লাকে নিয়ে ইতালি থেকে এসেছিলেন। কারণ ক্লাউডিয়াস সকল ইহুদিকে রোম ছেড়ে চলে যেতে হুকুম দিয়েছিলেন। পৌলতাদের দেখতে গেলেন। [৩]এবং তিনিও তাদের মতো তাঁবু তৈরির কাজ করতেন বলে তাদের সংগে থেকে কাজ করতে লাগলেন।

[৪]প্রত্যেক সাব্বাতে তিনি সিনাগোগে গিয়ে গ্রীক ও ইহুদিদের সংগে আলোচনা করতেন, যেনো তাদের বোঝাতে পারেন। [৫]হযরত সিল র. ও হযরত তিমথীয় র. মেসিডোনিয়া থেকে আসার পর হযরত পৌল রা. কেবল আল্লাহর কালাম প্রচারে তাঁর সমস্ত সময় কাটাতে লাগলেন। ইহুদিদের কাছে তিনি এই সাক্ষ্য দিতেন যে, হযরত ইসা আ.-ই ছিলেন মসিহ।

[৬]কিন্তু তারা যখন তাকে বাধা দিলো ও তিরস্কার করতে লাগলো, তখন তিনি তাদের বিরুদ্ধে তার কাপড় ঝেড়ে ফেললেন এবং বললেন, "আপনাদের রক্তের দায় আপনাদের নিজেদের মাথার ওপরেই থাকুক; আমি নির্দোষ। এখন থেকে আমি অইহুদিদের কাছেই যাবো।" [৭]অতঃপর তিনি সিনাগোগ ছেড়ে তিতিওস-ইওস্তোস নামে এক লোকের ঘরে চলে গেলেন। সে আল্লাহর এবাদত করতো। সিনাগোগের পাশেই ছিলো তার বাড়ি। [৮]সিনাগোগের প্রধান, ক্রিসপাস ও তার বাড়ির সবাই হযরত ইসা আ.এর ওপর ইমান আনলেন। এবং করিন্থীয়দের মধ্যে অনেকেই হযরত পৌলরা কথা শুনে ইমান আনলো এবং বায়াত নিলো।

[৯]একদিন রাতের বেলা আল্লাহ্‌ দর্শনের মধ্যদিয়ে হযরত পৌল রা.-কে বললেন, "ভয় করো না। কথা বলতে থাকো। চুপ করে থেকো না, [১০]কারণ আমি তোমার সংগে-সংগে আছি। তোমার ক্ষতি করার জন্য কেউই তোমাকে আক্রমণ করবে না, কারণ এই শহরে আমার অনেক লোক আছে।" [১১]হযরত পৌল রা. দেড় বছর সেই শহরে থেকে লোকদের আল্লাহর কালাম শিক্ষা দিলেন।

[১২]কিন্তু গাল্লিয়ো যখন আখায়া প্রদেশের শাসনকর্তা ছিলেন, তখন সব ইহুদি এক হয়ে হযরত পৌল রা.-কে ধরে বিচারের জন্য আদালতে আনলো। [১৩]তারা বললো, "এই লোকটা এমনভাবে আল্লাহর এবাদত করতে লোকদের উস্‌কে দিচ্ছে, যা শরিয়তের বিরুদ্ধে।"

[১৪]হযরত পৌল রা. কথা বলতে যাবেন, এমন সময় গাল্লিয়ো ইহুদিদের বললেন, "হে ইহুদিরা, এটা যদি কোনো অন্যায় বা ভীষণ কোনো দোষের ব্যাপার হতো, তাহলে তোমাদের অভিযোগ আমি শুনতাম। [১৫]যেহেতু এটা বিশেষ কোনো কথার ব্যাপার, কারো নামের ব্যাপার ও তোমাদের শরিয়তের ব্যাপার, সেহেতু তোমরা নিজেরাই এর মীমাংসা করো। আমি ওসব ব্যাপারে বিচার করতে চাই না।" [১৬]এবং তিনি আদালত থেকে তাদের বের করে দিলেন।

[১৭]তখন তারা সবাই মিলে সিনাগোগের প্রধান, সোস্থিনিকে ধরে আদালতের সামনে মারধর করলো। কিন্তু গাল্লিয়ো এর কোনো কিছু চেয়েও দেখলেন না। [১৮]বেশ কিছুদিন এখানে কাটানোর পর হযরত পৌল রা. ইমানদার ভাইদের কাছ থেকে বিদায় নিলেন। এবং আকুইলা ও প্রিস্কিল্লাকে সংগে নিয়ে সমুদ্র পথে সিরিয়ায় গেলেন। তিনি একটি মানত করেছিলেন বলে কিংক্রিয়া বন্দরে তার মাথার চুল কেটে ফেললেন ।

[১৯]ইফিসে পৌঁছে তিনি তাঁদের সংগ ছাড়লেন। কিন্তু প্রথমে তিনি সিনাগোগে গেলেন এবং ইহুদিদের সংগে আলোচনা করলেন। [২০]যখন তাঁরা তাকে তাদের সংগে কিছুদিন থাকতে বললো, তখন তিনি রাজি হলেন না। [২১]কিন্তু সেখান থেকে চলে

যাবার সময় তিনি বললেন, “ইনশা-আল্লাহ্, আমি আবার ফিরে আসবো।” তারপর তিনি ইফিস থেকে জাহাজে করে রওনা
হলেন।

২২যখন তিনি কৈসরিয়ায় পৌঁছলেন, তখন জাহাজ থেকে নেমে জেরুসালেমে গেলেন। কওমের লোকদের সালাম
জানাবার পর তিনি আন্তিয়খিয়াতে চলে গেলেন। ২৩সেখানে কিছুদিন কাটানোর পর তিনি সেখান থেকে যাত্রা করলেন এবং
গালাতিয়া ও ফরুগিয়া এলাকার এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় ঘুরে-ঘুরে ইমানদারদের সবাইকে উৎসাহ দিয়ে শক্তিশালী
করে তুললেন।

২৪এর মধ্যে আপল্লো নামে একজন ইহুদি ইফিসে এলেন। আলেকজান্দ্রিয়া ছিলো তার জন্মস্থান। তিনি একজন সুবক্তা
ছিলেন, এবং আল্লাহর কালাম খুব ভালোভাবে জানতেন। ২৫আল্লাহর পথের বিষয়ে তাকে বলা হয়েছিলো।
তিনি আল্লাহর রুহের প্রবল উৎসাহে কথা বলতেন এবং হযরত ইসা আ. এর বিষয়ে সঠিক শিক্ষা দিতেন। যদিও তিনি কেবল
হযরত ইয়াহিয়া আ. এর বায়াতের কথা জানতেন।

২৬তিনি খুব সাহসের সংগে সিনাগোগে কথা বলতে আরম্ভ করলেন। কিন্তু যখন প্রিস্কিল্লা ও আকুইলা তাঁর কথা শুনলেন,
তখন তাঁকে এক পাশে নিয়ে গিয়ে আল্লাহর পথের বিষয়ে সঠিকভাবে জানালেন। ২৭যখন তিনি আখায়াতে যেতে চাইলেন,
তখন ইমানদার ভাইয়েরা তাঁকে উৎসাহ দিলেন এবং তাঁকে গ্রহণ করার জন্য সেখানকার ইমানদার ভাইদের কাছে চিঠি
লিখলেন। সেখানে পৌঁছে তিনি আল্লাহর রহমতে যারা ইমান এনেছিলো, তাঁদের খুব সাহায্য করলেন। ২৮তিনি খুব জোরালো
যুক্তি দিয়ে প্রকাশ্যে ইহুদিদের হারিয়ে দিলেন এবং পাক-কিতাবের মধ্য থেকে প্রমাণ করলেন যে, হযরত ইসা আ.-ই মসিহ।

রুকু ১৯

১আপল্লো যখন করিন্থে ছিলেন, সেই সময় হযরত পৌল রা. সে-সব এলাক ঘুরে ইফিসে এলেন। ২সেখানে তিনি
কয়েকজন ইমানদারের দেখা পেলেন। তিনি তাঁদের জিজ্ঞেস করলেন, “আপনারা যখন ইমান এনেছিলেন, তখন কি আল্লাহর
রুহকে পেয়েছিলেন?” তাঁরা বললেন, “না, আল্লাহর রুহ্ যে আছেন, সে-কথা আমরা শুনিইনি।”

৩তখন তিনি বললেন, “তাহলে আপনারা কোন বায়াত পেয়েছিলেন?” তারা বললেন, “হযরত ইয়াহিয়া আ. এর
বায়াত।” ৪হযরত পৌল রা. বললেন, “হযরত ইয়াহিয়া আ. এর বায়াত ছিলো তওবার বায়াত। সেটা লোকদের বলছে–
তারপরে যিনি আসছেন, তাঁর ওপরে, অর্থাৎ হযরত ইসা মসিহের ওপরে ইমান আনতে হবে।”

৫এ-কথা শুনে তাঁরা হযরত ইসা আ. এর নামে বায়াত গ্রহণ করলেন। ৬তখন হযরত পৌল রা. তাদের ওপরে হাত
রাখলে পর আল্লাহর রুহ তাদের ওপরে এলেন। ফলে তারা ভিন্ন-ভিন্ন ভাষায় কথা বলতে ও ভবিষ্যদ্বাণী বলতে লাগলেন।
৭সব মিলে তারা প্রায় বারোজন ছিলেন।

৮তিনি সিনাগোগে ঢুকলেন এবং তিনমাস পর্যন্ত খুব সাহসের সংগে কথা বললেন। তিনি আল্লাহর রাজ্য সম্বন্ধে যুক্তি
তর্কের মধ্যদিয়ে বলতে থাকলেন। ৯যখন কয়েকজনের মন কঠিন বলে ইমান আনতে অস্বীকার করলো এবং সকলের সামনে
পথের বিষয়ে নিন্দা করতে লাগলো, তখন তিনি তাঁদের ছেড়ে চলে গেলেন। তিনি ইমানদারদের সংগে নিয়ে তুরান্ন নামে
একজন শিক্ষকের বক্তৃতা দেবার ঘরে গিয়ে প্রত্যেক দিন যুক্তি তর্কের সংগে আলোচনা করতে লাগলেন।

১০দু’বছর এভাবেই চললো। তাতে এশিয়ার সমস্ত অধিবাসী, ইহুদি ও গ্রীক, আল্লাহর কালাম শুনতে পেলো। ১১আল্লাহ
পৌলের মধ্যদিয়ে খুবই আশ্চর্য কাজ করলেন। ১২তাঁর ব্যবহার করা গামছা ও গায়ের কাপড় রোগীদের কাছে নিয়ে গেলে
তাদের অসুখ ভালো হয়ে যেতো এবং ভূতেরাও তাদের ছেড়ে যেতো।

১৩কয়েকজন ইহুদি সাইয়্যিদুনা হযরত ইসা আ. এর নাম ব্যবহার করে ভূত ছাড়াবার চেষ্টা করতে লাগলো। তারা
বলতো, “পৌল যাঁর সম্পর্কে প্রচার করেন, সেই হযরত ইসা আ. এর নামে আমি তোমাদের বের হয়ে যাবার হুকুম দিচ্ছি।”
১৪তাদের মধ্যে স্কিবা নামের এক প্রধান ইমামের সাতটি ছেলে ঐরকম করতো।

১৫কিন্তু ভূত তাদের বললো, “আমি ইসাকেও চিনি, পৌলকেও চিনি, কিন্তু তোমরা কারা?” ১৬তখন ভূতে পাওয়া লোকটি
তাদের ওপর লাফিয়ে পড়লো। আর তাদের সবাইকে এমনভাবে আঘাত করলো যে, তারা ক্ষত-বিক্ষত হয়ে উলঙ্গ অবস্থায়
সেই বাড়ি থেকে পালিয়ে গেলো।

১৭এই খবর যখন ইফিসে বাসকারী ইহুদি ও গ্রীকরা জানতে পারলো, তখন তারা সবাই খুব ভয় পেলো এবং হযরত ইসা আ. এর নামের প্রশংসা হলো। ১৮যারা ইমান এনেছিলো, তাদের অনেকে এসে খোলাখুলিভাবেই তাদের খারাপ কাজের বিষয় স্বীকার করলো।

১৯যারা জাদুর খেলা দেখাতো, তাদেরমধ্যে অনেকেতাদেরবই-পুস্তক এক সংগেজড়োকরে, সবারসামনেই সেগুলোপুড়িয়ে ফেললো। বইগুলোর দাম হিসাব করলে দেখা গেলো পঞ্চাশ হাজার দিনার। ২০আল্লাহর কালাম এভাবে মহাশক্তিতে ছড়িয়ে পড়লো এবং লোকদের মনে আরো বেশি করে কাজ করতে লাগলো।

২১এসব ঘটার পর হযরত পৌল রা. ঠিক করলেন, তিনি মেসিডোনিয়া ও আখায়া হয়ে জেরুসালেমে যাবেন। তিনি বললেন, "সেখানে যাবার পরে আমি অবশ্যই রোম শহরেও যাবো।" ২২তাই তিনি হযরত তিমথীয় র. ও হযরত ইরাস্তাস র. নামে তার দুই সাহায্যকারীকে মেসিডোনিয়াতে পাঠিয়ে দিলেন। আর তিনি আরো কিছুদিন এশিয়ায় রইলেন।

২৩সেই সময় হযরত ইসা আ. এর পথের বিষয় নিয়ে খুব গোলমাল শুরু হলো। ২৪দিমিত্রিয় নামে একজন রৌপ্যকার দেবী আর্তেমিসের ছোট-ছোট রুপার মন্দির তৈরি করতো। এতে কারিগরদের খুব লাভ হতো। ২৫সে তার মতো অন্যান্য কারিগরদের এক জায়গায় ডেকে বললো, "ভাইয়েরা, তোমরা তো জানো যে, এই ব্যবসা দিয়ে আমাদের অনেক আয় হয়। ২৬তোমরা দেখতে ও শুনতে পাচ্ছো যে, পৌল নামের ঐ লোকটা আমাদের এই ইফিসে এবং বলতে গেলে প্রায় গোটা এশিয়ায় অনেক লোককে ভুলিয়ে অন্য পথে নিয়ে গেছে। সে বলে যে, হাতে তৈরি দেবদেবী আল্লাহ্ নন। ২৭এবং এতে কেবল যে আমাদের ব্যবসার সুনাম যাবে তা নয়, কিন্তু মহান দেবী আর্তেমিসের মন্দিরও মিথ্যা হয়ে যাবে। আর গোটা এশিয়ার সমস্ত লোক, এমনকি দুনিয়ার সবাই, যে-দেবীর উপাসনা করে, তিনি নিজেও মহান থাকবেন না।"

২৮এ-কথা শুনে সেই লোকেরা রেগে আগুন হয়ে গেলো এবং চিৎকার করে বলতে লাগলো, "ইফিসীয়দের দেবী আর্তেমিসই মহান।" ২৯গোটা শহর গোলমালে পূর্ণ হয়ে গেলো। সবাই এক সংগে সভা বসার স্থানে ছুটে গেলো। এবং হযরত পৌল রা. এর দুই সঙ্গী মেসিডোনিয়ার গাইয় ও আরিস্টার্খকেও তারা ধরে নিয়ে গেলো।

৩০হযরত পৌল রা. ভিড়ের সামনে যেতে চাইলেন কিন্তু ইমানদারেরা তাকে যেতে দিলেন না। ৩১এশিয়া প্রদেশের কয়েকজন রাজকর্মচারী হযরত পৌল রা. এর বন্ধু ছিলেন। তারাও তাঁকে খবর পাঠিয়ে বিশেষভাবে অনুরোধ করলেন, যেনো তিনি সভাস্থলে না-যান।

৩২এর মধ্যে সভায় গোলমাল হতেই থাকলো। কিছু লোক এক কথা বলে চিৎকার করছিলো, আবার কিছু লোক অন্য কথা বলে চিৎকার করছিলো এবং বেশিরভাগ লোকই জানতো না যে, কেনো তারা সেই সভায় এসেছে।

৩৩ইহুদিরা আলেকজান্ডারকে সামনে ঠেলে দিলে পর কয়েকজন তাকে বলে দিলো কী বলতে হবে। এবং আলেকজান্ডার হাতের ইশারায় লোকদের চুপ করাতে চেষ্টা করলো, যেনো সে নিজের পক্ষে কথা বলতে পারে। ৩৪কিন্তু তারা যখন জানতে পারলো যে, সে একজন ইহুদি, তখন সবাই এক সংগে প্রায় দু'ঘন্টা ধরে এই বলে চিৎকার করলো, "ইফিসীয়দের দেবী আর্তেমিসই মহান।"

৩৫শহরের একজন সরকারি কর্মচারী লোকদের চুপ করিয়ে বললেন, "ইফিসের লোকেরা, এ-কথা কে না-জানে যে, মহান আর্তেমিস দেবীর মন্দিরের এবং আকাশ থেকে পড়া তার মূর্তির রক্ষাকারী হলো ইফিস শহর? ৩৬যেহেতু এ-কথা যখন অস্বীকার করা যায় না, তখন তোমাদের শান্ত হওয়া উচিত এবং তাড়াহুড়া করে কিছু করা উচিত নয়। ৩৭তোমরা এই লোকদের এখানে এনেছো; যদিও এরা আমাদের মন্দিরগুলো থেকে চুরিও করেনি এবং আমাদের দেবীর নিন্দাও করেনি।

৩৮যদি দিমিত্রিয় ও তার সঙ্গী-কারিগররা কারো বিরুদ্ধে কোনো কথা বলতে চায়, তবে আদালত তো খোলাই আছে, আর বিচারকেরাও সেখানে আছেন। তারা সেখানে একে অন্যের বিরুদ্ধে মামলা করতে পারে। ৩৯যদি তোমরা এর বাইরে কিছু জানতে চাও, তাহলে নিয়মিত সাধারণ সভায় তার মীমাংসা করতে হবে। ৪০কারণ আজকের দাঙ্গা-হাঙ্গামা বাধাবার জন্য আমাদেরই ওপর দোষ পড়ার ভয় আছে। যেহেতু এই গোলমালের কোনো কারণই আমরা দেখাতে পারবো না।" ৪১এই বলে তিনি সভা ভেঙে দিলেন।

রুকু ২০

১গোলমাল থামার পর হযরত পৌল রা. ইমানদারদের ডেকে পাঠালেন। তাঁদের উৎসাহ দেবার পর তাঁদের কাছ থেকে
বিদায় নিয়ে তিনি মেসিডোনিয়ার উদ্দেশে যাত্রা করলেন। ২সেই এলাকা দিয়ে যাবার সময় তিনি ইমানদারদের উৎসাহ
দিলেন। পরে তিনি গ্রীসে এসে পৌঁছলেন এবং সেখানে তিনমাস থাকলেন।

৩তারপর তিনি জাহাজে করে সিরিয়ার উদ্দেশে রওনা হওয়ার আগে জানতে পারলেন যে, ইহুদিরা তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র
করছে।
তখন তিনি আবার মেসিডোনিয়ার মধ্য দিয়ে ফিরে যাওয়া ঠিক করলেন। ৪বিরয়ার পুরহের ছেলে হযরত সোপাত্রস র.,
থিসালোনিকির হযরত আরিস্টার্খ র. ও হযরত সিকুন্দুস র., দেব্রার হযরত গাইয় র., হযরত তিমথীয় র., এবং এশিয়ার
হযরত তুখিক র. ও হযরত ত্রফিম র. তার সংগে গেলেন। ৫এরা আগে গিয়ে ত্রোয়া শহরে আমাদের জন্য অপেক্ষা
করছিলেন।

৬ইদুল-মাত্‌ছের পরে আমরা সমুদ্র পথে ফিলিপি থেকে যাত্রা করলাম এবং পাঁচদিন পর ত্রোয়ায় তাদের সংগে যোগ
দিলাম। সেখানে আমরা সাতদিন থাকলাম। ৭সপ্তাহের প্রথম দিনে মসিহের মেজবানি গ্রহণ করার জন্য আমরা এক সংগে
মিলিত হলাম। তখন হযরত পৌল রা. তাদের সংগে আলোচনা করছিলেন। পরদিন তিনি চলে যেতে চাচ্ছিলেন বলে
মাঝরাত পর্যন্ত কথা বলতে থাকলেন।

৮আমরা উপরতলার যে-ঘরে মিলিত হয়েছিলাম, সেখানে অনেকগুলো বাতি ছিলো। ৯ইউতুখস নামে এক যুবক জানালার
ওপর বসেছিলো। হযরত পৌল রা. অনেকক্ষণ ধরে কথা বলছিলেন বলে সে আস্তে আস্তে গভীর ঘুমে ডুবে গেলো। ঘুম
গভীর হলে পর সে তিনতলা থেকে নিচে পড়ে গেলো এবং তাকে মৃত অবস্থায় তুলে নেয়া হলো।

১০তখন হযরত পৌল রা. নিচে নেমে গেলেন এবং সেই যুবকের ওপর ঝুঁকে, তাকে জড়িয়ে ধরে বললেন, "ভয় করো
না। সে বেঁচে আছে।" ১১এরপর তিনি আবার উপর তলায় গিয়ে মসিহের মেজবানি গ্রহণ করলেন এবং ফজর পর্যন্ত তাঁদের
সংগে কথা বলার পর চলে গেলেন। ১২এদিকে লোকেরা সেই যুবককে জীবিত অবস্থায় বাড়ি নিয়ে গেলো, আর এটা তাদের
জন্য খুব সান্ত্বনার কারণ হলো।

১৩আমরা আগে গিয়ে জাহাজে উঠে আসোসের উদ্দেশে যাত্রা করলাম। সেখান থেকেই হযরত পৌল রা.-কে তুলে নেবার
কথা ছিলো। তিনিই এই ব্যবস্থা করেছিলেন। কারণ তিনি হাঁটা-পথে সেখানে যেতে চেয়েছিলেন। ১৪আসোসে আমাদের
সংগে দেখা হলে পর আমরা তাঁকে জাহাজে তুলে নিয়ে মিতুলিনিতে এলাম। ১৫আমরা সেখান থেকে যাত্রা করে পরদিন
খিয়োসের উল্টো দিকে পৌঁছলাম। এর পরদিন আমরা সাগর পার হয়ে সামোসে গেলাম এবং তার পরদিন আমরা
মিলেতোসে পৌঁছলাম।

১৬এখানে হযরত পৌল রা. সিদ্ধান্ত নিলেন যে, তিনি ইফিসে না-থেমেই চলে যাবেন, যাতে এশিয়াতে তাকে দেরি করতে
না-হয়। তিনি জেরুসালেমে যাবার জন্য তাড়াহুড়ো করছিলেন, যেনো সম্ভব হলে পঞ্চাশতম দিনের ইদে সেখানে উপস্থিত
থাকতে পারেন। ১৭তিনি মিলেতোস থেকে ইফিসের ইমানদার নেতাদের ডেকে পাঠালেন, যেনো তাঁরা দেখা করেন।

১৮তাঁরা তাঁর কাছে এলে তিনি তাঁদের বললেন, "এশিয়াতে আসার প্রথমদিন থেকে আমি কীভাবে আপনাদের সংগে
সময় কাটিয়েছি, তা আপনারা নিজেরাই জানেন। আমি নম্রভাবে, চোখের পানির সংগে, আল্লাহর সেবা করেছি। অপমানিত
হয়েছি। ১৯ইহুদিদের নানা ষড়যন্ত্রের দরুন আমাকে ভীষণ পরীক্ষার মধ্যে পড়তে হয়েছে।

২০সাহায্য হয় এমন কোনো কিছুই করা থেকে আমি পিছু হটিনি। বরং বাইরে খোলাখুলিভাবে এবং আপনাদের ঘরে-ঘরে
গিয়ে শিক্ষা দিয়েছি ও প্রচার করেছি। ২১ইহুদি ও গ্রীক উভয়ের কাছে আমি তওবা করে আল্লাহর দিকে ফেরা এবং হযরত
ইসা মসিহের ওপর ইমান আনার কথা বলেছি।

২২এখন আমি আল্লাহর রুহের বন্দি হয়ে জেরুসালেমে যাচ্ছি। আমি জানি না সেখানে আমার ওপর কী ঘটবে। ২৩কেবল
এই কথা জানি, আল্লাহর রুহ প্রত্যেক শহরে আমাকে এই কথা বলেছেন যে, আমার জন্য জেল ও অত্যাচার অপেক্ষা করছে।
কিন্তু আমার কাছে আমার প্রাণের দাম আছে বলে মনে করি না– ২৪যদি কেবল শেষ পর্যন্ত পৌঁছতে পারি এবং আল্লাহর
রহমতের সুসংবাদের বিষয়ে সাক্ষ্য দেবার যে-কাজের ভার হযরত ইসা আ. আমাকে দিয়েছেন, তা যেনো শেষ করতে পারি।

২৫এখন আমি এ-কথা জানি যে, যাদের কাছে গিয়ে আমি আল্লাহর রাজ্যের কথা প্রচার করেছি, সেই আপনারা কেউই আমাকে আর দেখতে পাবেন না। ২৬এ-জন্য আজ আমি আপনাদের পরিষ্কারভাবে বলছি, আপনাদের কারো রক্তের দায়ী আমি নই। ২৭ কারণ আল্লাহর সব ইচ্ছা আপনাদের জানাতে আমি কখনো পিছপা হইনি।

২৮আপনারা নিজেদের বিষয়ে সতর্ক থাকুন।

আর যে-ইমানদার দলের দেখাশোনার ভার আল্লাহর রুহ আপনাদের দিয়েছেন, তাঁদের সম্বন্ধেও সতর্ক থাকুন। আল্লাহ তাঁর মসিহের রক্ত দিয়ে যাদের কিনেছেন, রাখাল হিসাবে সেই পালের দেখাশুনা করুন।

২৯আমি জানি যে, আমি চলে যাবার পর লোকেরা হিংস্র নেকড়ের মতো হয়ে আপনাদের মধ্যে আসবে এবং পালের ক্ষতি করবে। ৩০এমনকি আপনাদের নিজেদের মধ্য থেকে লোকেরা উঠে আল্লাহর সত্যকে মিথ্যা বানাবার চেষ্টা করবে, যেনো ইমানদারদের নিজেদের দলে টানতে পারে।

৩১এ-জন্য সতর্ক থাকুন। মনে রাখবেন, তিন বছর ধরে দিন-রাত, চোখের পানির সংগে, আমি আপনাদের প্রত্যেককে সাবধান করেছি। ৩২এখন আল্লাহ্ ও তাঁর কালামের হাতে আমি আপনাদের তুলে দিচ্ছি। এই কালাম তাঁর রহমতের বিষয়ে বলে, আর আপনাদের গড়ে তোলার ক্ষমতা তাঁর আছে। এবং তিনি তাঁর দীনদার বান্দাদের সংগে আপনাদের অংশ দেবেন।

৩৩আমি কারো সোনা, রুপা বা কাপড়-চোপড়ের ওপরে লোভ করিনি। ৩৪আপনারা নিজেরাই জানেন যে, আমার ও আমার সঙ্গীদের সমস্ত প্রয়োজন মেটাবার জন্য আমি নিজের হাতে কাজ করেছি। ৩৫এসবের দ্বারা আমি দৃষ্টান্ত হয়ে আপনাদের দেখিয়েছি যে, এরকম পরিশ্রমের দ্বারা দুর্বলদের সাহায্য করা উচিত। হযরত ইসা আ. এর এই কথা আমাদের মনে রাখা উচিত, কারণ তিনি নিজেই বলেছেন যে, 'নেয়ার চেয়ে দেয়াতে আরো বেশি রহমত রয়েছে।'"

৩৬,৩৭এসব কথা বলার পর তিনি সবার সংগে হাঁটু পেতে মোনাজাত করলেন। সেখানে সবাই খুব কাঁদছিলেন। তাঁরা হযরত পৌল রা.কে জড়িয়ে ধরলেন এবং তাঁকে চুমু দিলেন। ৩৮তাঁর মুখ আর তাঁরা দেখতে পাবেন না বলায়, তাঁরা খুব বেশি দুঃখ পেয়েছিলেন। এরপর তাঁরা তাঁকে জাহাজে নিয়ে এলেন।

রুকু ২১

১তাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আমরা সোজা কোস দ্বীপে গেলাম। পরদিন আমরা রোডস দ্বীপে এলাম। তারপর সেখান থেকে পাতারা গেলাম। ২সেখানে আমরা ফৈনিকিয়া যাবার একটি জাহাজ পেলাম। তখন আমরা সেই জাহাজে উঠে রওনা হলাম।

৩পরে সাইপ্রাস দ্বীপ দেখতে পেয়ে তার দক্ষিণ দিক দিয়ে ঘুরে আমরা সিরিয়া দেশের টায়ার শহরে গিয়ে জাহাজ থেকে নামলাম।

৪কারণ সেখানে জাহাজের মালামাল নামাবার কথা ছিলো। সেখানকার ইমানদারদের খুঁজে পেয়ে আমরা তাদের সংগে সাতদিন রইলাম। আল্লাহ্র রুহের পরিচালনায় তারা হযরত পৌল রা.-কে অনুরোধ করলেন, যেনো তিনি জেরুসালেমে না-যান। ৫সেই দিনগুলো কেটে গেলে পর আমরা আমাদের পথে রওনা হলাম এবং তারা সবাই, তাদের স্ত্রী ও ছেলে-মেয়েরা, আমাদের সংগে-সংগে শহরের বাইরে এলেন। ৬সেখানে আমরা হাঁটু গেড়ে মোনাজাত করলাম। একে অন্যের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আমরা জাহাজে উঠলাম এবং তারা বাড়ি ফিরে গেলেন।

৭টায়ার থেকে যাত্রা করে আমরা তলিমায়িতে পৌঁছলাম। সেখানে ইমানদার ভাইদের সালাম জানিয়ে তাদের সংগে এক দিন থাকলাম। ৮পরদিন আমরা যাত্রা করে কৈসরিয়াতে পৌঁছলাম এবং হযরত ফিলিপ র. এর বাড়িতে গিয়ে থাকলাম; ইনি ছিলেন সেই সাতজনের একজন। ৯তার চারজন অবিবাহিতা মেয়ে ছিলো। তাদের ভবিষ্যদ্বাণী করার দান ছিলো।

১০আমরা সেখানে বেশ কয়েকদিন থাকার পর ইহুদিয়া থেকে হযরত আগাব র. নামে এক ওলি এলেন। ১১তিনি আমাদের কাছে এসে হযরত পৌল রা এর কোমরের বেল্ট খুলে নিলেন এবং তা দিয়ে নিজের হাত-পা বাঁধলেন ও বললেন, ''আল্লাহর রুহ বলছেন, 'জেরুসালেমের ইহুদিরা এই বেল্টের মালিককে এভাবে বাঁধবে এবং অইহুদিদের হাতে তুলে দেবে।'"

১২এ-কথা শুনে আমরা এবং সেখানকার লোকেরা হযরত পৌল রা.কে বিশেষভাবে অনুরোধ করলাম, যেনো তিনি জেরুসালেমে না-যান। ১৩তখন হযরত পৌল রা. বললেন, "কেনো আপনারা কেঁদে-কেঁদে আমার মন ভেঙে দিচ্ছেন? হযরত

ইসা □. এর নামের জন্য আমি জেরুসালেমে কেবল বন্দি হতে নয়, কিন্তু মরতেও প্রস্তুত আছি।” ১৪তাকে থামাতে না-পেরে
আমরা চুপ করলাম এবং বললাম, “আল্লাহর ইচ্ছামতোই হোক।”
১৫ঐ দিনগুলোর পরে আমরা জিনিসপত্র গুছিয়ে নিয়ে জেরুসালেমের দিকে রওনা হলাম।
১৬কৈসরিয়ার কয়েকজন ইমানদার আমাদের সংগে চললেন এবং হযরত মনাসোন র. নামে সাইপ্রাসের এক লোকের বাড়িতে
নিয়ে গেলেন। তার বাড়িতে আমাদের থাকার কথা ছিলো। ইনি ছিলেন প্রথমদিকের সাহাবিদের মধ্যে একজন।
১৭জেরুসালেমে পৌঁছলে পর ইমানদার ভাইয়েরা খুশি হয়ে আমাদের গ্রহণ করলেন। ১৮পরদিন হযরত পৌল রা.
আমাদের সংগে নিয়ে হযরত ইয়াকুব রা.-কে দেখতে গেলেন এবং বুজুর্গরা সবাই সেখানে উপস্থিত ছিলেন। ১৯তাদের সালাম
জানাবার পর তিনি তাঁর প্রচারের মধ্য দিয়ে আল্লাহ্ কীভাবে অইহুদিদের মধ্যে কাজ করেছেন, তা এক-এক করে বললেন।
২০এসব শুনে তাঁরা আল্লাহর গৌরব করলেন। পরে তাঁরা তাঁকে বললেন, “ভাই, তুমি তো দেখছো, কতো হাজার-হাজার
ইহুদি □□□□ইসা □.-এর ওপর ইমান এনেছে; আর তাঁরা সবাই □□□□মুসা □.-এর শরিয়তের জন্য অহংকারী।
২১তোমার বিষয়ে তাঁদের বলা হয়েছে যে, অইহুদিদের মধ্যে যে-সব ইহুদিরা থাকে, তাঁদের তুমি হযরত মুসা □.-এর
শরিয়ত বাদ দিয়ে চলতে শিক্ষা দিয়ে থাকো। অর্থাৎ তুমি তাদের ছেলেদের খতনা করাতে এবং রীতিনীতি পালন করতে
নিষেধ করে থাকো। ২২এখন কী করা যায়? তারা তো নিশ্চয়ই শুনবে যে, তুমি এসেছো।
২৩আমরা তোমাকে যা বলি, এখন তুমি তা-ই করো। আমাদের মধ্যে এমন চার ব্যক্তি আছে, যারা একটি মানত
করেছে। ২৪এই লোকদের সংগে নিয়ে যাও এবং তাদের সংগে তুমি নিজেও পাকসাফ হও, আর তাদেরকে মাথার চুল
কামানোর পয়সা দাও। তখন সবাই জানবে যে, তোমার সম্বন্ধে তাদের যা বলা হয়েছে, তা কিছু নয় এবং তুমি নিজে শরিয়ত
পালন করো এবং রক্ষাও করো।
২৫কিন্তু যে-অইহুদিরা ইমানদার হয়েছে, তাদের জন্য আমরা যা ঠিক করেছি, তা তাদের কাছে লিখে জানিয়েছি যে,
মূর্তির কাছে উৎসর্গ করা খাবার, রক্ত ও গলাটিপে মারা কোনো পশুর মাংস খাবে না। আর কোনো রকম জিনা করবে না।”
২৬তখন হযরত পৌল রা. সেই লোকদের নিয়ে গেলেন এবং পরদিন নিজে পাকসাফ হয়ে তাদের সংগে বায়তুল-
মোকাদ্দসে গেলেন।
আর তাদের পাকসাফ হবার কাজ শেষে প্রত্যেকের জন্য পশু-কোরবানি দেয়া হবে বলে জানিয়ে দিলেন। ২৭সাতদিন প্রায়
শেষ হয়ে এসেছে, এমন সময় এশিয়ার কয়েকজন ইহুদি হযরত পৌল রা.-কে বায়তুল-মোকাদ্দসে দেখলো। তারা
সেখানকার সমস্ত লোককে উসকে দিলো এবং তাঁকে ধরলো।
২৮তারা চিৎকার করে বলতে লাগলো, “বনি-ইস্রাইলীয়েরা, সাহায্য করো! এ-ই সেই লোক, যে সব জায়গার সবাইকে
আমাদের জাতি এবং আমাদের শরিয়ত ও বায়তুল-মোকাদ্দসের বিরুদ্ধে শিক্ষা দিয়ে বেড়ায়। শুধু তা-ই নয়, সে গ্রীকদের
বায়তুল-মোকাদ্দসে ঢুকিয়ে এই পবিত্র জায়গা নাপাক করেছে।” ২৯কারণ তারা আগে ইফিসীয় ত্রফিমকে তাঁর সংগে শহরে
দেখেছিলো এবং তারা ভেবেছিলো যে, হযরত পৌল রা. ত্রফিমকে বায়তুল-মোকাদ্দসেও এনেছেন।
৩০তখন সারা শহর উত্তেজিত হয়ে উঠলো এবং লোকেরা এক সংগে দৌড়ে গেলো। তারা হযরত পৌল রা.-কে ধরে
বায়তুল-মোকাদ্দস থেকে টেনে বের করে আনলো এবং সংগে-সংগেই দরজাগুলো বন্ধ করে দিলো। ৩১যখন তারা তাকে হত্যা
করার চেষ্টা করছিলো, তখন রোমীয় সৈন্যদের প্রধান সেনাপতির কাছে খবর গেলো যে, সারা জেরুসালেমে হট্টগোল বেধে
গেছে।
৩২তখনই তিনি কয়েকজন লেফটেন্যান্ট ও সৈন্যদের নিয়ে দৌড়ে ভিড়ের কাছে গেলেন। লোকেরা প্রধান সেনাপতি ও
সৈন্যদের দেখে হযরত পৌল রা.-কে মারা বন্ধ করলো। ৩৩তখন প্রধান সেনাপতি এসে তাকে বন্দি করলেন এবং দু'টো
শেকল দিয়ে তাঁকে বাঁধার হুকুম দিলেন। পরে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, “লোকটি কে? এবং সে কী করেছে?” ৩৪তখন
লোকদের মধ্য থেকে কয়েকজন চিৎকার করে এক রকম কথা বললো, আবার কয়েকজন অন্যরকম কথা বললো। ফলে প্রধান
সেনাপতি এই হট্টগোলের জন্য আসল ব্যাপার জানতে না-পেরে তাঁকে সেনানিবাসে নিয়ে যাবার হুকুম দিলেন।

৩৫হযরত পৌল রা. সিঁড়ি পর্যন্ত পৌঁছলে পর লোকদের হাত থেকে তাকে বাঁচাবার জন্য সৈন্যদের তাকে বয়ে নিয়ে যেতে হলো। ৩৬জনতা তার পেছনে-পেছনে চিৎকার করে বলতে লাগলো, "ওকে দূর করো।"৩৭সৈন্যরা তাঁকে নিয়ে সেনানিবাসে ঢুকতে যাবে, এমন সময় তিনি প্রধান সেনাপতিকে বললেন, "আপনাকে কি কিছু বলতে পারি?"

৩৮প্রধান সেনাপতি বললেন, "তুমি কি গ্রিক জানো? মিসরের যে-লোকটা কিছুদিন আগে বিদ্রোহ শুরু করে চার হাজার বিদ্রোহীকে মরু-প্রান্তরে নিয়ে গিয়েছিলো, তুমি কি তাহলে সেই লোক নও?" ৩৯হযরত পৌল রা. জবাব দিলেন, "আমি একজন ইহুদি। কিলিকিয়া প্রদেশের তার্সো শহরের লোক। আমি এক গুরুত্বপূর্ণ শহরের নাগরিক। দয়া করে আমাকে লোকদের কাছে কথা বলতে দিন।"

৪০প্রধান সেনাপতির অনুমতি পেয়ে হযরত পৌল রা. সিঁড়ির ওপর দাঁড়ালেন এবং লোকদের চুপ করার জন্য ইশারা করলেন। লোকেরা চুপ করলে পর ইব্রিয় ভাষায় তাদের বললেন,

রুকু ২২

১"ভাইয়েরা ও পিতারা, এখন নিজের পক্ষে আমার উত্তর শুনুন।" ২তারা তাঁকে ইব্রানী ভাষায় কথা বলতে শুনে একেবারে চুপ হয়ে গেলো।

৩তখন তিনি বললেন, "আমি একজন ইহুদি। কিলিকিয়ার তার্সো শহরে আমার জন্ম। তবে এই শহরেই বড়ো হয়েছি। গমলিয়েলের পায়ের কাছে বসে আমি আমাদের পূর্বপুরুষদের শরিয়ত সম্পূর্ণভাবে শিক্ষা লাভ করেছি। আল্লাহ্ সম্বন্ধে আপনাদের মতো আমিও সমানভাবে অহংকারী। ৪যারা হযরত ইসা আ.-এর পথে চলতো, আমি তাঁদের ওপর নির্যাতন চালিয়ে হত্যা পর্যন্ত করতাম, আর পুরুষ ও স্ত্রীলোকদের ধরে জেলখানায় দিতাম।

৫মহাইমাম ও মহা-সভার বুজুর্গরা সবাই এ-ব্যাপারে আমার সাক্ষী। আমি তাদের কাছ থেকে দামেস্ক শহরের ভাইদের দেবার জন্য চিঠি নিয়ে গিয়েছিলাম। এবং ঐ ধরনের লোকদের বন্দি করে জেরুসালেমে এনে শাস্তি দেবার জন্য সেখানে যাচ্ছিলাম। ৬তখন বেলা প্রায় দুপুর। আমি দামেস্কের কাছাকাছি এলে পর হঠাৎ আসমান থেকে আমার চারদিকে একটি উজ্জ্বল আলো পড়লো। ৭আমি মাটিতে পড়ে গেলাম এবং শুনলাম, একটি কণ্ঠস্বর আমাকে বলছেন, 'শৌল, শৌল, তুমি কেনো আমার ওপর জুলুম করছো?'

৮আমি উত্তরে বললাম, 'মালিক, আপনি কে?' ৯তখন তিনি আমাকে বললেন, 'আমি নাসরতের ইসা ইবনে মারিয়াম, যাঁর ওপর তুমি জুলুম করছো।'

যারা আমার সংগে ছিলো, তারা সেই আলো দেখলো কিন্তু যিনি আমার সংগে কথা বলছিলেন, তাঁর আওয়াজ শুনতে পেলো না। ১০আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'হুজুর, আমি কী করবো?' তিনি আমাকে বললেন, 'ওঠো এবং দামেস্কে যাও। তোমার জন্য যা ঠিক করে রাখা হয়েছে, সেখানেই তোমাকে তা বলা হবে।'

১১আমার সঙ্গীরা হাতধরেআমাকে দামেস্কে নিয়েচললো, কারণ সেই উজ্জ্বল আলোতেআমি অন্ধ হয়েগিয়েছিলাম। ১২হযরত অননিয় র. নামে এক লোক আমার কাছে এলেন। তিনি অত্যন্ত যত্নের সংগে হযরত মুসা আ. এর শরিয়ত পালন করেন, আর সেখানকার ইহুদিরা তাঁকে খুব সম্মান করে। ১৩তিনি এসে আমার পাশে দাঁড়িয়ে বললেন, 'ভাই শৌল, তোমার দেখার শক্তি ফিরে আসুক।' আর তখনই আমি দেখার শক্তি ফিরে পেলাম ও তাঁকে দেখলাম।

১৪তারপর তিনি বললেন, 'আমাদের পূর্বপুরুষদের আল্লাহ্ তোমাকে বেছে নিয়েছেন, যেনো তুমি তাঁর ইচ্ছা জানতে পারো, আর সেই ন্যায়বান ব্যক্তিকে দেখতে পাও এবং তাঁর মুখের কথা শুনতে পাও। ১৫তুমি যা দেখেছো ও শুনেছো, সব মানুষের কাছে তুমি সে-সবের সাক্ষী হবে। ১৬এখন কেনো দেরি করছো? উঠে বায়াত নাও। তাঁর নামে তোমার সব গুনাহ্ ধুয়ে ফেলো।'

১৭জেরুসালেমে ফিরে এসে যখন আমি বায়তুল-মোকাদ্দসে মোনাজাত করছিলাম, তখন আমি তন্দ্রার মতো অবস্থায় পড়লাম। ১৮এবং দেখলাম যে, হযরত ইসা আ. আমাকে বলছেন– 'তাড়াতাড়ি ওঠো। এখনই জেরুসালেম ছেড়ে চলে যাও, কারণ আমার বিষয়ে তোমার সাক্ষ্য এরা গ্রহণ করবে না।'

১৯আমি বললাম, 'হুজুর, এই লোকেরা জানে যে, যারা তোমার ওপর ইমান আনতো, তাঁদের মারধর করে জেলে দেবার জন্য আমি প্রত্যেক সিনাগোগে যেতাম। ২০যখন তোমার সাক্ষী স্তিফানকে হত্যা করা হচ্ছিলো, তখন আমি সেখানে দাঁড়িয়ে

সায়-দিচ্ছিলাম; আর যারা তাঁকে হত্যা করছিলো, তাদের কাপড়-চোপড় পাহারা দিচ্ছিলাম।' ২১তখন তিনি আমাকে বললেন, 'তুমি যাও, কারণ আমি তোমাকে দূরে, অইহুদিদের কাছে পাঠাবো।'"

২২এ-পর্যন্ত তারা তাঁর কথা শুনছিলো, কিন্তু এরপর তারা জোরে চিৎকার করে বলতে লাগলো, "ওকে দুনিয়া থেকে দূর করে দাও। ও বেঁচে থাকার উপযুক্ত নয়।"

২৩লোকেরা যখন চিৎকার করছিলো এবং কাপড়-চোপড় ছুঁড়ে আকাশে ধুলো ছড়াচ্ছিলো, তখন প্রধান সেনাপতি তাঁকে সেনানিবাসে নিয়ে যাবার হুকুম দিলেন। ২৪এবং কেনো লোকেরা তাঁর বিরুদ্ধে এভাবে চিৎকার করছে, তা জানার জন্য তাকে চাবুক মেরে জেরা করার হুকুম দিলেন।

২৫কিন্তু যখন তাকে চাবুক মারার জন্য বাঁধা হলো, তখন যে-লেফটেন্যান্ট সেখানে দাঁড়িয়ে ছিলেন, হযরত পৌল রা. তাকে বললেন, "যাকে এখনো দোষী বলে ঠিক করা হয়নি, এমন একজন রোমীয় নাগরিককে চাবুক মারা কি আপনাদের পক্ষে আইন-সম্মত কাজ হচ্ছে?" ২৬এ-কথা শুনে সেই লেফটেন্যান্ট প্রধান সেনাপতির কাছে গিয়ে বললেন, "আপনি কী করতে যাচ্ছেন? এই লোকটি তো রোমীয় নাগরিক।"

২৭তখন প্রধান সেনাপতি পৌলের কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "আমাকে বলো দেখি, তুমি কি রোমীয় নাগরিক?" তিনি বললেন, "হ্যাঁ।" ২৮প্রধান সেনাপতি বললেন, "নাগরিকত্ব পাবার জন্য আমার অনেক টাকা-পয়সা খরচ করতে হয়েছে।" পৌল বললেন, "কিন্তু আমি রোমীয় নাগরিক হয়েই জন্মেছি।"

২৯এ-কথা শুনে যারা তাঁকে জেরা করতে যাচ্ছিলো, তারা তখনই চলে গেলো। প্রধান সেনাপতি ভয় পেলেন, কারণ তিনি বুঝতে পারলেন যে, তিনি একজন রোমীয় নাগরিক এবং তিনি তাকে বেঁধে ছেন। ৩০ইহুদীরা কেনো হযরত পৌল রা.-কে দোষ দিচ্ছে, তা ঠিকভাবে জানার জন্য পরদিন প্রধান সেনাপতি পৌলের বাঁধন খুলে দিলেন এবং প্রধান ইমামদের ও মহাসভার লোকদের এক সংগে মিলিত হবার হুকুম দিলেন। তারপর তিনি হযরত পৌল রা.-কে নিয়ে এসে তাদের সামনে দাঁড় করালেন।

রুকু ২৩

১হযরত পৌল রা. সোজা মহাসভার লোকদের দিকে তাকিয়ে বললেন, "আমার ভাইয়েরা, আজ পর্যন্ত আমি আল্লাহর সামনে পরিষ্কার বিবেকে জীবন-যাপন করছি।" ২তখন মহাইমাম অননিয় যারা হযরত পৌল রা.-এর কাছে দাঁড়িয়েছিলো, তাদেরকে তাঁর মুখে আঘাত করতে হুকুম দিলেন।

৩এতে হযরত পৌল রা. তাকে বললেন, "আপনি চুনকাম করা দেয়াল। আল্লাহ্ আপনাকেও আঘাত করবেন! আইন-মতো আমার বিচার করার জন্য আপনি ওখানে বসেছেন, কিন্তু আমাকে মারতে হুকুম দিয়ে কি আপনি নিজেই আইন ভঙ্গ করছেন না?" ৪যারা হযরত পৌল রা-র কাছে দাঁড়িয়েছিলো, তারা তাঁকে বললো, "তুমি কি আল্লাহর মহাইমামকে অপমান করার সাহস দেখাচ্ছো?" ৫তিনি বললেন, "ভাইয়েরা, আমি জানতাম না যে, উনি মহাইমাম। কারণ লেখা আছে, 'তোমার জাতির নেতার বিরুদ্ধে খারাপ কথা বলো না।'"

৬যখন হযরত পৌল রা. দেখলেন যে, কয়েকজন সদ্দুকি ও কয়েকজন ফরিসীও সেখানে রয়েছেন, তখন তিনি মহাসভার মধ্যে জোরে বললেন, "আমার ভাইয়েরা, আমি একজন ফরিসী ও ফরিসীর সন্তান। আমার বিচার হচ্ছে, কারণ আমি মৃতদের পুনরুত্থানের আশা করি।" ৭তার এই কথাতে ফরিসী ও সদ্দুকিদের মধ্যে মত বিরোধ দেখা দিলো এবং মহাসভার লোকেরা দু'ভাগ হয়ে গেলো। ৮সদ্দুকিরা বলেন যে, পুনরুত্থান নেই। ফেরেস্তাও নেই। কোনো রুহও নেই। কিন্তু ফরিসীরা এই সবই বিশ্বাস করেন।

৯তখন ভীষণ গোলমাল শুরু হলো এবং ফরিসী দলের কয়েকজন আলিম উঠে খুব জোরে বললেন, "আমরা এই লোকটির কোনো দোষ দেখতে পাচ্ছি না। হয়তো কোনো রুহ্ বা ফেরেস্তা এর সংগে কথা বলেছেন।" ১০সেই ঝগড়া এমন ভীষণ হয়ে উঠলো যে, প্রধান সেনাপতির ভয় হলো, হয়তো তারা হযরত পৌল রা.-কে ছিঁড়ে টুকরো-টুকরো করে ফেলবেন। তিনি সৈন্যদের হুকুম দিলেন, যেনো তারা গিয়ে লোকদের হাত থেকে হযরত পৌল রা.-কে ছাড়িয়ে এনে সেনানিবাসে নিয়ে যায়। ১১সেদিন রাতে হযরত ইসা আ. তাঁর কাছে দাঁড়িয়ে বললেন, "সাহসী হও। জেরুসালেমে তুমি যেভাবে আমার বিষয়ে সাক্ষ্য দিয়েছো, সেভাবে রোমেও সাক্ষ্য দিতে হবে।"

[১২]সকালবেলা ইহুদিরা একটি ষড়যন্ত্র করলো এবং হযরত পৌল রা.কে হত্যা না-করা পর্যন্ত কিছুই খাবে না বলে কসম খেলো। [১৩]চল্লিশ জনেরও বেশি লোক এই ষড়যন্ত্রে সামিল হলো। [১৪]তারা প্রধান ইমামদের ও বুজুর্গদের কাছে গিয়ে বললো, "পৌলকে হত্যা না-করা পর্যন্ত কিছুই খাব না বলে আমরা কঠিন কসম খেয়েছি।

[১৫]এখন আপনারা ও মহাসভার লোকেরা এ-ব্যাপারে আরো ভালো করে তদন্ত করার অজুহাতে পৌলকে আপনাদের সামনে আনার জন্য প্রধান সেনাপতির কাছে খবর পাঠান। সে এখানে পৌঁছার আগেই আমরা তাকে শেষ করে ফেলার জন্য প্রস্তুত হয়ে রইলাম।"

[১৬]হযরত পৌল রা.-র বোনের ছেলে এই ষড়যন্ত্রের কথা শুনতে পেয়ে সেনানিবাসে গেলো এবং তাঁকে সেই খবর জানালো। [১৭]তিনি একজন লেফটেন্যান্টকে ডেকে বললেন, "এই যুবককে প্রধান সেনাপতির কাছে নিয়ে যান, তার কাছে এর কিছু বলার আছে।" [১৮]তখন তিনি তাকে প্রধান সেনাপতির কাছে নিয়ে গিয়ে বললেন, "বন্দি পৌল আমাকে ডেকে পাঠিয়ে এই যুবককে আপনার কাছে নিয়ে আসতে বললো, কারণ আপনাকে এর কিছু বলার আছে।"

[১৯]প্রধান সেনাপতি তাকে হাত ধরে এক পাশে নিয়ে গিয়ে গোপনে জিজ্ঞেস করলেন, "আমাকে তুমি কী জানাতে চাও?" [২০]সে উত্তর দিলো, "ইহুদিরা ঠিক করেছে যে, হযরত পৌল রা.-র বিষয়ে আরো ভালো ভাবে খোঁজ-খবর নেবার অজুহাতে তাকে আগামীকাল মহাসভার সামনে নিয়ে যাবার জন্য আপনাকে অনুরোধ করবে। [২১]কিন্তু তাদের কথায় রাজি হবেন না। কারণ চল্লিশ জনেরও বেশি লোক লুকিয়ে থেকে তাঁর জন্য অপেক্ষা করে আছে। তাঁকে হত্যা না-করা পর্যন্ত এই লোকেরা কিছুই খাবে না বা পান করবে না বলে কসম খেয়েছে। তারা প্রস্তুত হয়ে এখন কেবল আপনার রাজি হওয়ার অপেক্ষায় আছে।

[২২]প্রধান সেনাপতি সেই যুবককে বিদায় করার সময় এই হুকুম দিলেন, "এ-কথা যে তুমি আমাকে জানিয়েছো, তা কাউকে বলো না।" [২৩]পরে প্রধান সেনাপতি তার দু'জন লেফটেন্যান্টকে ডেকে বললেন, "দু'শ সৈন্য, সত্তরজন ঘোড়সওয়ার সৈন্য এবং দু'শ বর্শাধারী সৈন্যকে আজ রাত ন'টার সময় কৈসরিয়াতে যাবার জন্য প্রস্তুত রাখো। [২৪]পৌলের জন্যও ঘোড়ার ব্যবস্থা করো এবং তাকে নিরাপদে গভর্নর ফিলিক্সের কাছে নিয়ে যাও।"

[২৫]তিনি সেখানে এই চিঠি লিখলেন– [২৬]"আমি ক্লডিয়াস লুসিয়াস, মহামান্য গভর্নর ফিলিক্সের কাছে লিখছি, আমার সালাম গ্রহণ করুন। [২৭]ইহুদিরা এই লোকটিকে ধরে প্রায় হত্যা করে ফেলেছিলো।

কিন্তু আমি যখন জানতে পারলাম যে, সে একজন রোমীয়, তখন আমি আমার সৈন্যদের নিয়ে গিয়ে তাকে উদ্ধার করে এনেছি।

[২৮]যেহেতু আমি জানতে চাইলাম কেনো লোকেরা তাকে দোষী করছে, সেহেতু আমি তাকে তাদের মহাসভার কাছে নিয়ে গেলাম। [২৯]আমি বুঝতে পারলাম যে, তাদের শরিয়তের বিষয় নিয়ে তারা তাকে দোষী করছে; কিন্তু মরার বা জেলে দেবার মতো এমন কোনো দোষ তার নেই। [৩০]যখন আমি জানতে পারলাম যে, তারা তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছে, তখনই আমি তাকে আপনার কাছে পাঠালাম। যারা তাকে দোষ দিচ্ছে, তাদেরও আমি হুকুম দিলাম, যেনো তারা এর দোষের বিষয়ে আপনার কাছে গিয়ে বলে।"

[৩১]সুতরাং, প্রাপ্ত হুকুম মতো সৈন্যরা পৌলকে নিয়ে রাতের বেলায় আন্তিপাত্রি পর্যন্ত গেলো। [৩২]পরদিন তারা ঘোড়সওয়ার সৈন্যদের সংগে হযরত পৌল রা.-কে পাঠিয়ে দিয়ে সেনানিবাসে ফিরে গেলো। [৩৩]তারা কৈসরিয়াতে পৌঁছে চিঠিটা ও পৌলকে গভর্নরের হাতে তুলে দিলো। [৩৪]চিঠিটা পড়ে তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তিনি কোন প্রদেশের লোক।

[৩৫]যখন তিনি জানলেন যে, তিনি কিলিকিয়া প্রদেশের লোক, তখন তিনি বললেন, "তোমাকে যারা দোষী করছে, তারা এখানে আসার পর আমি তোমার কথা শুনবো।" পরে তিনি হেরোদের প্রধান কার্যালয়ে তাকে পাহারা দিয়ে রাখার হুকুম দিলেন।

রুকু ২৪

[১]পাঁচদিন পরে মহাইমাম অননিয় কয়েকজন ইহুদি বুজুর্গকে ও তর্তুল্লস নামে একজন উকিলকে নিয়ে সেখানে এলেন এবং গভর্নরের কাছে হযরত পৌল রা.-এর বিরুদ্ধে নালিস জানালেন।

২-৩হযরত পৌল রা.-কে ডেকে আনার পর তর্তুল্লস এই বলে তাকে দোষারোপ করতে লাগলেন, "হে মাননীয় ফিলিক্স,
আপনার অধীনে আমরা অনেকদিন ধরে খুব শান্তিতে আছি। আপনি আপনার দূর দৃষ্টির দ্বারা এই জাতির অনেক উন্নতি
করেছেন। আমরা সব সময় সব জায়গায় কৃতজ্ঞতার সংগে তা স্মরণ করি।
৪কিন্তু আপনার সময় নষ্ট না-করার জন্য আমি এই অনুরোধ করি, দয়া করে আমাদের কথা শুনুন। আমরা অল্প কথায় সব
বলবো।

৫আমরা দেখেছি, এই লোকটা একটা আপদ। সব সময় গোলমালের সৃষ্টি করে থাকে। সারা দুনিয়ায় ইহুদিদের মধ্যে সে
গোলমাল বাধিয়ে বেড়ায়। সে নাসারা (নাজারিন বা নাজারিনিস) নামে একটি ধর্মীয় উপদলের নেতা। ৬,৭এমনকি বায়তুল-
মোকাদ্দস পর্যন্ত সে নাপাক করার চেষ্টা করেছে এবং আমরা তাকে ধরেছি। ৮আমরা তাকে যে-সব দোষ দিচ্ছি, আপনি নিজে
তাকে জেরা করলে সবকিছুই জানতে পারবেন।" ৯এসব কথা যে সত্যি, তাতে ইহুদিরাও সায় দিলো।

১০তখন গভর্নর তাকে ইসারা করার পর হযরত পৌল রা বলতে লাগলেন– "আমি খুব খুশি হয়েই নিজের পক্ষে কথা
বলছি। আমি জানি যে, বেশ কয়েক বছর ধরে আপনি এই জাতির বিচার করে আসছেন। ১১আপনি খোঁজ নিলে সহজেই
জানতে পারবেন যে, আজ বারো দিনের বেশি হয়নি আমি এবাদত করার জন্য জেরুসালেমে গিয়েছিলাম।

১২তারা আমাকে বায়তুল-মোকাদ্দসে কারো সংগে তর্কাতর্কি করতে দেখেননি বা সিনাগোগে কিংবা শহরের অন্য কোথাও
লোকদের উসকানি দিতে দেখেননি। ১৩আমার বিরুদ্ধে এখন তারা যে-দোষ দেখাচ্ছেন, তার প্রমাণ তারা আপনার কাছে
দিতে পারবেন না। ১৪কিন্তু এ-কথা আমি আপনার কাছে স্বীকার করছি, যে-পথকে তারা ধর্মীয় উপদল বলছেন, আমি সেই
পথেই আমার পূর্বপুরুষদের আল্লাহর এবাদত করে থাকি। তওরাতের সংগে যা-কিছুর মিল আছে, তাতে এবং নবিদের
কিতাবে আমি ইমান রাখি।

১৫তারা যেমন আশা করেন, তেমনি আমারও আল্লাহর ওপর এই আশা আছে যে, ধার্মিক এবং অধার্মিক সকলেরই
পুনরুত্থান হবে। ১৬এ-জন্য আমি আল্লাহ্ ও মানুষের কাছে সব সময় আমার বিবেককে পরিষ্কার রাখার চেষ্টা করি। ১৭অনেক
বছর পর আমি আমার জাতির গরিব লোকদের দান-খয়রাত করতে ও কোরবানি দিতে গিয়েছিলাম।

১৮নিজেকে পাকসাফ করার পর যখন আমি সেই কাজ করছিলাম, তখনই তারা আমাকে বায়তুল-মোকাদ্দসে দেখতে
পেয়েছিলেন। আমার কাছে লোকজনের ভিড়ও ছিলো না কিংবা আমাকে নিয়ে কোনো গোলমালও হয়নি। ১৯কিন্তু এশিয়ার
কয়েকজন ইহুদি সেখানে ছিলো। যদি আমার বিরুদ্ধে তাদের কিছু বলার থাকে, তাহলে তাদেরই আপনার কাছে আসা উচিত
ছিলো। ২০কিংবা এখানে যারা উপস্থিত আছেন তারা ইবলুন, আমি যখন মহাসভার সামনে দাঁড়িয়ে ছিলাম, তখন তারা আমার
কী দোষ পেয়েছিলেন? ২১কেবল একটি বিষয়ে তারা আমার দোষ দিতে পারেন যে, আমি তাদের সামনে দাঁড়িয়ে জোর গলায়
বলেছিলাম, 'মৃতদের পুনরুত্থানের বিষয় নিয়ে আজ আপনাদের সামনে আমার বিচার হচ্ছে।'"

২২কিন্তু ফিলিক্স খুব ভালো করেই 'পথের বিষয়ে' জানতেন। বিচার বন্ধ করে তিনি বললেন, "প্রধান সেনাপতি লুসিয়াস
আসার পর আমি তোমাদের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবো।" ২৩হযরত পৌল রা.-কে পাহারা দেবার জন্য তিনি লেফটেন্যান্টকে হুকুম
দিলেন। কিন্তু তাঁকে কিছুটা স্বাধীনভাবে রাখতে বললেন এবং তাঁর বন্ধুরা যাতে তাঁর দেখাশোনা করতে পারেন, তাতে বাধা
রাখলেন না।

২৪কয়েকদিন পর ফিলিক্স তার ইহুদি স্ত্রী দ্রুসিল্লাকে সংগে নিয়ে এলেন। তিনি হযরত পৌল রা.-কে ডেকে পাঠিয়ে তার
কাছে হযরত মসিহ ইসার ওপর ইমানের কথা শুনলেন। ২৫হযরত পৌল রা. যখন সৎভাবে চলা, নিজেকে দমনে রাখা এবং
রোজ-হাশরের বিষয়ে বললেন, তখন ফিলিক্স ভয় পেয়ে বললেন, "তুমি এখন যাও, সময়-সুযোগ মতো আমি তোমাকে
ডাকবো।"

২৬একই সময় তিনি আশা করেছিলেন যে, হযরত পৌল রা. তাকে ঘুষ দেবেন এবং সে-জন্য বারবার তাকে ডেকে এনে
তার সংগে কথা বলতেন। ২৭দু'বছর পার হয়ে গেলে পর ফিলিক্সের জায়গায় পর্কিয়ুস ফাস্তুস এলেন। এদিকে ফিলিক্স
ইহুদিদের খুশি করার জন্য হযরত পৌল রা.-কে জেলখানাতেই রেখে গেলেন।

রুকু ২৫

১ফাস্তুস সেই প্রদেশে আসার তিনদিন পর কৈসরিয়া থেকে জেরুসালেমে গেলেন। ২সেখানে প্রধান ইমামেরা ও নেতারা
তার কাছে গিয়ে পৌলের বিরুদ্ধে নালিস জানালেন। ৩তারা তাকে অনুরোধ করলেন, যেনো তিনি তাদের ওপর দয়া করে
হযরত পৌল রা.-কে জেরুসালেমে ডেকে পাঠান।
আসলে তারা পথের মধ্যে লুকিয়ে থেকে হযরত পৌল রা.-কে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করছিলেন।
৪তখন ফাস্তুস বললেন যে, তাকে কৈসরিয়াতে আটক রাখা হয়েছে এবং তিনি নিজেই শিগগির সেখানে যাবেন। তিনি
বললেন, "সুতরাং, ৫তোমাদের কয়েকজন ক্ষমতাশালী লোক আমার সংগে আসুক এবং সেই লোক দোষী হয়ে থাকলে তা
দেখিয়ে দিক।"
৬ফাস্তুস তাদের মধ্যে আট-দশ দিন থাকার পর কৈসরিয়াতে গেলেন এবং পরদিন তিনি বিচার-সভায় বসে হযরত পৌল
রা.-কে তার সামনে আনার হুকুম দিলেন। ৭যখন তিনি এলেন, তখন যে-ইহুদিরা জেরুসালেম থেকে এসেছিলো, তারা তাকে
ঘিরে ধরলো। তাঁর বিরুদ্ধে অনেক ভীষণ রকমের দোষ দিলো কিন্তু সেগুলোর কোনো প্রমাণ দিতে পারলো না।
৮হযরত পৌল রা. নিজের পক্ষে বললেন, "আমি ইহুদিদের শরিয়ত বা বায়তুল-মোকাদ্দস কিংবা সম্রাটের বিরুদ্ধে
কোনো অন্যায় করিনি।" ৯কিন্তু ফাস্তুস ইহুদিদের খুশি করার জন্য তাঁকে বললেন, "এসব দোষের বিচার আমি যেনো
জেরুসালেমে করতে পারি, সে-জন্য তুমি কি সেখানে যেতে রাজি আছো?"
১০হযরত পৌল রা. বললেন, "আমি সম্রাটের বিচার-সভায় আপিল করছি, সেখানে আমার বিচার হওয়া উচিত। আপনি
নিজে জানেন যে, আমি ইহুদিদের ওপরে কোনো অন্যায় করিনি। ১১যা হোক, যদি আমি মৃত্যুর উপযুক্ত কোনো দোষ করে
থাকি, তাহলে আমি মরতেও রাজি আছি। কিন্তু এরা আমার বিরুদ্ধে যে-সব দোষ দিচ্ছে, তা যদি সত্যি না-হয়, তাহলে
এদের হাতে আমাকে ছেড়ে দেবার অধিকার কারো নেই। আমি সম্রাটের কাছে আপিল করছি।"
১২ফাস্তুস তার পরামর্শ-দাতাদের সংগে পরামর্শ করে বললেন, "তুমি সম্রাটের কাছে আপিল করেছো, সম্রাটের কাছেই
তুমি যাবে।" ১৩এর কিছুদিন পরে বাদশাহ আগ্রিপ্প ও বার্নিকি ফাস্তুসকে স্বাগত জানাবার জন্য কৈসরিয়াতে এলেন। ১৪তারা
অনেকদিন সেখানে ছিলেন বলে ফাস্তুস হযরত পৌল রা.-র বিষয় বাদশাহকে জানালেন। বললেন, "ফিলিক্স এক
লোককেএখানেবন্দি হিসাবে রেখে গেছেন।
১৫আমি যখন জেরুজালেমে গিয়েছিলাম, তখন প্রধান ইমামরা ও ইহুদিদের বুজুর্গরা তার বিষয়ে আমাকে জানিয়ে ছিলেন
এবং একে শাস্তি দিতে বলেছিলেন। ১৬আমি তাদের বললাম, 'কোনো লোকের বিরুদ্ধে যদি কোনো নালিস করা হয়, তাহলে
যারা নালিস করেছে, তাদের সামনে নিজেকে নির্দোষ বলে প্রমাণ করার সুযোগ না-পাওয়া পর্যন্ত তাকে শাস্তি দেয়া
রোমীয়দের নীতি নয়। ১৭তারা এখানে আসার পর আমি দেরি না-করে পরদিনই বিচার করতে বসলাম এবং সেই লোককে
আনতে হুকুম দিলাম।
১৮যে-লোকেরা তাকে দোষ দিচ্ছিলো, তারা যখন কথা বলার জন্য উঠে দাঁড়ালো, তখন যেমন ভেবেছিলাম, তেমন
কোনো নালিস তারা করলো না। ১৯বরং তার সংগে তাদের মতের অমিল দেখা গেলো– তাদের ধর্মমত এবং হযরত ইসা আ.
নামের এক লোক, যার মৃত্যু হয়েছে, তার সম্বন্ধে। পৌল নামে লোকটা দাবি করে যে, সেই হযরত ইসা আ. জীবিত হয়ে
উঠেছেন। ২০এসব বিষয়ে কী করে খোঁজ নেবো তা বুঝতে না-পেরে আমি জিজ্ঞেস করলাম, এসব দোষারোপের বিচারের
জন্য সে জেরুসালেমে যেতে রাজি আছে কি-না। ২১কিন্তু পৌল যখন সম্রাটের রায়ের জন্য অপেক্ষা করতে আমার কাছে
আপিল করলো, তখন সম্রাটের কাছে না-পাঠানো পর্যন্ত তাকে পাহারা দিয়ে রাখতে আমি হুকুম দিয়েছি।"
২২তখন আগ্রিপ্প ফাস্তুসকে বললেন, "আমি নিজে এই লোকের কথা শুনতে ইচ্ছা করি।" তিনি বললেন, "কাল শুনতে
পাবেন।" ২৩পরদিন বাদশাহ আগ্রিপ্প ও বার্নিকি প্রধান সেনাপতিদের ও শহরের প্রধান-প্রধান লোকদের নিয়ে মহা-
জাঁকজমকের সংগে সভা-ঘরের মধ্যে ঢুকলেন। ফাস্তুসের হুকুমে হযরত পৌল রা.-কে সেখানে আনা হলো।
২৪এবং ফাস্তুস বললেন, "বাদশাহ আগ্রিপ্প এবং আর যারা আমাদের সংগে উপস্থিত আছেন, আপনারা এই লোকটিকে
দেখছেন। এর বিষয়ে গোটা ইহুদি সমাজ জেরুজালেমে ও এখানেও আমার কাছে দরখাস্ত করেছে এবং চিৎকার করে বলেছে
যে, এই লোকটির আর বেঁচে থাকা উচিত নয়। ২৫কিন্তু আমি দেখলাম যে, মৃত্যুর শাস্তি দেয়া যায় এমন কোনো দোষ সে

করেনি। এবং সে নিজেই যখন সম্রাটের কাছে আপিল করেছে, তখন আমি তাকে সম্রাটের কাছে পাঠানোই ঠিক মনে
করলাম;
২৬কিন্তু মহামান্যকে লেখার মতো এমন সঠিক কিছুই পেলাম না। তাই আমি আপনাদের সকলের সামনে, বিশেষ করে
বাদশাহ আগ্রিপ্প, আপনার সামনে তাকে এনেছি, যাতে তাকে জেরা করে অন্তত আমি কিছু লিখতে পারি। ২৭কারণ আমার
মতে, কোনো বন্দির বিরুদ্ধে আনীত সুনির্দিষ্ট অভিযোগ ছাড়া তাকে চালান দেয়া উচিত নয়।"

রুকু ২৬

১তখন আগ্রিপ্প হযরত পৌল রা.-কে বললেন, "তোমার নিজের পক্ষে কথা বলার জন্য তোমাকে অনুমতি দেয়া গেলো।"
২তখন তিনি হাত বাড়িয়ে দিয়ে নিজের পক্ষে এই কথা বলতে লাগলেন, "হে বাদশাহ আগ্রিপ্প, আপনার সামনে দাঁড়াবার
সুযোগ পেয়ে নিজেকে ভাগ্যবান মনে করছি। ইহুদিরা আমার বিরুদ্ধে যে-সব অভিযোগ করেছে, আজ আমি তার সব খন্ডন
করবো। ৩কারণ বিশেষ করে আপনি ইহুদিদের রীতিনীতি এবং মত বিরোধের বিষয়গুলো জানেন। এ-জন্য ধৈর্য ধরে আমার
কথাগুলো শুনতে আপনাকে বিশেষভাবে অনুরোধ করছি।
৪ইহুদিরা সবাই আমার ছেলেবেলা থেকে শুরু করে আমার জীবনের সবকিছু জানে, যে-জীবন আমি আমার লোকদের
মধ্যে ও জেরুসালেমে কাটিয়েছি। ৫তারা অনেকদিন ধরেই আমাকে চেনে এবং ইচ্ছা করলে তারা এই সাক্ষ্য দিতে পারে যে,
আমি আমাদের ধর্মের ধর্মীয় গোঁড়া দলের লোক এবং ফরিসী হিসাবেই জীবন কাটিয়েছি।
৬এখন আমি বিচারের সামনে দাঁড়িয়েছি এ-জন্য যে, আল্লাহ আমার পূর্বপুরুষদের কাছে যে-ওয়াদা করেছিলেন, তাতে
আমি আশা রাখি। ৭কেবল একটি ওয়াদার পূর্ণতা দেখার আশায় আমাদের বারো গোষ্ঠীর লোকেরা দিনরাত মন-প্রাণ দিয়ে
আল্লাহর এবাদত করে। মহারাজ, সেই আশার জন্যই ইহুদিরা আমাকে দোষারোপ করছে।
৮আপনারা কেনো বিশ্বাস করতে পারেন না যে, আল্লাহ মৃতদের জীবিত করে তুলতে পারেন? ৯আমি নিজেই বিশ্বাস
করতাম যে, নাসরতের হযরত ইসা আ.-এর নামের বিরুদ্ধে যা করা যায়, তার সবই আমার করা উচিত। আর জেরুসালেমে
আমি ঠিক তা-ই করছিলাম।
১০প্রধান ইমামদের কাছ থেকে ক্ষমতা পেয়ে আমি কামেলদের শুধু জেলেই বন্দি করিনি, তাঁদের হত্যা করার সময় তাঁদের
বিরুদ্ধে সায়ও দিতাম।
১১আমি প্রায় প্রতিটি সিনাগোগে গিয়ে তাঁদের শাস্তি দিয়েছি এবং আল্লাহর নিন্দা করার জন্য তাঁদের ওপর জোর
খাটিয়েছি। তাঁদের ওপর আমার এতো রাগ ছিলো যে, তাঁদের ওপর এতো জুলুম করেছি যে, তাঁদের বিতাড়িত করে বিদেশে
ঠেলে দিয়েছি। ১২এভাবে একবার প্রধান ইমামদের কাছ থেকে ক্ষমতা ও হুকুম নিয়ে আমি দামেস্কে যাচ্ছিলাম।
১৩মহারাজ, তখন বেলা প্রায় দুপুর। আমি দেখলাম, পথের মধ্যে সূর্য থেকেও উজ্জ্বল একটি আলো আসমান থেকে
আমার ও আমার সঙ্গীদের চারদিকে জ্বলতে লাগলো। ১৪আমরা সবাই মাটিতে পড়ে গেলাম এবং আমি শুনলাম, একটি
কণ্ঠস্বর ইব্রানি ভাষায় আমাকে বলছেন, 'শৌল, শৌল, কেনো তুমি আমার ওপর জুলুম করছো? কাঁটা বসানো লাঠির মুখে
লাথি মারলে তোমার ক্ষতি হবে।'
১৫আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'মালিক, আপনি কে?' ১৬তিনি উত্তর দিলেন, 'আমি ইসা, যাঁর ওপর তুমি জুলুম করছো। কিন্তু
এখন ওঠো, তোমার পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াও, কারণ আমি তোমাকে দেখা দিলাম, যেনো তুমি আমাকে যেভাবে দেখলে এবং
আমি তোমাকে যা দেখাবো, তার সাক্ষী ও সেবাকারী হিসাবে তোমাকে নিযুক্ত করতে পারি। ১৭আমি তোমাকে যাদের কাছে
পাঠাচ্ছি, তোমার সেই নিজের লোকদের ও অইহুদিদের হাত থেকে আমি তোমাকে উদ্ধার করবো, যেনো তুমি তাদের চোখ
খুলে দাও; ১৮তারা অন্ধকার থেকে আলোর দিকে ও শয়তানের কর্তৃত্ব থেকে আল্লাহর দিকে ফিরে এবং আমার ওপর ইমান
এনে গুনাহের মাফ ও পাকসাফ হওয়া লোকদের মধ্যে স্থান পায়।'
১৯বাদশাহ আগ্রিপ্প, এরপর থেকে আমি এই বেহেস্তি দর্শনের অবাধ্য হইনি। ২০কিন্তু যাঁরা দামেস্কে আছে, তাঁদের কাছে
প্রথমে, তারপর জেরুসালেমে এবং গোটা ইহুদিয়া প্রদেশে এবং অইহুদিদের কাছেও প্রচার করেছি যে, যেনো তাঁরা তওবা
করে আল্লাহর দিকে ফেরে এবং সব সময় তওবার উপযোগী কাজ করে। ২১এ-জন্যই ইহুদিরা আমাকে বায়তুল-মোকাদ্দসে
ধরে হত্যা করার চেষ্টা করছিলো।

[২২]আজ পর্যন্ত আল্লাহ্ আমাকে সাহায্য করেছেন এবং এ-জন্যই আমি এখানে দাঁড়িয়ে ছোট-বড়ো সবার কাছে সাক্ষ্য দিচ্ছি। নবিরা এবং হযরত মুসা আ. যা-যা ঘটার কথা বলেছেন, তার বাইরে আমি কিছুই বলছি না। [২৩]তাহলো এই যে, মসিহকে কষ্টভোগ করতে হবে এবং মৃতদের মধ্য থেকে প্রথমে জীবিত হয়ে উঠে তাঁর নিজের জাতির লোকদের ও অইহুদিদের কাছে আলোর বিষয়ে ঘোষণা করতে হবে।"

[২৪]এভাবে যখন তিনি নিজের পক্ষে কথা বলছিলেন, তখন ফাস্তুস তাকে বাধা দিয়ে চিৎকার করে বললেন, "পৌল, তুমি পাগল হয়ে গেছো! অনেক পড়াশোনা তোমাকে পাগল করে তুলেছে।" [২৫]কিন্তু হযরত পৌল রা. বললেন, "মাননীয় ফাস্তুস, আমি পাগল হইনি। কিন্তু আমি সত্যি ও যুক্তিপুর্ণ কথা বলছি। [২৬]নিশ্চয়ই বাদশাহ এসব বিষয়ে জানেন এবং আমি তাঁর সংগে খোলা-খুলিভাবে কথা বলি। আর এ-কথা আমি নিশ্চয়ই জানি যে, এর কিছুই তাঁর চোখ এড়ায়নি, কারণ এসব তো গোপনে করা হয়নি।

[২৭]বাদশাহ আগ্রিপ্প, আপনি কি নবিদের কথা বিশ্বাস করেন? আমি জানি আপনি করেন।" [২৮]তখন আগ্রিপ্প হযরত পৌল রা.-কে বললেন, "তুমি কি এতো অল্পতেই আমাকে মসিহের অনুসারী করে ফেলতে চাও?" [২৯]হযরত পৌল রা. বললেন, "অল্প হোক বা বেশি হোক, আমি আল্লাহর কাছে এই মোনাজাত করি যে, কেবল আপনি নন কিন্তু যারা আজ আমার কথা শুনছেন, তারা সবাই যেনো আমার মতো হন–কেবল এই শেকল ছাড়া।"

[৩০]তখন বাদশাহ উঠে দাঁড়ালেন এবং তার সাথে-সাথে গভর্নর ফাস্তুস ও বার্নিকি এবং যারা তাদের সংগে বসেছিলেন, সবাই উঠে দাঁড়ালেন। [৩১]তারপর তারা সেই ঘর ছেড়ে চলে যাবার সময় একে অন্যকে বলতে লাগলেন, "এই লোকটি মৃত্যুর শাস্তি পাবার বা জেলখাটার মতো কিছুই করেনি।" [৩২]আগ্রিপ্প ফাস্তুসকে বললেন, "এই লোকটি যদি সম্রাটের কাছে আপিল না-করতো, তাহলে তাকে ছেড়ে দেয়া যেতো।"

রুকু ২৭

[১]যখন জাহাজে করে আমাদের ইতালিতে নিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত হলো, তখন হযরত পৌল রা. এবং আরো কয়েকজন বন্দিকে জুলিয়াস নামে সম্রাটের এক লেফটেন্যান্টের হাতে তুলে দেয়া হলো। [২]আমরা আদ্রামুত্তিয়ামের একটি জাহাজে উঠে যাত্রা শুরু করলাম। এশিয়ার ভিন্ন-ভিন্ন বন্দরে যাবার জন্য জাহাজটি প্রস্তুত হয়েছিলো। মেসিডোনিয়ার থিসালোনিকি শহরের আরিস্টার্খ আমাদের সংগে ছিলেন।

[৩]পরদিন আমাদের জাহাজ সিডনে থামলো। জুলিয়াস পৌলের সংগে ভালো ব্যবহার করলেন এবং তাকে তার বন্ধুদের কাছে যাবার অনুমতি দিলেন, যেনো তার বন্ধুরা তার সেবা যত্ন করতে পারেন। [৪]পরে সেখান থেকে জাহাজ ছেড়ে আমরা সাইপ্রাস দ্বীপের আড়াল দিয়ে গেলাম, কারণ বাতাস আমাদের উল্টো দিকে ছিলো। [৫]পরে আমরা কিলিকিয়া ও পামফুলিয়ার সাগর পার হয়ে লুকিয়ার মুরায় উপস্থিত হলাম।

[৬]লেফটেন্যান্ট সেখানে আলেকজান্দ্রিয়ার একটি জাহাজ পেলেন। সেটা ইতালিতে যাচ্ছিলো বলে তিনি আমাদের নিয়ে সেই জাহাজে তুলে দিলেন। [৭]আমাদের জাহাজটি কয়েকদিন ধরে আস্তে-আস্তে চলে খুব কষ্টে ক্নিদোন শহরের কাছাকাছি উপস্থিত হলো, কিন্তু বাতাস আমাদেরকে আর এগিয়ে যেতে দিলো না। তখন আমরা ক্রিট দ্বীপের যে-দিকে বাতাস ছিলো না, সেই দিক ধরে সলমোনির পাশ দিয়ে চললাম। [৮]সাগরের কিনার ধরে, কষ্ট করে চলে, আমরা সুন্দর পোতাশ্রয় বলে একটি জায়গায় এলাম। তার কাছেই ছিলো লাসেয়া শহর।

[৯]এভাবে অনেকদিন নষ্ট হয়ে গেলো এবং জাহাজ চালানো প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠলো। তখন রোজা চলে গেছে, শীতকাল প্রায় এসে গেছে। [১০]এ-জন্য হযরত পৌল রা. পরামর্শ দিয়ে বললেন, "দেখুন, আমি দেখতে পাচ্ছি, আমাদের এই যাত্রা খুব বিপজ্জনক ও অনেক ক্ষতিকর হবে। সেই ক্ষতি যে কেবল জাহাজ আর মালপত্রের হবে তা নয়, আমাদের জীবনেরও ক্ষতি হবে।"

[১১]কিন্তু লেফটেন্যান্ট হযরত পৌলের রা.-র কথা না-শুনে জাহাজের কাপ্তান ও মালিকের কথা শুনলেন।

[১২]বন্দরটা শীতকাল কাটাবার উপযুক্ত ছিলো না বলে বেশির ভাগ লোক চাইলো যে, সেখান থেকে যাত্রা করে সম্ভব হলে ফৈনিকে গিয়ে শীতকাল কাটানো হবে। এটা ছিলো দক্ষিণ-পশ্চিম ও উত্তর-পশ্চিম দিক খোলা, ক্রিট দ্বীপের সমুদ্র বন্দর।

[১৩]পরে যখন আস্তে-আস্তে দখিনা বাতাস বইতে লাগলো, তখন তারা মনে করলো যে, তাদের ইচ্ছাপূর্ণ হবে। তাই তারা নোঙর তুলে ক্রিট দ্বীপের কিনার ধরে চললো। [১৪]কিন্তু একটু পরেই সেই দ্বীপ থেকে উত্তর-কুনো বলে ভীষণ এক তুফান শুরু হলো আর জাহাজটি সেই তুফানে পড়লো। [১৫]বাতাসের মুখে এগিয়ে যাওয়া অসম্ভব হওয়ায় আমরা এগিয়ে যাবার চেষ্টা ছেড়ে দিয়ে জাহাজটিকে বাতাসে ভেসে যেতে দিলাম।

[১৬]পরে কৌদা নামে একটি ছোট দ্বীপের যে-দিকে বাতাস ছিলো না, আমরা সেইদিক ধরে চললাম এবং জাহাজে যে ছোটো নৌকা থাকে, সেই নৌকাটি খুব কষ্ট করে ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচালাম। [১৭]লোকেরা নৌকাটি জাহাজে টেনে তুললো এবং তারপর দড়ি দিয়ে জাহাজের খোলটা বাঁধলো, যেনো তক্তাগুলো খুলে আলাদা হয়ে না-পড়ে। সুর্তি নামের সাগরের চরে জাহাজ আটকে যাবার ভয়ে পালগুলো নামিয়ে ফেলে জাহাজটি বাতাসে চলতে দেয়া হলো। [১৮]ঝড়ের ভীষণ আঘাতে আমাদের জাহাজটি এমনভাবে দুলতে লাগলো যে, পরদিন লোকেরা জাহাজের মালপত্র পানিতে ফেলে দিতে লাগলো। [১৯]তৃতীয়দিনে তারা নিজের হাতে জাহাজের সাজ-সরঞ্জামও ফেলে দিলো।

[২০]অনেকদিন ধরে সূর্য বা তারা কিছুই দেখা গেলো না এবং ভীষণ ঝড় বইতেই থাকলো। শেষে আমরা রক্ষা পাবার সব আশাই ছেড়ে দিলাম।

[২১]অনেকদিন ধরে তারা কিছু খায়নি বলে হযরত পৌল রা. তাদের সামনে দাঁড়িয়ে বললেন, "দেখুন, আমার কথা শোনার পরেও ক্রিটদ্বীপ থেকে জাহাজ ছাড়া আপনাদের উচিত ছিলো না। তাহলে এই বিপদ ও ক্ষতির হাত থেকে আপনারা রক্ষা পেতেন। [২২]এখন আমি আপনাদের অনুরোধ করছি, আপনারা মনে সাহস রাখুন। কারণ আপনাদের জীবনের ক্ষতি হবে না কিন্তু এই জাহাজ নষ্ট হবে।

[২৩]আমি যাঁর লোক এবং যাঁর এবাদত করি, সেই আল্লাহর এক ফেরেস্তা গত রাতে আমার পাশে দাঁড়িয়ে বললেন, 'পৌল, ভয় করো না।
[২৪]তোমাকে সম্রাটের সামনে দাঁড়াতে হবে। এবং এই জাহাজে যারা তোমার সংগে যাচ্ছে, তাদের সকলের জীবন আল্লাহ্ নিরাপদ করেছেন।'

[২৫]তাই মনে সাহস রাখুন। কারণ আল্লাহর ওপর আমার বিশ্বাস আছে যে, তিনি আমাকে যা বলেছেন, ঠিক তা-ই হবে। [২৬]তবে আমরা কোনো একটি দ্বীপের ওপর গিয়ে পড়বো।"

[২৭]চৌদ্দ দিনের দিন মাঝরাতে আমরা আদ্রিয়া সাগরের ওপর দিয়ে যাচ্ছিলাম এবং নাবিকদের মনে হলো তারা ডাঙার কাছে এসেছে। [২৮]তারা পানির গভীরতা মেপে দেখলো যে, সেখানকার পানি আশি হাত গভীর। এর কিছুক্ষণ পরে তারা আবার মেপে দেখলো যে, সেখানে পানি ষাট হাত। [২৯]পাথরের সাথে ধাক্কা লাগার ভয়ে জাহাজের পেছন দিক থেকে তারা চারটা নোঙর ফেলে দিলো এবং দিনের আলোর জন্য মোনাজাত করতে লাগলো।

[৩০]পরে জাহাজের নাবিকরা পালিয়ে যাবার চেষ্টায় জাহাজের সামনের দিকে নোঙর ফেলার ভান করে নৌকাটি সাগরে নামিয়ে দিলো। [৩১]তখন হযরত পৌল রা. লেফটেন্যান্ট ও সৈন্যদের বললেন, "এই নাবিকরা জাহাজে না-থাকলে আপনারা রক্ষা পাবেন না।" [৩২]তখন সৈন্যরা নৌকার দড়ি কেটে দিলো, যাতে নৌকাটি পানিতে পড়ে যায়।

[৩৩]সকাল হওয়ার আগে হযরত পৌল রা. সকলকে কিছু খাওয়ার অনুরোধ করে বললেন, "আজ চৌদ্দ দিন হলো, কী হবে না হবে সেই চিন্তায় আপনারা না-খেয়ে আছেন। [৩৪]এখন আমি আপনাদের অনুরোধ করছি, কিছু খেয়ে নিন, তা আপনাদের বেঁচে থাকতে সাহায্য করবে। আপনাদের কারো মাথার একটি চুলও নষ্ট হবে না।" [৩৫]এ-কথা বলে তিনি রুটি নিয়ে, তাদের সকলের সামনে, আল্লাহকে শুকরিয়া জানালেন এবং তা ভেঙে খেতে লাগলেন। [৩৬]তখন তারা সবাই সাহস পেয়ে খেতে লাগলো। [৩৭,৩৮]আমরা জাহাজে মোট দু'শ ছিয়াত্তরজন ছিলাম। সবাই পেটভরে খাওয়ার পর জাহাজের ভার কমাবার জন্য তার সমস্ত গম সাগরে ফেলে দিলো।

৩৯সকালে তারা জায়গাটা চিনতে পারলো না, কিন্তু একটি ছোট উইসাগরীয় সৈকত দেখতে পেলো। তখন তারা ঠিক করলো, সম্ভব হলে জাহাজটি সেই কিনারে তুলে দেবে। ৪০তাই তারা জাহাজের নোঙরগুলো কেটে সাগরেই ফেলে দিলো এবং হালের বাঁধনের দড়িগুলো খুলে দিলো।

এরপর তারা বাতাসের মুখে সামনের পাল খাটিয়ে দিলো এবং জাহাজটি কিনারের দিকে এগিয়ে গিয়ে চরে আটকে গেলো।

৪১তাড়াতাড়ি ভেসে যাওয়াতে সামনের অংশটা নিচে আটকে গেলো। জাহাজটি অচল হয়ে গেলো আর ঢেউয়ের আঘাতে পেছনদিকটা টুকরো-টুকরো হয়ে ভেঙে যেতে লাগলো। ৪২তখন সৈন্যরা বন্দিদের হত্যা করবে বলে ঠিক করলো, যেনো তাদের মধ্যে কেউ সাঁতরে পালিয়ে যেতে না-পারে। ৪৩কিন্তু লেফটেন্যান্ট হযরত পৌল রা. প্রাণ বাঁচাতে চেয়েছিলেন বলে সৈন্যদের ইচ্ছামতো কাজ করতে দিলেন না। তিনি হুকুম দিলেন, যারা সাঁতার জানে, তারা প্রথমে জাহাজ থেকে লাফিয়ে পড়ে কিনারে গিয়ে উঠুক ৪৪আর বাকি সবাই জাহাজের তক্তা বা অন্য কোনো টুকরো ধরে সেখানে যাক। এভাবেই সবাই নিরাপদে ডাঙায় পৌঁছলো।

২৮ রুকু

১,২আমরা নিরাপদে কিনারে পৌঁছে জানতে পারলাম যে, দ্বীপটার নাম মাল্টা। এর অধিবাসীরা আমাদের সংগে খুব দয়া দেখালো। তখন বৃষ্টি আরম্ভ হলো এবং খুব ঠান্ডা ছিলো বলে তারা আগুন জ্বেলে আমাদের সবাইকে ডাকলো। ৩হযরত পৌল রা. এক বোঝা শুকনো কাঠ জড়ো করে আগুনে দেবার সময় আগুনের তাপে একটি বিষাক্ত সাপ সেই বোঝা থেকে বের হয়ে তার হাত পেঁচিয়ে ধরলো।

৪সাপটিকে তার হাতে ঝুলতে দেখে স্থানীয় লোকেরা বলাবলি করতে লাগলো, “এই লোকটা নিশ্চয়ই খুনি। সাগরের হাত থেকে রক্ষা পেলেও ন্যায়বিচার তাকে বাঁচতে দিলো না।” ৫তিনি হাত ঝাড়া দিয়ে সাপটি আগুনে ফেলে দিলেন। তার কোনোই ক্ষতি হলো না। ৬তারা ভাবছিলো যে, তার শরীর ফুলে উঠবে বা হঠাৎ তিনি মরে পড়ে যাবেন। কিন্তু অনেকক্ষণ অপেক্ষা করেও তার কিছু হলো না দেখে তারা মত বদলে বলতে লাগলো, “উনি দেবতা।”

৭সেখানে কাছেই দ্বীপের প্রধানের একটি জমিদারি ছিলো। জমিদারের নাম পুবলিয়াস। তিনি তার বাড়িতে আমাদের গ্রহণ করলেন এবং তিনদিন ধরে খুব আদরের সংগে আমাদের সেবাযত্ন করলেন।

৮সেই সময় পুবলিয়াসের পিতা জ্বর ও আমাশয় রোগে বিছানায় পড়ে ভুগছিলেন। হযরত পৌল রা. ভেতরে তার কাছে গিয়ে মোনাজাত করলেন এবং তার গায়ে হাত দিয়ে তাকে সুস্থ করলেন। ৯এই ঘটনার পরে সেই দ্বীপের বাকি সমস্ত রোগী এসে সুস্থ হলো।

১০তারা নানাভাবেই আমাদের সম্মান দেখাতে লাগলো এবং পরে জাহাজ ছাড়ার সময় আমাদের দরকারি জিনিসপত্র জাহাজে বোঝাই করে দিলো। ১১তিন মাস পরে আমরা একটি জাহাজে করে যাত্রা করলাম। জাহাজটি সেই দ্বীপেই শীতকাল কাটিয়ে ছিলো। সেটা ছিলো আলেকজান্দ্রিয়ার জাহাজ এবং তার মাথায় যমজ দেবের প্রতিমা খোদাই করা ছিলো।

১২আমরা সুরাকুসে জাহাজ বেঁধে তিনদিন রইলাম। ১৩সেখান থেকে যাত্রা করে আমরা পুতয়লিতে পৌঁছলাম। ১৪এখানে আমরা কয়েকজন ইমানদার ভাইয়ের দেখা পেলাম। তাদের সংগে সপ্তাহ খানেক কাটাবার জন্য তারা আমাদের অনুরোধ করলো। এভাবে আমরা রোমে পৌঁছলাম।

১৫সেখানকার ইমানদার ভাইয়েরা যখন আমাদের আসার খবর শুনলো, তখন পথে আমাদের সংগে দেখা করার জন্য তাদের কেউ-কেউ আপ্পিয় হাট থেকে, কেউ-কেউ একশো মাইল দূর থেকেও এলো। এদের দেখে হযরত পৌল রা. আল্লাহর শুকরিয়া জানালেন এবং তিনি নিজে উৎসাহিত হলেন। ১৬আমরা রোমে পৌঁছার পর হযরত পৌল রা. আলাদা ঘরে থাকার অনুমতি পেলেন এবং একজন সৈন্য তাকে পাহারা দিতো।

১৭তিনদিন পর তিনি সেখানকার ইহুদি নেতাদের ডেকে তাদের সংগে মিলিত করলেন। তিনি তাদের বললেন, “আমার ভাইয়েরা, যদিও আমি আমাদের জাতির বিরুদ্ধে বা পূর্ব-পুরুষদের নিয়ম-নীতির বিরুদ্ধে কিছুই করিনি, তবুও জেরুসালেমে আমাকে গ্রেফতার করা হয়েছে এবং রোমীয়দের হাতে দেয়া হয়েছে। ১৮রোমীয়রা আমাকে জেরা করার পর ছেড়ে দিতে চেয়েছিলো, কারণ মৃত্যুর উপযুক্ত কোনো দোষ আমি করিনি।

[19]কিন্তু ইহুদিরা এতে বাঁধা দেয়ায় বাধ্য হয়ে আমি সম্রাটের কাছে আপিল করেছি। যদিও আমার নিজের লোকদের বিরুদ্ধে নালিস করার কিছু নেই। [20]এ-জন্যই আমি আপনাদের সংগে দেখা করতে ও কথা বলতে চেয়েছি। কারণ এটা বনি-ইস্রাইলের সেই আশা, যে-আশার জন্যই আমাকে এই শেকল পরানো হয়েছে।"

[21]উত্তরে তারা বললেন, "আপনার সম্বন্ধে ইহুদিয়া থেকে আমরা কোনো চিঠি পাইনি। যে-ভাইয়েরা সেখান থেকে এসেছেন, তারাও কেউ আপনার সম্বন্ধে কোনো খারাপ কিছুই বলেননি। [22]তবে আমরা আপনার মতামত শুনতে চাই। কারণ আমরা জানি, সব জায়গাতেই লোকেরা 'সেই দলের' বিরুদ্ধে কথা বলে।"

[23]হযরত পৌল রা.-র সংগে মিলিত হবার জন্য তারা একটি দিন ঠিক করলেন। [23]হযরত পৌল রা. যেখানে থাকতেন, সেখানে তারা ছাড়া আরো অনেকে এলেন। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত তিনি আল্লাহর রাজ্যের বিষয়ে তাদের জানালেন ও বোঝালেন। হযরত মুসা আ. এর তওরাত ও নবিদের কিতাবের মধ্য থেকে হযরত ইসা আ. এর বিষয় দেখিয়ে তাঁর সম্বন্ধে তাদের বোঝাতে চেষ্টা করলেন।

[24]তিনি যা বলেছিলেন তাতে কেউ-কেউ ইমান আনলেন, আবার কেউ-কেউ ইমান আনতে অস্বীকার করলেন। [25]তাই তাদের মধ্যে মতের অমিল হলো। আর যখন তারা সেখান থেকে চলে যাচ্ছিলেন, তখন হযরত পৌল রা. আরেকটা মন্তব্য করলেন, "আল্লাহর রুহ্ নবি হযরত ইসাইয়া আ. এর মাধ্যমে আপনাদের পূর্ব-পুরুষদের কাছে সত্যি কথাই বলেছিলেন,
[26]এই লোকদের কাছে যাও এবং বলো, 'তোমরা শুনবে কিন্তু কোনো মতেই বুঝবে না; দেখবে কিন্তু কোনো মতেই জানবে না।

[27]কারণ এসব লোকের অন্তর অসাড় এবং কান বন্ধ হয়ে গেছে, আর তারা তাদের চোখও বন্ধ করে রেখেছে, যেনো তারা চোখ দিয়ে না-দেখে, কান দিয়ে না-শোনে এবং অন্তর দিয়ে না-বোঝে, আর ভালো হবার জন্য আমার কাছে ফিরে না-আসে।' [28,29]এ-জন্য আপনারা জেনে রাখুন, আল্লাহর নাজাত অইহুদিদের কাছে পাঠানো হয়েছে, আর তারাই সেই কথা শুনবে।"

[30]পুরো দু'বছর ধরে [23]হযরত পৌল রা. তার নিজের ভাড়া বাড়িতে ছিলেন এবং যারা তাঁর সংগে দেখা করতে আসতো, তিনি তাদের সবাইকে গ্রহণ করতেন। [31]তিনি সাহসের সংগে, বিনা বাধায়, আল্লাহর রাজ্যের বিষয়ে প্রচার করতেন এবং হযরত ইসা মসিহের বিষয়ে শিক্ষা দিতেন।

কালিমাতুল্লাহ

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

রুকু ১

১-৫শুরু থেকেই আল্লাহ আছেন। আল্লাহর কালাম তাঁর নিজের মধ্যেই ছিলো, এই কালামই হলো আল্লাহর কথা। আল্লাহ্ তাঁর কথা দ্বারাই সব কিছু সৃষ্টি করেছেন। তাঁর মুখের কথা ছাড়া কিছুই সৃষ্টি হয়নি। আল্লাহর কালাম জীবন্ত এবং তা মানুষের জন্য আলো। আর এই কালাম অন্ধকারে আলো দিচ্ছে আর অন্ধকার তা গ্রহন করেনি।

৬আল্লাহ একজন মানুষকে পাঠালেন, তাঁর নাম ছিলো হযরত ইয়াহিয়া আ.। ৭তিনি আলোর বিষয়ে সাক্ষী হিসেবে সাক্ষ্য দিতে এসেছিলেন, যেনো সকলে তার দ্বারা ইমান আনতে পারে। ৮তিনি নিজে সেই আলো ছিলেন না কিন্তু তিনি সেই আলোর বিষয়ে সাক্ষ্য দিতে এসেছিলেন। ৯প্রত্যেকের ওপর আলো দানকারী সেই সত্য কালাম দুনিয়াতে আসছিলো।

১০কালাম দুনিয়াতে ছিলো এবং দুনিয়া তাঁর দ্বারাই হয়েছিলো, তবুও দুনিয়া তাঁকে বুঝলো না। ১১যা-কিছু তার নিজের, তিনি তার মধ্যেই এলেন কিন্তু তারা তাঁকে গ্রহণ করলো না। ১২তবে যতোজন তাঁকে গ্রহণ করলো, যারা তাঁর নামের ওপরে ইমান আনলো, তিনি তাদের আল্লাহর সান্নিধ্যপ্রাপ্ত হওয়ার অধিকার দিলেন। ১৩এই অধিকার রক্ত থেকে হয়নি, শারীরিক কামনা বা পুরুষের বাসনা থেকেও হয়নি কিন্তু আল্লাহ্ থেকেই হয়েছে।

১৪কালাম মানুষ হয়ে জন্মগ্রহণ করে আমাদের মধ্যে বাস করলেন এবং আমরা তাঁর মহিমা দেখেছি; কোনো পিতার একমাত্র ছেলের মহিমার মতো, যা রহমতে ও সত্যে পরিপূর্ণ।

১৫হযরত ইয়াহিয়া আ. তাঁর বিষয়ে জোর গলায় সাক্ষ্য দিয়ে বললেন, "ইনিই তিনি, যাঁর বিষয়ে আমি বলেছিলাম, 'যিনি আমার পরে আসছেন, তিনি আমার চেয়ে মহান, কারণ তিনি আমার আগে থেকেই ছিলেন।'"

১৬আমরা সবাই তাঁর পূর্ণতা থেকে রহমতের ওপরে রহমত পেয়েছি। ১৭নিশ্চয়ই হযরত মুসা আ.র মধ্য দিয়ে শরিয়ত দেয়া হয়েছিলো কিন্তু হযরত ইসা মসিহের মধ্য দিয়ে রহমত ও সত্য এসেছে।

১৮আল্লাহকে কেউ কখনো দেখেনি। তাঁর একমাত্র একান্ত প্রিয় মনোনীতজন, যিনি প্রতিপালকের বুকে ছিলেন, তিনিই তাঁকে প্রকাশ করেছেন।

১৯যখন জেরুসালেম থেকে ইহুদিরা তাদের ইমামদের ও লেবীয়দের হযরত ইয়াহিয়া আ.র কাছে জানতে পাঠালো, তখন হযরত ইয়াহিয়া আ. তাদের কাছে এই সাক্ষ্যই দিলেন। তারা জিজ্ঞেস করলেন, "আপনি কে?" ২০তিনি স্বীকার করলেন এবং অস্বীকার করলেন না; বরং স্বীকার করলেন যে, "আমি মসিহ নই।" ২১তারা তাকে জিজ্ঞেস করলেন, "তবে কে? আপনি কি হযরত ইলিয়াস আ.?" তিনি বললেন, "না, আমি নই।" "আপনি কি সেই নবি?" জবাবে তিনি বললেন, "না।"

২২তখন তারা তাকে বললেন, "তাহলে আপনি কে? যারা আমাদের পাঠিয়েছে, ফিরে গিয়ে তাদের তো জবাব দিতে হবে। আপনার নিজের সম্বন্ধে আপনি কী বলেন?" ২৩তিনি বললেন, হযরত ইসাইয়া নবি যেমন বলেছেন, "আমি একজনের কণ্ঠস্বর, যিনি মরুপ্রান্তরে চিৎকার করে জানাচ্ছেন, "তোমরা মালিকের পথ সোজা করো।"

২৪যাদেরকে ফরিসিদের কাছ থেকে পাঠানো হয়েছিলো, ২৫তারা তাকে জিজ্ঞেস করলেন, "যদি আপনি মসিহও নন, ইলিয়াসও নন, কিংবা সেই নবিও নন, তাহলে কেনো বায়াত দিচ্ছেন?"

২৬হযরত ইয়াহিয়া আ. জবাবে তাদের বললেন, "আমি পানিতে বায়াত দিচ্ছি। আপনাদের মধ্যে একজন আছেন, যাঁকে আপনারা চেনেন না; ২৭উনিই তিনি, যিনি আমার পরে আসছেন। আমি তাঁর জুতোর ফিতা খোলার যোগ্যও নই।" ২৮জর্দান নদীর ওপারে, বেথানিয়ায়, যেখানে হযরত ইয়াহিয়া আ. তরিকা দিচ্ছিলেন, সেখানে এসব ঘটেছিলো।

২৯পরদিন তিনি হযরত ইসা আ.কে তার নিজের দিকে আসতে দেখে বলেন, "ওই দেখো, আল্লাহর মেষশিশু, যিনি দুনিয়ার গুনাহ দূর করেন। ৩০ইনিই তিনি, যাঁর বিষয়ে আমি বলেছিলাম– 'আমার পরে একজন আসছেন, যিনি আমার চেয়ে মহান, কারণ তিনি আমার আগে থেকেই আছেন।' ৩১আমি নিজে তাঁকে চিনতাম না কিন্তু তিনি যেনো বনি-ইস্রাইলের কাছে প্রকাশিত হন, সেজন্য আমি এসে পানিতে বায়াত দিচ্ছি।"

৩২হযরত ইয়াহিয়া আ. এই সাক্ষ্য দিলেন, "আমি আল্লাহর রুহকে কবুতরের মতো হয়ে আসমান থেকে নেমে আসতে এবং
তাঁর ওপরে বসে থাকতে দেখেছি। ৩৩আমি নিজে তাঁকে চিনতাম না কিন্তু যিনি আমাকে পানিতে বায়াত দিতে পাঠিয়েছেন,
তিনিই আমাকে বলে দিয়েছেন, 'যাঁর ওপরে আমার রুহকে নেমে এসে থাকতে দেখবে, তিনিই সেই, যিনি আমার রুহে
বায়াত দেবেন।' ৩৪এবং আমি নিজে তা দেখেছি এবং সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, ইনিই আল্লাহর একান্ত প্রিয় মনোনীতজন।"

৩৫পরদিন হযরত ইয়াহিয়া আ. ও তার দু'জন সাহাবি আবার সেখানে ছিলেন। ৩৬হযরত ইসা আ.কে হেঁটে যেতে দেখে
তিনি বললেন, "ওই দেখো, আল্লাহর মেষশিশু।" ৩৭সেই সাহাবি দু'জন তার একথা শুনলেন এবং ইসার পেছনে পেছনে
যেতে লাগলেন। ৩৮হযরত ইসা আ. পেছন ফিরে তাদের আসতে দেখে বললেন, "তোমরা কীসের খোঁজ করছো?" তারা
তাঁকে বললেন, "হুজুর, আপনি কোথায় থাকেন?" ৩৯তিনি তাদের বললেন, "এসো এবং দেখো।" তারা এলেন ও দেখলেন
তিনি কোথায় থাকেন এবং সেই দিন তারা তাঁর সাথেই রইলেন। তখন বিকেল প্রায় চারটে।

৪০হযরত ইয়াহিয়া আ.র কথা শুনে যে-দু'জন তাঁর পেছনে পেছনে গিয়েছিলেন, তাদের একজন সাফওয়ান পিতরের ভাই
আন্দ্রিয়ান। ৪১তিনি প্রথমে তার ভাই সাফওয়ানকে খুঁজে বের করলেন এবং বললেন, "আমরা মসিহের দেখা পেয়েছি।"
৪২তিনি সাফওয়ানকে হযরত ইসা আ.র কাছে আনলেন, আর তখন হযরত ইসা আ. তার দিকে তাকিয়ে বললেন, "তুমি
সাফওয়ান ইবনে ইউহোন্না কিন্তু তোমাকে কৈফা অর্থাৎ পিতর বলে ডাকা হবে।"

৪৩পরদিন হযরত ইসা আ. গালিলে যাবেন বলে ঠিক করলেন। তিনি ফিলিপকে পেয়ে বললেন, "এসো, আমার অনুসারী
হও।" ৪৪ফিলিপ ছিলেন বেতসাইদার লোক। আন্দ্রিয়ান এবং পিতরও ওই একই গ্রামের লোক ছিলেন। ৪৫ফিলিপ নথনেলকে
খুঁজে বের করে বললেন, তওরাতে হযরত মুসা আ. যাঁর কথা বলে গেছেন এবং যাঁর বিষয়ে নবিরাও লিখেছেন, আমরা তাঁর
দেখা পেয়েছি; তিনি নাসরতের ইসা।"
৪৬নথলেন ফিলিপকে বললেন, "নাসরত থেকে কি ভালো কোনোকিছু আসতে পারে?" ফিলিপ তাকে বললেন, "এসে
দেখো।"

৪৭হযরত ইসা আ. নথনেলকে নিজের দিকে আসতে দেখে তার বিষয়ে বললেন, "ওই দেখো, একজন সত্যিকারের
ইস্রাইলীয়, যার মনে কোনো ছলনা নেই।" ৪৮নথলেন তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, "আপনি কেমন করে আমাকে চিনলেন?" ইসা
উত্তরে বললেন, "ফিলিপ তোমাকে ডাকার আগে ডুমুরগাছের নিচে তোমাকে দেখেছিলাম।" ৪৯নথনেল বললেন, "হুজুর,
আপনিই আল্লাহর একান্ত প্রিয় মনোনীতজন! আপনিই বনি-ইস্রাইলের বাদশা!"

৫০উত্তরে হযরত ইসা আ. বললেন, "'তোমাকে ডুমুরগাছের নিচে দেখেছিলাম', বলায় কি তুমি ইমান আনলে? এর চেয়ে
আরো মহৎ ব্যাপার তুমি দেখতে পাবে।" ৫১এবং তিনি তাকে বললেন, "আমি তোমাকে সত্যি সত্যিই বলছি, তুমি বেহেস্ত
খোলা দেখবে এবং আল্লাহর ফেরেস্তাদের ইবনুল-ইনসানের ওপরে নামতে এবং উঠতে দেখবে।"

রুকু ২

১তৃতীয় দিনে গালিলের কান্না গ্রামে একটি বিয়ের অনুষ্ঠান ছিলো এবং হযরত ইসা আ.র মা সেখানে ছিলেন। ২হযরত
ইসা আ. এবং তাঁর সাহাবিদেরও বিয়েতে দাওয়াত করা হয়েছিলো। ৩আঙুররস শেষ হয়ে গেলে হযরত ইসা আ.র মা তাঁকে
বললেন, "তাদের আঙুররস শেষ হয়ে গেছে।" ৪এবং হযরত ইসা আ. তাকে বললেন, "মা, এই বিষয়ে তোমার বা আমার
কী? আমার সময় এখনো আসেনি।" ৫তাঁর মা কর্মচারীদের বললেন, "সে তোমাদের যা বলে তা করো।"

৬সেখানে ইহুদিদের রীতি অনুসারে পাকসাফ হওয়ার জন্য পাথরের তৈরি ছ'টা পানির মটকা ছিলো। প্রত্যেকটিতে বিশ
থেকে তিরিশ গ্যালন পানি ধরতো। ৭হযরত ইসা আ. তাদের বললেন, "মটকাগুলো পানি দিয়ে ভর্তি করো।" এবং তারা তা
কানায় কানায় ভর্তি করলো। ৮তিনি তাদের বললেন, "এখান থেকে কিছু নাও এবং ভোজের প্রধান কর্তার কাছে নিয়ে যাও।"
তারা তা-ই করলো।

৯ভোজের কর্তা যখন আঙুররসে পরিণত হওয়া ওই পানির স্বাদ নিয়ে দেখলেন, তখন তিনি বরকে ডাকলেন– তিনি
জানতেন না যে, তা কোথা থেকে এসেছে। যদিও যে-কর্মচারীরা পানি তুলেছিলো, তারা তা জানতো– ১০এবং তাকে বললেন,
"সবাই ভালো আঙুররস প্রথমে দেয় এবং মেহমানরা যথেষ্ট পান করার পর কিছু খারাপটা দেয়। কিন্তু তুমি এখনো ভালো
আঙুররস রেখে দিয়েছো।"

[১১]হযরত ইসা আ. গালিলের কান্না গ্রামে চিহ্ন হিসেবে প্রথম মোজেজা দেখিয়ে তাঁর মহিমা প্রকাশ করলেন এবং তাঁর
সাহাবিরা তাঁর ওপর ইমান আনলেন। [১২]অতঃপর তিনি ও তাঁর মা, ভাইয়েরা ও তাঁর সাহাবিরা কফরনাহুমে গেলেন এবং
সেখানে কিছুদিন থাকলেন।

[১৩]ইহুদিদের ইদুল-ফেসাখ কাছে এসে পড়ায় হযরত ইসা আ. জেরুসালেমে গেলেন। [১৪]তিনি দেখলেন, লোকেরা
বায়তুল-মোকাদ্দসে গরু, ভেড়া ও কবুতর বিক্রি করছে এবং টাকা বদলকারীরা তাদের টেবিলে বসে আছে। [১৫]তিনি রশি
দিয়ে একটি চাবুক তৈরি করে গরু ও ভেড়াসহ তাদের সবাইকে বায়তুল-মোকাদ্দস থেকে তাড়িয়ে দিলেন। টাকা
বদলকারীদের টাকা-পয়সা ছড়িয়ে ফেললেন এবং তাদের টেবিল উল্টে দিলেন।

[১৬]যারা কবুতর বিক্রি করছিলো, তাদের তিনি বললেন, "এসব জিনিস এখান থেকে নিয়ে যাও! আমার প্রতিপালকের
ঘরকে বাজারে পরিণত করো না।" [১৭]তাঁর সাহাবিদের স্মরণ হলো যে, পূর্বের কিতাবে একথা লেখা আছে, "তোমার ঘরের
প্রতি আমার ভালোবাসা ও সংগ্রাম আমাকে গিলে ফেলবে।"

[১৮]তখন ইহুদিরা তাঁকে বললো, "তুমি যে এ-কাজ করছো, তার জন্য চিহ্ন হিসেবে আমাদের কী মোজেজা দেখাতে
পারো?" [১৯]হযরত ইসা আ. তাদের উত্তর দিলেন, "এই বায়তুল-মোকাদ্দস ভেঙে ফেলো এবং আমি তিন দিনের মধ্যে তা
তুলবো।" [২০]তখন ইহুদিরা বললো, "এই বায়তুল-মোকাদ্দস তৈরি করতে ছেচল্লিশ বছর লেগেছে, আর তুমি তা তিন দিনের
মধ্যে গড়ে তুলবে?"

[২১]কিন্তু তিনি তাঁর দেহ-ঘরের কথা বলছিলেন। [২২]তাঁর মৃত থেকে জীবিত হয়ে ওঠার পর সাহাবিদের স্মরণ হলো যে,
তিনি একথা বলেছিলেন এবং তারা পূর্বের কিতাবের কথার এবং হযরত ইসা আ.র বলা কথার ওপর ইমান আনলেন।

[২৩]ইদুল-ফেসাখের সময় তিনি যখন জেরুসালেমে ছিলেন, তখন তিনি চিহ্ন হিসেবে যে-মোজেজা দেখিয়েছিলেন তা দেখে
অনেকে তাঁর নামের ওপর ইমান আনলো। [২৪]কিন্তু হযরত ইসা আ. নিজেকে তাদের কাছে ছেড়ে দিলেন না, কারণ তিনি ওই
লোকদের জানতেন। [২৫]কোনো মানুষের সাক্ষ্য তাঁর দরকার ছিলো না, কারণ তিনি তাদের প্রত্যেকের অন্তরের কথা
জানতেন।

রুকু ৩

[১]নিকদিম নামে একজন ফরিসি ছিলেন; তিনি ছিলেন ইহুদিদের একজন নেতা। [২]তিনি রাতের বেলায় হযরত ইসা আ.র
কাছে এলেন এবং বললেন, "হুজুর, আমরা জানি যে, আপনি আল্লাহর কাছ থেকে আগত একজন শিক্ষক। কারণ আপনি
চিহ্ন হিসেবে যে-মোজেজা দেখাচ্ছেন, আল্লাহ সাথে না থাকলে কেউ তা করতে পারে না।"

[৩]হযরত ইসা আ. তাকে উত্তর দিলেন, "আমি তোমাকে সত্যি সত্যিই বলছি, ওপর থেকে জন্ম না হলে কেউই আল্লাহর
রাজ্য দেখতে পারে না।" [৪]নিকদিম তাঁকে বললেন, "মানুষ বৃদ্ধ হলে পর কীভাবে আবার জন্ম নিতে পারে? সে কি দ্বিতীয়বার
মায়ের গর্ভে গিয়ে জন্ম নিতে পারে?" [৫]হযরত ইসা আ. উত্তরে বললেন, "আমি তোমাকে সত্যি সত্যিই বলছি, পানি ও রুহ
থেকে জন্ম না নিলে কেউই আল্লাহর রাজ্যে ঢুকতে পারবে না। [৬]যা মাংস থেকে জন্মে তা মাংস এবং যা রুহ থেকে জন্মে তা
রুহ।

[৭]আমি তোমাকে একথা বলায় আশ্চর্য হয়ো না যে, 'তোমাকে ওপর থেকে জন্ম নিতে হবে'। [৮]বাতাস যেদিকে ইচ্ছে
সেদিকে যায় এবং তুমি তার শব্দ শুনতে পাও কিন্তু জানো না তা কোথা থেকে আসে এবং কোথায় যায়। তাই যারা রুহ
থেকে জন্ম নেয়, তাদেরও অমন হয়।"

[৯]নিকদিম তাঁকে বললেন, "এটি কীভাবে সম্ভব?" [১০]হযরত ইসা আ. তাকে উত্তর দিলেন, "তুমি বনি-ইস্রাইলের শিক্ষক
হয়েও এসব বোঝো না? [১১]আমি তোমাকে সত্যিই বলছি, আমরা যা জানি, তাই বলি এবং যা দেখেছি, সে-বিষয়ে সাক্ষ্য
দেই; তবুও তোমরা আমাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করো না। [১২]আমি যদি তোমাকে দুনিয়ার বিষয়ে বলি আর তুমি বিশ্বাস না করো,
[১৩]তাহলে আমি বেহেস্তের বিষয়ে বললে কীভাবে বিশ্বাস করবে? যিনি বেহেস্ত থেকে নেমে এসেছেন, সেই ইবনুল-ইনসান
ছাড়া কেউই বেহেস্তে যায়নি। [১৪]এবং যেভাবে মরুপ্রান্তরে মুসা সাপকে ওপরে তুলেছিলেন, সেভাবে ইবনুল-ইনসানকেও
ওপরে তোলা হবে, [১৫]যেনো যে তাঁর ওপর ইমান আনে, সে আল্লাহর সান্নিধ্য পায়।

১৬কারণ আল্লাহ দুনিয়াকে এতো মহব্বত করলেন যে, তাঁর একমাত্র একান্ত প্রিয় মনোনীতজনকে দিলেন, যেনো যারা তাঁর ওপর ইমান আনে, তারা ধ্বংস না হয় কিন্তু তাঁর সান্নিধ্য লাভ করে। ১৭নিশ্চয়ই দুনিয়াকে দোষী করার জন্য আল্লাহ তাঁর একান্ত প্রিয় মনোনীতজনকে পাঠাননি, বরং পাঠিয়েছেন যেনো তাঁর দ্বারা দুনিয়া নাজাত পায়। ১৮যারা তাঁর ওপর ইমান আনে তাদের দোষী করা হয় না কিন্তু যারা ইমান আনে না তারা দোষী হয়েই গেছে, কারণ তারা আল্লাহর একান্ত প্রিয় মনোনীতজনের নামে ইমান আনেনি।

১৯এটাই বিচার যে, দুনিয়াতে আলো এসেছে এবং মানুষ আলোর বদলে অন্ধকারকে ভালোবাসলো, কারণ তাদের কাজগুলো খারাপ। ২০যারা খারাপ কাজ করে, তারা আলো ঘৃণা করে এবং আলোর কাছে আসে না, যেনো তাদের কাজ প্রকাশ না পায়। ২১কিন্তু যারা যা সত্য তা করে, তারা আলোর কাছে আসে, যেনো পরিষ্কার দেখা যায় যে, তাদের কাজ আল্লাহর পছন্দের কাজ।”

২২অতঃপর হযরত ইসা আ. ও তাঁর সাহাবিরা ইহুদিয়ার গ্রামাঞ্চলে গেলেন। তিনি তাদের সাথে সেখানে কিছুদিন থাকলেন এবং তাদের বায়াত দিলেন। ২৩হযরত ইয়াহিয়া আ.ও সালিমের কাছে, ঐনোনে, বায়াত দিচ্ছিলেন, কারণ সেখানে বেশি পানি ছিলো। এবং লোকেরা আসতেই থাকলো ও বায়াত নিলো। ২৪হযরত ইয়াহিয়া আ.কে তখনো জেলে বন্দি করা হয়নি। ২৫সেখানে হযরত ইয়াহিয়া আ.র সাহাবি ও এক ইহুদির মধ্যে পাকসাফের বিষয়ে বাদানুবাদ দেখা দিলো। ২৬তারা হযরত ইয়াহিয়া আ.র কাছে এসে বললো, “হুজুর, জর্দানের ওপারে যিনি আপনার সাথে ছিলেন, যাঁর বিষয়ে আপনি সাক্ষ্য দিয়েছিলেন, তিনি এখানে বায়াত দিচ্ছেন এবং সবাই তাঁর কাছে যাচ্ছে।”

২৭হযরত ইয়াহিয়া আ. উত্তর দিলেন, “বেহেস্ত থেকে দেয়া না হলে কেউ কিছুই পেতে পারে না। ২৮তোমরা নিজেরাই আমার সাক্ষী যে, আমি বলেছি, ‘আমি মসিহ নই কিন্তু আমাকে তাঁর আগে পাঠানো হয়েছে।’ ২৯যার কনে আছে সেই তো বর। বরের বন্ধুরা বরের পক্ষে দাঁড়ায় ও তার কথা শোনে। বরের আওয়াজ পেলে তারা ভীষণভাবে আনন্দিত হয়। ৩০আর এই কারণেই আমার আনন্দ পূর্ণ হয়েছে। তাঁকে বেড়ে উঠতে হবে এবং আমাকে হ্রাস পেতে হবে।”

৩১যিনি ওপর থেকে আসেন তিনি সবার ওপরে। যে দুনিয়া থেকে আসে সে দুনিয়ার এবং দুনিয়াদারির বিষয়ে কথা বলে। যিনি বেহেস্ত থেকে আসেন তিনি সবার ওপরে। ৩২তিনি যা দেখেছেন ও শুনেছেন, সেই বিষয়েই সাক্ষ্য দেন, তবুও কেউ তাঁর সাক্ষ্য গ্রহণ করে না। ৩৩যে তাঁর সাক্ষ্য গ্রহণ করে, সে সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহই সত্য। ৩৪আল্লাহ যাঁকে পাঠিয়েছেন তিনি আল্লাহর কালাম বলেন, কারণ রুহকে তিনি মেপে দেন না। ৩৫আল্লাহ তাঁর একান্ত প্রিয় মনোনীতজনকে মহব্বত করেন এবং তিনি সবকিছুই তাঁর হাতে দিয়েছেন। ৩৬যে কেউ একান্ত প্রিয় মনোনীতজনের ওপর ইমান আনে, সে আল্লাহর সান্নিধ্য পায়; যে কেউ একান্ত প্রিয় মনোনীতজনের অবাধ্য হয়, সে জীবন পাবে না কিন্তু অবশ্যই আল্লাহর লা'নতের মধ্যে পড়বে।”

রুকু ৪

১যখন হযরত ইসা আ. বুঝতে পারলেন যে, ফরিসিরা শুনতে পেয়েছেন, “ হযরত ইসা আ. হযরত ইয়াহিয়া আ.র থেকে বেশি উম্মত বানাচ্ছেন ও বায়াত দিচ্ছেন”– ২যদিও হযরত ইসা আ. নিজে বায়াত দিতেন না কিন্তু তাঁর সাহাবিরা দিতেন– ৩তখন তিনি ইহুদিয়া ছেড়ে গালিলের দিকে ফিরে গেলেন। ৪অবশ্য তাঁকে সামেরিয়ার মধ্য দিয়ে যেতে হলো। ৫সুতরাং তিনি সামেরিয়ার সুখর নামক একটি শহরে এলেন। হযরত ইয়াকুব আ.র একখন্ড জমি এই শহরের পাশে ছিলো, যা তিনি তার ছেলে হযরত ইউসুফ আ.কে দিয়েছিলেন। ৬সেখানে হযরত ইয়াকুবের কুয়ো ছিলো এবং যাবার পথে ক্লান্ত হয়ে ইসা সেই কুয়োর পাশে বসলেন। ৭তখন বেলা প্রায় দুপুর।

৮এক সামেরীয় মহিলা পানি নিতে এলে হযরত ইসা আ. তাকে বললেন, “আমাকে পানি দাও।” সেই সময় তাঁর সাহাবিরা খাবার কিনতে শহরে গিয়েছিলেন। ৯মহিলা তাঁকে বললো, “আমি তো সামেরীয়, আপনি ইহুদি হয়ে কেমন করে আমার কাছে পানি চাচ্ছেন?” কারণ সামেরীয়দের সাথে ইহুদিদের ওঠাবসা ছিলো না।

১০হযরত ইসা আ. তাকে উত্তর দিলেন, “তুমি যদি জানতে আল্লাহর দান সম্বন্ধে এবং কে তোমাকে বলছেন, ‘আমাকে পানি দাও,’ তাহলে তুমিই তাঁর কাছে চাইতে এবং তিনি তোমাকে জীবন-পানি দিতেন।” ১১মহিলা তাঁকে বললো, “জনাব, আপনার কাছে বালতি নেই এবং কুয়োটাও গভীর। কোথা থেকে আপনি জীবন-পানি পাবেন? ১২আপনি কি আমাদের

পূর্বপুরুষ হযরত ইয়াকুব আ.র চেয়েও মহান? তিনিই আমাদের এই কুয়োটা দিয়েছিলেন আর এখান থেকে তার পশুপালেরা পান করতো এবং তার ছেলেদের সাথে তিনিও পান করতেন?"

[১৩]হযরত ইসা আ. তাকে বললেন, "যতোজন এই কুয়ো থেকে পানি পান করবে তাদের আবার পিপাসা পাবে কিন্তু আমি যে-পানি দেবো তা থেকে যারা পান করবে তাদের পিপাসা পাবে না। [১৪]আমি যে-পানি দেবো তা তার মধ্যে পানির ঝরনা তৈরি করবে এবং তাকে আল্লাহর সান্নিধ্য পাইয়ে দেবে।" [১৫]মহিলা তাঁকে বললো, "জনাব, আমাকে সেই পানি দিন, তাহলে আমার আর পিপাসা পাবে না বা পানি নেবার জন্য আর এখানে আসতে হবে না।"

[১৬]হযরত ইসা আ. তাকে বললেন, "যাও, তোমার স্বামীকে ডেকে নিয়ে এসো।" [১৭]মহিলা তাঁকে উত্তর দিলো, "আমার স্বামী নেই।" [১৮]হযরত ইসা আ. তাকে বললেন, "তুমি ঠিকই বলেছো, 'আমার স্বামী নেই', কারণ তোমার পাঁচজন স্বামী ছিলো এবং এখন যে তোমার সাথে আছে সে তোমার স্বামী নয়। তুমি যা বলেছো তা সত্য!" [১৯]মহিলা তাঁকে বললো, "জনাব, আমি বুঝতে পারছি যে, আপনি একজন নবি। [২০]আমাদের পূর্বপুরুষেরা এই পাহাড়ে এবাদত করতেন কিন্তু আপনারা বলেন যে, যে-জায়গায় মানুষের এবাদত করা উচিত তা হচ্ছে জেরুসালেম।"

[২১]হযরত ইসা আ. তাকে বললেন, "হে নারী, আমাকে বিশ্বাস করো, সময় আসছে যখন তুমি প্রতিপালকের এবাদত এই পাহাড়েও করবে না,

জেরুসালেমেও করবে না। [২২]তোমরা যা জানো না তার এবাদত করো; কিন্তু আমরা যা জানি তার এবাদত করি, কারণ নাজাত ইহুদিদের মধ্য থেকেই এসেছে। [২৩]সময় আসছে এবং এখনই এসে গেছে, যখন প্রকৃত এবাদতকারীরা রুহে ও সত্যে প্রতিপালকের এবাদত করবে, কারণ এরকম এবাদতকারীদেরই তিনি খুঁজছেন। [২৪]আল্লাহ হচ্ছেন রুহ এবং যারা তাঁর এবাদত করবে, তাদের অবশ্যই রুহে ও সত্যে তাঁর এবাদত করতে হবে।"

[২৫]মহিলা তাঁকে বললো, "আমি জানি যে, মসিহ আসছেন। তিনি যখন আসবেন তখন সবকিছু আমাদের জানাবেন।" [২৬]হযরত ইসা আ. তাকে বললেন, "আমিই তিনি, যিনি তোমার সাথে কথা বলছেন।"

[২৭]তখনই তাঁর সাহাবিরা এলেন। একজন মহিলার সাথে তাঁকে কথা বলতে দেখে তারা আশ্চর্য হলেন কিন্তু কেউ বললেন না, "আপনি কী চান?" অথবা "কেনো এই মহিলার সাথে কথা বলছেন?" [২৮]তখন মহিলাটি তার পানির কলস রেখে শহরে ফিরে গেলো। সে লোকদের বললো, "এসো এবং একজন লোককে দেখো! [২৯]আমি জীবনে যা-কিছু করেছি তার সবই তিনি আমাকে বলে দিয়েছেন! তিনি কি মসিহ হতে পারেন? তাঁকে কি মসিহ বলে মনে হয় না?" [৩০]তারা শহর থেকে বেরিয়ে তাঁর কাছে ছুটলো।

[৩১]এদিকে সাহাবিরা তাঁকে জোর অনুরোধ করতে লাগলেন, "হুজুর, কিছু খান।" [৩২]কিন্তু তিনি তাদের বললেন, "আমার কাছে এমন খাবার আছে, যার বিষয়ে তোমরা জানো না।" [৩৩]সাহাবিরা একজন আরেকজনকে বলতে লাগলেন, "নিশ্চয়ই কেউ তাঁকে কোনো খাবার দেয়নি?" [৩৪]হযরত ইসা আ. তাদের বললেন, "যিনি আমাকে পাঠিয়েছে তাঁর ইচ্ছা পালন করা ও তাঁর কাজ পূর্ণ করাই হলো আমার খাবার।" [৩৫]তোমরা কি বলো না যে, 'ফসল কাটার আর চার মাস বাকি আছে?' কিন্তু আমি তোমাদের বলছি, তোমাদের চারপাশে তাকাও এবং দেখো যে, ফসল কাটার জন্য ক্ষেত কীভাবে তৈরি হয়ে আছে।

[৩৬]এরই মধ্যে ফসল সংগ্রহকারী মজুরি পাচ্ছে এবং আল্লাহর দিদার লাভের জন্য ফসল সংগ্রহ করছে, যেনো বপনকারী ও সংগ্রহকারী একত্রে আনন্দ পায়। [৩৭]কারণ এক্ষেত্রেই তো এই প্রচলিত কথাটি সত্য বলে প্রমাণিত হয়– 'একজনে বীজ বোনে আর অন্যজনে কাটে।'

[৩৮]আমি তোমাদেরকে এমন এক ফসল কাটতে পাঠিয়েছি, যার জন্য তোমরা কোনো পরিশ্রম করোনি; পরিশ্রম করেছে অন্যেরা আর তোমরা তার সুফল ভোগ করছো।"

[৩৯]"আমি জীবনে যা-কিছু করেছি তার সবই তিনি আমাকে বলে দিয়েছেন!"– সেই মহিলার এই সাক্ষ্য শুনে সামেরিয়ার অনেক লোক ইমান এনেছিলো। [৪০]সুতরাং সামেরীয়রা যখন তাঁর কাছে এলো, তখন তারা তাঁকে অনুরোধ করলো তাদের সাথে থাকার জন্য; আর তিনি তাদের সাথে দু'দিন থাকলেন। [৪১]ফলে তাঁর কথায় আরো অনেকে ইমান আনলো। [৪২]তারা মহিলাকে বললো, "এখন আর আমরা তোমার কথায় ইমান আনছি না, কারণ এখন আমরা নিজেদের কানে শুনেছি এবং আমরা জানি যে, ইনিই দুনিয়ার আসল নাজাতকারী।"

৪৩দু'দিন পার হলে পর তিনি সেখান থেকে গালিলের উদ্দেশে রওনা হলেন। ৪৪হযরত ইসা আ. নিজেই বলেছিলেন যে, কোনো নবিই নিজের দেশে সম্মান পান না। ৪৫তিনি গালিলে আসার পর সেখানকার লোকেরা তাঁকে স্বাগত জানালো, কারণ তারা ইদের সময় জেরুসালেমে তাঁর কাজ দেখেছিলো; তারাও ইদে গিয়েছিলো।

৪৬অতঃপর তিনি গালিলের কান্না গ্রামে এলেন; এখানেই তিনি পানিকে আঙুররসে পরিণত করেছিলেন। সেখানে একজন রাজকর্মকর্তা ছিলেন, যার ছেলে অসুস্থ হয়ে পড়েছিলো কফরনাহুমে। ৪৭তিনি যখন শুনলেন যে, হযরত ইসা আ. ইহুদিয়া থেকে গালিলে এসেছেন, তখন তিনি গিয়ে কাকুতি-মিনতি করলেন, যেনো তিনি এসে তাঁর ছেলেকে সুস্থ করেন, কারণ সে মৃত্যুর মুখোমুখি হয়েছিলো। ৪৮হযরত ইসা আ. তাকে বললেন, "চিহ্ন এবং মোজেজা না দেখলে তুমি ইমান আনবে না।" ৪৯কর্মকর্তা তাঁকে বললেন, "জনাব, আমার ছোটো ছেলেটি মারা যাবার আগে আসুন।" ৫০হযরত ইসা আ. তাকে বললেন, "যাও, তোমার ছেলে বাঁচবে।" লোকটি হযরত ইসা আ.র কথায় বিশ্বাস করলেন এবং তার পথে চলে গেলেন।

৫১যখন তিনি যাচ্ছিলেন, তখন পথে তার গোলামদের সাথে দেখা হলো এবং তারা তাকে জানালো যে, তার সন্তান জীবিত রয়েছে। ৫২তখন তিনি জিজ্ঞেস করলেন যে, কখন সে সুস্থ হতে আরম্ভ করেছে।
তারা তাকে বললো, "গতকাল দুপুর একটার সময় তার জ্বর ছেড়ে গেছে।" ৫৩পিতা বুঝতে পারলেন যে, ঠিক ওই সময়ই হযরত ইসা আ. তাকে বলেছিলেন, "তোমার ছেলে বাঁচবে।" অতএব, তিনি ও তার পরিবারের সবাই ইমান আনলেন। ৫৪ইহুদিয়া থেকে গালিলে আসার পর ইসা চিহ্ন হিসেবে এই দ্বিতীয় মোজেজা দেখালেন।

রুকু ৫

১এরপর ইহুদিদের আরেকটি ইদের সময় হলো এবং হযরত ইসা আ. জেরুসালেমে গেলেন। ২জেরুসালেমের মেষ-দরজার কাছে একটি পুকুর ছিলো। ৩হিব্রু ভাষায় এর নাম হলো বেথেসদা। এর পাঁচটি ঘাট ছিলো। সেখানে অনেক অন্ধ, নুলা, খোড়া ও অবশরোগী পড়ে থাকতো। ৫,৬এমন একজন লোক সেখানে ছিলো, যে আটত্রিশ বছর ধরে অসুস্থ। যখন হযরত ইসা আ. তাকে সেখানে শুয়ে থাকতে দেখলেন এবং জানলেন যে, সে দীর্ঘদিন ধরে সেখানে আছে, তখন তিনি তাকে বললেন, "তুমি কি সুস্থ হতে চাও?" ৭অসুস্থ লোকটি তাঁকে উত্তর দিলো, "হুজুর, আমার এমন কেউ নেই যে, পানি কেঁপে উঠলে সে আমাকে পুকুরে নামিয়ে দেবে; আর তাই আমি যেতে না যেতেই অন্য কেউ আমার আগে নেমে পড়ে।" ৮হযরত ইসা আ. তাকে বললেন, "ওঠো, তোমার বিছানা তুলে নিয়ে হাঁটো।" ৯তখনই লোকটি সুস্থ হলো এবং তার বিছানা তুলে নিয়ে হাঁটতে লাগলো।

১০সেই দিনটি ছিলো সাব্বাত। তাই যে-লোকটিকে সুস্থ করা হয়েছিলো, ইহুদিরা তাকে বললো, "আজ সাব্বাত, তোমার বিছানা বয়ে নেয়া শরিয়ত-সম্মত নয়।" ১১কিন্তু সে তাদের উত্তর দিলো, "যিনি আমাকে সুস্থ করেছেন তিনিই আমাকে বলেছেন, 'তোমার বিছানা তুলে নিয়ে হাঁটো।'" ১২তারা তাকে জিজ্ঞেস করলো, "কে সেই লোক যে তোমাকে বলেছে, 'এটি ওঠাও এবং হাঁটো?'" ১৩কিন্তু যে সুস্থ হয়েছিলো সে জানতো না তিনি কে, কারণ সেখানে অনেক মানুষের ভিড় থাকায় ইসা চলে গিয়েছিলেন।

১৪পরে হযরত ইসা আ. তাকে বায়তুল-মোকাদ্দসে পেয়ে বললেন, "দেখো, তুমি সুস্থ হয়েছো!
আর গুনাহ করো না, যেনো আরো খারাপ কিছু তোমার না হয়।" ১৫তখন লোকটি চলে গেলো এবং ইহুদিদের কাছে গিয়ে বললো যে, হযরত ইসা আ. তাকে সুস্থ করেছেন।

১৬আর তাই ইহুদিরা হযরত ইসা আ.র ওপর চাপ সৃষ্টি করতে লাগলো, কারণ তিনি সাব্বাতে এসব কাজ করছিলেন। ১৭কিন্তু হযরত ইসা আ. তাদের উত্তর দিলেন, "আমার প্রতিপালক এখনো কাজ করছেন এবং আমিও কাজ করছি।" ১৮সুতরাং ইহুদিরা তাঁকে মেরে ফেলার জন্য আরো চেষ্টা করতে লাগলো, কারণ তিনি শুধু সাব্বাত ভঙ্গ করছিলেন না কিন্তু আল্লাহকে তিনি নিজের প্রতিপালক বলছিলেন এবং এভাবে নিজেকে আল্লাহর সমান করে তুলছিলেন।

১৯হযরত ইসা আ. তাদের বললেন, "আমি তোমাদের সত্যি সত্যিই বলছি, একান্ত প্রিয় মনোনীতজন নিজ থেকে কিছুই করতে পারেন না কিন্তু প্রতিপালককে যা করতে দেখেন, প্রতিপালক যা করেন, তা-ই করেন। ২০প্রতিপালক একান্ত প্রিয় মনোনীতজনকে মহব্বত করেন এবং তিনি যা করেন তা তাঁকে দেখান; এবং এর থেকেও মহৎ কাজ তাঁকে দেখাবেন, যেনো তোমরা অবাক হও।

[২১]প্রতিপালক যেমন মৃতদের ওঠান ও জীবন দেন, তেমনি একান্ত প্রিয় মনোনীতজনও যাকে ইচ্ছা করেন তাকে জীবন
দেন। [২২]প্রতিপালক কারো বিচার করেন না কিন্তু সমস্ত বিচারের ভার তাঁর একান্ত প্রিয় মনোনীতজনকে দিয়েছেন, [২৩]যেনো
সবাই যেভাবে প্রতিপালককে সম্মান করে, সেভাবে একান্ত প্রিয় মনোনীতজনকেও সম্মান করতে পারে। যে কেউ তাঁকে
সম্মান করে না, সে সেই প্রতিপালককেও সম্মান করে না, যিনি তাঁকে পাঠিয়েছেন।

[২৪]আমি তোমাদের সত্যি সত্যিই বলছি, যে কেউ আমার কথা শোনে এবং যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন তাঁর ওপর ইমান
আনে, তার জন্য রয়েছে বেহেস্তি জীবন এবং সে বিচারের অধীন হয় না, বরং জাহান্নামের আযাব থেকে বেহেস্তে পার হয়ে
গেছে। [২৫]আমি তোমাদের সত্যিই বলছি, [২৩]সময় আসছে এবং এখনই এসে গেছে, যখন মৃতেরা আল্লাহর একান্ত প্রিয়
মনোনীতজনের আওয়াজ শুনবে এবং যারা শুনবে তারা বাঁচবে।
[২৬]কারণ যেভাবে প্রতিপালকের নিজের মধ্যে জীবন আছে, তেমনি তিনি একান্ত প্রিয় মনোনীতজনকেও নিজের মধ্যে জীবন
রাখতে দিয়েছেন। [২৭]তিনি তাঁকে বিচার করার অধিকার দিয়েছেন, কারণ তিনিই ইবনুল-ইনসান। [২৮]এতে আশ্চর্য হয়ো না;
কারণ সময় আসছে, যখন যারা কবরে আছে তারা সবাই তাঁর আওয়াজ শুনবে [২৯]এবং উঠে আসবে– যারা ভালো কাজ
করেছে তারা উঠবে বেহেস্তে যাবার জন্য আর যারা মন্দ কাজ করেছে তারা উঠবে দোযখে যাবার জন্য।

[৩০]আমি নিজ থেকে কিছু করতে পারি না। আমি যেমন শুনি, তেমনি বিচার করি এবং আমার বিচার ন্যায়; কারণ আমি
নিজের ইচ্ছা পূরণ করি না বরং যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন তাঁর ইচ্ছাই পূরণ করি। [৩১]যদি আমি নিজের বিষয়ে সাক্ষ্য দেই
তাহলে আমার সাক্ষ্য সত্য নয়। [৩২]আরেকজন আছেন, যিনি আমার বিষয়ে সাক্ষ্য দিচ্ছেন এবং আমি জানি, আমার বিষয়ে
তাঁর সাক্ষ্য সত্য।

[৩৩]তোমরা হযরত ইয়াহিয়া আ.র কাছে লোক পাঠিয়েছো এবং তিনি সত্যের পক্ষে সাক্ষ্য দিয়েছেন। [৩৪]আমি মানুষের
সাক্ষ্য গ্রহণ করি না কিন্তু আমি বলছি, যেনো তোমরা নাজাত পাও। [৩৫]তিনি আলো দানকারী জ্বলন্ত বাতি ছিলেন এবং
তোমরা কিছুদিন তার আলোতে আনন্দ করতে ইচ্ছুক ছিলে।

[৩৬]কিন্তু হযরত ইয়াহিয়া আ. থেকেও মহৎ সাক্ষ্য আমার আছে। প্রতিপালক আমাকে যেসব কাজ সম্পূর্ণ করতে
পাঠিয়েছেন, আমি সেসব কাজ করছি আর এগুলো আমার পক্ষে এই সাক্ষ্য দেয় যে, প্রতিপালক আমাকে পাঠিয়েছেন।
[৩৭]এবং যে-প্রতিপালক আমাকে পাঠিয়েছেন, তিনি আমার পক্ষে সাক্ষ্য দিয়েছেন। তোমরা কখনো তাঁর রব শোনোনি বা তাঁর
আকার দেখোনি [৩৮]এবং তাঁর কালাম তোমাদের অন্তরে থাকে না; কারণ তিনি যাঁকে পাঠিয়েছেন, তোমরা তাঁর ওপর ইমান
আনোনি।

[৩৯]তোমরা পূর্বের কিতাবে খোঁজ করে থাকো, কারণ তোমরা মনে করো যে, সেখানে আল্লাহর সান্নিধ্য লাভের কথা আছে
[৪০]এবং তা আমার বিষয়েই সাক্ষ্য দেয়। তবুও তোমরা জীবন পাবার জন্য আমার কাছে আসতে অস্বীকার করো। [৪১]আমি
মানুষের কাছ থেকে প্রশংসা গ্রহণ করি না। [৪২]আমি জানি যে, তোমাদের অন্তরে আল্লাহর মহব্বত নেই।
[৪৩]আমি আমার প্রতিপালকের নামে এসেছি এবং তোমরা আমাকে গ্রহণ করছো না; কিন্তু যদি কেউ নিজের নামে আসে,
তাহলে তোমরা তাকে গ্রহণ করবে। [৪৪]তোমরা যখন একে অন্যের কাছ থেকে প্রশংসা নিয়ে থাকো এবং একমাত্র আল্লাহর
কাছ থেকে যে-প্রশংসা আসে তার খোঁজ করো না, তখন তোমরা কীভাবে ইমান আনতে পারো?

[৪৫]মনে করো না যে, প্রতিপালকের কাছে আমি তোমাদের দোষারোপ করবো। হযরত মুসা আ. তোমাদের দোষারোপ
করেন, যার ওপরে তোমরা আশা রাখছো। [৪৬]তোমরা যদি মুসার ওপর ইমান আনতে, তাহলে আমার ওপরও ইমান আনতে,
কারণ তিনি আমার বিষয়েই লিখেছেন। [৪৭]কিন্তু তার লেখায় যদি তোমরা ইমান না আনো, তাহলে আমার কথায় কীভাবে
ইমান আনবে?”

রুকু ৬

[১]অতঃপর হযরত ইসা আ. গালিল লেকের ওপারে গেলেন। একে তিবিরিয়া লেকও বলা হয়। [২]বিশাল এক জনতা তাঁর
পেছনে পেছনে যাচ্ছিলো, কারণ রোগীদের ওপর তিনি যে-মোজেজা দেখাচ্ছিলেন তা তারা দেখেছিলো। [৩]হযরত ইসা আ.
পাহাড়ের ওপরে উঠে তাঁর সাহাবিদের সাথে বসলেন। [৪]তখন ইহুদিদের ইদুল-ফেসাখ কাছে এসে পড়েছিলো। [৫] হযরত ইসা

আ. বিশাল এক জনতাকে তাঁর দিকে আসতে দেখে ফিলিপকে বললেন, "এই লোকদের খাওয়ানোর জন্য আমরা কোথা
থেকে রুটি কিনবো?" ৬তাকে পরীক্ষা করার জন্য তিনি একথা বললেন, কারণ তিনি যা করবেন তা তিনি জানতেন।

৭ফিলিপ উত্তর দিলেন, "এদের প্রত্যেককে সামান্য কিছু করে দিলেও একজনের ছয় মাসের আয়েও কুলাবে না।" ৮তাঁর
এক সাহাবি, হযরত সাফওয়ান পিতরের ভাই হযরত অন্দ্রিয়ান রা., ৯তাঁকে বললেন, "এখানে একটি ছেলে আছে, যার কাছে
পাঁচটি রুটি ও দুটো মাছ আছে। কিন্তু এতো মানুষের মধ্যে এতে কী হবে?" ১০হযরত ইসা আ. বললেন, "লোকদের বসিয়ে
দাও।" সেখানে অনেক ঘাস ছিলো, তাই তারা বসে পড়লো; সব মিলে প্রায় পাঁচ হাজার লোক ছিলো।

১১তখন হযরত ইসা আ. রুটি নিয়ে আল্লাহকে শুকরিয়া জানালেন এবং যারা বসে ছিলো, তাদেরকে তা দিলেন।
একইভাবে মাছও দিলেন। তারা যতো চাইলো ততোই দিলেন। ১২তারা সন্তুষ্ট হলে পর তিনি তাঁর হাওয়ারিদেরকে বললেন,
"অবশিষ্ট টুকরোগুলো জমা করো, যেনো কিছুই নষ্ট না হয়।" তাই তারা সবকিছু জমা করলেন। ১৩এবং পাঁচটি রুটি থেকে
সব লোকদের খাবার পর যা অবশিষ্ট রইলো তা দিয়ে তারা বারোটি ঝুড়ি ভর্তি করলেন।

১৪লোকেরা তাঁর এই মোজেজা দেখে বলতে লাগলো, "যে-নবির দুনিয়াতে আসার কথা ছিলো, ইনি নিশ্চয়ই তিনি।"
১৫হযরত ইসা আ. যখন বুঝতে পারলেন যে, লোকেরা জোর করে তাঁকে বাদশা বানানোর জন্য আসছে, তখন তিনি সেই
জায়গা ছেড়ে আবার পাহাড়ে চলে গেলেন। ১৬সন্ধ্যায় তাঁর হাওয়ারিরা লেকের পাড়ে গিয়ে নৌকায় উঠলেন এবং লেকের
ওপারের কফরনাহুমের দিকে চললেন। ১৭তখন অন্ধকার হয়ে গেছে এবং হযরত ইসা আ. তখনো তাদের কাছে আসেননি।
১৮ঝড়ো-হাওয়ার কারণে লেকে বড়ো বড়ো ঢেউ উঠলো।

১৯তিন-চার মাইল যাবার পর তারা দেখলেন যে, হযরত ইসা আ. পানির ওপর দিয়ে হেঁটে তাদের দিকে আসছেন এবং
তারা খুব ভয় পেলেন। ২০কিন্তু তিনি তাদের বললেন, "ভয় করো না, এ তো আমি।" ২১তখন তারা তাঁকে নৌকায় তুলে
নিতে চাইলেন আর তারা যেখানে যাচ্ছিলেন, নৌকা তখনই সেখানে পৌঁছে গেলো।

২২পরদিন সকাল পর্যন্ত যে-লোকেরা লেকের পাড়ে রয়ে গিয়েছিলো, তারা দেখেছিলো যে, আগের দিন সেখানে মাত্র
একটি নৌকা ছিলো। তারা এও দেখেছিলো যে, হযরত ইসা আ. তাঁর হাওয়ারিদের সাথে নৌকায় ওঠেননি কিন্তু তারা তাঁকে
ছাড়াই চলে গেছেন।

২৩তখন হযরত ইসা আ. যেখানে শুকরিয়া জানিয়ে রুটি খাইয়েছিলেন, সেখানে তিবিরিয়া থেকে কয়েকটি নৌকা এলো।
২৪যখন তারা দেখলো যে, হযরত ইসা আ. বা তাঁর হাওয়ারিরা কেউই সেই নৌকাগুলোতে আসেননি,
২৫তখন তারা নিজেরাই নৌকাগুলোতে উঠে তাঁকে খুঁজতে কফরনাহুমের দিকে চলে গেলো। লেকের ওপারে তাঁকে পেয়ে
তারা বললো, "হুজুর, আপনি কখন এখানে এসেছেন?"

২৬হযরত ইসা আ. তাদের উত্তর দিলেন, "আমি তোমাদের সত্যি সত্যিই বলছি, তোমরা মোজেজা দেখেছো বলে নয়,
বরং তোমরা পেট ভরে রুটি খেয়েছো বলে আমার খোঁজ করছো। ২৭যে-খাবার নষ্ট হয়ে যায় তার জন্য নয় বরং ইবনুল-
ইনসান যে-খাবার দেন, যা আল্লাহর সান্নিধ্য পাইয়ে দেয়, তার জন্য কাজ করো। এজন্যই প্রতিপালক আল্লাহ তাঁকে নিযুক্ত ও
মুদ্রাঙ্কিত করেছেন।"

২৮তখন তারা বললো, "আল্লাহর কাজ করার জন্য আমাদের অবশ্যই কী করতে হবে?" ২৯হযরত ইসা আ. তাদের উত্তর
দিলেন, "আল্লাহ যাঁকে পাঠিয়েছেন, তাঁর ওপর ইমান আনাই হচ্ছে তাঁর কাজ।" ৩০তাই তারা তাঁকে বললো, "কী মোজেজা
আপনি আমাদের দেখাতে যাচ্ছেন, যা দেখে আমরা আপনার ওপর ইমান আনতে পারি? কী কাজ আপনি করছেন?
৩১আমাদের পূর্ব-পুরুষেরা মরু ভূমিতে মান্না খেয়েছিলেন। যেমন লেখা আছে, 'তিনি আসমান থেকে তাদের রুটি খেতে
দিয়েছিলেন।'" ৩২অতঃপর হযরত ইসা আ. তাদের বললেন, "আমি তোমাদের সত্যি সত্যিই বলছি, হযরত মুসা আ.
তোমাদের রুটি দেননি ৩৩কিন্তু আমার প্রতিপালকই বেহেস্ত থেকে তোমাদের আসল রুটি দেন। কারণ আল্লাহর রুটি হলো
তাই, যা বেহেস্ত থেকে নেমে আসে এবং দুনিয়াকে জীবন দেয়।"

৩৪তারা তাঁকে বললো, "হুজুর, এই রুটি আমাদের সব সময় দিন।" ৩৫হযরত ইসা আ. তাদের বললেন, "আমিই
জীবন-রুটি। যে কেউ আমার কাছে আসে, তার কখনো খিদে পাবে না এবং যে আমার ওপর ইমান আনে, তার কখনো
পিপাসা পাবে না। ৩৬আমি তোমাদের বলছি, আর তোমরা আমাকে দেখছো, তবুও বিশ্বাস করছো না।

৩৭প্রতিপালক আমাকে যা-কিছু দেন তা আমার কাছে আসবে ৩৮এবং যে কেউ আমার কাছে আসবে, আমি তাকে ফেলে
দেবো না। কারণ আমার নিজের ইচ্ছা পালন করার জন্য নয়, বরং যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন, তাঁর ইচ্ছা পালনের জন্যই
আমি বেহেস্ত থেকে নেমে এসেছি।
৩৯এবং যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন, তাঁর ইচ্ছা হলো এই– তিনি আমাকে যা দিয়েছেন, তার কিছুই যেনো না হারাই কিন্তু
কেয়ামতের দিন ওঠাই। ৪০নিশ্চয়ই আমার প্রতিপালকের ইচ্ছা এই যে, যতোজন আল্লাহর একান্ত প্রিয় মনোনীতজনকে দেখে
এবং ইমান আনে, তারা আল্লাহর সান্নিধ্য পাবে এবং কেয়ামতের দিন আমি তাদের ওঠাবো।"

৪১তখন ইহুদিরা অভিযোগ করতে লাগলো। কারণ তিনি বলেছিলেন, "আমিই বেহেস্ত থেকে নেমে আসা রুটি।" ৪২তারা
বলছিলো, "এই হযরত ইসা আ. কি হযরত ইউসুফের ছেলে নয়, যার বাবামাকে আমরা চিনি? এখন সে কীভাবে বলছে যে,
'আমি বেহেস্ত থেকে নেমে এসেছি'?"

৪৩হযরত ইসা আ. তাদের উত্তর দিলেন, "নিজেদের মধ্যে বিবাদ করো না। ৪৪যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন, সেই
প্রতিপালক কাউকে না ডাকলে কেউ আমার কাছে আসে না; এবং কেয়ামতের দিন আমিই সেই লোককে ওঠাবো।

৪৫নবিরা লিখে গেছেন, 'আল্লাহ তাদের সবাইকে শেখাবেন।' যতোজন প্রতিপালকের কাছ থেকে শুনেছে ও শিখেছে,
তারা আমার কাছে আসবে। আল্লাহর কাছ থেকে যিনি এসেছেন, ৪৬তিনি ছাড়া প্রতিপালককে কেউ দেখেনি; তিনিই তাঁকে
দেখেছেন। ৪৭আমি সত্যিই বলছি, যে ইমান আনে সে আল্লাহর সান্নিধ্যপ্রাপ্ত।

৪৮আমিই জীবনের খাবার। ৪৯তোমাদের পূর্বপুরুষরা মরুভূমিতে মান্না খেয়েছিলেন এবং তারা মারা গেছেন। ৫০এই সেই
খাবার যা বেহেস্ত থেকে নেমে এসেছে, যেনো যে এ-খাবার থেকে খায় সে না মরে। ৫১আমিই বেহেস্ত থেকে নেমে আসা
জীবন-খাবার। যে কেউ এই খাবার থেকে খায়, সে চিরদিন বেঁচে থাকবে এবং দুনিয়ার জীবনের জন্য আমি যে-খাবার দেবো
তা হচ্ছে আমার শরীর।"

৫২তখন ইহুদিরা নিজেদের মধ্যে এই বলে তর্কাতর্কি করতে লাগলো, "এই লোক কীভাবে আমাদেরকে তার শরীর খেতে
দেবে?" ৫৩হযরত ইসা আ. তাদের বললেন, "আমি তোমাদের সত্যি সত্যিই বলছি, যদি তোমরা ইবনুল-ইনসানের শরীর না
খাও ও তাঁর রক্ত পান না করো, তাহলে তোমাদের জীবন নেই।

৫৪যারা আমার শরীর খাবে ও আমার রক্ত পান করবে, তারা আল্লাহর সান্নিধ্যপ্রাপ্ত এবং কেয়ামতের দিন আমি তাদের
ওঠাবো। ৫৫কারণ আমার শরীরই আসল খাবার এবং আমার রক্ত আসল পানীয়। ৫৬যারা আমার শরীর খায় ও আমার রক্ত
পান করে, তারা আমার সাথে যুক্ত হয় এবং আমি তাদের সাথে যুক্ত হই। ৫৭যেভাবে প্রতিপালক আমাকে পাঠিয়েছেন এবং
আমি তাঁর কারণে বেঁচে থাকি, তেমনিভাবে যারা আমাকে খায়, তারা আমার কারণে বেঁচে থাকে। ৫৮এই খাবারই বেহেস্ত
থেকে এসেছে। তোমাদের পূর্বপুরুষেরা যা খেয়েছেন ও মারা গেছেন, এটি তার মতো নয়। কিন্তু এই খাবার যে খায়, সে
চিরদিন বেঁচে থাকবে।"

৫৯কফরনাহুমের সিনাগোগে শিক্ষা দেবার সময় তিনি এসব বলছিলেন। ৬০তাঁর অনেক সাহাবি এসব শুনে বললেন, "এ-
শিক্ষা খুবই কঠিন, কে তা গ্রহণ করতে পারে?" ৬১কিন্তু হযরত ইসা আ. যখন বুঝলেন যে, তাঁর সাহাবিরা এ-বিষয়ে
অভিযোগ করছেন, তখন তিনি তাদের বললেন, "এই শিক্ষা কি তোমাদের কষ্ট দিচ্ছে? ৬২তাহলে ইবনুল-ইনসান আগে
যেখানে ছিলেন, তাঁকে সেখানে যেতে দেখলে কী বলবে? রুহই জীবন দেয়, শরীর কিছু নয়। ৬৩যে-কালাম তোমাদের কাছে
বলা হয়েছে তা-ই রুহ ও জীবন। ৬৪কিন্তু তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ আছে, যারা ইমান আনবে না।" কারণ হযরত ইসা আ.
প্রথম থেকেই জানতেন যে, কে তাঁর ওপর ইমান আনবে না এবং কে তাঁর সাথে বেইমানি করবে। ৬৫তিনি বললেন, "এজন্য
আমি তোমাদের বলছি যে, আল্লাহ না চাইলে কেউই আমার কাছে আসতে পারে না।" ৬৬এর ফলে তাঁর অনেক উম্মত তাঁকে
ছেড়ে চলে গেলো এবং তাঁর পেছনে আর এলো না।

৬৭তাই হযরত ইসা আ. বারোজনকে জিজ্ঞেস করলেন, "তোমরাও কি চলে যেতে চাও?" ৬৮হযরত সাফওয়ান পিতর রা.
উত্তর দিলেন, "হুজুর, আমরা কার কাছে যাবো? আল্লাহর সান্নিধ্য পাওয়ার কালাম তো আপনার কাছেই আছে। ৬৯আমরা
জেনেছি এবং ইমান এনেছি যে, আপনিই আল্লাহর পবিত্রজন।" ৭০হযরত ইসা আ. তাদের উত্তর দিলেন, "আমি কি

তোমাদের বারোজনকে বেছে নেইনি? তবুও তোমাদের মধ্যে একজন ইবলিস আছে।” ৭১ইহুদা ইবনে সিমোন ইস্কারিয়োতের
বিষয়ে তিনি একথা বলছিলেন। যদিও তিনি বারোজনের একজন ছিলেন, তবুও তিনি তাঁর সাথে বেইমানি করেছিলেন।

রুকু ৭

১এরপর হযরত ইসা আ. গালিলে চলাফেরা করছিলেন। তিনি ইহুদিয়ায় যেতে চাইলেন না, কারণ ইহুদিরা তাঁকে হত্যা
করার সুযোগ খুঁজছিলো। ২এই সময় ইহুদিদের ইদুল-খিয়াম কাছে এসে পড়েছিলো। ৩তাই তাঁর ভাইয়েরা তাঁকে বললেন,
“ইহুদিয়াতে যাও, যেনো তুমি যেসব কাজ করছো তা তোমার উম্মতরাও দেখতে পায়। ৪যদি কেউ চায় মানুষ তার সম্বন্ধে
জানুক, তাহলে সে গোপনে কাজ করে না। যদি তুমি এসব করো, তাহলে দুনিয়ার সামনে নিজেকে দেখাও।”

৫কারণ তাঁর ভাইয়েরাও তাঁর ওপর ইমান আনেননি। ৬হযরত ইসা আ. তাঁদের বললেন, “আমার সময় এখনো আসেনি
কিন্তু তোমাদের সময় তো সব সময়ই। ৭দুনিয়া তোমাদের ঘৃণা করতে পারে না কিন্তু আমাকে ঘৃণা করে, কারণ আমি তার
খারাপ কাজের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেই। ৮তোমরাই ইদে যাও, আমি এই ইদে যাচ্ছি না, কারণ আমার সময় এখনো পূর্ণ হয়নি।”
৯একথা বলে তিনি গালিলেই থেকে গেলেন। ১০কিন্তু তাঁর ভাইয়েরা ইদে চলে যাবার পর তিনিও গেলেন; প্রকাশ্যে নয় কিন্তু
গোপনে গেলেন। ১১ইদের সময় ইহুদিরা তাঁর খোঁজ করছিলো এবং বলছিলো, “তিনি কোথায়?”

১২জনতার মধ্যে তাঁর সম্পর্কে অনেক মতবিরোধ ছিলো। কেউ কেউ বলছিলো যে, “তিনি একজন ভালো মানুষ,” অন্যরা
বলছিলো, “না, তিনি জনতাকে ঠকাচ্ছেন।” ১৩তবুও ইহুদিদের ভয়ে কেউই খোলাখুলিভাবে কথা বলার সাহস করছিলো না।
১৪ইদের মাঝামাঝি সময়ে তিনি বায়তুল-মোকাদ্দসে গেলেন এবং শিক্ষা দিতে লাগলেন। ১৫এতে ইহুদিরা খুবই অবাক হয়ে
বললো, “এই লোক এসব কীভাবে শিখলো, তাকে তো কখনো কেউ শেখায়নি?

১৬তখন হযরত ইসা আ. তাদের উত্তর দিলেন, “আমি যে-শিক্ষা দেই তা আমার নয়, বরং যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন
তাঁরই। ১৭যে কেউ আল্লাহর ইচ্ছা পালন করতে চায় সে জানবে যে, এই শিক্ষা আল্লাহর কাছ থেকে এসেছে নাকি আমি নিজ
থেকে বলছি। ১৮যারা নিজের থেকে কথা বলে, তারা নিজের প্রশংসা চায়; কিন্তু সেই ব্যক্তিই সত্য, যিনি তার প্রেরণকারীর
প্রশংসা চান এবং তার মধ্যে কোনো মিথ্যা নেই।
১৯হযরত মুসা আ. কি তোমাদের শরিয়ত দেননি? কিন্তু তোমরা শরিয়ত পালন করো না। কেনো তোমরা আমাকে হত্যা
করার সুযোগ খুঁজছো?”

২০জনতা উত্তর দিলো, “তোমার মধ্যে একটি ভূত আছে! কে তোমাকে হত্যা করতে চেষ্টা করছে?” ২১হযরত ইসা আ.
তাদের উত্তর দিলেন, “আমি একটি কাজ করেছি আর তোমরা সবাই আশ্চর্য হচ্ছো। ২২হযরত মুসা আ. তোমাদের খতনা
দিয়েছেন– অবশ্য তা হযরত মুসা আ.-র কাছ থেকে নয় কিন্তু পূর্বপুরুষ হযরত ইব্রাহিম আ.-র কাছ থেকে– এবং তোমরা
সাব্বাতে লোকের খতনা করে থাকো। ২৩হযরত মুসা আ.-র শরিয়ত যাতে ভঙ্গ না হয়, এজন্য মানুষ যদি সাব্বাতে খতনা
করায়, তাহলে আমি একজনের সমস্ত শরীর সুস্থ করেছি বলেই কি তোমরা আমার ওপর রাগ করেছো? ২৪মুখ দেখে বিচার
করো না, বরং ন্যায়বিচার করো।”

২৫জেরুসালেমের কিছু লোক বলছিলো, “এই লোককেই কি তারা হত্যা করতে চেষ্টা করছে না? ২৬তিনি এখানে
খোলাখুলিভাবে কথা বলছেন কিন্তু তারা তাঁকে কিছু বলছে না! তাহলে ক্ষমতাশালীরা কি আসলেই জানেন যে, ইনিই মসিহ?
২৭আমরা জানি তিনি কোথা থেকে এসেছেন; কিন্তু যখন মসিহ আসবেন, তখন কেউ জানবে না তিনি কোথা থেকে এলেন।”
২৮তখন হযরত ইসা আ. বায়তুল-মোকাদ্দসে শিক্ষা দিচ্ছিলেন এবং চিৎকার করে বললেন, “তোমরা আমাকে চেনো এবং
আমি কোথা থেকে এসেছি তাও জানো। আমি নিজের ইচ্ছায় আসিনি। কিন্তু যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন, তিনি সত্য এবং
তোমরা তাঁকে জানো না। ২৯আমি তাঁকে জানি, কারণ আমি তাঁর কাছ থেকে এসেছি এবং তিনি আমাকে পাঠিয়েছেন।”
৩০তখন তারা তাঁকে ধরতে চাইলো কিন্তু কেউ তাঁর গায়ে হাত দিলো না, কারণ তখনো তাঁর সময় আসেনি। ৩১তবুও জনতার
মধ্যে অনেকেই তাঁর ওপর ইমান আনলো এবং বলতে লাগলো, “ইনি চিহ্ন হিসেবে যতো মোজেজা দেখিয়েছেন, মসিহ এলে
কি তার থেকে বেশি করবেন?” ৩২জনতা তাঁর বিষয়ে যা যা বলছিলো, ফরিসিরা তা শুনলেন। প্রধান ইমামেরা ও ফরিসিরা
তাঁকে ধরে আনার জন্য বায়তুল-মোকাদ্দসের পুলিশ পাঠালেন।

৩৩তখন হযরত ইসা আ. বললেন, "আমি আর অল্প কিছুদিন তোমাদের সাথে থাকবো। অতঃপর যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন, তাঁর কাছে চলে যাবো। ৩৪তোমরা আমার খোঁজ করবে কিন্তু পাবে না; এবং আমি যেখানে, তোমরা সেখানে আসতে পারো না।" ৩৫ইহুদিরা একে অন্যকে বললো, "এই লোক কোথায় যাবে যে, আমরা তাকে খুঁজে পাবো না? সে কি গ্রিকদের কাছে চলে যেতে চাচ্ছে এবং তাদেরকে শিক্ষা দেবে? ৩৬'তোমরা আমার খোঁজ করবে কিন্তু পাবে না;' এবং 'আমি যেখানে, তোমরা সেখানে আসতে পারো না' বলে সে কী বোঝাতে চায়?"

৩৭ইদের শেষ দিন হচ্ছে প্রধান দিন। হযরত ইসা আ. সেখানে দাঁড়িয়ে ছিলেন। তিনি চিৎকার করে বললেন, "যে কেউ পিপাসিত, আমার কাছে এসো। ৩৮এবং যে আমার ওপর ইমান এনেছে সে পান করুক। পূর্বের কিতাবে যেমন লেখা আছে, 'ইমানদারদের অন্তর থেকে জীবন-পানির নদী বইবে।'"

৩৯আল্লাহর রুহ সম্পর্কে তিনি একথা বলেছিলেন, যারা তাঁর ওপরে ইমান আনবে, তারা তাঁকে গ্রহণ করবে; হযরত ইসা আ. তখনো মহিমা পাননি বলে আল্লাহ-রুহও আসেননি। ৪০একথা শুনে ভিড়ের মধ্য থেকে কেউ কেউ বললো, "নিশ্চয়ই ইনি সেই নবি।" ৪১অন্যরা বললো, "ইনিই মসিহ।" ৪২আবার কেউ কেউ বললো, "নিশ্চয়ই মসিহ গালিল থেকে আসবেন না, তাই না? পূর্বের কিতাব কি একথা বলেনি যে, মসিহ হবেন হযরত দাউদের বংশধর এবং হযরত দাউদ আ. বৈতলেহেমের যে-শহরে থাকতেন, সেখান থেকে আসবেন?" ৪৩তাই তাঁকে নিয়ে জনতার মধ্যে বিভেদ দেখা দিলো। ৪৪তাদের কয়েকজন তাঁকে বন্দি করতে চাইলো কিন্তু কেউই তাঁর গায়ে হাত দিলো না।

৪৫তখন বায়তুল-মোকাদ্দসের পুলিশরা প্রধান ইমামদের ও ফরিসিদের কাছে ফিরে গেলো। তারা তাদের জিজ্ঞেস করলেন, "কেনো তোমরা তাকে ধরে আনোনি?" ৪৬পুলিশরা উত্তর দিলো, "এর আগে কেউ কখনো এরকম কথা বলেনি!" ৪৭তখন ফরিসিরা বললেন, "নিশ্চয়ই তোমরা তার ধোঁকায় পড়ে যাওনি, পড়েছো কি? ৪৮নেতাদের বা ফরিসিদের মধ্যে কেউ কি তার ওপর ইমান এনেছেন? ৪৯কিন্তু এই জনতা, যারা শরিয়ত জানে না, লা'নতপ্রাপ্ত।"

৫০যে-নিকদিম আগে একবার হযরত ইসা আ.র কাছে গিয়েছিলেন, তিনিও তাদের মধ্যে ছিলেন। ৫১তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "আমাদের শরিয়ত প্রথমে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ না দিয়ে কারো বিচার করে না, করে কি?"
৫২তারা উত্তর দিলেন, "নিশ্চয়ই তুমিও গালিলের লোক নও? খোঁজ করে দেখো, গালিল থেকে কোনো নবি আসার কথা নয়।"

রুকু ৮

১অতঃপর তারা প্রত্যেকে বাড়ি চলে গেলেন। এদিকে হযরত ইসা আ.ও জৈতুন পাহাড়ে চলে গেলেন। ২এবং খুব ভোরে উঠে তিনি আবার বায়তুল-মোকাদ্দসে এলেন। সমস্ত লোক তাঁর কাছে এলো এবং তিনি বসলেন ৩ও তাদের শিক্ষা দিতে লাগলেন। ৪ফরিসিরা ও আলিমরা এক মহিলাকে ধরে আনলেন, যাকে তারা জিনা করার সময় হাতেনাতে ধরেছিলেন এবং তাকে সবার সামনে দাঁড় করালেন। তারা তাঁকে বললেন, "হুজুর, এই মহিলাকে আমরা জিনা করার সময় হাতেনাতে ধরেছি। ৫হযরত মুসা আ.র শরিয়ত এমন মহিলাদের পাথর মারার হুকুম দেয়। এখন আপনি কী বলেন?"

৬তারা তাঁকে পরীক্ষা করার জন্য একথা বললেন, যেনো তাঁকে দোষ দিতে পারেন। হযরত ইসা আ. নিচু হয়ে তাঁর আঙুল দিয়ে মাটিতে লিখতে লাগলেন। ৭যখন তারা তাঁকে প্রশ্ন করতেই থাকলেন, তখন তিনি উঠে দাঁড়িয়ে তাদের বললেন, "তোমাদের মধ্যে যার কোনো গুনাহ নেই, সে-ই প্রথমে তাকে পাথর মারো।" ৮অতঃপর আবার তিনি নিচু হয়ে মাটিতে লিখতে লাগলেন।

৯একথা শুনে একেকজন করে সবাই সেখান থেকে চলে গেলেন। প্রথমেই বুজুর্গরা গেলেন। এবং হযরত ইসা আ.র সামনে দাঁড়িয়ে থাকা মহিলার সাথে তিনি একা রইলেন। ১০হযরত ইসা আ. উঠে দাঁড়ালেন এবং তাকে বললেন, "হে মহিলা, ওরা সবাই কোথায়? কেউ কি তোমাকে দোষী করেনি?" ১১সে বললো, "কেউ না, হুজুর।" হযরত ইসা আ. তাকে বললেন, "আমিও করি না। চলে যাও এবং এখন থেকে আর গুনাহ করো না।"

১২আবার হযরত ইসা আ. তাদের কাছে কথা বললেন, "আমিই দুনিয়ার আলো। যে আমার পেছনে আসবে, সে কখনো অন্ধকারে হাঁটবে না কিন্তু জীবনের আলো পাবে।" ১৩অতঃপর ফরিসিরা তাঁকে বললেন, "তুমি তোমার নিজের বিষয়ে সাক্ষ্য দিচ্ছো, তোমার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়।"

[১৪]হযরত ইসা আ. বললেন, “যদিও আমি নিজের বিষয়ে সাক্ষ্য দিচ্ছি, তবুও আমার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য। কারণ আমি জানি
আমি কোথা থেকে এসেছি এবং কোথায় যাচ্ছি কিন্তু তোমরা জানো না আমি কোথা থেকে এসেছি এবং কোথায় যাচ্ছি।
[১৫]তোমরা মানুষের মতো বিচার করে থাকো। কিন্তু আমি কারো বিচার করি না। [১৬]আর আমি যদি বিচার করি, তাহলে
আমার বিচার সত্য। কারণ আমি একা বিচার করি না কিন্তু আমি এবং আমার প্রতিপালক, যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন,
আমরাই বিচার করি। [১৭]তোমাদের শরিয়তে লেখা আছে যে, দু'জন সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য। [১৮]আমি আমার নিজের বিষয়ে
সাক্ষ্য দেই এবং আমার প্রতিপালক, যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন, তিনিও আমার বিষয়ে সাক্ষ্য দেন।”
[১৯]অতঃপর তারা তাঁকে বললেন, “কোথায় তোমার প্রতিপালক?” হযরত ইসা আ. উত্তর দিলেন, “তোমরা আমাকে
জানো না এবং আমার প্রতিপালককেও জানো না। যদি তোমরা আমাকে জানতে, তাহলে আমার প্রতিপালককেও জানতে।”
[২০]বায়তুল-মোকাদ্দসের কোষাগারের সামনে শিক্ষা দেবার সময় তিনি এসব কথা বললেন কিন্তু কেউ তাঁকে ধরলো না, কারণ
তাঁর সময় তখনো আসেনি।
[২১]আবার তিনি তাদের বললেন, “আমি চলে যাচ্ছি আর তোমরা আমার খোঁজ করবে এবং তোমরা তোমাদের গুনাহতেই
মরবে। আমি যেখানে যাচ্ছি, তোমরা সেখানে আসতে পারো না।” [২২]তখন ইহুদিরা বললো, “‘আমি যেখানে যাচ্ছি, তোমরা
সেখানে আসতে পারো না' বলে কি সে একথাই বোঝাতে চাচ্ছে যে, সে আত্মহত্যা করতে যাচ্ছে?”
[২৩]তিনি তাদের বললেন, “তোমরা নিচ থেকে এসেছো, আমি ওপর থেকে এসেছি। তোমরা এই দুনিয়ার, আমি এই
দুনিয়ার নই। [২৪]আমি তোমাদের বলেছি যে, ‘তোমরা তোমাদের গুনাহতেই মরবে’– কারণ আমিই তিনি, একথার ওপর
ইমান না আনলে তোমরা তোমাদের গুনাহতেই মরবে।” [২৫]তারা তাঁকে বললো, “তুমি কে?” হযরত ইসা আ. তাদের
বললেন, “আমি তোমাদের সাথে কেনোই-বা এসব কথা বলছি?
[২৬]তোমাদের দোষ দেবার ও তোমাদের বিষয়ে বলার আমার অনেককিছু আছে; কিন্তু আমাকে যিনি পাঠিয়েছেন তিনি সত্য
এবং আমি তাঁর কাছে যা শুনেছি তা দুনিয়ার কাছে প্রকাশ করছি।”
[২৭]তারা বুঝলো না যে, তিনি প্রতিপালকের বিষয়ে তাদের কাছে কথা বলছেন। [২৮]তাই হযরত ইসা আ. বললেন,
“তোমরা যখন ইবনুল-ইনসানকে ওপরে তুলবে, তখন বুঝবে যে, আমিই তিনি; এবং আমি নিজ থেকে কিছুই করি না কিন্তু
প্রতিপালক যেভাবে আমাকে হুকুম দিয়েছেন, আমি সেভাবেই কথা বলি। [২৯]যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন তিনি আমার সাথে
আছেন। তিনি আমাকে একা রেখে চলে যাননি, কারণ যা তাঁকে সন্তুষ্ট করে, আমি সব সময় তাই করি।”
[৩০]তিনি যখন এসব কথা বলছিলেন, তখন অনেকেই তাঁর ওপর ইমান আনলো। [৩১]অতঃপর যে ইহুদিরা তাঁর ওপর ইমান
এনেছিলো, তিনি তাদের বললেন, “যদি তোমরা আমার কথামতো চলো, তাহলে সত্যিই তোমরা আমার সাহাবি। [৩২]তোমরা
সত্য জানবে এবং সেই সত্য তোমাদের মুক্ত করবে।” [৩৩]তারা তাঁকে উত্তর দিলো, “আমরা হযরত ইব্রাহিম আ.র বংশধর
এবং কখনো কারো গোলাম ছিলাম না। ‘তোমাদের মুক্ত করা হবে’ বলে তুমি কী বোঝাতে চাও?”
[৩৪]হযরত ইসা আ. তাদের উত্তর দিলেন, “আমি তোমাদের সত্যি সত্যিই বলছি, যে গুনাহ করে সে গুনাহর গোলাম।
[৩৫]পরিবারের মধ্যে গোলামের স্থান স্থায়ী নয় কিন্তু সন্তানের স্থান চিরদিনের। [৩৬]তাই একান্ত প্রিয় মনোনীতজন যদি তোমাদের
মুক্ত করেন, তাহলে তোমরা নিশ্চয়ই মুক্ত হবে। [৩৭]আমি জানি তোমরা হযরত ইব্রাহিম আ.র বংশধর, তবুও তোমরা আমাকে
হত্যা করার সুযোগ খুঁজে থাকো; কারণ তোমাদের হৃদয়ে আমার কথার কোনো স্থান নেই। [৩৮]আমি আমার প্রতিপালকের
কাছে যা দেখেছি, আমি তাই বলি; কিন্তু তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কাছে যা শোনো তাই করো।”
[৩৯]তারা তাঁকে উত্তর দিলো, “হযরত ইব্রাহিম আ. আমাদের পিতা।” হযরত ইসা আ. তাদের বললেন, “যদি তোমরা
হযরত ইব্রাহিমের সন্তান হতে, তাহলে হযরত ইব্রাহিম আ. যা করেছিলেন, তোমরাও তা করতে।
[৪০]কিন্তু এখন তোমরা আমাকেই হত্যা করতে চেষ্টা করছো, যে-আমি আল্লাহর কাছ থেকে যে-সত্য শুনেছি তা-ই তোমাদের
বলেছি। হযরত ইব্রাহিম আ. তোমাদের মতো এরকম করতেন না।
[৪১]তোমাদের পিতা যা করে, তোমরা তা-ই করছো।” তারা তাঁকে বললো, “আমরা জারজ নই। আমাদের একজন
প্রতিপালক আছেন, তিনি আল্লাহ।” [৪২]হযরত ইসা আ. তাদের বললেন, “যদি আল্লাহ তোমাদের প্রতিপালক হতেন, তাহলে
তোমরা আমাকে মহব্বত করতে। কারণ আমি আল্লাহর কাছ থেকে এসেছি এবং এখন এখানে আছি। আমি নিজ থেকে

আসিনি কিন্তু তিনি আমাকে পাঠিয়েছেন। ৪৩আমি যা বলি তা তোমরা কেনো বোঝো না? কারণ তোমরা আমার কথা গ্রহণ করতে পারো না।

৪৪ইবলিসই তোমাদের প্রতিপালক এবং তোমরা তারই; তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের ইচ্ছা পালন করতে চাও। সে প্রথম থেকেই খুনি। সে সত্যে থাকে না এবং সত্য তার মধ্যে নেই। সে তার চরিত্র অনুসারেই মিথ্যা বলে। কারণ সে মিথ্যাবাদী এবং মিথ্যার জন্মদাতা। ৪৫আমি সত্য বলি বলেই তোমরা আমার ওপর ইমান আনো না। ৪৬তোমাদের মধ্যে কে আমাকে গুনাহগার বলে দোষ দিতে পারে? যদি আমি সত্য বলি, তাহলে আমার ওপর ইমান আনো না কেনো? ৪৭যারা আল্লাহর তারা আল্লাহর কালাম শোনে। তোমরা তা শোনো না, কারণ তোমরা আল্লাহর নও।"

৪৮ইহুদিরা তাঁকে উত্তর দিলো, "আমাদের একথা কি ঠিক নয় যে, তুমি একজন সামেরীয় এবং তোমাকে ভূতে ধরেছে?" ৪৯ হযরত ইসা উত্তর দিলেন, "আমাকে ভূতে ধরেনি। আমি আমার প্রতিপালককে সম্মান করি কিন্তু তোমরা আমাকে অসম্মান করো। ৫০তবুও আমি আমার নিজের প্রশংসা চাই না। একজন আছেন, তিনি তা চান এবং তিনিই বিচারক। ৫১আমি তোমাদের সত্যিই বলছি, যে আমার কথা মানে, সে কখনো মরবে না।"

৫২ইহুদিরা তাঁকে বললো, "এখন আমরা বুঝতে পারছি যে, তোমাকে ভূতে ধরেছে। হযরত ইব্রাহিম আ. ইন্তেকাল করেছেন এবং নবিরাও; আর তুমি বলছো, 'যে আমার কথা মানে, সে কখনো মরবে না।' ৫৩আমাদের পিতা হযরত ইব্রাহিম আ., যিনি ইন্তেকাল করেছেন, তুমি কি তাঁর থেকেও মহান? নবিরাও ইন্তেকাল করেছেন। তুমি নিজেকে কী দাবি করছো?"

৫৪হযরত ইসা আ. উত্তর দিলেন, "যদি আমি নিজেই নিজের প্রশংসা করি, তাহলে সে-প্রশংসার কোনো দাম নেই। আমার প্রতিপালক আমাকে প্রশংসিত করেছেন। তাঁর বিষয়ে তোমরা বলে থাকো, 'তিনি আমাদের আল্লাহ,' ৫৫যদিও তোমরা তাঁকে জানো না কিন্তু আমি তাঁকে জানি। যদি আমি বলি যে, আমি তাঁকে জানি না, তাহলে আমি তোমাদের মতো মিথ্যাবাদী হবো। কিন্তু আমি তাঁকে জানি ও তাঁর কালাম মানি। ৫৬তোমাদের পূর্বপুরুষ হযরত ইব্রাহিম আ. আমার দিন দেখার আশায় আনন্দ করেছিলেন এবং তিনি তা দেখেছিলেন ও আনন্দিত হয়েছিলেন।"

৫৭অতঃপর ইহুদিরা তাঁকে বললো, "তোমার বয়স পঞ্চাশ বছরও হয়নি আর তুমি ইব্রাহিমকে দেখেছো?" ৫৮হযরত ইসা আ. তাদের বললেন, "আমি তোমাদের সত্যি সত্যিই বলছি, ইব্রাহিমের আগে থেকেই আমি আছি।" ৫৯তাই তারা তাঁকে পাথর মারতে চাইলো কিন্তু হযরত ইসা আ. লুকিয়ে বায়তুল-মোকাদ্দস থেকে বেরিয়ে গেলেন।

রুকু ৯

১যেতে যেতে তিনি এক জন্মান্ধকে দেখতে পেলেন। ২তাঁর সাহাবিরা তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, "হুজুর, কার গুনাহর কারণে এই লোকটি অন্ধ হয়ে জন্মেছে, তার নিজের নাকি তার বাবা-মার?" ৩হযরত ইসা আ. উত্তর দিলেন, "এই লোকটি কিংবা তার বাবামা গুনাহ করেনি। এ অন্ধ হয়ে জন্মেছে যেনো আল্লাহর কাজ তার মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়। ৪যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন, দিন থাকতে থাকতেই আমাদেরকে তাঁর কাজ করতে হবে। রাত আসছে, তখন কেউ কাজ করতে পারে না। ৫আমি যতোদিন দুনিয়াতে আছি, ততোদিন আমিই দুনিয়ার আলো।"

৬একথা বলে তিনি মাটিতে থুথু দিয়ে কাদা বানালেন এবং তা লোকটির চোখে লেপটে দিলেন, ৭আর তাকে বললেন, "সিলো নামক পুকুরে গিয়ে ধুয়ে ফেলো।" অতঃপর সে গিয়ে ধুয়ে ফেললো এবং দেখতে পেয়ে ফিরে এলো। ৮তার প্রতিবেশীরা এবং যারা তাকে আগে ভিক্ষা করতে দেখেছিলো, তারা বলতে লাগলো, "এই লোকটি না এখানে বসে ভিক্ষা করতো?"

৯কেউ কেউ বলছিলো, "এ সে-ই।" অন্যেরা বলছিলো, "না কিন্তু তারই মতো একজন।" সে বলতে থাকলো, "আমিই সেই লোক।"

১০কিন্তু তারা তাকে জিজ্ঞেস করতেই থাকলো, "তাহলে তোমার চোখ কীভাবে খুললো?" ১১সে উত্তর দিলো, "ইসা নামের এক লোক মাটিতে কাদা বানিয়ে আমার চোখে লেপটে দিলেন এবং আমাকে বললেন, 'সিলো নামক পুকুরে গিয়ে ধুয়ে ফেলো।' তখন আমি গিয়ে ধুয়ে ফেললাম এবং দেখতে পেলাম।" ১২তারা তাকে বললো, "কোথায় তিনি?" সে বললো, "আমি জানি না।"

১৩আগে যে-লোকটি অন্ধ ছিলো, তারা তাকে ফরিসিদের কাছে নিয়ে গেলো। ১৪যেদিন হযরত ইসা আ. কাদা তৈরি করে লোকটির চোখ খুলে দিয়েছিলেন, সেদিন ছিলো সাব্বাত। ১৫তখন ফরিসিরাও তাকে জিজ্ঞেস করলেন, কীভাবে সে দেখার শক্তি পেয়েছে। সে তাদের বললো, "তিনি আমার চোখে কাদা লাগিয়ে দিলেন। তারপর আমি ধুয়ে ফেললাম এবং এখন আমি দেখতে পাচ্ছি।" ১৬কয়েকজন ফরিসি বললেন, "এই লোক আল্লাহর কাছ থেকে আসেনি, কারণ সে সাব্বাত পালন করে না।" কিন্তু অন্যেরা বললেন, "একজন গুনাহগার কীভাবে এরকম মোজেজা দেখাতে পারে?" এবং তারা দু'দলে ভাগ হয়ে গেলেন। ১৭তাই তারা সেই অন্ধ লোকটিকে আবার বললেন, "তুমি তার সম্পর্কে কী বলো? তোমার চোখ তো সে-ই খুলে দিয়েছে।" সে বললো, "তিনি একজন নবি।"

১৮ইহুদিরা লোকটির বাবা-মাকে ডেকে এনে জিজ্ঞেস না করা পর্যন্ত বিশ্বাস করলো না যে, লোকটি আগে অন্ধ ছিলো এবং এখন দেখতে পাচ্ছে। ১৯তারা তাদের জিজ্ঞেস করলো, "এ কি তোমাদের ছেলে, যে অন্ধ হয়ে জন্মেছিলো? তাহলে এখন সে কীভাবে দেখতে পাচ্ছে?" ২০তার বাবা-মা উত্তর দিলেন, "আমরা জানি এ আমাদের ছেলে এবং এ অন্ধ হয়ে জন্মেছিলো। ২১কিন্তু আমরা জানি না যে, সে কীভাবে এখন দেখতে পাচ্ছে; এবং এ-ও জানি না যে, কে তার চোখ খুলে দিয়েছেন। তাকে জিজ্ঞেস করুন, সে প্রাপ্তবয়স্ক। সে নিজের কথা নিজেই বলবে।"

২২ইহুদিদের ভয়ে তার বাবামা একথা বললেন।

কারণ ইহুদিরা এই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলো যে, যে কেউ হযরত ইসাকে মসিহ বলে স্বীকার করবে, তাকে সিনাগোগ থেকে বের করে দেয়া হবে। ২৩আর তাই তার বাবা-মা বললেন, "সে প্রাপ্তবয়স্ক, তাকেই জিজ্ঞেস করুন।" ২৪সুতরাং যে-লোকটি আগে অন্ধ ছিলো, তারা দ্বিতীয়বার তাকে ডাকলো এবং বললো, "আল্লাহর প্রশংসা করো! আমরা জানি যে, সেই লোকটি গুনাহগার।" ২৫সে উত্তর দিলো, "তিনি একজন গুনাহগার কিনা তা আমি জানি না কিন্তু একটি বিষয় আমি জানি যে, আমি অন্ধ ছিলাম এবং এখন দেখতে পাচ্ছি।"

২৬তারা তাকে বললো, "সে তোমাকে কী করেছে? কীভাবে সে তোমার চোখ খুলে দিয়েছে?" ২৭সে তাদের উত্তর দিলো, "আমি আপনাদের বলেছি এবং আপনারা শুনছেন না। আপনারা আবার শুনতে চান কেনো? আপনারাও কি তাঁর সাহাবি হতে চান?" ২৮তখন তারা তাকে গালি দিয়ে বললো, "তুই তার সাহাবি কিন্তু আমরা হযরত মুসা আ.র উম্মত। ২৯আমরা জানি যে, আল্লাহ মুসার সাথে কথা বলেছেন কিন্তু এই লোক কোথা থেকে এসেছে তা আমরা জানি না।"

৩০লোকটি উত্তর দিলো, "খুবই আশ্চর্যের বিষয়! আপনারা জানেন না তিনি কোথা থেকে এসেছেন অথচ তিনিই আমার চোখ খুলে দিয়েছেন। ৩১আমরা জানি যে, আল্লাহ গুনাহগারদের কথা শোনেন না কিন্তু যে তাঁর এবাদত করে ও তাঁর বাধ্য হয়, তার কথা শোনেন। ৩২দুনিয়ার শুরু থেকে একথা কখনো শোনা যায়নি যে, কেউ কোনো জন্মান্ধের চোখ খুলে দিয়েছে। ৩৩যদি এই লোক আল্লাহর কাছ থেকে না এসে থাকেন, তাহলে তিনি কিছুই করতে পারতেন না।" ৩৪তারা তাকে উত্তর দিলো, "একেবারে গুনাহর মধ্যে তোর জন্ম হয়েছে, আর তুই আমাদের শিক্ষা দিতে চাচ্ছিস?" এবং তারা তাকে বাইরে বের করে দিলো।

৩৫হযরত ইসা আ. শুনলেন যে, তারা তাকে বের করে দিয়েছে এবং তিনি যখন তাকে পেলেন, তখন বললেন, "তুমি কি ইবনুল-ইনসানের ওপর ইমান এনেছো?" ৩৬সে উত্তর দিলো, "হুজুর, তিনি কে? আমাকে বলুন, যেনো আমি তাঁর ওপর ইমান আনতে পারি।"

৩৭হযরত ইসা আ. তাকে বললেন, "তুমি তাঁকে দেখেছো এবং যিনি তোমার সাথে কথা বলছেন, তিনিই ইবনুল-ইনসান।" ৩৮সে বললো, "হুজুর, আমি ইমান এনেছি।" এবং সে নিচু হয়ে তাঁর পায়ে পড়ে তাঁকে সালাম করলো।

৩৯হযরত ইসা আ. বললেন, "আমি এই দুনিয়ায় বিচার নিয়ে এসেছি, যেনো যারা দেখতে না পায়, তারা দেখতে পায় এবং যারা দেখতে পায়, তারা অন্ধ হয়ে যায়।" ৪০কয়েকজন ফরিসি তাঁর কাছে দাঁড়িয়ে থেকে একথা শুনলেন এবং তাঁকে বললেন, "নিশ্চয়ই আমরা অন্ধ নই?" ৪১হযরত ইসা আ. তাদের বললেন, "যদি তোমরা অন্ধ হতে, তাহলে তোমাদের গুনাহ হতো না। যেহেতু তোমরা বলো যে, 'আমরা দেখতে পাই,' তাই তোমাদের গুনাহ রয়েছে।

রুকু ১০

[১]আমি তোমাদের সত্যি সত্যিই বলছি, যে কেউ দরজা দিয়ে না ঢুকে অন্য উপায়ে ভেড়ার খোঁয়াড়ে ঢোকে, সে চোর ও ডাকাত। [২]যে দরজা দিয়ে ঢোকে, সে হচ্ছে ভেড়ার রাখাল। [৩]দারোয়ান তাকে দরজা খুলে দেয় এবং ভেড়াগুলো তার আওয়াজ চেনে। সে তার নিজের ভেড়াগুলোকে নাম ধরে ডাকে এবং বাইরে নিয়ে যায়।

[৪]তার নিজের সবগুলোকে বাইরে নিয়ে যাবার পর সে তাদের আগে আগে চলে এবং ভেড়াগুলো তার পেছনে পেছনে যায়, কারণ তারা তার আওয়াজ চেনে। [৫]তারা অপরিচিত কারো পেছনে যাবে না বরং তার কাছ থেকে পালিয়ে যাবে, কারণ তারা অপরিচিত লোকের আওয়াজ চেনে না।" [৬]হযরত ইসা আ. দৃষ্টান্তের মাধ্যমে তাদের সাথে কথা বললেন কিন্তু তারা বুঝলেন না তিনি তাদের কী বলছেন।

[৭]তাই আবার তিনি তাদের বললেন, "আমি সত্যি সত্যিই তোমাদের বলছি, আমিই ভেড়ার খোঁয়াড়ের দরজা। [৮]আমার আগে যারা এসেছিলো তারা সবাই ছিলো চোর ও ডাকাত কিন্তু ভেড়াগুলো তাদের কথা শোনেনি। [৯]আমিই দরজা। যে আমার মধ্য দিয়ে ভেতরে আসে সে নাজাত পাবে, সে আমার মধ্য দিয়ে ভেতরে আসবে ও বাইরে যাবে এবং খাবার পাবে। [১০]চোর আসে কেবল চুরি, হত্যা ও ধ্বংস করতে। আমি এসেছি যেনো তারা জীবন পায় এবং সেই জীবন উপচে পড়ে।

[১১]আমিই উত্তম রাখাল। উত্তম রাখাল ভেড়াগুলোর জন্য তার জীবন দেয়। [১২]বেতনভোগী রাখাল ভেড়ার মালিক নয়; বাঘ আসতে দেখলে সে পালিয়ে যায় এবং বাঘ ভেড়াগুলোকে ধরে নিয়ে যায় এবং ক্ষতবিক্ষত করে। [১৩]বেতনভোগী রাখাল পালিয়ে যায়, কারণ সে ভেড়াগুলোর যত্ন নেয় না।

[১৪]আমি উত্তম রাখাল। আমি নিজেরগুলো চিনি এবং তারা আমাকে চেনে। [১৫]যেভাবে প্রতিপালক আমাকে জানেন, সেভাবে আমিও তাঁকে জানি। আমি ভেড়াগুলোর জন্য আমার জীবন দেই। [১৬]আমার আরো ভেড়া আছে, যারা এই দলের মধ্যে নেই। তাদেরও আমাকে আনতে হবে এবং তারা আমার কথা শুনবে, যেনো সব মিলে একটি দল হয় এবং একজন রাখাল হয়। [১৭]এজন্যই প্রতিপালক আমাকে মহব্বত করেন, কারণ আমি আমার জীবন দেই, যেনো আবার তা গ্রহণ করতে পারি। [১৮]কেউ আমার কাছ থেকে তা নেয় না কিন্তু আমি নিজের ইচ্ছায় তা দেই। এটি দিয়ে দেবার ক্ষমতা এবং আবার নিয়ে নেবার ক্ষমতা আমার আছে। এই হুকুম আমি আমার প্রতিপালকের কাছ থেকে পেয়েছি।"

[১৯]এসব কথার জন্য ইহুদিদের মধ্যে আবার মতভেদ দেখা দিলো। [২০]তাদের অনেকে বললো, "এর মধ্যে ভূত আছে এবং সে পাগল হয়ে গেছে। কেনো তার কথা শুনবো?" [২১]অন্যেরা বললো, "এসব কোনো ভূতে পাওয়া মানুষের কথা নয়। কোনো ভূত কি অন্ধের চোখ খুলে দিতে পারে?"

[২২]সেই সময়টা ছিলো জেরুসালেমে ইদুল-তাশদিদের সময়। তখন শীতকাল ছিলো। [২৩]এবং হযরত ইসা আ. বায়তুল-মোকাদ্দসের সোলায়মান নামের বারান্দায় ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন। [২৪]ইহুদিরা তাঁর চারপাশে জমা হয়ে বললো, "আর কতো দিন আমাদের সন্দেহের মধ্যে রাখবেন? যদি আপনি মসিহ হন, তাহলে আমাদের সোজাসুজি বলুন।" [২৫]হযরত ইসা আ. উত্তর দিলেন, "আমি তোমাদের বলেছি কিন্তু তোমরা ইমান আনোনি। আমি আমার প্রতিপালকের নামে যেসব কাজ করি, সেগুলো আমার বিষয়ে সাক্ষ্য দেয়; [২৬]কিন্তু তোমরা ইমান আনো না, কারণ তোমরা পালের মধ্যে নও। [২৭]আমার ভেড়াগুলো আমার কথা শোনে। আমি তাদের চিনি এবং তারা আমাকে চেনে। আমি তাদের আল্লাহর সান্নিধ্যে নিয়ে যাই, [২৮]এবং তারা কখনো ধ্বংস হবে না। কেউই তাদেরকে আমার হাত থেকে কেড়ে নিতে পারবে না।

[২৯]আমার প্রতিপালক আমাকে যা দিয়েছেন তা সব থেকে মহান এবং কেউই তা তাঁর হাত থেকে কেড়ে নিতে পারে না। [৩০]আমার প্রতিপালক এবং আমি, আমরা এক।"

[৩১]ইহুদিরা আবারো তাঁকে পাথর মারতে চাইলো। [৩২]হযরত ইসা আ. উত্তর দিলেন, "আমি প্রতিপালকের কাছ থেকে তোমাদের অনেক ভালো কাজ দেখিয়েছি। সেগুলোর কোনটার জন্য তোমরা আমাকে পাথর মারতে চাও?" [৩৩]ইহুদিরা উত্তর দিলো, "ভালো কাজের জন্য নয়, বরং তোমার কুফরির জন্যই আমরা তোমাকে পাথর মারতে যাচ্ছি। তুমি একজন সাধারণ মানুষ হয়ে নিজেকে আল্লাহর সমান করে তুলছো।"

[৩৪]হযরত ইসা আ. উত্তর দিলেন, "তোমাদের কিতাবে কি একথা লেখা নেই যে, 'আমি বলছি, তোমরা আল্লাহ?' [৩৫]আল্লাহর কালাম যাদের কাছে এসেছিলো, তাদের যদি 'আল্লাহ' বলা হয়, তাহলে পূর্বের কিতাব তো বাদ দেয়া যায় না।

৩৬প্রতিপালক যাকে পবিত্র করেছেন এবং এই দুনিয়ায় পাঠিয়েছেন, তিনি নিজেকে 'আমিই আল্লাহর একান্ত প্রিয়
মনোনীতজন' বলায় তোমরা কেনো বলছো তিনি কুফরি করছেন?

৩৭যদি আমি আমার প্রতিপালকের কাজ না করি, তাহলে আমার ওপর ইমান এনো না। ৩৮কিন্তু যদি আমি সেগুলো করি,
আমার ওপর ইমান না আনলেও কাজগুলোর ওপর ইমান আনো, যেনো জানতে ও বুঝতে পারো যে, প্রতিপালক আমার মধ্যে
আছেন এবং আমি প্রতিপালকের মধ্যে আছি।"

৩৯তারা আবারো তাঁকে গ্রেফতার করতে চেষ্টা করলো কিন্তু তিনি তাদের হাত থেকে বেরিয়ে চলে গেলেন। ৪০আবার
তিনি জর্দান পার হয়ে যেখানে হযরত ইয়াহিয়া আ. বায়াত দিতেন, সেখানে চলে গেলেন এবং সেখানেই থাকলেন।
৪১অনেকে তাঁর কাছে এলো এবং বলতে লাগলো, "হযরত ইয়াহিয়া আ. কোনো মোজেজা দেখাননি কিন্তু এই লোক সম্পর্কে
তিনি যা যা বলেছিলেন তার সবই সত্য।" ৪২এবং সেখানে অনেকে তাঁর ওপর ইমান আনলো।

রুকু ১১

১বেথানিয়া গ্রামের লাসার নামে এক লোকের অসুখ হয়েছিলো। মরিয়ম ও তার বোন মার্থা সেই একই গ্রামে থাকতেন।
২ইনি সেই মরিয়ম, যিনি সুগন্ধি তেল দিয়ে মসিহকে অভিষেক করেছিলেন এবং নিজের চুল দিয়ে তাঁর পা মুছে দিয়েছিলেন।
তারই ভাই লাসার অসুস্থ ছিলেন। ৩সুতরাং লাসারের বোনেরা ইসার কাছে খবর পাঠালেন, "হুজুর, আপনি যাকে মহব্বত
করেন তিনি অসুস্থ। ৪কিন্তু হযরত ইসা আ. একথা শুনে বললেন, "এই অসুখ মৃত্যুর জন্য নয় বরং আল্লাহর মহিমা প্রকাশের
জন্য হয়েছে, যেনো এর মাধ্যমে তাঁর একান্ত প্রিয় মনোনীতজনও মহিমান্বিত হন।"

৫যদিও হযরত ইসা আ. মার্থা ও তার বোন এবং লাসারকে মহব্বত করতেন, ৬তবুও লাসারের অসুখের খবর পেয়েও
তিনি যেখানে ছিলেন, সেখানে আরো দু'দিন থাকলেন। ৭এরপর তিনি তাঁর হাওয়ারিদের বললেন, "চলো, আমরা আবার
ইহুদিয়াতে যাই।" ৮হাওয়ারিরা তাঁকে বললেন, "হুজুর, এই ক'দিন আগে ইহুদিরা আপনাকে পাথর মারতে চেয়েছিলো, আর
আপনি এখন আবার সেখানে যাবেন?" ৯হযরত ইসা আ. উত্তর দিলেন, "দিনের আলো কি বারো ঘন্টা থাকে না? যারা দিনে
চলাফেরা করে, তারা হোঁচট খায় না, কারণ তারা দুনিয়ার আলো দেখে। ১০কিন্তু যারা রাতে চলাফেরা করে, তারা হোঁচট
খায়, কারণ তাদের মধ্যে আলো নেই।"

১১এসব বলার পর তিনি তাদের বললেন, "আমাদের বন্ধু লাসার ঘুমিয়ে পড়েছে কিন্তু আমি তাকে জাগাতে যাচ্ছি।"
১২হাওয়ারিরা তাঁকে বললেন, হুজুর, যদি ঘুমিয়েই থাকে, তাহলে সে ভালো হয়ে যাবে।" ১৩হযরত ইসা আ. তার মৃত্যুর কথা
বলছিলেন কিন্তু তারা মনে করলেন যে, তিনি স্বাভাবিক ঘুমের কথা বলছেন।

১৪তখন হযরত ইসা আ. তাদের পরিষ্কার করে বললেন, "লাসার মারা গেছে। ১৫তোমাদের জন্য আমি আনন্দিত, কারণ
আমি সেখানে ছিলাম না, যেনো তোমরা ইমান আনতে পারো। কিন্তু এখন চলো, আমরা তার কাছে যাই।" ১৬থোমা, যাকে
যমজ বলা হতো, অন্য হাওয়ারিদের বললেন, "চলো, আমরাও যাই, যেনো তার সাথে মরতে পারি।"

১৭হযরত ইসা আ. সেখানে পৌঁছে জানতে পারলেন যে, লাসারকে চার দিন আগে দাফন করা হয়েছে। ১৮,১৯জেরুসালেম
থেকে বেথানিয়া প্রায় দু'মাইল দূরে ছিলো। মার্থা ও মরিয়মের ভাইয়ের মৃত্যুতে তাদের সান্ত্বনা দেবার জন্য ইহুদিরা অনেকেই
এসেছিলো। ২০মার্থা যখন শুনলেন যে, হযরত ইসা আ. আসছেন, তখন তিনি গিয়ে তাঁর সাথে দেখা করলেন; এ-সময়
মরিয়ম ঘরের ভেতরেই রইলেন। ২১মার্থা হযরত ইসা আ.কে বললেন, "হুজুর, আপনি যদি এখানে থাকতেন, তাহলে আমার
ভাই মারা যেতো না। ২২কিন্তু আমি এখনো জানি, আপনি আল্লাহর কাছে যা চাবেন, তিনি তা দেবেন।"

২৩হযরত ইসা আ. তাঁকে বললেন, "তোমার ভাই আবার উঠবে।" ২৪মার্থা তাঁকে বললেন, "আমি জানি যে, কেয়ামতের
দিনে সে আবার উঠবে।" ২৫হযরত ইসা আ. তাঁকে বললেন, "আমিই পুনরুত্থান ও জীবন। যারা আমার ওপর ইমান আনে,
তারা মরলেও জীবিত হবে। ২৬এবং যে কেউ জীবিত আছে ও আমার ওপর ইমান আনে, সে মরবে না। তুমি কি এতে বিশ্বাস

করো?” ২৭তিনি তাঁকে বললেন, “হ্যাঁ, হুজুর। আমি বিশ্বাস করি, দুনিয়াতে যাঁর আসার কথা, আপনিই সেই মসিহ– আল্লাহর একান্ত প্রিয় মনোনীতজন।”

২৮একথা বলার পর মার্থা চলে গেলেন। তিনি তার বোন মরিয়মকে ডেকে গোপনে বললেন, “ওস্তাদ এখানে এসেছেন এবং তোমাকে ডাকছেন।” ২৯তিনি একথা শুনে তাড়াতাড়ি করে তাঁর কাছে গেলেন। ৩০হযরত ইসা আ. তখনো গ্রামের ভেতরে আসেননি, মার্থা তাঁর সাথে যেখানে দেখা করেছিলেন, সেখানেই থেকে গিয়েছিলেন।

৩১যে ইহুদিরা তাকে সান্ত্বনা দেবার জন্য তার ঘরে এসেছিলো, মরিয়মকে তাড়াতাড়ি উঠে বাইরে যেতে দেখে তারা তার পেছনে পেছনে গেলো; কারণ তারা মনে করলো যে, তিনি কবরের কাছে কাঁদতে যাচ্ছেন। ৩২ইসা যেখানে ছিলেন, মরিয়ম সেখানে এসে তাঁকে দেখে তাঁর পায়ে পড়ে বললেন, “হুজুর, আপনি যদি এখানে থাকতেন, তাহলে আমার ভাই মারা যেতো না।”

৩৩হযরত ইসা আ. মরিয়মকে ও তাঁর সাথে যে ইহুদিরা এসেছিলো, তাদের কাঁদতে দেখে অন্তরে খুবই দুঃখিত ও ভীষণভাবে অস্থির হলেন। ৩৪তিনি বললেন, “তাকে কোথায় রেখেছো?” তারা তাঁকে বললো, “হুজুর, এসে দেখুন।”
৩৫হযরত ইসা আ. কাঁদতে লাগলেন। ৩৬এতে ইহুদিরা বললো, “দেখো, তিনি তাকে কতো মহব্বত করতেন!” ৩৭কিন্তু তাদের মধ্যে কেউ কেউ বললো, “যিনি অন্ধ মানুষের চোখ খুলে দিয়েছেন, তিনি কি এই লোকের মৃত্যু আটকাতে পারতেন না?”

৩৮তখন হযরত ইসা আ. আবার অন্তরে খুবই দুঃখিত হয়ে কবরের কাছে এলেন। কবরটা ছিলো একটি গুহা এবং মুখটা ছিলো পাথর দিয়ে বন্ধ করা। ৪০হযরত ইসা আ. বললেন, “পাথরটা সরিয়ে দাও।” মৃত লোকটির বোন মার্থা বললেন, “হুজুর, এখন দুর্গন্ধ হয়ে গেছে, কারণ আজ চার দিন হয় তার মৃত্যু হয়েছে।” হযরত ইসা আ. তাকে বললেন, “আমি কি তোমাকে বলিনি যে, যদি তুমি বিশ্বাস করো, তাহলে আল্লাহর মহিমা দেখতে পাবে?”

৪১তাই তারা পাথরটা সরিয়ে ফেললো এবং হযরত ইসা আ. ওপরের দিকে তাকিয়ে বললেন, “হে আমার প্রতিপালক, আমার কথা শুনেছো বলে তোমার শুকরিয়া আদায় করি। ৪২আমি জানি, তুমি সব সময়ই আমার দোয়া কবুল করে থাকো; কিন্তু আমার চারপাশে দাঁড়িয়ে থাকা লোকদের জন্য একথা বললাম, যেনো তারা বিশ্বাস করতে পারে যে, তুমিই আমাকে পাঠিয়েছো।”

৪৩একথা বলার পর তিনি জোরে ডাক দিয়ে বললেন, “লাসার, বেরিয়ে এসো!” ৪৪মৃত মানুষটি বেরিয়ে এলেন। তার হাত ও পা কাপড়ের ফিতে দিয়ে পেঁচানো এবং তার মুখে একটি রুমাল বাঁধা ছিলো। হযরত ইসা আ. তাদের বললেন, “তার বাঁধন খুলে দিয়ে তাকে যেতে দাও।” ৪৫যে ইহুদিরা মরিয়মের সাথে এসেছিলো, ৪৬তাদের অনেকে ইসার কাজ দেখে তাঁর ওপর ইমান আনলো; কিন্তু তাদের কয়েকজন ফরিসিদের কাছে গিয়ে যা ঘটেছে তা জানালো।

৪৭তখন প্রধান ইমামেরা ও ফরিসিরা পরিষদের সভা ডাকলেন এবং বললেন, “আমাদের কী করা উচিত? এই লোকটি অনেক মোজেজা দেখাচ্ছে। ৪৮আমরা যদি তাকে এভাবে চলতে দেই, তাহলে সবাই তার ওপর ইমান আনবে এবং রোমীয়রা এসে আমাদের পবিত্র জায়গা ও জাতিকে ধ্বংস করে দেবে।”

৪৯কিন্তু তাদের মধ্যে কাইয়াফা নামে একজন ওই বছর প্রধান ইমাম ছিলেন।
৫০তিনি বললেন, তোমরা কিছুই জানো না! তোমরা বোঝো না যে, গোটা জাতি ধ্বংস হওয়ার চেয়ে সব মানুষের হয়ে একজনের মৃত্যু ভালো।” ৫১তিনি নিজ থেকে একথা বলেননি কিন্তু ওই বছর প্রধান ইমাম হওয়ার কারণে তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করলেন যে, হযরত ইসা আ. জাতির জন্য মৃত্যুবরণ করতে যাচ্ছেন; ৫২তবে শুধু এই জাতির জন্য নয় কিন্তু আল্লাহর যেসব প্রিয় বান্দা চারদিকে ছড়িয়ে রয়েছে তাদের জন্যও, যেনো তাদের এক করতে পারেন।

৫৩তাই সেদিন থেকেই তারা তাঁকে মেরে ফেলার পরিকল্পনা করতে লাগলেন। অতঃপর হযরত ইসা আ. আর খোলাখুলিভাবে ইহুদিদের মধ্যে চলাফেরা করলেন না ৫৪কিন্তু মরুপ্রান্তরের কাছাকাছি এলাকায় ইফ্রাইম নামে এক শহরে চলে গেলেন এবং তাঁর হাওয়ারিদের সাথে সেখানেই থাকলেন।

৫৫ইহুদিদের ইদুল-ফেসাখ কাছে এসে পড়ায় দেশের বিভিন্ন এলাকা থেকে লোকেরা জেরুসালেমে গেলো, যেনো ইদের আগে তারা পাকসাফ হতে পারে। ৫৬তারা হযরত ইসা আ.-র খোঁজ করছিলো এবং বায়তুল-মোকাদ্দসে দাঁড়িয়ে একে

অন্যকে জিজ্ঞেস করছিলো, "তোমার কী মনে হয়? নিশ্চয়ই তিনি ইদে আসবেন না, তাই না?" ৫৭প্রধান ইমামেরা ও ফরিসিরা এই হুকুম দিয়েছিলেন যে, কেউ যদি জানে হযরত ইসা আ. কোথায় আছেন, তাহলে তাদের জানাতে হবে, যেনো তারা তাঁকে ধরতে পারেন।

রুকু ১২

১ইদুল-ফেসাখের ছয়দিন আগে হযরত ইসা আ. বেথানিয়ায় লাসারের বাড়িতে এলেন। এই লাসারকেই তিনি মৃত থেকে জীবিত করে তুলেছিলেন। ২সেখানে তারা তাঁর খাবারের আয়োজন করলেন। মার্থা মেহমানদারি করছিলেন এবং অন্যান্যদের সাথে লাসারও টেবিলে খেতে বসেছিলেন।

৩মরিয়ম আধা কেজি খুব দামি ও খাঁটি সুগন্ধি তেল নিয়ে হযরত ইসা আ.র পায়ে ঢেলে দিলেন এবং তাঁর চুল দিয়ে তা মুছে দিলেন। তেলের সুগন্ধে সারা ঘর ভরে গেলো। ৪কিন্তু হাওয়ারিদের একজন– সেই ইহুদা ইস্কারিয়োত, যিনি তাঁর সাথে বেইমানি করেছিলেন– বললেন, ৫"কেনো এই তেল তিনশো দিনারে বিক্রি করে টাকাটা গরিবদের দেয়া হলো না?"

৬গরিবদের প্রতি তার মহব্বতের কারণে যে তিনি একথা বললেন তা নয়, বরং তিনি ছিলেন চোর। সাধারণ তহবিল তার কাছে থাকতো এবং তিনি সেখান থেকে চুরি করতেন। ৭হযরত ইসা আ. বললেন, "তাকে কষ্ট দিয়ো না, সে এটি কিনেছে, যেনো আমাকে দাফন করার দিনের জন্য তা রাখতে পারে। ৮তোমরা সব সময়ই গরিবদের পাবে কিন্তু আমাকে সব সময় পাবে না।"

৯যখন ইহুদিদের বিশাল এক জনতা জানতে পারলো যে, তিনি সেখানে আছেন, তখন তারা যে শুধু হযরত ইসা আ.কে দেখতে এলো তা নয় কিন্তু যে লাসারকে তিনি মৃত থেকে জীবিত করেছিলেন, তাকেও দেখতে এলো। ১০তাই প্রধান ইমামেরা লাসারকেও মেরে ফেলার পরিকল্পনা করলেন; ১১কারণ তার জন্যই অনেক ইহুদি দল ছেড়ে চলে যাচ্ছিলো এবং ইসার ওপর ইমান আনছিলো।

১২পরদিন ইদে উপস্থিত বিশাল এক জনতা জানতে পারলো যে, হযরত ইসা আ. জেরুসালেমে আসছেন। ১৩তাই তারা খেঁজুর গাছের ডাল নিয়ে তাঁর সাথে দেখা করতে গেলো এবং চিৎকার করে বলতে লাগলো, "হোশান্না! তিনি রহমতপ্রাপ্ত, যিনি আল্লাহর নামে আসছেন– তিনি ইস্রাইলের বাদশা! "

১৪হযরত ইসা আ. একটি বাচ্চা-গাধা পেয়ে তার ওপরে বসলেন। ১৫পূর্বের কিতাবে যেমন লেখা আছে– "হে সিয়োন-কন্যা, ভয় করো না। দেখো, বাচ্চা-গাধায় চড়ে তোমার বাদশা আসছেন!" ১৬প্রথমে তাঁর হাওয়ারিরা এর অর্থ বোঝেননি কিন্তু তিনি মহিমান্বিত হওয়ার পর তাদের স্মরণ হলো যে, এই সবই তাঁর বিষয়ে লেখা হয়েছিলো এবং তাঁর প্রতিই ঘটেছিলো।

১৭তিনি লাসারকে মৃত থেকে জীবিত করে যখন কবর থেকে ডেকে বের করেছিলেন, তখন যারা তাঁর সাথে ছিলো, তারা সাক্ষ্য দিতেই থাকলো। ১৮তিনি চিহ্ন হিসেবে এই মোজেজা দেখিয়েছেন শুনে অনেক লোক তাঁর সাথে দেখা করতে গেলো। ১৯ফরিসিরা একে অন্যকে বলতে লাগলেন, "আপনারা দেখছেন, আপনারা কিছুই করতে পারবেন না। দেখুন, সারা দুনিয়া তার পেছনে চলে গেছে!"

২০ইদের সময় যারা এবাদত করতে গিয়েছিলো, তাদের মধ্যে কয়েকজন গ্রিকও ছিলো।
২১তারা গালিলের বেতসাইদা গ্রামের ফিলিপের কাছে এসে বললো, "জনাব, আমরা হযরত ইসা আ.র সাথে দেখা করতে চাই।" ২২ হযরত ফিলিপ র. গিয়ে হযরত আন্দ্রিয়ান রা.কে বললেন, তারপর হযরত আন্দ্রিয়ান রা. ও ফিলিপ গিয়ে হযরত ইসা আ.কে বললেন।

২৩হযরত ইসা আ. তাদের উত্তর দিলেন, "ইবনুল-ইনসানের মহিমান্বিত হওয়ার সময় এসেছে। ২৪আমি তোমাদের সত্যিই বলছি, একটি গমের দানা মাটিতে না পড়লে এবং না মরলে একটি দানাই থাকে কিন্তু যদি মরে, তাহলে অনেক ফল দেয়। ২৫যে নিজের জীবন ভালোবাসে, সে তা হারাবে; কিন্তু যে এই দুনিয়াতে নিজের জীবনকে ঘৃণা করে, সে চিরদিনের জন্য তা রক্ষা করবে। ২৬যে আমার খেদমত করে, সে অবশ্যই আমার পেছনে আসবে এবং আমি যেখানে থাকি, আমার খেদমতকারীও সেখানে থাকবে। যে আমার খেদমত করবে, প্রতিপালক তাকে সম্মানিত করবেন।

২৭এখন আমার প্রাণ অস্থির হচ্ছে। আমি কি বলবো– 'হে প্রতিপালক, এই সময় থেকে আমাকে উদ্ধার করো'? না, এজন্যই তো আমি এই সময় পর্যন্ত এসেছি। ২৮হে প্রতিপালক, তোমার নাম মহিমান্বিত করো।" অতঃপর আসমান থেকে

এই বাণী শোনা গেলো, "আমি তা মহিমান্বিত করেছি এবং আবার মহিমান্বিত করবো।" ২৯যে জনতা সেখানে দাঁড়িয়েছিলো, তারা তা শুনলো এবং বললো, "এটি মেঘের গর্জন ছিলো।" অন্যরা বললো, "একজন ফেরেস্তা তাঁর সাথে কথা বলেছেন।" ৩০হযরত ইসা আ. উত্তর দিলেন, "এই বাণী তোমাদের জন্য এসেছে, আমার জন্য নয়। ৩১এখন দুনিয়ার বিচার হবে। এই দুনিয়ার বাদশাকে বাইরে ফেলে দেয়া হবে।

৩২এবং আমাকে যখন মাটি থেকে ওপরে তোলা হবে, তখন আমি সব মানুষকে আমার কাছে আকর্ষণ করবো।" ৩৩তিনি যে কীভাবে ইন্তেকাল করবেন তা বোঝানোর জন্য একথা বললেন।

৩৪জনতা তাঁকে উত্তর দিলো, "আমরা পূর্বের কিতাবে শুনেছি যে, মসিহ চিরদিন থাকবেন। আপনি কীভাবে বলেন যে, ইবনুল-ইনসানকে উঁচুতে তোলা হবে? কে এই ইবনুল-ইনসান?" ৩৫হযরত ইসা আ. তাদের বললেন, "আরো কিছুদিন আলো তোমাদের সাথে থাকবে।

আলো তোমাদের কাছে থাকতে থাকতেই চলাফেরা করো, যেনো অন্ধকার তোমাদের জয় করতে না পারে। ৩৬যদি তোমরা অন্ধকারে চলো, তাহলে জানবে না যে, কোথায় যাচ্ছো। তোমাদের কাছে আলো থাকতে থাকতে আলোর ওপর ইমান আনো, যেনো তোমরা আলোর সন্তান হতে পারো।" হযরত ইসা আ. একথা বলার পর গোপনে তাদের কাছ থেকে চলে গেলেন।

৩৭যদিও তিনি তাদের সামনে চিহ্ন হিসেবে অনেক মোজেজা দেখালেন, তবুও তারা তাঁর ওপর ইমান আনলো না। ৩৮এটি হলো যেনো হযরত ইসাইয়া নবির কথা পূর্ণ হয়– "হে আল্লাহ, কে আমাদের কথায় ইমান এনেছে এবং আল্লাহর হাত কার কাছেই বা প্রকাশিত হয়েছে?" ৩৯তারা ইমান আনতে পারলো না, কারণ হযরত ইসাইয়া নবি আরো বলেছেন, ৪০"তিনি তাদের চোখ অন্ধ করে দিয়েছেন এবং তাদের মন কঠিন করেছেন, যেনো তারা চোখে না দেখে এবং অন্তরে না বোঝে এবং না ফেরে, আর আমি তাদের সুস্থ করি।" ৪১হযরত ইসাইয়া নবি একথা বলেছেন, কারণ তিনি তাঁর মহিমা দেখেছেন এবং তাঁর বিষয়ে কথা বলেছেন।

৪২তবুও শাসনকর্তাদের মধ্যে অনেকে তাঁর ওপর ইমান আনলেন কিন্তু ফরিসিরা হয়তো তাদের সিনাগোগ থেকে বের করে দেবেন এই ভয়ে তারা তা স্বীকার করলেন না। ৪৩কারণ তারা আল্লাহর কাছ থেকে প্রশংসা পাওয়ার চেয়ে মানুষের কাছ থেকে প্রশংসা পাওয়াকে বেশি ভালোবাসতেন।

৪৪হযরত ইসা আ. জোরে জোরে বললেন, "যে আমার ওপর ইমান আনে, সে আমার ওপর নয় কিন্তু যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন, তাঁর ওপর ইমান আনে। ৪৫এবং যে আমাকে দেখে, যিনি আমাকে পাঠিছেন, সে তাঁকেই দেখে। ৪৬আমি আলো, এই দুনিয়াতে এসেছি, যেনো যে কেউ আমার ওপর ইমান আনে, সে অন্ধকারে না থাকে।

৪৭যে আমার কথা শোনে অথচ তা পালন করে না, আমি তার বিচার করি না, কারণ আমি দুনিয়ার বিচার করতে আসিনি বরং নাজাত করতে এসেছি। ৪৮যে আমাকে এবং আমার কালাম গ্রহণ করে না, তার একজন বিচারক আছে। যে কালাম আমি প্রচার করেছি, কেয়ামতের দিন সেই কালামই তার বিচার করবে।

৪৯কারণ আমি নিজ থেকে কথা বলিনি। যে প্রতিপালক আমাকে পাঠিয়েছেন, তিনিই আমাকে হুকুম দিয়েছেন যে, কী বলতে হবে এবং কী প্রকাশ করতে হবে। ৫০আর আমি জানি যে, তাঁর হুকুমই হচ্ছে তাঁর সান্নিধ্য লাভ করা। তাই আমি যা বলি, আমার প্রতিপালক আমাকে যেভাবে বলে দিয়েছেন, সেভাবেই বলি।"

রুকু ১৩

১ইদুল-ফেসাখের আগে হযরত ইসা আ. বুঝতে পারলেন যে, তাঁর এই দুনিয়া ছেড়ে প্রতিপালকের কাছে চলে যাবার সময় হয়ে গেছে। এই দুনিয়ায় তিনি যাদেরকে মহব্বত করেছিলেন, তাঁর সেই নিজের লোকদেরকে তিনি শেষ পর্যন্ত মহব্বত করে গেলেন।

২রাতের খাবারের সময় হলো। এর আগেই শয়তান ইহুদা ইবনে সিমোন ইস্কারিয়োতের মনে হযরত ইসা আ.র সাথে বেইমানি করার চিন্তা ঢুকিয়ে দিলো। ৩হযরত ইসা আ. জানতেন যে, আল্লাহ সবকিছুই তাঁর হাতে দিয়েছেন এবং তিনি আল্লাহর কাছ থেকে এসেছেন ও আল্লাহর কাছেই যাচ্ছেন। ৪তিনি টেবিল থেকে উঠলেন এবং ওপরের জামাটা খুলে রেখে কোমরে একটি গামছা বাঁধলেন। ৫একটি গামলায় পানি নিয়ে হাওয়ারিদের পা ধুয়ে এবং কোমরে জড়ানো গামছা দিয়ে তা মুছে দিতে লাগলেন।

৬তিনি হযরত সাফওয়ান পিতরের কাছে এলে তিনি বললেন, “হুজুর, আপনি কি আমার পা ধুয়ে দিতে যাচ্ছেন?” ৭হযরত ইসা আ. উত্তর দিলেন, “তুমি এখন জানো না আমি কী করছি কিন্তু পরে বুঝতে পারবে।” ৮হযরত পিতর রা. তাঁকে বললেন, “আপনি কখনো আমার পা ধোবেন না।” হযরত ইসা আ. উত্তর দিলেন, “আমি যদি তোমাকে না ধুই, তাহলে আমার সাথে তোমার কোনো অংশ নেই।” ৯হযরত সাফওয়ান পিতর তাঁকে বললেন, “হুজুর, শুধু আমার পা নয় কিন্তু আমার হাত এবং মাথাও ধুয়ে দিন!” ১০হযরত ইসা আ. তাকে বললেন, “যে গোসল করেছে, তার পা ছাড়া আর কোনোকিছু ধোয়ার প্রয়োজন নেই, সে সম্পূর্ণ পাকসাফ। এবং তোমরা তো পাকসাফ আছো– যদিও তোমাদের সবাই নয়।”
১১তিনি জানতেন কে তাঁর সাথে বেইমানি করবে, এজন্যই তিনি একথা বললেন, “তোমাদের মধ্যে সকলে পাকসাফ নয়।”

১২তাদের পা ধুয়ে দেবার পর তিনি তাঁর জামাটা গায়ে দিলেন এবং তাঁর জায়গায় গিয়ে বসে তাদের বললেন, “আমি তোমাদের প্রতি যা করলাম তা কি তোমরা বুঝতে পেরেছো?” ১৩তোমরা আমাকে মালিক এবং ওস্তাদ বলে থাকো, আর তোমরা তা ঠিকই বলো, কারণ আমি তা-ই। ১৪যদি আমি তোমাদের মালিক এবং ওস্তাদ হয়ে তোমাদের পা ধুয়ে দেই, তাহলে তোমাদেরও উচিত একে অন্যের পা ধুয়ে দেয়া। ১৫আমি তোমাদের সামনে একটি দৃষ্টান্ত রাখলাম, যেনো আমি যা করলাম, তোমরাও তা করো।

১৬আমি তোমাদের সত্যিই বলছি, গোলাম তার মালিকের চেয়ে বড়ো নয়; যাকে পাঠানো হয় সে প্রেরকের চেয়ে বড়ো নয়। ১৭তোমরা রহমতপ্রাপ্ত, যদি তোমরা এসব জানো ও করো। ১৮আমি তোমাদের সবার কথা বলছি না; আমি জানি আমি কাদের বেছে নিয়েছি। কিন্তু পূর্বের কিতাবের কথা অবশ্যই পূর্ণ হবে, ‘এমন একজন রয়েছে, যে আমার রুটি খাচ্ছে, সে আমার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে।’ ১৯এসব ঘটার আগেই আমি তোমাদের বললাম, যেনো যখন এসব ঘটবে, তখন তোমরা বিশ্বাস করতে পারো যে, আমিই তিনি।

২০আমি তোমাদের সত্যিই বলছি, আমি যাদের পাঠাই, তাদের একজনকে যে গ্রহণ করে, সে আমাকে গ্রহণ করে এবং যে আমাকে গ্রহণ করে, যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন, সে তাঁকেই গ্রহণ করে।” ২১একথা বলার পর হযরত ইসা আ. অন্তরে অস্থির হলেন এবং বললেন, “আমি তোমাদের সত্যি সত্যিই বলছি, তোমাদের মধ্যে একজন আমার সাথে বেইমানি করবে।”
২২হাওয়ারিরা একে অন্যের দিকে তাকাতে লাগলেন; বুঝতে পারলেন না যে, তিনি কার কথা বলছেন।

২৩তাঁর এক হাওয়ারি– যাকে হযরত ইসা আ. মহব্বত করতেন– তাঁর পাশেই বসেছিলেন। ২৪হযরত সাফওয়ান পিতর তাঁকে বললেন, যেনো তিনি হযরত ইসা আ.কে জিজ্ঞেস করেন যে, তিনি কার বিষয়ে বলছেন। ২৫তাই তিনি হযরত ইসা আ.-র দিকে ঝুঁকে তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, “হুজুর, সে কে?”
২৬হযরত ইসা উত্তর দিলেন, “এই রুটির টুকরো পাত্রে ডুবিয়ে আমি যাকে দেবো, সে-ই সে।” তিনি রুটি ডুবিয়ে ইহুদা ইবনে সিমোন ইস্কারিয়োতকে দিলেন।

২৭রুটির টুকরো নেবার পর শয়তান তার ভেতরে ঢুকলো। হযরত ইসা আ. তাকে বললেন, “যা করতে যাচ্ছো তা তাড়াতাড়ি করো।” ২৮টেবিলে যারা বসেছিলেন, তারা কেউ জানতেন না যে, তিনি কেনো তাকে একথা বলছেন। ২৯কেউ কেউ মনে করলেন, যেহেতু তহবিল ইহুদার কাছে রয়েছে, তাই তিনি তাকে বলছেন, ‘ইদে আমাদের যা লাগবে তা কিনে আনো’; অথবা হয়তো গরিবদের কিছু দিতে বলছেন। ৩০রুটির টুকরো নেবার পর সাথে সাথেই তিনি বাইরে চলে গেলেন। তখন ছিলো রাত।

৩১তিনি বাইরে চলে যাবার পর হযরত ইসা আ. বললেন, “ইবনুল-ইনসান এখন মহিমান্বিত হয়েছেন এবং আল্লাহ তাঁর মধ্য দিয়ে মহিমান্বিত হয়েছেন। ৩২যদি আল্লাহ তাঁর মধ্য দিয়ে মহিমান্বিত হয়ে থাকেন, তাহলে আল্লাহও তাঁকে মহিমান্বিত করবেন এবং এখনই মহিমান্বিত করবেন।

৩৩আমার সন্তানেরা, আমি আর অল্প কিছুদিন তোমাদের সাথে আছি। তোমরা আমার খোঁজ করবে। আমি যেমন ইহুদিদের বলেছি, তেমনি তোমাদেরও বলছি, ‘আমি যেখানে যাচ্ছি, তোমরা সেখানে আসতে পারো না। ৩৪আমি তোমাদের একটি নতুন হুকুম দিচ্ছি যে, তোমরা একজন অন্যজনকে মহব্বত করো। আমি যেভাবে তোমাদের মহব্বত করেছি, একইভাবে তোমাদেরও উচিত একে অন্যকে মহব্বত করা। ৩৫যদি তোমাদের একজনের জন্য অন্যজনের মহব্বত থাকে, তাহলে সবাই জানবে যে, তোমরা আমার উম্মত।”

৩৬হযরত সাফওয়ান পিতর তাঁকে বললেন, "হুজুর, আপনি কোথায় যাচ্ছেন?" হযরত ইসা আ. উত্তর দিলেন, "আমি যেখানে যাচ্ছি, তোমরা এখন সেখানে যেতে পারো না কিন্তু পরে তোমরা আমার কাছে আসবে।" ৩৭হযরত পিতর রা. তাঁকে বললেন, "হুজুর, কেনো আমি এখনই আপনার সাথে যেতে পারবো না? আমি আপনার জন্য আমার জীবন দেবো।" ৩৮হযরত ইসা আ. উত্তর দিলেন, "তুমি কি আমার জন্য তোমার জীবন দেবে?
আমি তোমাকে সত্যিই বলছি, আজ মোরগ ডাকার আগেই তুমি আমাকে তিনবার অস্বীকার করবে।

রুকু ১৪

১তোমরা অন্তরে অস্থির হয়ো না। আল্লাহর ওপর ইমান রাখো, আমার ওপরও ইমান রাখো। ২আমার প্রতিপালকের কাছে থাকার অনেক জায়গা আছে। যদি না থাকতো, তাহলে কি আমি তোমাদের বলতাম যে, আমি তোমাদের জন্য জায়গা প্রস্তুত করতে যাচ্ছি? ৩এবং যদি আমি যাই আর তোমাদের জন্য জায়গা প্রস্তুত করি, আমি আবার ফিরে আসবো এবং তোমাদেরকে আমার কাছে নিয়ে যাবো, যেনো আমি যেখানে থাকি, তোমরাও সেখানে থাকতে পারো। ৪আর আমি যেখানে যাচ্ছি, সেখানে যাবার পথ তোমরা জানো।"

৫হযরত থোমা রা. তাঁকে বললেন, "হুজুর, আপনি কোথায় যাচ্ছেন তা আমরা জানি না, আমরা কীভাবে সেই পথ জানবো?" ৬হযরত ইসা আ. তাকে বললেন, "আমিই পথ, সত্য ও জীবন। আমার মধ্য দিয়ে না গেলে কেউই আল্লাহর কাছে আসতে পারে না। ৭যদি তোমরা আমাকে জানো, তাহলে আমার প্রতিপালককে জানবে। এখন থেকে তোমরা তাঁকে জানবে এবং তোমরা তাঁকে দেখেছো।"

৮হযরত ফিলিপ রা. তাঁকে বললেন, "হুজুর, প্রতিপালককে আমাদের দেখান, তাহলে আমরা সন্তুষ্ট হবো।" ৯হযরত ইসা আ. তাকে বললেন, "ফিলিপ, এতোদিন ধরে আমি তোমাদের সাথে সাথে আছি অথচ এখনো তুমি আমাকে চেনো না? যে আমাকে দেখেছে, সে প্রতিপালককে দেখেছে। ১০কীভাবে তুমি বলতে পারো যে, 'প্রতিপালককে আমাদের দেখান?' তুমি কি বিশ্বাস করো না যে, আমি প্রতিপালকের মধ্যে আছি এবং প্রতিপালক আমার মধ্যে আছেন? আমি যেকথা বলি তা আমার নিজের কথা নয় কিন্তু যিনি আমার মধ্যে আছেন, সেই প্রতিপালক তাঁর নিজের কাজ করেন। ১১আমার ওপর ইমান রাখো যে, আমি প্রতিপালকের মধ্যে আছি এবং প্রতিপালক আমার মধ্যে আছেন। কিন্তু তুমি যদি তা না করো, তবে কাজগুলোর জন্য আমার ওপর ইমান আনো।

১২আমি তোমাকে সত্যি সত্যিই বলছি, যে কেউ আমার ওপর ইমান আনে, আমি যে-কাজ করি সে তা করবে; এমনকি এর থেকেও মহৎ কাজ করবে, কারণ আমি প্রতিপালকের কাছে যাচ্ছি। ১৩তোমরা আমার নামে যা চাবে, আমি তা করবো, যেনো একান্ত প্রিয় মনোনীতজনের মাধ্যমে আল্লাহ মহিমান্বিত হন। ১৪তোমরা যদি আমার নামে আমার কাছে কিছু চাও, তাহলে নিশ্চয়ই আমি তা করবো।

১৫যদি তোমরা আমাকে মহব্বত করো, তাহলে আমার হুকুমগুলো পালন করবে। ১৬আমি প্রতিপালকের কাছে চাবো এবং তিনি তোমাদের সাথে চিরদিন থাকার জন্য আরেকজন সাহায্যকারী পাঠাবেন। ১৭ইনি হচ্ছেন সত্যের রুহ। দুনিয়া তাঁকে গ্রহণ করতে পারে না, কারণ দুনিয়া তাঁকে দেখতে পায় না এবং জানেও না; কিন্তু তোমরা তাঁকে জানো, কারণ তিনি তোমাদের সাথে থাকবেন এবং তিনি তোমাদের মধ্যে থাকবেন।

১৮আমি তোমাদের অসহায় রেখে যাবো না, আমি তোমাদের কাছে আসবো। ১৯কিছুদিনের মধ্যে দুনিয়া আমাকে আর দেখতে পাবে না কিন্তু তোমরা আমাকে দেখবে, কারণ আমি জীবিত এবং তোমরাও জীবিত থাকবে। ২০সেদিন তোমরা জানবে যে, আমি প্রতিপালকের মধ্যে আছি আর তোমরা আমার মধ্যে আছো এবং আমি আছি তোমাদের মধ্যে।

২১আমার হুকুম যাদের কাছে আছে এবং যারা তা পালন করে, তারাই আমাকে মহব্বত করে। এবং যারা আমাকে মহব্বত করে, আমার প্রতিপালক তাদের মহব্বত করবেন; আমিও তাদের মহব্বত করবো এবং নিজেকে তাদের কাছে প্রকাশ করবো।"

২২ইহুদা, ইস্কারিয়োত নন– তাঁকে বললেন, "হুজুর, এটি কেমন কথা যে, আপনি নিজেকে আমাদের কাছে প্রকাশ করবেন অথচ দুনিয়ার কাছে নয়।" ২৩হযরত ইসা আ. উত্তর দিলেন, "যারা আমাকে মহব্বত করে, তারা আমার হুকুম পালন করবে এবং আমার প্রতিপালক তাদের মহব্বত করবেন আর আমরা এসে তাদের মধ্যে বসবাস করবো। ২৪যে আমাকে

মহব্বত করে না, সে আমার কালাম পালন করে না। এবং তোমরা যে কালাম শুনছো তা আমার নয় কিন্তু তা আমার প্রতিপালকের, যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন।

২৫আমি তোমাদের সাথে থাকতে থাকতেই তোমাদের এসব কথা বলছি। ২৬কিন্তু সাহায্যকারী, যিনি সত্যের রুহ, যাকে প্রতিপালক আমার নামে পাঠিয়ে দেবেন, তিনি তোমাদের সবকিছু শিক্ষা দেবেন। এবং আমি যা যা বলেছি, তার সব তোমাদের স্মরণ করিয়ে দেবেন। ২৭আমি তোমাদের জন্য শান্তি রেখে যাচ্ছি; আমার শান্তি আমি তোমাদের দিচ্ছি। দুনিয়া যেভাবে দেয় আমি সেভাবে তোমাদেরকে দেই না। তোমাদের অন্তর অস্থির হতে দিয়ো না এবং ভয় পেয়ো না।

২৮তোমরা আমাকে একথা বলতে শুনেছো, 'আমি চলে যাচ্ছি এবং আমি আবার তোমাদের কাছে আসছি।' যদি তোমরা আমাকে মহব্বত করো, তাহলে আনন্দ করবে, কারণ আমি আল্লাহর কাছে যাচ্ছি এবং তিনি আমার থেকে মহান। ২৯এসব ঘটার আগেই আমি তোমাদের বললাম, যেনো যখন এসব ঘটবে, তখন তোমরা ইমান আনতে পারো। ৩০আমি তোমাদের আর বেশি কথা বলবো না, কারণ এই দুনিয়ার শাসনকর্তা আসছে। আমার ওপর তার কোনো ক্ষমতা নেই। ৩১প্রতিপালক আমাকে যে-হুকুম দিয়েছেন, আমি তা-ই করছি, যেনো দুনিয়া জানতে পারে যে, আমি প্রতিপালককে মহব্বত করি। ওঠো, চলো, আমরা আমাদের পথে যাই।

রুকু ১৫

১আমি প্রকৃত আঙুরগাছ এবং আমার প্রতিপালক চাষী। ২আমার যেসব ডালে ফল ধরে না, সেগুলো তিনি কেটে ফেলেন আর যেসব ডালে ফল ধরে, তিনি সেগুলো ছেঁটে পরিষ্কার করেন, যেনো আরো বেশি ফল ধরে। ৩আমি যে-কালাম তোমাদের বলেছি, তার দ্বারা তোমরা এখন পরিষ্কৃত হয়েছো।

৪আমার সাথে যুক্ত থাকো, যেভাবে আমি তোমাদের সাথে যুক্ত আছি। যেভাবে ডাল মূল গাছের সাথে যুক্ত না থাকলে ফল ধরাতে পারে না, সেভাবে তোমরাও আমার সাথে যুক্ত না থাকলে ফল ধরাতে পারো না। ৫আমিই আঙুরলতা, তোমরা তার ডালপালা। যারা আমার সাথে যুক্ত থাকে এবং আমি তাদের মধ্যে থাকি, তারা অনেক ফল দেয়, কারণ আমার থেকে আলাদা হয়ে তোমরা কিছুই করতে পারো না।

৬যে আমার সাথে যুক্ত থাকে না, সে ফেলে দেয়া ডালের মতো এবং তা শুকিয়ে যায়। আর পরে সেগুলো একসাথে জমা করে আগুনে পুড়িয়ে ফেলা হয়।

৭তোমরা যদি আমার সাথে যুক্ত থাকো এবং আমার কালাম তোমাদের মধ্যে থাকে, তাহলে তোমাদের যা ইচ্ছা চেয়ো, তোমাদের জন্য তা করা হবে। ৮তোমরা অনেক ফল দিলে এবং আমার উম্মত হলে, আমার প্রতিপালক মহিমান্বিত হন। ৯প্রতিপালক যেমন আমাকে মহব্বত করেন, আমিও তেমনি তোমাদের মহব্বত করি; আমার মহব্বতের মধ্যে থাকো।

১০তোমরা যদি আমার হুকুম পালন করো, তাহলে আমার মহব্বতের মধ্যে থাকবে, যেভাবে আমি আমার প্রতিপালকের হুকুম পালন করে তাঁর মহব্বতের মধ্যে আছি। ১১আমি তোমাদের এসব কথা বলছি, যেনো আমার আনন্দ তোমাদের মধ্যে থাকে এবং তোমাদের আনন্দ পূর্ণ হয়।

১২আমার হুকুম এই, আমি যেভাবে তোমাদের মহব্বত করেছি, সেভাবে তোমরা একজন অন্যজনকে মহব্বত কোরো। ১৩বন্ধুর জন্য জীবন দেয়ার চেয়ে বড়ো মহব্বত আর হতে পারে না। ১৪যদি তোমরা আমার হুকুম পালন করো, তাহলে তোমরা আমার বন্ধু। ১৫আমি তোমাদের আর গোলাম বলি না, কারণ গোলাম জানে না তার মনিব কী করে। কিন্তু আমি তোমাদের বন্ধু বলছি, কারণ আমি আমার প্রতিপালকের কাছে যা যা শুনেছি, তার সবই তোমাদের জানিয়েছি।

১৬তোমরা আমাকে বেছে নাওনি কিন্তু আমি তোমাদের বেছে নিয়েছি। আমি তোমাদের নিয়োগ করেছি, যেনো যে ফল স্থায়ী হয়, তোমরা সেই ফল দাও। তাহলে তোমরা আমার নামে যা চাবে, প্রতিপালক তোমাদের তাই দেবেন।

১৭আমি তোমাদের এই হুকুম দিচ্ছি, যেনো তোমরা একে অন্যকে মহব্বত করো। ১৮যদি দুনিয়া তোমাদের ঘৃণা করে, তাহলে মনে রেখো, সে তোমাদের ঘৃণা করার আগে আমাকে ঘৃণা করেছে। ১৯তোমরা যদি দুনিয়ার হতে, তাহলে দুনিয়া তার নিজের মতো তোমাদের মহব্বত করতো। আমি তোমাদের বেছে নিয়েছি বলে তোমরা দুনিয়ার নও; এজন্য দুনিয়া তোমাদের ঘৃণা করে।

২০আমি তোমাদের যা বলেছি তা স্মরণ রেখো, 'গোলাম তার মনিবের চেয়ে বড়ো নয়।' যদি তারা আমাকে অত্যাচার
করতে পারে, তাহলে তোমাদেরও অত্যাচার করবে।
যদি তারা আমার কথা মানতো, তাহলে তোমাদের কথাও মানতো। ২১আমার নামের কারণে তারা এই সবই করবে, কারণ
যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন, তারা তাঁকে জানে না। ২২যদি আমি না আসতাম ও তাদের কাছে কথা না বলতাম, তাহলে তাদের
কোনো গুনাহ হতো না কিন্তু এখন তাদের গুনাহর কোনো অজুহাত নেই।
২৩যে কেউ আমাকে ঘৃণা করে, সে আমার প্রতিপালককেও ঘৃণা করে। ২৪যদি আমি তাদের মধ্যে এমন কাজ না করতাম,
যা অন্য কেউ করেনি, তাহলে তাদের গুনাহ থাকতো না। কিন্তু এখন তারা দেখেছে এবং আমাকে ও আমার প্রতিপালককে–
উভয়কে ঘৃণা করেছে। ২৫'কোনো কারণ ছাড়াই তারা আমাকে ঘৃণা করেছে'– যবুরের একথা পূর্ণ হওয়া প্রয়োজন ছিলো।
২৬যখন সাহায্যকারী আসবেন, যাকে আমি প্রতিপালকের কাছ থেকে পাঠিয়ে দেবো– সেই সত্যের রুহ, যিনি
প্রতিপালকের কাছ থেকে আসবেন– তিনি তখন আমার বিষয়ে সাক্ষ্য দেবেন। ২৭তোমরাও সাক্ষ্য দেবে, কারণ তোমরা প্রথম
থেকেই আমার সাথে সাথে আছো।

রুকু ১৬

১আমি এসব কথা তোমাদের জানাচ্ছি, যেনো তোমরা বাধা না পাও। ২তারা তোমাদেরকে সিনাগোগ থেকে বের করে
দেবে। প্রকৃতপক্ষে এমন এক সময় আসবে, যখন তোমাদের হত্যাকারীরা মনে করবে যে, এভাবে তারা আল্লাহর এবাদত
করছে। ৩আর তারা এসব করবে, কারণ তারা প্রতিপালককে বা আমাকে জানে না। ৪কিন্তু আমি তোমাদের এসব বলছি,
যেনো তাদের সময় যখন আসবে, তখন তোমরা স্মরণ করতে পারো যে, আমি তাদের বিষয়ে তোমাদের বলেছি। এর আগে
এসব তোমাদের বলিনি, কারণ আমি তোমাদের সাথে ছিলাম।
৫যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন, এখন আমি তাঁর কাছে যাচ্ছি, অথচ তোমরা কেউ আমাকে জিজ্ঞেস করছো না, 'আপনি
কোথায় যাচ্ছেন?' ৬আমি এসব কথা বলায় দুঃখে তোমাদের মন ভরে গেছে।
৭তথাপি আমি তোমাদের সত্যিই বলছি– আমার যাওয়া তোমাদের জন্য ভালো, কারণ আমি না গেলে সেই সাহায্যকারী
তোমাদের কাছে আসবেন না; আমি গিয়ে তাকে তোমাদের কাছে পাঠিয়ে দেবো।
৮তিনি যখন আসবেন, তখন তিনি গুনাহ, ধার্মিকতা এবং বিচারের বিষয়ে এই দুনিয়া যে দোষী তা প্রমাণ করবেন।
৯গুনাহর বিষয়ে, কারণ তারা আমার ওপর ইমান আনেনি। ১০ধার্মিকতার বিষয়ে, কারণ আমি প্রতিপালকের কাছে যাচ্ছি এবং
তোমরা আমাকে আর দেখতে পাবে না। ১১বিচার সম্পর্কে, কারণ এই দুনিয়ার কর্তার বিচার হয়ে গেছে।
১২আমার আরো অনেককিছু তোমাদের বলার আছে কিন্তু তোমরা তা এখন সহ্য করতে পারবে না। ১৩যখন সত্যের রুহ
আসবেন, তখন তিনি তোমাদের সমস্ত সত্যে পরিচালনা করবেন; তিনি নিজ থেকে কিছুই বলবেন না কিন্তু তিনি যা শোনেন,
তাই বলবেন এবং আগামীতে যা যা ঘটবে তাও তোমাদের জানাবেন।
১৪তিনি আমাকে মহিমান্বিত করবেন, কারণ আমার যা আছে তা-ই তিনি তোমাদের কাছে প্রকাশ করবেন।
১৫প্রতিপালকের যা আছে তার সবই আমার; এ-কারণেই আমি বলছি যে, আমার যা আছে তা তিনি তোমাদের কাছে প্রকাশ
করবেন। ১৬আর অল্প কিছু সময়, তোমরা আমাকে আর দেখতে পাবে না এবং আবার কিছুদিন পরে তোমরা আমাকে দেখতে
পাবে।"
১৭তাঁর কয়েকজন হাওয়ারি একে অন্যকে বললেন, "তিনি একথা বলে কী বোঝাতে চাইলেন যে, 'আর অল্প কিছু সময়,
তোমরা আমাকে আর দেখতে পাবে না এবং আবার কিছুদিন পরে তোমরা আমাকে দেখতে পাবে' এবং 'কারণ আমি
প্রতিপালকের কাছে যাচ্ছি?'" ১৮তারা বললেন, "'আর অল্প কিছু সময়' বলে তিনি কী বোঝাতে চাইলেন? তিনি কোন বিষয়ে
কথা বলছেন তা আমরা বুঝি না।" ১৯হযরত ইসা আ. জানতেন যে, তারা তাঁকে জিজ্ঞেস করতে চাচ্ছেন। তাই তিনি তাদের
বললেন, "তোমরা কি নিজেদের মধ্যে আলোচনা করছো যে, 'আর অল্প কিছু সময়, তোমরা আমাকে আর দেখতে পাবে না
এবং আবার কিছুদিন পরে তোমরা আমাকে দেখতে পাবে' বলে আমি কী বোঝাতে চাচ্ছি?"
২০সত্যিই আমি তোমাদের বলছি, তোমরা কাঁদবে ও বিলাপ করবে কিন্তু দুনিয়া আনন্দ করবে। তোমাদের কষ্ট হবে কিন্তু
তোমাদের কষ্ট আনন্দে পরিণত হবে।

[২১]সন্তান জন্ম দেবার সময় মহিলারা প্রসববেদনায় কষ্ট পায়, কারণ তার প্রসবের সময় এসেছে। কিন্তু সন্তান জন্মের পর
নতুন মানুষ দুনিয়াতে আনার আনন্দে তার আর প্রসববেদনার কথা মনে থাকে না। [২২]সেই ভাবে এখন তোমাদের কষ্ট আছে
কিন্তু আমি আবার তোমাদের দেখবো এবং তোমাদের অন্তর আনন্দে পূর্ণ হবে; তোমাদের আনন্দ কেউই তোমাদের কাছ
থেকে কেড়ে নিতে পারবে না।

[২৩]সেদিন তোমরা আমার কাছে কিছুই চাবে না। আমি তোমাদের সত্যিই বলছি, যদি তোমরা আমার নামে প্রতিপালকের
কাছে কিছু চাও, তাহলে তিনি তোমাদের তা দেবেন। [২৪]এখনো পর্যন্ত তোমরা আমার নামে কিছুই চাওনি। চাও, তাহলে
তোমরা পাবে, যেনো তোমাদের আনন্দ পূর্ণ হয়।

[২৫]আমি দৃষ্টান্তের মাধ্যমে তোমাদের এসব কথা বললাম। সময় আসছে, যখন আমি আর দৃষ্টান্তের মাধ্যমে কথা বলবো
না কিন্তু সহজভাবে প্রতিপালকের কথা বলবো। [২৬]সেদিন তোমরা আমার নামে চাবে। আমি তোমাদের বলি না যে, আমি
তোমাদের পক্ষে প্রতিপালকের কাছে চাবো। [২৭]প্রতিপালক নিজেই তোমাদের মহব্বত করেন, কারণ তোমরা আমাকে মহব্বত
করেছো এবং ইমান এনেছো যে, আমি আল্লাহর কাছ থেকে এসেছি। [২৮]আমি প্রতিপালকের কাছ থেকে দুনিয়াতে এসেছি
এবং আবার আমি দুনিয়া ছেড়ে প্রতিপালকের কাছে যাচ্ছি।"

[২৯]তাঁর হাওয়ারিরা বললেন, "হ্যাঁ, এখন আপনি সরাসরি কথা বলছেন, কোনো দৃষ্টান্ত ব্যবহার করছেন না! [৩০]এখন
আমরা জানি যে, আপনি সবই জানেন, আপনাকে আর কারো কোনো প্রশ্ন করার প্রয়োজন নেই; এভাবেই আমরা জানি যে,
আপনি আল্লাহর কাছ থেকে এসেছেন।

[৩১]হযরত ইসা আ. উত্তর দিলেন, "এখন কি তোমরা ইমান এনেছো? [৩২]সময় আসছে, এমনকি তা এসে গেছে, যখন
তোমরা সবাই ছত্রভঙ্গ হয়ে যাবে, প্রত্যেকে নিজের বাড়িতে যাবে এবং তোমরা আমাকে একা ফেলে যাবে। তবুও আমি একা
নই, কারণ আমার প্রতিপালক আমার সাথে আছেন।
[৩৩]আমি তোমাদের এসব বললাম, যেনো তোমরা আমার মধ্যে শান্তি পাও। এই দুনিয়ায় তোমরা অত্যাচারিত হবে কিন্তু
সাহস রাখো, আমি দুনিয়াকে পরাজিত করেছি!"

রুকু ১৭

[১]এসব কথা বলার পর হযরত ইসা আ. আকাশের দিকে তাকিয়ে বললেন, "হে আমার প্রতিপালক, সময় এসেছে,
তোমার একান্ত প্রিয় মনোনীতজনকে মহিমান্বিত করো, যেনো তিনিও তোমাকে মহিমান্বিত করতে পারেন। [২]কারণ সব
মানুষের ওপরে তাঁকে ক্ষমতা দিয়েছো, যেনো তুমি যাদের তাঁকে দিয়েছো, তাদের সবাইকে তিনি তোমার সান্নিধ্য দিতে
পারেন। [৩]এবং তোমার সান্নিধ্য হচ্ছে, তোমাকে, একমাত্র সত্য আল্লাহকে এবং হযরত ইসা মসিহকে– যাঁকে তুমি
পাঠিয়েছো– জানা।

[৪]আমাকে যে-কাজ তুমি করতে দিয়েছো তা পরিপূর্ণ করে এই দুনিয়াতে আমি তোমাকে মহিমান্বিত করেছি। [৫]সুতরাং হে
প্রতিপালক, আমাকে তোমার কাছে নিয়ে সেই মহিমায় মহিমান্বিত করো, যা দুনিয়া সৃষ্টির আগে তোমার সাথে আমার
ছিলো। [৬]এই দুনিয়ায় তুমি আমাকে যাদের দিয়েছো, তাদের কাছে আমি তোমার নাম প্রকাশ করেছি। তারা তোমার ছিলো
এবং তুমি তাদের আমাকে দিয়েছিলে এবং তারা তোমার কালাম মেনে চলছে।

[৭]এখন তারা জানে যে, যা-কিছু তুমি আমাকে দিয়েছো, তার সবই তোমার কাছ থেকে পাওয়া। [৮]কারণ যে-কালাম তুমি
আমাকে দিয়েছো তা আমি তাদের দিয়েছি এবং তারা তা গ্রহণ করেছে। আর এই সত্য জেনেছে যে, আমি তোমার কাছ
থেকে এসেছি এবং তারা এই ইমান এনেছে যে, তুমিই আমাকে পাঠিয়েছো। [৯]আমি তাদের পক্ষে অনুরোধ করছি। আমি এই
দুনিয়ার পক্ষে অনুরোধ করছি না কিন্তু তুমি যাদের আমাকে দিয়েছো, তাদের পক্ষে করছি, কারণ তারা তোমারই। [১০]আমার
সবই তোমার এবং তোমার সবই আমার এবং আমি তাদের মধ্যে মহিমান্বিত হয়েছি।

[১১]আমি এখন আর এই দুনিয়াতে নেই কিন্তু তারা এই দুনিয়াতে রয়েছে; আমি তোমার কাছে আসছি।
মহান প্রতিপালক, যে-নাম তুমি আমাকে দিয়েছো, সেই নামে তাদের নিরাপদে রেখো, যেনো তারা এক হয়, যেমন তুমি ও
আমি এক। [১২]আমি যখন তাদের সাথে ছিলাম, তখন আমি তাদেরকে তোমারই নামে রক্ষা করেছি– যে-নাম তুমি আমাকে

দিয়েছো। আমি তাদের পাহারা দিয়েছি। কেবল সেই নির্ধারিত একজন ছাড়া কাউকেই হারাইনি, যেনো তোমার কালাম পূর্ণ
হয়।

১৩কিন্তু এখন আমি তোমার কাছে আসছি এবং আমি দুনিয়াতে এসব বলছি, যেনো আমার আনন্দ তাদের মধ্যে পূর্ণ হয়।
১৪তোমার কালাম আমি তাদের দিয়েছি এবং দুনিয়া তাদের ঘৃণা করেছে, কারণ তারা দুনিয়ার নয়, ঠিক যেমন আমি দুনিয়ার
নই। ১৫তাদেরকে দুনিয়ার বাইরে নিয়ে যেতে আমি তোমাকে অনুরোধ করছি না কিন্তু সেই শয়তানের হাত থেকে নিরাপদে
রাখার জন্য অনুরোধ করছি।

১৬তারা এই দুনিয়ার নয়, ঠিক যেমন আমি এই দুনিয়ার নই। ১৭সত্যে তাদের পাকসাফ করো। তোমার কালামই সত্য।
১৮তুমি যেভাবে আমাকে দুনিয়াতে পাঠিয়েছো, আমিও সেভাবে তাদেরকে দুনিয়াতে পাঠিয়েছি। ১৯এবং তাদের উদ্দেশে আমি
নিজেকে পাকসাফ রেখেছি, যেনো তারা সত্যে পাকসাফ হয়। ২০শুধু এদের জন্যই নয় বরং এদের কথায় যারা আমার ওপর
ইমান আনবে, তাদের জন্যও আমি অনুরোধ করছি, যেনো তারা এক হতে পারে।

২১হে আমার প্রতিপালক, যেভাবে তুমি আমার মধ্যে এবং আমি তোমার মধ্যে, তেমনি তারাও যেনো আমাদের মধ্যে
থাকে, যেনো দুনিয়া ইমান আনতে পারে যে, তুমি আমাকে পাঠিয়েছো। ২২যে গৌরব তুমি আমাকে দিয়েছো, আমি তাদেরকে
তা দিয়েছি, যেনো তুমি ও আমি যেমন এক, তেমনি তারাও এক হয়। ২৩আমি তাদের মধ্যে এবং তারা আমার মধ্যে, যেনো
তারা সম্পূর্ণভাবে এক হয়; যেনো দুনিয়া জানতে পারে যে, তুমি আমাকে পাঠিয়েছো এবং তাদের মহব্বত করেছো, যেভাবে
আমাকে মহব্বত করেছো।

২৪হে আমার প্রতিপালক, আমি আরো চাই যে, তুমি যাদের আমাকে দিয়েছো, যে গৌরব তুমি আমাকে দিয়েছো তা
দেখার জন্য আমি যেখানে থাকি, তারা যেনো আমার সাথে সেখানে থাকতে পারে। তুমি আমাকে এই গৌরব দিয়েছো কারণ
দুনিয়া সৃষ্টির আগে তুমি আমাকে মহব্বত করেছো।

২৫ন্যায়বান প্রতিপালক, দুনিয়া তোমাকে জানে না কিন্তু আমি তোমাকে জানি; এবং এরা জানে যে, তুমি আমাকে
পাঠিয়েছো। ২৬আমি তোমার নাম তাদের জানিয়েছি এবং আমি তা তাদের জানাবো, যেনো যে-মহব্বতে তুমি আমাকে
মহব্বত করেছো তা তাদের মধ্যে থাকে এবং আমি তাদের মধ্যে থাকি।”

রুকু ১৮

১এসব কথা বলার পর হযরত ইসা আ. তাঁর হাওয়ারিদের নিয়ে কিদরোন উপত্যকা পার হয়ে একটি জায়গায় গেলেন।
সেখানে একটি বাগান ছিলো। তিনি তাঁর হাওয়ারিদের নিয়ে সেখানে ঢুকলেন।

২যে-ইহুদা তাঁকে ধরিয়ে দিয়েছিলেন, তিনি সেই জায়গা চিনতেন, কারণ হযরত ইসা আ. প্রায়ই তাঁর হাওয়ারিদের নিয়ে
সেখানে মিলিত হতেন। ৩সেই ইহুদা প্রধান ইমামদের ও ফরিসিদের কাছ থেকে পুলিশ ও একদল সৈন্য নিয়ে এলেন। তারা
সেখানে লণ্ঠন, মশাল ও অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে এলো। ৪হযরত ইসা আ. জানতেন যে, তাঁর প্রতি এসব হবে। তিনি এগিয়ে এসে
তাদের জিজ্ঞেস করলেন, “তোমরা কার খোঁজ করছো?” ৫তারা উত্তর দিলো, “নাসরতের হযরত ইসা আ.র।” হযরত ইসা
আ. বললেন, “আমিই সে।” যে-ইহুদা তাঁকে ধরিয়ে দিয়েছিলেন, তিনিও তাদের সাথে দাঁড়িয়ে ছিলেন।

৬হযরত ইসা আ. যখন তাদের বললেন, “আমিই তিনি,” তখন তারা পিছিয়ে গিয়ে মাটিতে পড়ে গেলো। ৭তিনি আবার
তাদের জিজ্ঞেস করলেন, “তোমরা কার খোঁজ করছো?” তারা বললো, “নাসরতের হযরত ইসা আ.র।” ৮হযরত ইসা আ.
উত্তর দিলেন, “আমি তোমাদের বলেছি যে, আমিই সে। যদি তোমরা আমাকেই খোঁজো, তাহলে এই লোকদের যেতে
দাও।” ৯এটি হয়েছিলো যেনো তাঁর বলা একথা পূর্ণ হয়– “তুমি যাদের আমাকে দিয়েছো, তাদের একজনকেও আমি
হারাইনি।”

১০হযরত সাফওয়ান পিতরের কাছে একটি তরবারি ছিলো, তিনি তা দিয়ে মহাইমামের গোলামকে আঘাত করে তার ডান
কান কেটে ফেললেন। সেই গোলামের নাম ছিলো মালখুস।

১১হযরত ইসা আ. পিতরকে বললেন, “তোমার তরবারি খাপে রাখো। আমার প্রতিপালকের দেয়া পেয়ালা কি আমি পান
করবো না?”

[১২]অতঃপর সৈন্যরা, তাদের অফিসাররা এবং ইহুদি পুলিশরা হযরত ইসা আ.কে ধরে বাঁধলো। [১৩]প্রথমে তারা তাঁকে হান্নানের কাছে নিয়ে গেলো– ইনি হলেন সেই বছরের মহাইমাম কাইয়াফার শ্বশুর। [১৪]এই কাইয়াফাই ইহুদিদের এই পরামর্শ দিয়েছিলেন যে, সব মানুষের হয়ে একজনের মৃত্যু ভালো।

[১৫]হযরত সাফওয়ান পিতর ও অন্য একজন হাওয়ারি হযরত ইসা আ.র পেছনে পেছনে গেলেন। ওই হাওয়ারি মহাইমামের পরিচিত ছিলেন বলে তিনি হযরত ইসা আ.র সাথে মহাইমামের বাড়ির উঠোন পর্যন্ত গেলেন। [১৬]কিন্তু হযরত পিতর রা. বাইরে গেটের কাছে দাঁড়িয়ে রইলেন। তাই মহাইমামের পরিচিত সেই হাওয়ারি বাইরে গিয়ে যে-মহিলা গেট পাহারা দিচ্ছিলো, তার সাথে কথা বলে হযরত পিতর রা.কে ভেতরে আনলেন। [১৭]সেই মহিলা হযরত পিতর রা.কে বললো, "তুমিও কি এই লোকের হাওয়ারিদের মধ্যে একজন নও?" তিনি বললেন, "আমি নই।" গোলামরা ও পুলিশরা কয়লার আগুন জ্বালালো, [১৮]কারণ তখন খুব শীত ছিলো। তারা আগুনের চারদিকে দাঁড়িয়ে নিজেদের শরীর গরম করছিলো; হযরত পিতর রা.ও তাদের সাথে দাঁড়িয়ে আগুন পোহাচ্ছিলেন।

[১৯]অতঃপর মহাইমাম হযরত ইসা রা.কে তাঁর শিক্ষা ও তাঁর হাওয়ারিদের সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করলেন। [২০]হযরত ইসা রা. উত্তর দিলেন, "আমি খোলাখুলিভাবে দুনিয়ার সামনে কথা বলেছি। আমি সব সময় সিনাগোগে ও বায়তুল-মোকাদ্দসে, যেখানে ইহুদিরা সবাই জমায়েত হয়, শিক্ষা দিয়েছি। আমি গোপনে কিছুই বলিনি। আমাকে কেনো প্রশ্ন করছেন? [২১]আমি যাদের সাথে কথা বলেছি, তাদের জিজ্ঞেস করুন, তারা জানে আমি কী বলেছি।"

[২২]তিনি যখন কথা বলছিলেন, তখন সেখানে দাঁড়িয়ে থাকা এক পুলিশ হযরত ইসা আ.র মুখে আঘাত করলো এবং বললো, "এভাবে তুমি মহাইমামের সাথে কথা বলছো?" [২৩]হযরত ইসা রা. উত্তর দিলেন, "যদি আমি ভুল বলে থাকি, তাহলে সাক্ষ্য দিয়ে ভুল দেখাও; কিন্তু আমি যদি সত্য বলি, তাহলে তুমি আমাকে মারছো কেনো?" [২৪]তখন হান্নান তাঁকে বেঁধে মহাইমাম কাইয়াফার কাছে পাঠালেন।

[২৫]হযরত সাফওয়ান পিতর দাঁড়িয়ে আগুন পোহাচ্ছিলেন। তারা তাঁকে জিজ্ঞেস করলো, "তুমিও কি তার হাওয়ারিদের একজন নও?" তিনি অস্বীকার করে বললেন, "আমি নই।" [২৬]মহাইমামের গোলামদের একজন– হযরত পিতর রা. যার কান কেটে ফেলেছিলেন তার এক আত্মীয়– জিজ্ঞেস করলো, "আমি কি তোমাকে তাঁর সাথে বাগানে দেখিনি?" [২৭]হযরত পিতর রা. আবারো অস্বীকার করলেন এবং তখনই মোরগ ডেকে উঠলো।

[২৮]অতঃপর তারা হযরত ইসা আ.কে কাইয়াফার কাছ থেকে পিলাতের প্রধান অফিসে নিয়ে গেলো। তখন সকাল হয়েছে। তারা নিজেরা অফিসে ঢুকলো না, যাতে তারা নাপাক হয়ে না যায় এবং ইদুল-ফেসাখের ভোজ খেতে পারে। [২৯]তাই পিলাত বের হয়ে তাদের কাছে গেলেন এবং বললেন, "এই লোকটির বিরুদ্ধে তোমাদের অভিযোগ কী?" [৩০]তারা উত্তর দিলো, "এই লোকটি দোষী না হলে আমরা তাকে আপনার হাতে তুলে দিতাম না।" [৩১]পিলাত তাদের বললেন, "তোমরা তাকে নিয়ে যাও এবং তোমাদের শরিয়ত অনুসারে তার বিচার করো।" ইহুদিরা উত্তর দিলো, "কাউকে মৃত্যুর শাস্তি দেবার অধিকার আমাদের নেই।" [৩২]হযরত ইসা আ. তাঁর নিজের মৃত্যু কীভাবে হবে, সে-বিষয়ে আগেই যে-ইঙ্গিত দিয়েছিলেন, এতে সেটিই পূর্ণ হলো।

[৩৩]তখন পিলাত তার অফিসে গিয়ে হযরত ইসা আ.কে ডেকে নিলেন এবং তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি কি ইহুদিদের বাদশা?" [৩৪]হযরত ইসা আ. উত্তর দিলেন, "আপনি কি আপনার নিজ থেকে আমাকে এ-প্রশ্ন করছেন, নাকি আমার বিষয়ে অন্যরা আপনাকে একথা বলেছে?" [৩৫]পিলাত উত্তর দিলেন, "আমি কি ইহুদি? আমি ইহুদি নই। তোমার নিজের জাতি ও প্রধান ইমামেরা তোমাকে আমার হাতে তুলে দিয়েছে। তুমি কী করেছো?" [৩৬]হযরত ইসা আ. উত্তর দিলেন, "আমার রাজত্ব এই দুনিয়ার নয়। যদি আমার রাজত্ব এই দুনিয়ার হতো, তাহলে আমার অনুসারীরা আমাকে ইহুদিদের হাতে তুলে না দেবার জন্য যুদ্ধ করতো; কিন্তু আমার রাজত্ব এই দুনিয়ার নয়।" [৩৭]পিলাত তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, "তাহলে তুমি একজন বাদশা!" হযরত ইসা আ. উত্তর দিলেন, "আপনিই বলছেন, আমি একজন বাদশা। সত্যের বিষয়ে সাক্ষ্য দেবার জন্য আমার জন্ম হয়েছে এবং আমি এই দুনিয়াতে এসেছি; যারা সত্যের, তারা প্রত্যেকে আমার কথা শোনে।"

[৩৮]পিলাত আবার তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, "সত্য কী?" একথা বলে তিনি আবার বাইরে ইহুদিদের কাছে গেলেন এবং তাদের বললেন, "এই লোকের কোনো দোষ আমি পাইনি। [৩৯]কিন্তু তোমাদের একটি নিয়ম আছে যে, প্রত্যেক ইদুল-

ফেসাখের সময় আমি তোমাদের জন্য একজন বন্দিকে মুক্তি দেই। তোমরা কি চাও যে, আমি তোমাদের জন্য ইহুদিদের
বাদশাকে মুক্তি দেই?" ৪০তারা চিৎকার করে উত্তর দিলো, "ওকে নয় কিন্তু বারাব্বাকে!" বারাব্বা ছিলো একজন ডাকাত।

রুকু ১৯

১অতঃপর পিলাত হযরত ইসা আ.কে চাবুক মারালেন। ২আর সৈন্যরা কাঁটালতা দিয়ে মুকুট বানিয়ে তাঁর মাথায় পরালো
এবং তাঁকে একটি বেগুনি রঙের জুব্বা পরালো। ৩তারা বারবার তাঁর কাছে এসে বলতে লাগলো, "খোশ আমদেদ,
ইহুদিরাজ!" এবং তাঁর মুখে আঘাত করতে থাকলো।

৪পিলাত আবার বাইরে গিয়ে তাদের বললেন, "দেখো, আমি আবার তাকে বাইরে তোমাদের কাছে আনছি, যেনো
তোমরা বুঝতে পারো যে, আমি তার কোনো দোষ পাইনি।" ৫মাথায় কাঁটার মুকুট ও বেগুনি রঙের জুব্বা পরানো হযরত ইসা
আ. বাইরে এলেন। পিলাত তাদের বললেন, "এই সেই লোক!"

৬প্রধান ইমামেরা ও পুলিশরা তাঁকে দেখে চিৎকার করে বলে উঠলেন, "ওকে সলিবে দিন! ওকে সলিবে দিন!" পিলাত
তাদের বললেন, "তোমরাই একে নিয়ে গিয়ে সলিবে দাও। আমি এর কোনো দোষ পাইনি।" ৭ইহুদিরা তাকে উত্তর দিলো,
"আমাদের একটি শরিয়ত আছে, আর সে-শরিয়ত অনুসারে তাকে মরতে হবে, কারণ সে নিজেকে আল্লাহর একান্ত প্রিয়
মনোনীতজন বলে দাবি করেছে।" ৮একথা শুনে পিলাত এতো ভয় পেলেন, যা তিনি আগে কখনো পাননি।

৯তিনি আবার তার অফিসে গেলেন এবং হযরত ইসা আ.কে জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি কোথা থেকে এসেছো?" কিন্তু
হযরত ইসা আ. তাকে কোনো উত্তর দিলেন না।

১০অতঃপর পিলাত তাঁকে বললেন, "তুমি কি আমার সাথে কথা বলতে অস্বীকার করছো? তুমি কি জানো না যে, তোমাকে
ছেড়ে দেবার কিংবা সলিবে দেবার ক্ষমতা আমার আছে?" ১১হযরত ইসা আ. তাকে উত্তর দিলেন, "ওপর থেকে আপনাকে
ক্ষমতা দেয়া না হলে আমার ওপর আপনার কোনো ক্ষমতা থাকতো না। অতএব, যে আমাকে আপনার হাতে তুলে দিয়েছে,
সে এক মহাপাপী।" ১২ওই সময় থেকে পিলাত তাঁকে ছেড়ে দেবার চেষ্টা করতে লাগলেন কিন্তু ইহুদিরা চিৎকার করে বলতে
থাকলো, "যদি আপনি এই লোককে ছেড়ে দেন, তাহলে আপনি সিজারের বন্ধু নন। যে কেউ নিজেকে বাদশা বলে দাবি
করে, সে সিজারের বিরুদ্ধে।"

১৩পিলাত একথা শুনে হযরত ইসা আ.কে বাইরে আনলেন এবং বিচারকের আসনে গিয়ে বসলেন। এটি ছিলো পাথরের
তৈরি একটি উচু জায়গা, হিব্রু ভাষায় একে গাব্বাথা বলা হয়। ১৪সেই দিনটি ছিলো ইদুল-ফেসাখের প্রস্তুতির দিন। তখন
বেলা দুপুর। তিনি ইহুদিদের বললেন, "এই তোমাদের বাদশা!" ১৫তারা চিৎকার করে বললো, "ওকে দূর করুন! ওকে দূর
করুন! ওকে সলিবে দিন!" পিলাত তাদের জিজ্ঞেস করলেন, "আমি কি তোমাদের বাদশাকে সলিবে দেবো?" প্রধান
ইমামেরা উত্তর দিলেন, "সিজার ছাড়া আমাদের কোনো বাদশা নেই।"

১৬এরপর তিনি তাঁকে সলিবে দেবার জন্য তাদের হাতে দিয়ে দিলেন। ১৭তারা হযরত ইসা আ.কে নিয়ে গেলো। তিনি
নিজেই নিজের সলিব বয়ে নিয়ে মাথারখুলি নামক জায়গায় গেলেন। হিব্রু ভাষায় এই জায়গাকে গলগথা বলা হয়। ১৮সেখানে
তারা তাঁকে অন্য দু'জনের সাথে সলিবে দিলো– দু'জন তাঁর দু'পাশে এবং তিনি দু'জনের মাঝখানে।

১৯পিলাত একটি নোটিশ লিখে সলিবের ওপরে টাঙিয়ে দিলেন। তিনি লিখলেন, "নাসরতের হযরত ইসা আ., ইহুদিদের
বাদশা।" ২০ইহুদিদের অনেকে এই নোটিশ পড়লো, কারণ যে-জায়গায় হযরত ইসা আ.কে সলিবে দেয়া হয়েছিলো সেটি
ছিলো শহরের পাশে এবং নোটিশটি লেখা ছিলো হিব্রু, ল্যাটিন ও গ্রিক ভাষায়।

২১ইহুদিদের প্রধান ইমামেরা পিলাতকে বললেন, "'ইহুদিদের বাদশা'– একথা লিখবেন না, বরং লিখুন, 'এই লোকটি বলতো,
আমি ইহুদিদের বাদশা।'" ২২পিলাত উত্তরে বললেন, "আমি যা লিখেছি তা লিখেছি।"

২৩সৈন্যরা হযরত ইসা আ.কে সলিবে দেবার পর তাঁর কাপড় নিয়ে চার ভাগে ভাগ করলো– একেকজনের জন্য একেক
ভাগ। তারা তাঁর জুব্বাও নিলো; এতে কোনো সেলাই ছিলো না, ওপর থেকে নিচ পর্যন্ত বোনা ছিলো। ২৪তাই তারা একে
অন্যকে বললো, "এটি আমরা ছিঁড়বো না কিন্তু এসো, ভাগ্য পরীক্ষা করে দেখি এটি কে পায়।" এতে যবুরের একথা পূর্ণ
হলো, "তারা নিজেদের মধ্যে আমার কাপড় ভাগ করে নিলো এবং আমার কাপড়ের জন্য নিজেদের মধ্যে ভাগ্য পরীক্ষা
করলো।" এবং সৈন্যরা তা-ই করলো।

২৫এদিকে হযরত ইসা আ.র সলিবের কাছে তাঁর মা এবং তাঁর খালা, ক্লুপাসের স্ত্রী মরিয়ম এবং মগ্দলিনি মরিয়ম দাঁড়িয়ে ছিলেন। ২৬যখন হযরত ইসা আ. তাঁর মাকে দেখলেন এবং যে-হাওয়ারিকে তিনি মহব্বত করতেন, তাঁকে তাঁর মায়ের পাশে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলেন, তখন তিনি তাঁর মাকে বললেন, "মা, এই তোমার ছেলে।" ২৭তারপর তিনি সেই হাওয়ারিকে বললেন, "এই তোমার মা।" সেই সময় থেকে সেই হাওয়ারি তাকে তার নিজের বাড়িতে নিয়ে গেলেন।

২৮অতঃপর হযরত ইসা আ. যখন জানলেন যে, সবই শেষ হয়েছে, তখন পূর্বের কিতাবের একথা পূর্ণ হওয়ার জন্য বললেন, "আমার পিপাসা পেয়েছে।" ২৯সেখানে তেতো আঙুররসে ভরা একটি কলস ছিলো। তারা একটি স্পঞ্জের টুকরো তাতে ডুবিয়ে গাছের ডালের মাথায় করে তাঁর মুখে দিলো। ৩০হযরত ইসা আ. তা গ্রহণ করার পর বললেন, "শেষ হয়েছে।" তারপর তিনি মাথা নত করে প্রাণ ত্যাগ করলেন।

৩১যেহেতু দিনটি ছিলো প্রস্তুতির দিন, সেহেতু ইহুদিরা চাইলো না যে, দেহগুলো সাব্বাতে সলিবের ওপরে থাকুক। বিশেষ করে সেই সাব্বাতটি ছিলো একটি মহান সাব্বাত। তাই তারা পিলাতকে বললো, যেনো সলিবে দেয়া লোকদের পা ভেঙে দেয়া হয় এবং দেহগুলো সলিব থেকে সরিয়ে ফেলা হয়।

৩২পরে সৈন্যরা এসে প্রথমজন ও অন্যজনের পা ভাঙলো; এদেরকে তাঁর সাথে সলিবে দেয়া হয়েছিলো। ৩৩হযরত ইসা আ.র কাছে এসে তারা দেখলো তিনি ইন্তেকাল করেছেন। তাই তারা তাঁর পা ভাঙলো না। ৩৪কিন্তু একজন সৈন্য বল্লম নিয়ে তাঁর পাঁজরে ঢুকিয়ে দিলো আর সাথে সাথে রক্ত ও পানি বেরিয়ে এলো।

৩৫যিনি নিজে দেখেছিলেন, তিনি এই সাক্ষ্য দিচ্ছেন, যেনো তোমরাও বিশ্বাস করতে পারো। তাঁর সাক্ষ্য সত্য এবং তিনি জানেন যে, তিনি সত্য বলছেন।

৩৬এসব ঘটলো যেনো পূর্বের কিতাবের একথা পূর্ণ হয়, "তাঁর দেহের কোনো হাড় ভাঙা হবে না।" ৩৭এবং পূর্বের কিতাবের অন্য এক জায়গায় আছে, "যাঁকে তারা বিদ্ধ করেছে, তাঁরই দিকে তারা তাকিয়ে থাকবে।" ৩৮এরপর অরিমাথিয়ার হযরত ইউসুফ র.– যিনি ইহুদিদের ভয়ে গোপনে ইসার সাহাবি হয়েছিলেন– পিলাতের কাছে গিয়ে হযরত ইসা আ.র দেহমোবারক চাইলেন। পিলাত তাঁকে অনুমতি দিলেন, আর তিনি হযরত ইসা আ.র দেহমোবারক সলিব থেকে নামিয়ে আনলেন। ৩৯নিকদিম– যিনি আগে একবার রাতের বেলা হযরত ইসা আ.র কাছে এসেছিলেন– প্রায় পঞ্চাশ কেজি গন্ধরস ও অগুরু মিশিয়ে নিয়ে এলেন। ৪০তারা হযরত ইসা আ.র দেহ মোবারক নিয়ে ইহুদিদের দাফন করার নিয়ম অনুসারে সুগন্ধি মসলা মাখিয়ে এক টুকরো লিনেন কাপড় দিয়ে পেঁচালেন।

৪১তাঁকে যেখানে সলিবে দেয়া হয়েছিলো, সেখানে একটি বাগান ছিলো এবং সেই বাগানে একটি নতুন কবর ছিলো, যেখানে এর আগে কাউকে দাফন করা হয়নি। ৪২যেহেতু দিনটি ছিলো ইহুদিদের প্রস্তুতির দিন এবং কবরটাও কাছে ছিলো, তাই তারা হযরত ইসা আ.কে সেখানে দাফন করলেন।

রুকু ২০

১সপ্তাহের প্রথম দিন খুব ভোরে অন্ধকার থাকতে মগ্দলিনি মরিয়ম কবরের কাছে এলেন এবং দেখলেন যে, কবরের মুখ থেকে পাথরটি সরিয়ে ফেলা হয়েছে।

২তাই তিনি দৌঁড়ে সাফওয়ান পিতর ও অন্য যে-হাওয়ারিকে হযরত ইসা আ. মহব্বত করতেন, তার কাছে গিয়ে বললেন, "তারা হুজুরকে কবর থেকে নিয়ে গেছে এবং আমরা জানি না তারা তাঁকে কোথায় রেখেছে।"

৩তখন হযরত পিতর রা. ও অন্য হাওয়ারি বের হয়ে কবরের দিকে গেলেন। ৪দু'জনই একসাথে দৌড়ে গেলেন কিন্তু সেই অন্য হাওয়ারি হযরত পিতর রা.কে পেছনে ফেলে প্রথমে কবরের কাছে পৌঁছলেন। ৫তিনি নিচু হয়ে ভেতরে তাকালেন এবং দেখলেন যে, লিনেন কাপড়ের টুকরোটি পড়ে আছে কিন্তু তিনি ভেতরে গেলেন না।

৬হযরত সাফওয়ান পিতর তার পরে কবরের কাছে পৌঁছলেন এবং কবরের ভেতরে ঢুকলেন। ৭তিনি দেখলেন, লিনেন কাপড়ের টুকরোটি সেখানে পড়ে আছে এবং যে-কাপড় দিয়ে হযরত ইসা আ.র মাথা মোড়ানো হয়েছিলো, সে টুকরোটিও ভাঁজ করে আলাদাভাবে রাখা হয়েছে। ৮তখন অন্য হাওয়ারি, যিনি প্রথমে কবরের কাছে পৌঁছেছিলেন, তিনিও ভেতরে

গেলেন এবং দেখে বিশ্বাস করলেন। ৯যদিও তারা তখনো পূর্বের কিতাবের একথা বোঝেননি যে, তাঁকে মৃত থেকে জীবিত হয়ে উঠতে হবে। ১০এরপর হাওয়ারিরা তাদের বাড়ি ফিরে গেলেন।

১১কিন্তু মরিয়ম কবরের বাইরে দাঁড়িয়ে কাঁদতে থাকলেন। কাঁদতে কাঁদতে নিচু হয়ে যখন তিনি কবরের ভেতরে তাকালেন, ১২তখন দেখতে পেলেন, সাদা কাপড় পরা দু'জন ফেরেস্তা ইসার দেহমোবারক যেখানে ছিলো, সেখানে বসে আছেন– একজন তাঁর মাথার দিকে এবং অন্যজন তাঁর পায়ের দিকে। ১৩তারা তাকে বললেন, "হে নারী, তুমি কাঁদছো কেনো?" তিনি তাদের বললেন, "তারা আমার হুজুরকে নিয়ে গেছে এবং আমি জানি না তারা তাঁকে কোথায় রেখেছে।"

১৪একথা বলে তিনি যখন ঘুরলেন, তখন দেখলেন, হযরত ইসা আ. সেখানে দাঁড়িয়ে আছেন কিন্তু তিনি হযরত ইসা আ.কে চিনতে পারলেন না। ১৫হযরত ইসা আ. তাঁকে বললেন, "হে নারী, তুমি কাঁদছো কেনো? তুমি কার খোঁজ করছো?" তিনি তাঁকে বাগানের মালি মনে করে বললেন, "জনাব, আপনি যদি তাঁকে নিয়ে গিয়ে থাকেন, তাহলে আমাকে বলুন, আমি তাঁকে নিয়ে যাবো।"

১৬হযরত ইসা আ. তাকে বললেন, 'মরিয়ম!' তখন তিনি ঘুরে হিব্রু ভাষায় তাকে বললেন, 'রাব্বুনি!' যার অর্থ ওস্তাদ। ১৭হযরত ইসা আ. তাঁকে বললেন, "আমাকে ধরে রেখো না, কারণ আমি এখনো প্রতিপালকের কাছে যাইনি। তুমি আমার ভাইদের কাছে গিয়ে বলো, 'আমি আমার ও তোমার প্রতিপালক আল্লাহর কাছে যাচ্ছি।'" ১৮মগ্দলিনি মরিয়ম গিয়ে হাওয়ারিদের জানালেন যে, "আমি হুজুরকে দেখেছি।" এবং তিনি তাকে যা যা বলেছিলেন তাও তাদের জানালেন।

১৯সেদিন অর্থাৎ সপ্তাহের প্রথম দিন সন্ধ্যায় হাওয়ারিরা একটি ঘরে জমায়েত হলেন। ইহুদিদের ভয়ে সেই ঘরের দরজা বন্ধ ছিলো। হযরত ইসা আ. ঘরের ভেতরে এসে তাদের মধ্যে দাঁড়ালেন এবং বললেন, "আস্‌সালামু আলাইকুম।" ২০এরপর তিনি তাঁর দু'হাত ও পাঁজর তাদের দেখালেন। অতঃপর হাওয়ারিরা তাঁকে দেখে আনন্দিত হলেন।

২১হযরত ইসা আ. আবার তাদের বললেন, "শান্তি ও রহমত তোমাদের ওপর বর্তুক। আমার প্রতিপালক যেভাবে আমাকে পাঠিয়েছেন, সেভাবে আমিও তোমাদের পাঠাচ্ছি।" ২২একথা বলে তিনি তাদের ওপর ফুঁ দিলেন এবং বললেন, "সত্যের রুহকে গ্রহণ করো। ২৩যদি তোমরা কারো গুনাহ মাফ করে দাও, তাহলে তার গুনাহ মাফ করা হবে; আর যদি কারো গুনাহ ধরে রাখো, তাহলে তার গুনাহ ধরে রাখা হবে।"

২৪কিন্তু হযরত ইসা আ. যখন এসেছিলেন, তখন থোমা, যাকে জমজ বলা হয়, সেই বারোজনের একজন, সেখানে ছিলেন না। ২৫তাই অন্য হাওয়ারিরা যখন তাঁকে বললেন, "আমরা হুজুরকে দেখেছি," তখন তিনি তাদের বললেন, "যতোক্ষণ না আমি তাঁর হাতে পেরেকের দাগ দেখছি ও আমার আঙুল পেরেকের গর্তে রাখছি এবং তাঁর পাঁজরে হাত দিচ্ছি, ততোক্ষণ পর্যন্ত আমি বিশ্বাস করবো না।"

২৬এক সপ্তাহ পরে আবার হাওয়ারিরা একটি ঘরে জমায়েত হলেন এবং থোমাও তাদের সাথে ছিলেন। যদিও ঘরের দরজা বন্ধ ছিলো, তবুও হযরত ইসা আ. ভেতরে এসে তাদের মধ্যে দাঁড়ালেন এবং বললেন, "আসসালামু আলাইকুম।" ২৭অতঃপর থোমাকে বললেন, "তোমার আঙুল এখানে দাও এবং আমার হাত দুটো দেখো।

হাত বাড়িয়ে আমার পাঁজরে তোমার হাত দাও। সন্দেহ করো না কিন্তু বিশ্বাস করো।" ২৮থোমা তাঁকে বললেন, "মনিব আমার, মালিক আমার!" ২৯হযরত ইসা আ. তাকে বললেন, "তুমি আমাকে দেখেছো বলে কি ইমান আনছো? ভাগ্যবান তারা, যারা আমাকে না দেখেই ইমান আনে।"

৩০হযরত ইসা আ. তাঁর হাওয়ারিদের সামনে চিহ্ন হিসেবে অনেক মোজেজা দেখিয়েছিলেন, যা এই কিতাবে লেখা হয়নি। ৩১কিন্তু এসব এখানে লেখা হলো, যেনো তোমরা ইমান আনতে পারো যে, হযরত ইসা আ.ই একান্ত প্রিয় মনোনীতজন, আল্লাহর মসিহ এবং তাঁর ওপর ইমান এনে তাঁর নামে নাজাত পেতে পারো।

রুকু ২১

১এসবের পরে তিবিরিয়া লেকের পাড়ে হযরত ইসা আ. আবার তাঁর হাওয়ারিদের দেখা দিলেন। তিনি নিজেকে তাদের কাছে এভাবে দেখালেন: ২হযরত সাফওয়ান পিতর রা., হযরত থোমা রা., যাকে জমজ বলা হয়, গালিলের কান্না গ্রামের নথনেল, জাবিদির ছেলেরা এবং তাঁর অন্য দু'জন হাওয়ারি এক জায়গায় জমায়েত হয়েছিলেন।

[৩]হযরত সাফওয়ান পিতর রা. তাদের বললেন, “আমি মাছ ধরতে যাচ্ছি।” তারা তাকে বললেন, “আমরাও তোমার
সাথে যাবো।” তারা নৌকা নিয়ে মাছ ধরতে গেলেন কিন্তু সেই রাতে তারা কিছুই ধরতে পারলেন না।

[৪]সকাল হওয়ার সাথে সাথে হযরত ইসা আ. এসে লেকের পাড়ে দাঁড়ালেন কিন্তু হাওয়ারিরা জানতেন না যে, তিনি
হযরত ইসা আ.। [৫]হযরত ইসা আ. তাদের বললেন, “সন্তানেরা, তোমাদের কাছে কি কোনো মাছ আছে?” তারা তাঁকে উত্তর
দিলেন, “না।” [৬]তিনি তাদের বললেন, “নৌকার ডান পাশে তোমাদের জাল ফেলো, তাহলে তোমরা কিছু পাবে।” তারা
জাল ফেললেন এবং এতো মাছ জালে পড়লো যে, তারা জাল টেনে তুলতে পারলেন না।

[৭]যে-হাওয়ারিকে হযরত ইসা আ. মহব্বত করতেন, তিনি হযরত পিতর রা.কে বললেন, “উনি হুজুর!” হযরত সাফওয়ান
পিতর রা. যখন শুনলেন, “উনি হুজুর,” তখন কাপড় পরলেন, কারণ তিনি উলঙ্গ ছিলেন এবং ঝাঁপ দিয়ে সাগরে পড়লেন।
[৮]কিন্তু অন্য হাওয়ারিরা নৌকায় করে এলেন, মাছ ভর্তি জাল টেনে নিয়ে এলেন, কারণ তারা কিনার থেকে বেশি দূরে ছিলেন
না, আনুমানিক দু'শ হাত দূরে ছিলেন।

[৯]কিনারে পৌঁছে তারা দেখলেন যে, সেখানে কয়লার আগুন জ্বলছে এবং তার ওপরে মাছ ও রুটি রয়েছে। [১০]হযরত ইসা
আ. তাদের বললেন, “তোমরা যে-মাছ ধরেছো, তার কয়েকটি নিয়ে এসো।” [১১]হযরত সাফওয়ান পিতর রা. নৌকায় গিয়ে
জাল টেনে কিনারে নিয়ে এলেন। জালে একশ তিপ্পান্নটি বড়ো মাছ ছিলো। যদিও এতো মাছ ছিলো, তবুও জাল ছিঁড়লো না।
[১২]হযরত ইসা আ. তাদের বললেন, “এসো, নাস্তা করো।” কোনো হাওয়ারিই তাঁকে একথা জিজ্ঞেস করতে সাহস পেলেন না
যে, “আপনি কে?” কারণ তারা জানতেন উনি হুজুর। [১৩]হযরত ইসা আ. এসে রুটি নিয়ে তাদের দিলেন এবং একইভাবে
মাছও দিলেন। [১৪]হযরত ইসা আ. মৃত থেকে জীবিত হওয়ার পর এই তৃতীয়বার হাওয়ারিদের দেখা দিলেন।

[১৫]তাদের নাস্তা খাওয়া শেষ হলে হযরত ইসা আ. সাফওয়ান পিতরকে বললেন, “সাফওয়ান ইবনে ইউহান্না, তুমি কি
এসবের থেকে আমাকে বেশি মহব্বত করো?” তিনি বললেন, “জি, হুজুর, আপনি জানেন যে, আমি আপনাকে মহব্বত
করি।” হযরত ইসা আ. তাকে বললেন, “আমার শিশু-মেষগুলো চরাও।”

[১৬]দ্বিতীয়বার তিনি তাকে বললেন, “সাফওয়ান ইবনে ইউহোন্না, তুমি কি আমাকে মহব্বত করো?” তিনি তাঁকে বললেন,
“জি হুজুর, আপনি জানেন যে, আমি আপনাকে মহব্বত করি।” হযরত ইসা আ. তাঁকে বললেন, “আমার মেষদের
দেখাশোনা করো।”

[১৭]তৃতীয়বার তিনি তাকে বললেন, “সাফওয়ান ইবনে ইউহোন্না, তুমি কি আমাকে মহব্বত করো?” তৃতীয়বার তাঁকে
একথা বলার কারণে হযরত পিতর রা. কষ্ট পেলেন এবং বললেন, “হুজুর, আপনি সবই জানেন; আপনি জানেন যে, আমি
আপনাকে মহব্বত করি।” [১৮]হযরত ইসা আ. তাকে বললেন, “আমার মেষদের চরাও। আমি তোমাকে সত্যিই বলছি, তুমি
যখন যুবক ছিলে, তখন নিজের বেল্ট নিজে বেঁধেছো এবং যেখানে ইচ্ছা সেখানে গিয়েছো;
কিন্তু তুমি যখন বৃদ্ধ হবে, তখন তুমি দু'হাত বাড়িয়ে দেবে এবং অন্য কেউ তোমার বেল্ট বেঁধে দেবে, আর তুমি যেখানে
যেতে চাবে না, সেখানে নিয়ে যাবে।” [১৯]হযরত পিতর রা. কীভাবে ইন্তেকাল করে আল্লাহর মহিমা প্রকাশ করবেন তা
বোঝাতে গিয়ে তিনি একথা বললেন। এরপর তিনি তাকে বললেন, “আমার পেছনে এসো।”

[২০]হযরত পিতর রা. পেছন ফিরে দেখলেন যে, হযরত ইসা রা. যে-হাওয়ারিকে মহব্বত করতেন, তিনিও তাদের পেছনে
পেছনে আসছেন। ইনি সেই হাওয়ারি, যিনি খাবার সময় ইসার পাশে বসেছিলেন এবং হযরত ইসা আ.র কোলের ওপর ঝুঁকে
জিজ্ঞেস করেছিলেন, “হুজুর, সে কে, যে আপনাকে ধরিয়ে দেবে?” [২১]পিতর তাঁকে দেখে ইসাকে বললেন, “হুজুর, এর কী
হবে?” [২২] ইসা তাকে বললেন, “যদি আমার ইচ্ছা হয় যে, আমি ফিরে না আসা পর্যন্ত সে থাকুক তাতে তোমার কী? তুমি
আমার পেছনে এসো!”

[২৩]তখন সমাজে এই গুজব ছড়িয়ে পড়লো যে, এই হাওয়ারি ইন্তেকাল করবেন না। যদিও হযরত ইসা আ. তাকে
বলেননি যে, তিনি ইন্তেকাল করবেন না, বরং বলেছিলেন, “যদি আমার ইচ্ছে হয় যে, আমি ফিরে না আসা পর্যন্ত সে থাকুক
তাতে তোমার কী?”

[২৪]এই হাওয়ারিই এসব বিষয়ে সাক্ষ্য দিচ্ছেন ও লিখছেন এবং আমরা জানি যে, তার সাক্ষ্য সত্য। [২৫]এসব ছাড়াও আরো অনেককিছু হযরত ইসা আ. করেছেন; যদি সেগুলোর প্রত্যেকটি লেখা হতো, তাহলে আমি মনে করি, এতো কিতাব হতো যে, দুনিয়ায় জায়গা হতো না।